আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব

(হাদীস সংকলন)

তৃতীয় খণ্ড

মূল : হাফেজ ইমাম আবু মুহাম্মদ যাকিউদ্দিন আব্দুল আযীম বিন আব্দুল কাওয়ী আল-মুনযেরী

অনুবাদক : হাফেজ মাওলানা আকরাম ফারুক

আত্-তারগীব ওয়াত্-তারহীব

হিজরী ৬ষ্ঠ শতাব্দীর বিশ্ব-বিখ্যাত
হাদীস সংকলনের বঙ্গানুবাদ
(পুনরাবৃত্তি ও দুর্বল হাদীস বর্জিত)
(৩য় খণ্ড)

মূল ঃ ইমাম হাফেয আবু মুহাম্মাদ যাকীউদ্দীন আব্দুল আযীম
বিন আব্দুল কাওয়ী আল-মুনযিরী

অনুবাদক
হাফেয মাওলানা আকরাম ফারুক
এম,এ (আরবী)

(মিশরের শহীদ সাইয়েদ কুতুবের বিশ্ব-বিখ্যাত তাফসীর ফী যিলালিল কুরআনের অন্যতম অনুবাদক, ইমাম যাহাবীর কিতাবুল কাবায়ের (কবীরা গুনাহ) সহ অর্ধশতাধিক গ্রন্থের অনুবাদক, হাদীসের কিস্সার (১-৪ খণ্ড) লেখক, দৈনিক জনপদের সাবেক সহকারী সম্পাদক, সৌদী দূতাবাসের সাবেক অনুবাদক ও মরক্কো দূতাবাসের অনুবাদক)

প্রকাশনায়
হাসনা প্রকাশনী
কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস. ঢাকা-১০০০

আত্-তারগীব ওয়াত্-তারহীব (৩য় খণ্ড)

প্রকাশক
রুবাইয়া নাদিয়া হুদা
হাসনা প্রকাশনী
কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস
ঢাকা-১০০০, ফোন ঃ ৮৬২০৫৯০

প্রথম প্রকাশ
বৈশাখ-১৪১০ বাংলা
জুন- ২০০৩ ইংরেজী

প্রচ্ছদ
রফিকুল্লাহ গাজ্জালী

কম্পিউটার কম্পোজ
হাসনা প্রকাশনী
কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস
ঢাকা-১০০০, ফোন ঃ ৮৬২০৫৯০

মূল্য ঃ দুইশত বিশ টাকা মাত্র

At-Targib waat-Tarhib Vol. 3. Translated by Hafiz Maulana Akram Farooque Publised by Rubaiya Nadia Huda of Hasna Prokashani Masjid Mission Campus, Dhaka-1000. 1st Edition June 2003 Price Taka 220.00 only.

প্রকাশকের কথা

বিশ্ব-বিখ্যাত হাদীসগ্রন্থ "আত্-তারগীব ওয়াত্-তারহীবের" তৃতীয় খন্ডের বাংলা অনুবাদ পাঠকদের খেদমতে উপস্থাপন করতে পেরে মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীনের লাখো-কোটি শুকরিয়া আদায় করছি। গ্রন্থখানি অনুবাদ করেছেন, অতি সম্প্রতি ২২ খন্ডে সমাপ্ত বিশ্ব-বিশ্রুত তাফসীর শহীদ সাইয়েদ কুতুব প্রণীত "ফী-যিলালিল কুরআন" সহ অর্ধশতাধিক গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থের অনুবাদক এবং "হাদীসের কিসসা" ও "ইমাম হুসাইনের শাহাদাত" প্রভৃতি গ্রন্থের লেখক হাফেয মওলানা আকরাম ফারুক।

এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, পৃথিবীতে নির্ভুল জ্ঞানের একমাত্র উৎস হচ্ছে ওহি। কারণ ওহি বিশ্বস্রষ্টা ও বিশ্বপ্রভু মহান আল্লাহর নির্ভুল ও অকাট্য বাণীর সমষ্টি এবং তাঁরই প্রত্যক্ষ তদারকীতে বিশ্বস্ত ও নিষ্পাপ ফেরেশতারা তা বহন করে নিষ্পাপ নবীর (সা) কাছে পৌঁছে দেয়। মানুষের মস্তিষ্কপ্রসূত বা মানবরচিত কোন বাণী তার সমকক্ষ হতে পারে না। এই ওহি দু'প্রকারের : কুরআন ও হাদীস। রসূল (সা) বলেছেন : "আমি তোমাদের কাছে দুটো জিনিস রেখে যাচ্ছি, যা আঁকড়ে ধরলে তোমরা কখনো বিপথগামী হবেনা। সে দুটো জিনিস হচ্ছে, আল্লাহর কিতাব ও রসূলের সুন্নাহ।" বিশেষতঃ তিনি বিদায় হজ্বের ভাষণে বলেছেন : তোমরা যারা এখানে উপস্থিত আছো, তারা অনুপস্থিত ও পরবর্তী প্রজন্মের কাছে আমার বাণী পৌঁছে দিও।"

এই বিশ্বাসই তিন খন্ডে সমাপ্ত এই হাদীসগ্রন্থখানি প্রকাশে আমাদের প্রেরণা যুগিয়েছে। 'হাসনা প্রকাশনী' এই গ্রন্থখানিকে ত্রুটিমুক্ত ও আকর্ষণীয় করে প্রকাশ করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে। কতটুকু সফল হয়েছে, তা সম্মানীয় পাঠকগণেরই বিচার্য। কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হলে এবং তা আমাদেরকে জানালে ইনশাআল্লাহ পরবর্তী প্রকাশনায় তা সংশোধন করা হবে। বাংলাদেশ ও বাইরের সকল বাংলাভাষী মানুষের ইসলামী জ্ঞানপিপাসা মেটাতে আমাদের এ প্রকাশনা যদি কিছুমাত্র সফল হয়, তাহলেও আমরা নিজেদেরকে কৃতার্থ মনে করবো। আল্লাহ তায়ালা আমাদের এই প্রচেষ্টাকে কবুল ও মঞ্জুর করুন এবং একে আমাদের নাজাতের ওছিলা বানিয়ে দিন। আমীন!

রুবাইয়া নাদিয়া হুদা
হাসনা প্রকাশনী।

অনুবাদকের কথা

বিশিষ্ট হাদীস বিশারদ ইমাম হাফেয আবু মুহাম্মাদ যাকীউদ্দীন আব্দুল আযীম বিন আব্দুল কাওয়ী আল মুনযিরীর লিখিত বিশ্ববিখ্যাত হাদীস গ্রন্থ 'আত্-তারগীব ওয়াত্-তারহীব'-এর তৃতীয় খণ্ড বাংলা অনুবাদ করার সুযোগ ও তাওফীক লাভ করে মহান আল্লাহর হাজার হাজার শুকরিয়া আদায় করছি।

এই হাদীস গ্রন্থটির প্রতি আমার আগ্রহ ও কৌতূহল বলতে গেলে বাল্যকাল থেকেই মনে সঞ্চিত ছিল। বাগেরহাট জেলার মোল্লাহাট থানাধীন গাড়ফা গ্রামে অবস্থিত আমার পৈতৃক বাসস্থান। পার্শ্ববর্তী গ্রাম উদয়পুরে বহু প্রাচীন একটি কওমী মাদ্রাসা রয়েছে। আমি বাল্যকালে ঐ মাদ্রাসায় হিফযুল কুরআনের ছাত্র থাকাকালে মাদ্রাসার মোহতামেম (প্রিন্সিপাল) মরহুম হযরত মাওলানা আযীযুর রহমান সাহেব (তাবলীগ জামায়াতের বিশিষ্ট নেতা ও শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা আযীযুল হক সাহেবের শ্বশুর) প্রতিদিন যোহরের জামায়াতের পর মাদ্রাসার সমবেত ছাত্রদেরকে এই তারগীব ও তারহীব থেকে অন্ততঃ একটি করে হাদীস শুনাতেন। প্রতিদিনকার এই হাদীসের দারস্ আমাদের মনে বিপুল প্রেরণা ও আলোড়ন সৃষ্টি করতো। পরবর্তীকালে বিভিন্ন মাদ্রাসা, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করেও মরহুম 'বাড়ীর হুযুর' (হযরত মাওলানা আযীযুর রহমান সাহেবের আঞ্চলিক উপাধি)-এর সেই হাদীসের দারসের কথা এবং তারগীব ও তারহীব কিতাবখানার কথা ভুলতে পারিনি। আল্লাহ তায়ালা মরহুম বাড়ীর হুযুরকে জান্নাতে উচ্চতর মর্যদা দান করুন! আমীন! পরবর্তীকালে আমার মনে এই হাদীস গ্রন্থখানার অনুবাদ করার ইচ্ছা জন্মে। এই ইচ্ছা বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে প্রায় ২০ বছর আগে মক্কা শরীফ থেকে গ্রন্থখানা আনিয়েছি, কিন্তু উপযুক্ত প্রকাশকের অভাবে এটি অনুবাদে হাত দেয়া হয়নি। তবে, মাসিক পৃথিবীতে কয়েক বছর যাবত এর কিস্তি কিস্তি অনুবাদ ছাপা হয়েছে। অবশেষে প্রকাশনীর স্বত্বাধিকারিনী রুবাইয়া নাদিয়া হুদা কিতাবখানার অনুবাদ প্রকাশের আগ্রহ ব্যক্ত করলে আমি তাকে এর অনুবাদ করে দিতে সম্মত হই। আল্লাহ তায়ালা রুবাইয়া নাদিয়া হুদার এই মহান উদ্যোগকে কামিয়াব করুন এবং এ কাজটাকে তাঁদের ও আমার পক্ষ হতে দ্বীনের একটি খিদমত হিসেবে কবুল করে আখিরাতে আমাদের উভয়ের মুক্তির ওছিলা বানিয়ে দিন। আমীন!

–আকরাম ফারুক, ফায়দাবাদ (উত্তর)
ব্লক-৮১৬, উত্তরা, ঢাকা।

মূল গ্রন্থ ও অনুবাদ সম্পর্কে কিছু কথা

আত্-তারগীব ওয়াত্-তারহীব ইমাম হাফেয মুনযিরীর একটি কালজয়ী হাদীস গ্রন্থ। এটি ৬ খণ্ডে সমাপ্ত। সারা বিশ্বে ইসলাম প্রচারক ও দায়ীদের অন্যতম অবলম্বন। এ গ্রন্থে তিনি ২৫টি বড় বড় হাদীস গ্রন্থ থেকে প্রায় ৬ হাজার হাদীস সংকলন করেছেন। উক্ত হাদীস গ্রন্থগুলোর মধ্যে সহীহ বুখারী ও মুসলিমসহ প্রসিদ্ধতম ৬ খানা সহীহ হাদীসের কিতাব, যাকে 'সিহাহ সিত্তা' বলা হয়ে থাকে– এছাড়াও মুসনাদে আহমাদ, তাবরানী শরীফ, বাইহাকী, মুসনাদে আবু ইয়ালা, মুসনাদে আল-বাযযার, সহীহ ইবনে হাব্বান, হাকেমে মুসতাদরাক, সহীহ ইবনে খুযায়মা এবং ইবনে আবিদ্ দুনিয়া ও ইসবাহানীর সংকলনসমূহ অন্যতম।

এ কিতাবের বৈশিষ্ট্য এই যে, এতে বিভিন্ন বিষয়ের শিরোনামে হাদীস সংকলিত হয়েছে। আর এ জন্য বহু হাদীসের পুনরাবৃত্তি হয়েছে। আমি এইসব পুনরাবৃত্ত হাদীসগুলোর মধ্যে থেকে যাচাই-বাছাই করে যেটি অধিকতর প্রামাণ্য উৎস থেকে নেয়া এবং যেটি অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত, সেটির অনুবাদ করেছি। এ গ্রন্থের একটি চমকপ্রদ বৈশিষ্ট্য এই যে, কোন হাদীস কোন কারণে দুর্বল বা অনির্ভরযোগ্য হলে গ্রন্থকার নিজেই তার উল্লেখ করেছেন। আমি সাধারণতঃ দুর্বল হাদীসগুলো পরিহার করেছি। তবে কিছু কিছু হাদীস এমনও রয়েছে, যা সনদের দিক থেকে দুর্বল বা আপত্তিকর হলেও তার বক্তব্য ও বিষয়বস্তু অন্যান্য সহীহ হাদীস, এমনকি ক্ষেত্রবিশেষে কুরআন দ্বারাও সমর্থিত হাদীস আমি তা গ্রহণ ও অনুবাদ করেছি। সেইসাথে স্থানে স্থানে প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যাও দিয়েছি। আবার কোন কোন জায়গায় গ্রন্থকারের নিজস্ব ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণও রয়েছে, যা আমি কোথাও হুবহু অনুবাদ এবং কোথাও এর সংক্ষিপ্ত সার তুলে দিয়েছি।

–অনুবাদক

গ্রন্থকার-পরিচিত

এই গ্রন্থের লেখকের পূর্ণ নাম আবু মুহাম্মাদ, আব্দুল আযীম যাকীউদ্দীন বিন আব্দুল ক্বাওয়ী বিন আব্দুল্লাহ বিন সালামা বিন সা'দ আল-মুনযিরী। তিনি ৫৮১ হিজরী ১ শা'বান সিরিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন এবং ৬৫৬ হিজরীর ৪ যিলকা'দা মিশরে ইন্তিকাল করেন। আত্-তারগীব ওয়াত্-তারহীব ছাড়াও তার "মুখতাছারু সহীহ মুসলিম" (সহীহ মুসলিমের সংক্ষিপ্ত সার), "মুখতাছারু সুনানি আবি দাউদ" নামক আরো দু'খানা হাদীসগ্রন্থ রয়েছে।

সূচীপত্র

সামাজিক সদাচারণ সংক্রান্ত অধ্যায়

আদব তথা শালীনতা, ভদ্রতা শিষ্টাচার ও সুসভ্য আচরণ সংক্রান্ত অধ্যায়

তওবা ও যুহদ সংক্রান্ত অধ্যায়

পুনরুত্থান ও কিয়ামতের দিনের ভয়াবহতা সংক্রান্ত অধ্যায়

বেহেশত ও দোযখের বিবরণ সংক্রান্ত অধ্যায়

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كتاب البر والصلة، وغيرهما

সামাজিক সদাচার সংক্রান্ত অধ্যায়

الترغيب فى برالوالدين وصلتهما، وتأكيد طاعتهما، والإحسان إليهما، وبرأصدقائهما من بعدهما

পিতামাতার সাথে ও পিতামাতার মৃত্যুর পর তাদের বন্ধুদের সাথে সদাচারের উপদেশ

١٢٥١- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَىُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلٰى اللّٰهِ؟ قَالَ : « الصَّلَاةُ عَلٰى وَقْتِهَا » قُلْتُ : ثُمَّ أَىٌّ؟ قَالَ : « بِرُّ الْوَالِدَيْنِ » قُلْتُ : ثُمَّ أَىٌّ؟ قَالَ : « اَلْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰه » رواه البخارى، ومسلم.

১২৫১। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন : রাসূল (সা) কে জিজ্ঞেস করলাম : আল্লাহর কাছে কোন্ কাজ সবচেয়ে প্রিয়? তিনি বললেন : যথা সময়ে নামায পড়া। আমি বললাম : তারপর কোন্টা? তিনি বললেন : পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহার। আমি বললাম : তারপর কোন্টা? তিনি বললেন : আল্লাহর পথে জিহাদ। (বুখারী ও মুসলিম)

١٢٥٢- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلٰى نَبِىِّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاسْتَأْذَنَهُ فِىْ الْجِهَادِ، فَقَالَ : « أَحَىٌّ وَالِدَاكَ؟ » قَالَ : نَعَمْ، قَالَ : « فَفِيْهِمَا فَجَاهِدْ » رواه البخارى، ومسلم، وأبو داود، والترمذى، والنسائى.

وَفِيْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ قَالَ : أَقْبَلَ رَجُلٌ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أُبَايِعُكَ عَلَى الْهِجْرَةِ وَالْجِهَادِ أَبْتَغِي الْأَجْرَ مِنَ اللّٰهِ، قَالَ : «فَهَلْ مِنْ وَالِدَيْكَ أَحَدٌ حَيٌّ؟» قَالَ : نَعَمْ، بَلْ كِلَاهُمَا حَيٌّ، قَالَ : «فَتَبْتَغِي الْأَجْرَ مِنَ اللّٰهِ؟» قَالَ : نَعَمْ، قَالَ : «فَارْجِعْ إِلَى وَالِدَيْكَ، فَأَحْسِنْ صُحْبَتَهُمَا».

১২৫২। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আ'স (রা) বলেন ঃ এক বেদুঈন রাসূল (সা)-এর কাছে এসে জিহাদে যাওয়ার অনুমতি চাইল। তিনি বললেন ঃ তোমার পিতামাতা কি জীবিত? সে বললো ঃ হ্যাঁ। তিনি বললেন ঃ তাহলে ঐ দু'জনকে নিয়েই জিহাদ কর।" অর্থাৎ পিতামাতার সেবা করাই তোমার জিহাদ। (বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী)

মুসলিম শরীফের আরেক বর্ণনায় হাদীসটা এ রকম ঃ "এক ব্যক্তি রাসূল (সা)-এর কাছে এসে বললো ঃ আমি আপনার কাছে হিজরত ও জিহাদের অংগীকার দিতে চাই এবং এ দ্বারা আল্লাহর কাছ থেকে পুরস্কার লাভ করতে চাই। রাসূল (সা) বললেন ঃ তোমার পিতামাতা কেউ কি বেঁচে আছে? সে বললো ঃ বরং দু'জনই বেঁচে আছেন। রাসূল (সা) বললেন ঃ তুমি কি আল্লাহর কাছে থেকে পুরস্কার লাভের আশা কর? সে বললো জ্বি। রাসূল (সা) বললেন ঃ "তাহলে তোমার মা-বাবার কাছে ফিরে যাও। এবং তাদের সাথে সদ্ব্যবহার সহকারে জীবন যাপন কর।"

١٢٥٣- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ : جِئْتُ أُبَايِعُكَ عَلَى الْهِجْرَةِ، وَتَرَكْتُ أَبَوَيَّ يَبْكِيَانِ، فَقَالَ : «ارْجِعْ إِلَيْهِمَا، فَأَضْحِكْهُمَا كَمَا أَبْكَيْتَهُمَا» رواه أبو داود.

১২৫৩। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন ঃ এক ব্যক্তি রাসূল (সা)-এর কাছে এসে বললো ঃ আমি হিজরতের অংগীকার করার জন্য আপনার কাছে এসেছি এবং পিতামাতাকে কাঁদতে দেখে এসেছি। রাসূল (সা) বললেন ঃ "তুমি তোমার মা-বাবার কাছে ফিরে যাও এবং তাদেরকে যেমন কাঁদিয়ে এসেছ, তেমনি তাদের মুখে হাসি ফুটাও।" (আবু দাউদ)

١٢٥٤- وَعَنْ أَبِىْ سَعِيْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ هَاجَرَ إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ : «هَلْ لَكَ أَحَدٌ بِالْيَمَنِ؟» قَالَ: أَبَوَاىَ، قَالَ: «أَذِنَا لَكَ؟» قَالَ : لاَ، قَالَ : «فَارْجِعْ إِلَيْهِمَا، فَاسْتَأْذِنْهُمَا، فَإِنْ أَذِنَا لَكَ فَجَاهِدْ، وَإِلاَّ فَبِرَّهُمَا» رواه أبو داود.

১২৫৪। হযরত আবু সাঈদ (রা) বলেন এক ব্যক্তি ইয়ামান থেকে হিজরত করে রাসূল (সা)-এর কাছে এলো। রাসূল (সা) জিজ্ঞেস করলেন ঃ ইয়ামানে কি তোমার কোন আপনজন আছে? সে বললো ঃ আমার পিতামাতা আছেন। রাসূল (সা) বললেন ঃ "তারা কি তোমাকে এখানে আসার অনুমতি দিয়েছেন? সে বললো ঃ না। রাসূল (সা) বললেন ঃ তাহলে তাদের কাছে ফিরে যাও এবং অনুমতি চাও। তারা অনুমতি দিলে জিহাদে এসো। নচেৎ তাদের সাথে সদাচরণ করতে থাক।

١٢٥٥- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: أَتٰى رَجُلٌ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ : إِنِّىْ أَشْتَهِىْ الْجِهَادَ وَلاَ أَقْدِرُ عَلَيْهِ، قَالَ : «هَلْ بَقِىَ مِنْ وَالِدَيْكَ أَحَدٌ» قَالَ : أُمِّىْ، قَالَ :«قَابِلِ اللّٰهَ فِىْ بِرِّهَا، فَإِذَا فَعَلْتَ ذٰلِكَ فَأَنْتَ حَاجٌّ وَمُعْتَمِرٌ وَمُجَاهِدٌ» رواه أبو يعلى، والطبرانى فى الصغير والأوسط، وإسنادهما جيد، ميمون بن نجيح وثقه ابن حبان، وبقية رواته ثقات مشهورون.

১২৫৫। হযরত আনাস (রা) বলেন ঃ এক ব্যক্তি রাসূল (সা)-এর কাছে এসে বললো ঃ "আমি জিহাদে যেতে চাই কিন্তু আমার সে সামর্থ্য নেই"। রাসূল (সা) বললেন ঃ তোমার মা-বাবা কেউ কি বেঁচে আছে? সে বললো ঃ আমার মা আছেন।" রাসূল (সা) বললেন ঃ তুমি তোমার মায়ের সাথে সদাচরণের মধ্যে দিয়ে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ কর। এটা করলেই তুমি হাজী, ওমরাকারী ও জিহাদকারীরূপে গণ্য হয়ে যাবে। (তাবরানী, আবু ইয়ালা)

١٢٥٦- وَرُوِىَ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُعَاوِيَةَ السَّلَمِىِّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : أَتَيْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنِّىْ أُرِيْدُ الْجِهَادَ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ، قَالَ : « أُمُّكَ حَيَّةٌ؟ » قُلْتُ : نَعَمْ، قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَلْزِمْ رِجْلَهَا فَثَمَّ الْجَنَّةُ » رواه الطبرانى.

১২৫৬। হযরত তালহা বিন মুয়াবিয়া সালামী (রা) বলেন ঃ আমি রাসূল (সা)-এর কাছে এসে বললাম ঃ হে রাসূল, আমি আল্লাহর পথে জিহাদ করতে চাই। তিনি বললেন ঃ তোমার মা কি জীবিত? আমি বললাম ঃ জ্বী। রাসূল (সা) বললেন ঃ তার পায়ের কাছে সব সময় বসে থাকো। কেননা ওখানেই জান্নাত রয়েছে। (তাবরানী)

١٢٥٧- وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ جَاهِمَةَ أَنَّ جَاهِمَةَ جَاءَ إِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ : يَارَسُوْلَ اللهِ أَرَدْتُّ أَنْ أَغْزُوَ، وَقَدْ جِئْتُ أَسْتَشِيْرُكَ، فَقَالَ : « هَلْ لَكَ مِنْ أُمٍّ؟ » قَالَ : نَعَمْ، قَالَ « فَالْزِمْهَا؛ فَإِنَّ الْجَنَّةَ عِنْدَ رِجْلِهَا » رواه ابن ماجه، والنسائى، وواللفظ له، والحاكم، وقال : صحيح الإسناد.

وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِىْ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ، وَلَفْظُهُ قَالَ : أَتَيْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عليه وَسَلَّمَ أَسْتَشِيْرُهُ فِى الْجِهَادِ، فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَلَكَ وَالِدَانِ؟ » قُلْتُ : نَعَمْ، قَالَ : اَلْزِمْهُمَا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ أَرْجُلِهِمَا ».

১২৫৭। হযরত মুয়াবিয়া বিন জাহিমা (রা) বলেন ঃ জাহিমা রাসূল (সা)-এর কাছে এসে বললো ঃ হে রাসূল, আমি যুদ্ধে যেতে চাই। আপনার কাছে এ ব্যাপারে পরামর্শ চাইতে এসেছি। তিনি বললেন ঃ তোমার কোন মা আছে? সে বললো ঃ জ্বী। তিনি বললেন ঃ তাহলে সর্বক্ষণ তার কাছে থাকো। কেননা তার পায়ের কাছেই জান্নাত রয়েছে। (ইবনে মাজা ও হাকেম)

তাবরানীর বর্ণনায় বলা হয়েছে ঃ "তোমার কি পিতামাতা আছে? আমি বললাম ঃ আছে? তিনি বললেন ঃ তাহলে তাদের সেবায় নিয়োজিত হও। কেননা তাদের পায়ের নীচে জান্নাত রয়েছে।

ব্যাখ্যা ঃ প্রথমোক্ত বর্ণনায় "তোমার কোন মা আছে?" (হাল লাকা মিন উম্মিন) কথাটা দ্বারা বুঝা যায়, আপন মা ও সৎ মা উভই এর আওতাভুক্ত।

١٢٥٨- وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : كَانَ تَحْتِيْ اِمْرَأَتٌ أُحِبُّهَا، وَكَانَ عُمَرُ يَكْرَهُهَا، فَقَالَ لِيْ : طَلِّقْهَا، فَأَبَيْتُ، فَأَتٰى عُمَرُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ ذٰلِكَ لَهُ، فَقَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «طَلِّقْهَا» رواه أبو داود، والترمذى، والنسائى، وابن ماجه، وابن حبان فى صحيحه، وقال الترمذى : حديث حسن صحيح.

১২৫৮। হযরত ইবনে উমার (রা) বলেন ঃ আমার একজন স্ত্রী ছিল, যাকে আমি ভালো বাসতাম, কিন্তু আমার বাবা হযরত উমার (রা) তাকে অপছন্দ করতেন। তিনি আমাকে বললেন ঃ ওকে তালাক দাও। কিন্তু আমি তালাক দিতে অস্বীকার করলাম। এর পর ওমর (রা) রাসূল (সা)-এর কাছে গেলেন এবং তাঁর কাছে বিষয়টি উল্লেখ করলেন। রাসূল (সা) আমাকে বললেন ঃ তোমার ঐ স্ত্রীকে তালাক দাও। (আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ ও ইবনে হাব্বান)

দ্রষ্টব্য ঃ উল্লেখ্য যে, পিতার নির্দেশে তালাক দেয়ার এ ঘটনা একটা ব্যতিক্রমী ঘটনা। এ পিতা ছিলেন স্বয়ং খলিফা হযরত ওমর (রা) পুত্রবধূকে তালাক দেয়ার নির্দেশ দেয়ার পেছনে যথেষ্ট শরীয়ত সম্মত কারণ না থাকলে তিনি তা দিতেন না। তাই এ হাদীসের বরাত দিয়ে পুত্রবধূকে তালাক দেয়ার নির্দেশ দেয়ার অধিকার যে কোন ব্যক্তি পেতে পারেন না। যিনি এরূপ নির্দেশ দিতে চান, তাকে শরীয়তের সকল বিধান সম্পর্কে পারদর্শী হতে হবে এবং কাজটা যাতে যুলুমের পর্যায়ে না পড়ে, সেটা নিশ্চিত করতে হবে।

١٢٥٩- وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُمَدَّ لَهُ فِيْ عُمُرِهِ

وَيُزَادَ فِىْ رِزْقِهِ فَلْيَبِرَّ وَالِدَيْهِ وَلْيَصِلْ رَحِمَهُ» رواه أحمد، ورواته محتج بهم فى الصحيح، وهو فى الصحيح باختصار ذكر البر.

১২৫৯। হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি চায়– তার আয়ূ ও জীবিকা বৃদ্ধি হউক সে যেন পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করে এবং রক্তসম্পর্কীয় আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখে। (আহমাদ)

দ্রষ্টব্য ঃ রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক মোটামুটিভাবে বজায় রাখাই শরীয়তের দাবী এর চেয়ে বেশী কিছু নয়। সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য যতটুকু মেলামেশা ও লেনদেন করা প্রয়োজন সেটুকু করাই যথেষ্ঠ। এই সম্পর্ককে অধিকতর ঘনিষ্ঠ করতে হলে শরীয়তের দৃষ্টিতে যতটুকু করা সম্ভব ততটুকুই করা যাবে। আত্মীয় যদি শরীয়তের বিধান পালনকারী না হয়, তাহলে তার সাথে ঘনিষ্ঠতা এড়িয়ে চলা ব্যক্তিগতভাবে ও পারিবারিকভাবে জরুরী।

١٢٦٠- وَعَنْ ثَوْبَانَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «إِنَّ الرَّجُلَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ بِالذَّنْبِ يُصِيْبُهُ، وَلاَ يَرُدُّ الْقَدْرَ إِلاَّ الدُّعَاءُ، وَلاَ يَزِيْدُ فِىْ الْعُمُرِ إِلاَّ الْبِرُّ» رواه ابن ماجه، وابن حبان فى صحيحه، واللفظ له، والحاكم بتقديم وتأخير، وقال : صحيح الإسناد.

১২৬০। হযরত ছাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ মানুষ গুনাহে লিপ্ত হওয়ার দরুণ জীবিকা থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকে। দোয়া ছাড়া আর কোন জিনিস ভাগ্য বদলাতে পারে না। আর সেবা ও পরোপকার ছাড়া আর কোন জিনিস দ্বারা আয়ূ বাড়ে না। (ইবনে মাজাহ, ইবনে হাব্বান ও হাকেম)

١٢٦١- وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «عِفُّوْا عَنْ نِسَاءِ النَّاسِ تَعِفَّ نِسَاؤُكُمْ، وَبِرُّوْا اٰبَاءَكُمْ تَبِرَّكُمْ أَبْنَاؤُكُمْ، وَمَنْ أَتَاهُ أَخُوْهُ مُتَنَصِّلاً

فَلْيَقْبَلْ ذٰلِكَ، مُحِقًّا كَانَ أَوْ مُبْطِلًا، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ لَمْ يَرِدْ عَلَى الْحَوْضِ» رواه الحاكم من رواية سويد عن أبى رافع عنه وقال : صحيح الإسناد.

১২৬১। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ পর স্ত্রীদের সতিত্ব নষ্ট করো না, তাহলে তোমাদের স্ত্রীদেরও সতিত্ব নষ্ট হবে না। তোমাদের পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর। তাহলে তোমাদের ছেলে মেয়েরাও তোমাদের সাথে সদ্ব্যবহার করবে। কেউ যদি কারো কাছে ক্ষমাপ্রার্থী হয়ে দুঃখ প্রকাশকারী হয়ে বা নিজের কোন আচরণের ব্যাখ্যা দিতে আসে। তবে তা গ্রহণ করা উচিত, চাই তা সত্য হউক বা অসত্য হউক। যে ব্যক্তি গ্রহণ করবে না সে আমার হাউজে কাউসারের পানি পান করার সুযোগ পাবে না। (হাকেম)

দ্রষ্টব্য ঃ এ উপদেশ সেই সব গুরুতর অপরাধের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, যা শাস্তি যোগ্য। অন্যথায় সমাজে অপরাধ দমন করা অসম্ভব হয়ে পড়বে।

١٢٦٢- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «رَغِمَ أَنْفُهُ، ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُهُ، ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُهُ» قِيْلَ : مَنْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ : «مَنْ أَدرك وَالِدَيْهِ عِنْدَ الْكِبَرِ أَوْ أَحدهما ثُمَّ لم يَدْخُلِ الْجَنَّةَ» رواه مسلم.

«رغم أنفه» : أى لصق بالرغام، وهو التراب.

১২৬২। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেন ঃ ঐ ব্যক্তির সর্বনাশ হয়েছে, ঐ ব্যক্তির সর্বনাশ হয়েছে, ঐ ব্যক্তির সর্বনাশ হয়েছে। বলা হলো ঃ কোন ব্যক্তির? তিনি বললেন যে ব্যক্তি নিজের পিতামাতাকে বা তাদের একজনকে বুড়ো অবস্থায় পেয়েছে, তথাপি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারেনি। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ অর্থাৎ বুড়ো পিতামাতাকে সেবা করে নিজের জন্য জান্নাত নিশ্চিত করতে পারতো, কিন্তু তা করেনি।

١٢٦٣- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَنْ

أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِيْ؟ قَالَ : «أُمُّكَ» قَالَ : ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ : «أُمُّكَ» قَالَ : ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ : «أُمُّكَ» قَالَ : ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ : «أَبُوْكَ» رواه البخاري، ومسلم.

১২৬৩। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূল (সা)-এর কাছে এসে জিজ্ঞেস করলো ঃ "হে রাসূল্লাহ। কোন্ ব্যক্তি আমার সদ্ব্যবহারের সবচেয়ে বেশী অধিকারী? রাসূল (সা) বললেন ঃ তোমার মা। লোকটা বললো ঃ তার পর কে? রাসূল (সা) বললেন ঃ তোমার মা। সে বললো ঃ তারপর কে? রাসূল (সা) বললেন ঃ তোমার মা। সে বললো ঃ তারপর কে? রাসূল (সা) বললেন ঃ তোমার বাবা। (বুখারী ও মুসলিম)

١٢٦٤- وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِيْ بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَتْ : قَدِمَتْ عَلَيَّ أُمِّيْ، وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فِيْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاسْتَفْتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قُلْتُ : قَدِمَتْ عَلَيَّ أُمِّيْ، وَهِيَ رَاغِبَةٌ، أَفَأَصِلُ أُمِّيْ؟ قَالَ : «نَعَمْ صِلِيْ أُمَّكَ» رواه البخاري، ومسلم، وأبو داود.

১২৬৪। হযরত আসমা বিনতে আবু বকর (রা) বলেন ঃ রাসূল (সা)-এর জীবদ্দশায় একবার আমার মা আমার কাছে এলেন। তিনি তখনও মুশরিক। আমি রাসূল (সা) এর কাছে জিজ্ঞেস করলাম ঃ আমার মা আমার কাছে এসেছেন এবং আমার কাছ থেকে কিছু উপহার পাওয়ার আশা করেন। আমি কি তাকে আদর-যত্ন করবো? রাসূল (সা) বললেন ঃ হ্যাঁ, তোমার মাকে আদর-যত্ন কর। (বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ)

١٢٦٥- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «رِضَا اللّٰهِ فِيْ رِضَا الْوَالِدِ، وَسُخْطُ اللّٰهِ فِيْ سَخَطِ الْوَالِدِ» رواه الترمذي، ورجح وقفه، وابن حبان في صحيحه، والحاكم.

১২৬৫। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ পিতার সন্তুষ্টিতে আল্লাহর সন্তুষ্টি। পিতার অসন্তুষ্টিতে আল্লাহর অসন্তুষ্টি।" (তিরমিযী, ইবনে হাব্বান ও হাকেম)

١٢٦٦- وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ، فَقَالَ : إِنِّيْ أَذْنَبْتُ ذَنْباً عَظِيْماً، فَهَلْ لِيْ مِنْ تَوْبَةٍ؟ فَقَالَ : « هَلْ لَكَ مِنْ أُمٍّ؟ » قَالَ : لاَ، قَالَ : « فَهَلْ لَكَ مِنْ خَالَةٍ؟ » قَالَ : نَعَمْ، قَالَ : فَبِرَّهَا » رواه الترمذى، واللفظ له، وابن حبان فى صحيحه، والحاكم .

১২৬৬। হযরত ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ এক ব্যক্তি রাসূল (সা)-এর কাছে এসে বললো ঃ আমি একটা মারাত্মক গুনাহর কাজ করে ফেলেছি। আমার কি তওবা করার অবকাশ আছে? রাসূল (সা) বললেন ঃ তোমার কি মা আছে? সে বললো ঃ না। রাসূল (সা) বললেন ঃ তোমার কি কোন খালা আছে? সে বললো ঃ হ্যাঁ। রাসূল (সা) বললেন ঃ তাহলে তার সাথে সদ্ব্যবহার কর। (তিরমিযী, ইবনে হাব্বান, হাকেম)

١٢٦٧ -وَعَنْ أَبِيْ أُسَيْدٍ مَالِكِ بْنِ رَبِيْعَةَ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، قَالَ : بَيْنَا نَحْنُ جُلُوْسٌ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْجَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِيْ سَلْمَةَ، فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، هَلْ بَقِيَ مِنْ بِرِّ أَبَوِيَّ شَيْئٌ أَبَرُّهُمَا بِهِ بَعْدَ مَوْتِهِمَا؟ قَالَ : « نَعَمْ، اَلصَّلاَةُ عَلَيْهِمَا، وَالاِسْتِغْفَارُ لَهُمَا، وَإِنْفَاذُ عَهْدِهِمَا مِنْ بَعْدِهِمَا، وَصِلَةُ الرَّحِمِ الَّتِيْ لاَ تُوْصَلُ إِلاَّ بِهِمَا وَإِكْرَامُ صَدِيْقِهِمَا » رواه أبو داود، وابن ماجه، وابن حبان فى صحيحه.

১২৬৭। হযরত আবু উসাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমরা রাসূল

(সা)-এর কাছে বসেছিলাম। এমতাবস্থায় বনু সালামা গোত্রের এক ব্যক্তি এলো। সে বললো ঃ হে রসূলুল্লাহ। আমার মা বাবার মৃত্যুর পর কি তাদের সেবা করার কোন সুযোগ অবশিষ্ট থাকে? রাসূল (সা) বললেন ঃ হ্যাঁ। মা-বাবার জন্য দোয়া করা, তাদের মাগফিরাত (গুনাহ্ মাফ) চাওয়া তাদের কৃত ওয়াদা পালন করা, যে রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়ের সাথে তারা সুসম্পর্ক রক্ষা করতেন, তাদের সাথে সুসম্পর্ক রক্ষা করা এবং তাদের বন্ধু-বান্ধবের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করা। (আবু দাউদ, ইবনে মাজা, ইবনে হাব্বান)

١٢٦٨- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْأَعْرَابِ لَقِيَهُ بِطَرِيْقِ مَكَّةَ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ، وَحَمَلَهُ عَلٰى حِمَارٍ كَانَ يَرْكَبُهُ، وَأَعْطَاهُ عِمَامَةً كَانَتْ عَلٰى رَأْسِهِ، قَالَ ابْنُ دِيْنَارٍ : فَقُلْنَا لَهُ : أَصْلَحَكَ اللّٰهُ، إِنَّهُمُ الْأَعْرَابُ، وَهُمْ يَرْضَوْنَ بِالْيَسِيْرِ، فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ : إِنَّ أَبَا هٰذَا كَانَ وُدًّا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَإِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : «إِنَّ أَبَرَّ الْبِرِّ صِلَةُ الْوَلَدِ أَهْلَ وُدِّ أَبِيْهِ» رواه مسلم.

১২৬৮। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে দীনার (রা) বলেন ঃ মক্কার পথে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমারের সাথে এক ব্যক্তির সাক্ষাৎ হলো। আব্দুল্লাহ ইবনে উমার তাকে সালাম করলেন, তাকে তার গাধায় চড়ালেন এবং নিজের মাথায় পাগড়ি খুলে তাকে পরালেন। আমি তাকে বললাম ঃ ওরাতো বেদুঈন, ওরা অল্পে তুষ্ট হয়। আব্দুল্লাহ বললেন ঃ "এই ব্যক্তির বাবা আমার আব্বা উমার ইবনুল খাত্তাবের প্রিয় বন্ধু ছিলেন। আমি রাসূল (সা)কে বলতে শুনেছি ঃ বাবার প্রিয়জনদেরকে সম্মান ও সদ্ব্যবহার করাই সবচেয়ে উত্তম সদ্ব্যবহার।" (মুসলিম)

١٢٦٩- وَعَنْ أَبِىْ بُرْدَةَ قَالَ : قَدِمْتُ الْمَدِيْنَةَ، فَأَتَانِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ فَقَالَ : اَتَدْرِىْ لِمَ أَتَيْتُكَ؟ قَالَ : قُلْتُ : لَا، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : «مَنْ أَحَبَّ

أَنْ يَصِلَ أَبَاهُ فِى قَبْرِهِ فَلْيَصِلْ إِخْوَانَ أَبِيْهِ بَعْدَهُ » وَإِنَّهُ كَانَ بَيْنَ أَبِى عُمَرَ وَبَيْنَ أَبِيْكَ إِخَاءٌ وَوُدٌّ، فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَصِلَ ذَاكَ

رواه ابن حبان فى صحيحه.

১২৬৯। হযরত আবু বুরদা (রা) বলেন ঃ আমি মদিনায় গেলে হযরত উমারের ছেলে আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রা) আমার কাছে এলো এবং বললো ঃ আমি আপনার কাছে কেন এসেছি, তা কি জানেন? আমি বললাম ঃ না। সে বললো ঃ আমি রাসূল (সা)কে বলতে শুনেছি, "যে ব্যক্তি তার বাবার কবরে চলে যাওয়ার পরও তার সেবা করতে চায়, সে যেন বাবার মৃত্যুর পর তার ভাই ও প্রিয়জনদের সাথে সদ্ব্যবহার করে।

الترهيب من عقوق الوالدين

মা-বাবার অবাধ্যতার পরিণাম

١٢٧٠- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « ثَلَاثَةٌ حَرَّمَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَيْهِمُ الْجَنَّةَ : مُدْمِنُ الْخَمْرِ، وَالْعَاقُّ، وَالدَّيُّوْثُ الَّذِىْ يُقِرُّ الْخُبْثَ فِى أَهْلِهِ » رواه احمد، واللفظ له، والنسائى، والبزار، والحاكم، وقال : صحيح الإسناد.

১২৭০। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আ'স (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ তিন ব্যক্তির জন্য আল্লাহ জান্নাত হারাম করেছেন ঃ মদখোর, মা-বাবার অবাধ্য এবং পরিবারে অশ্লীলতা ও অসততার প্রশ্রয়দানকারী দাইয়ূস। (আহমাদ, নাসায়ী, বাযযার ও হাকেম)

١٢٧١- وَرُوِىَ عَنْ ثَوْبَانَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « ثَلَاثَةٌ لَا يَنْفَعُ مَعَهُنَّ عَمَلٌ : اَلشِّرْكُ بِاللّٰهِ، وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ، وَالْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ » رواه الطبرانى فى الكبير.

১২৭১। হযরত সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ তিনটি গুনাহ এমন যে, তা চালিয়ে যাওয়া অবস্থায় কোন সৎকাজই লাভজনক হয় না। আল্লাহর সাথে শরীক করা, মা-বাবার অবাধ্য হওয়া এবং যুদ্ধের ময়দান থেকে পালানো। (তাবরানী)

١٢٧٢- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «مِنْ الْكَبَائِرِ شَتْمُ الرَّجُلِ وَالِدَيْهِ» قَالُوْا : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، وَهَلْ يَشْتُمُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟ قَالَ : «نَعَمْ يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ، وَيَسُبُّ أُمَّهُ فَيَسُبُّ أُمَّهُ» رواه البخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي.

১২৭২। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আম'র ইবনুল আ'স (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ মা-বাবাকে তিরস্কার করা কবীরা গুনাহ। লোকেরা বললো ঃ হে রাসূলুল্লাহ, কেউ কি মা-বাবাকে তিরস্কার করে। রাসূল (সা) বললেন হ্যাঁ। যে অন্যের মা-বাবাকে তিরস্কার করে। ফলে সেই ব্যক্তি তিরস্কারকারীর মা-বাবাকে তিরস্কার করে। (বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী)

١٢٧٣- وَعَنْ أَبِىْ بَكْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «كُلُّ الذُّنُوبِ يُؤَخِّرُ اللّٰهُ مِنْهَا مَا شَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، إِلَّا عُقُوْقَ الْوَالِدَيْنِ؛ فَإِنَّ اللّٰهَ يُعَجِّلُهُ لِصَاحِبِهِ فِىْ الْحَيَاةِ قَبْلَ الْمَمَاتِ» رواه الحاكم، والأصبهاني،

১২৭৩। হযরত আবু বকরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহ তায়ালা গুনাহর শাস্তি যতদিন ইচ্ছা করেন ততদিন এমনকি কিয়ামত পর্যন্তও বিলম্বিত করেন। কিন্তু মা-বাবার অবাধ্যতার শাস্তি মৃত্যুর আগে পার্থিব জীবনেই দিয়ে দেন। (হাকেম, ইসবাহানী)

١٢٧٤- وَرَوَى عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِىْ أَوْفَى رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتَاهُ آتٍ فَقَالَ :

شَابٌّ يَجُوْدُ بِنَفْسِهِ، فَقِيْلَ لَهُ : قُلْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ، فَقَالَ : كَانَ يُصَلِّيْ؟ فَقَالَ : نَعَمْ، فَنَهَضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَنَهَضْنَا مَعَهُ، فَدَخَلَ عَلَى الشَّابِّ، فَقَالَ لَهُ : « قُلْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ » فَقَالَ : لَا أَسْتَطِيْعُ، قَالَ : « لِمَ؟ » قَالُوْا: كَانَ يَعُقُّ وَالِدَتَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَحَيَّةٌ وَالِدَتُهُ؟ » قَالُوْا : نَعَمْ، قَالَ : « ادْعُوْهَا » فَدَعَوْهَا، فَجَاءَتْ، فَقَالَ : « هٰذَا ابْنُكِ؟ » فَقَالَتْ : نَعَمْ، قَالَ لَهَا : « أَرَأَيْتِ لَوْ أُجِّجَتْ نَارٌ ضَخْمَةٌ، فَقِيْلَ لَكِ : إِنْ شَفَعْتِ لَهُ خَلَّيْنَا عَنْهُ، وَإِلَّا حَرَقْنَاهُ بِهٰذِهِ النَّارِ، أَكُنْتِ تَشْفَعِيْنَ لَهُ؟ » قَالَتْ : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ، إِذًا أَشْفَعُ لَهُ، قَالَ : « فَأَشْهِدِيْ اللّٰهَ وَأَشْهِدِيْنِيْ أَنَّكِ قَدْ رَضِيْتِ عَنْهُ » قَالَتْ : اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أُشْهِدُكَ، وَأُشْهِدُ رَسُوْلَكَ قَدْ رَضِيْتُ عَنْ ابْنِيْ، فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « يَا غُلَامُ، قُلْ : لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ » فَقَالَهَا، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَنْقَذَهُ بِيْ مِنَ النَّارِ » رواه الطبراني، وأحمد مختصرا.

১২৭৪। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আবি আওফা (রা) বলেন ঃ আমরা রাসূল (সা)-এর কাছে বসেছিলাম। সহসা এক ব্যক্তি এসে বললো ঃ জনৈক যুবক মৃত্যুর কাছাকাছি এসেছে। তাকে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু পড়তে বললে সে পড়তে পারেনি। রাসূল (সা) তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ যুবক কি নামায পড়তো? লোকটা বললো ঃ হ্যাঁ। রাসূল (সা) তৎক্ষণাত ঐ ব্যক্তির কাছে রওয়ানা হলেন। আমরাও রওয়ানা হলাম। তিনি মৃত্যু শয্যায় শায়িত যুবকের কাছে উপস্থিত হলেন এবং তাকে বললেন ঃ বল,

লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ। কিন্তু সে বললো আমি পারছি না। রাসূল (সা) বললেন ঃ কেন? লোকেরা বললো ঃ কারণ সে তার মায়ের অবাধ্য ছিল। রাসূল (সা) বললেন ঃ তার মা কি বেঁচে আছে? লোকেরা বললেন ঃ হ্যাঁ। তিনি বললেন ঃ তাকে ডেকে আন। লোকেরা তাকে ডেকে আনলো। রাসূল (সা) তাকে বললেন ঃ এই যুবক কি আপনার ছেলে? মহিলা বললো জ্বী। রাসূল (সা) তাকে বললেন ঃ আচ্ছা, মনে করুন, এই মুহূর্তে এখানে বিরাট অগ্নিকুণ্ড তৈরী করা হলো এবং আপনাকে বলা হলো ঃ আপনি আপনার ছেলের পক্ষে সুপারিশ করলে তাকে নিষ্কৃতি দেয়া হবে, নচেৎ তাকে এই আগুনে পুড়িয়ে দেয়া হবে। আপনি কি তার পক্ষে সুপারিশ করবেন? মহিলা বললো ঃ হে রাসূলুল্লাহ, তাহলে আমি সুপারিশ করবো। রাসূল (সা) বললেন ঃ তাহলে আল্লাহকে ও আমাকে সাক্ষী করে বলুন, আপনি ওকে ক্ষমা করে দিয়েছেন ও তার ওপর সন্তুষ্ট হয়ে গেছেন। মহিলা বললো ঃ হে আল্লাহ, আমি তোমাকে ও তোমার রাসূলকে সাক্ষী করে বলছি, আমি আমার ছেলের ওপর সন্তুষ্ট। এরপর রাসূল (সা) মৃত্যু শয্যায় শায়িত যুবককে বললেন, হে যুবক, পড় ঃ "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহাদাহু লা শরীকা লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু।" যুবক পড়লো। রাসূল (সা) বললেন ঃ আল্লাহর জন্য সকল প্রশংসা তিনি আমার দ্বারা এই যুবককে দোযখ থেকে রক্ষা করলেন। (তাবরানী ও আহমাদ)

١٢٧٥- وَعَنِ الْعَوَّامِ بْنِ حَوْشَبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : «نَزَلْتُ مَرَّةً حَيًّا، وَإِلٰى جَانِبِ ذٰلِكَ الْحَيِّ مَقْبَرَةٌ، فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ الْعَصْرِ انْشَقَّ مِنْهَا قَبْرٌ، فَخَرَجَ رَجُلٌ رَأْسُهُ رَأْسُ الْحِمَارِ، وَجَسَدُهُ جَسَدُ إِنْسَانٍ، فَنَهَقَ ثَلَاثَ نَهَقَاتٍ، ثُمَّ انْطَبَقَ عَلَيْهِ الْقَبْرُ، فَإِذْ عَجُوْزٌ تَغْزِلُ شَعْرًا أَوْصُوْفًا، فَقَالَتْ امْرَأَةٌ : تَرٰى تِلْكَ الْعَجُوْزَ ؟ قُلْتُ : مَا لَهَا ؟ قَالَتْ : تِلْكَ أُمُّ هٰذَا، قُلْتُ : وَمَا كَانَ قِصَّتُهُ ؟ قَالَتْ : كَانَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ؛ فَإِذَا رَاحَ تَقُوْلُ لَهُ أُمُّهُ : يَا بُنَيَّ اتَّقِ اللّٰهَ، إِلٰى مَتٰى تَشْرَبُ هٰذِهِ الْخَمْرَ ؟ فَيَقُوْلُ لَهَا : إِنَّمَا أَنْتِ تَنْهَقِيْنَ كَمَا يَنْهَقُ الْحِمَارُ. قَالَتْ فَمَاتَ بَعْدَ الْعَصْرِ، قَالَتْ

: فَهُوَ يَنْشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ بَعْدَ الْعَصْرِ كُلَّ يَوْمٍ، فَيَنْهَقُ ثَلاَثَ نَهْقَاتٍ، ثُمَّ يَنْطَبِقُ عَلَيْهِ الْقَبْرُ » رواه الأصبهانى،

১২৭৫। হযরত আওয়াম ইবনুল হাউশাব (রা) বলেন ঃ একবার আমি একটি জনপদে সাময়িকভাবে অবস্থান করছিলাম। ঐ জনপদের পাশেই একটা কবরস্থান ছিল। আছরের পর সেখানকার একটা কবর সহসা ভেঙ্গে পড়লো। কবর থেকে একটা লোক বেরুলো তার মাথা অবিকল গাধার মাথা এবং দেহ অবিকল মানুষের দেহ। সে তিনবার গাধার মত ডাকলো। তারপর পুনরায় কবরের ভেতরে অদৃশ্য হয়ে গেল। আর কবরটা তার ওপর আগের মতই তৈরী হয়ে গেল। ঐ কবরস্থানের পাশেই আমি দেখলাম এক বুড়ী পশম দিয়ে চর্কায় সূতো কাটছে। এক মহিলা আমাকে বললো ঃ ঐ বুড়ীকে দেখতে পাচ্ছ? আমি বললাম ঃ হ্যাঁ বুড়ী কে? সে বললো ঃ ঐ বুড়ী হচ্ছে কবরের ঐ মানুষটার মা। আমি বললাম ঃ মানুষটার কী হয়েছে? সে বললো ঃ সে মদ খেত। মদ খেয়ে বাড়ী গেলে ওর মা বলতো ঃ হে আমার ছেলে, আল্লাহকে ভয় কর। আর কতদিন তুই মদ খাবি? লোকটা বলতো ঃ তুমি কেবল গাধার মত চিৎকার কর। লোকটা একদিন আছরের পর মারা গেল সে থেকে প্রতিদিন তার কবর ভেঙ্গে পড়ে। সে কবর থেকে গাধার চেহারা নিয়ে মাথা তোলে এবং তিনবার গাধার মত ডাকে। তারপর তার কবর আগের মত হয়ে যায় এবং লোকটা কবরের ভেতরে অদৃশ্য হয়ে যায়। (ইসবাহানী)

দ্রষ্টব্য ঃ ঘটনাটা একজন সাহাবীর স্বচোক্ষে দেখা। সাহাবীদের ব্যাপারে রাসূল (সা)-এর সার্টিফিকেট রয়েছে যে, "আমার সাহাবীগণ সবাই সত্যবাদী।" তাই তারা প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে যেসব বর্ণনা দেন, তা হাদীসের পর্যায়ভুক্ত গণ্য হয়ে থাকে। এ ধরণের বর্ণনাকে ইসলামী পরিভাষায়য় "আছর" বলা হয়।-অনুবাদক

الترغيب في صلة الرحم، وإن قطعت

والترهيب من قطعها

এক পক্ষ রক্তের বন্ধন ছিন্ন করলেও অপর পক্ষকে তা বহাল রাখার উপদেশ এবং ছিন্ন করার বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী

١٢٧٦- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ» رواه البخاري، ومسلم.

১২৭৬। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি যার ঈমান আছে, সে যেন তার মেহমানকে সম্মান ও সমাদর করে। আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি যার ঈমান আছে, সে যেন রক্ত সম্পর্ক বহাল রাখে। আল্লাহ ও আখিরাতে যার বিশ্বাস আছে, সে যেন ভালো কথা বলে অথবা চুপ থাকে। (বুখারী ও মুসলিম)

١٢٧٧- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِيْ رِزْقِهِ، وَأَنْ يُنْسَأَ لَهُ فِيْ أَثَرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ» رواه البخاري، والترمذي، ولفظه قال: «تَعَلَّمُوْا مِنْ أَنْسَابِكُمْ مَاتَصِلُوْنَ بِهِ أَرْحَامَكُمْ فَإِنَّ صِلَةَ الرَّحِمِ مَحَبَّةٌ فِي الْأَهْلِ، مَثْرَاةٌ فِي الْمَالِ مَنْسَأَةٌ فِي الْأَثَرِ» وقال: حديث غريب، ومعنى منسأة في الأثر- يعني به الزيادة في العمره - انتهى.

১২৭৭। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ নিজের

আয় রোযগার ও সহায়-সম্পদ বৃদ্ধি পেলে ও আয়ূ বাড়লে যে ব্যক্তি খুশী হয়, সে যেন রক্তের বন্ধন বহাল রাখে। (বুখারী ও তিরমিযী) তিরমিযীর বর্ণনায় ভাষ্য এরকম ঃ "তোমাদের বংশ পরিচয় জেনে নাও, যাতে রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়দের সাথে সুসর্ম্পক বজায় রাখতে পার। রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়দের সাথে সুসম্পর্ক রাখলে পরিবারের ভেতরে পারস্পরীক মমত্ববোধ বাড়ে, সম্পদ বাড়ে এবং আয়ূ দীর্ঘ হয়।

١٢٨٧- وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يمد له فِى عُمْرِهِ، وَيوسع له فِى رزقه، ويدفع عنه مِيتة السَّوْءِ، فَلْيَتَّقِ اللّٰهَ، وَلْيَصِلْ رَحِمَهُ» رواه عبد الله ابن الإمام أحمد فى زوائده، والبزار بإسناد جيد، والحاكم.

১২৭৮। হযরত আলী ইবনে আবি তালেব (রা) থেকে বর্ণিত রাসূল (সা) বলেছেন ঃ নিজের আয়ূ ও জীবিকা বাড়লে এবং অপমৃত্যু থেকে রক্ষা পেলে যে আনন্দ পায়, সে যেন আল্লাহকে ভয় করে ও রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়তা বহাল রাখে। (যাওয়ায়েদে আব্দুল্লাহ ইবনুল ইমাম আহমাদ, বাযযার ও হাকেম)

١٢٧٩- وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنه قَالَ : «مَكْتُوبٌ فِى التَّوْرَاةِ : مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُزَادَ فِى عُمْرِهِ، وَيُزَادَ فِى رِزْقِهِ؛ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ» رواه البزار بإسناد لا بأس به، والحاكم، وصححه.

১২৭৯। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত রাসূল (সা) বলেছেন ঃ তাওরাতে লিখিত রয়েছে ঃ যে ব্যক্তি নিজের আয়ূ ও জীবিকার বৃদ্ধিতে আনন্দিত হয়। সে যেন রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়তাকে বহাল রাখে। (বাযযার ও হাকেম)

١٢٨٠- وَرُوِىَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَهُ يَقُوْلُ : «إِنَّ الصَّدَقَةَ وَصِلَةَ الرَّحِمِ يَزِيْدُ اللّٰهُ بِهِمَا فِى الْعُمْرِ، وَيَدْفَعُ بِهِمَا مِيْتَةَ السَّوْءِ، وَيَدْفَعُ بِهِمَا

الْمَكْرُوْهَ وَالْمَحْذُوْرَ» رواه أبو يعلى.

১২৮০। হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহ তায়ালা সদকা ও রক্তের সম্পর্ক বহাল রাখার বিনিময়ে আয়ূ বাড়িয়ে দেন, অপমৃত্যু রোধ করেন এবং অবাঞ্চিত ঘটনা ও অপছন্দীয় জিনিস থেকে রক্ষা করেন। (আবু ইয়ালা)

١٢٨١- وَعَنْ أَبِى ذَرٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : أَوْصَانِىْ خَلِيْلِىْ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخِصَالٍ مِّنَ الْخَيْرِ : «أَوْصَانِىْ أَنْ لاَّ أَنْظُرَ إِلٰى مَنْ هُوَ فَوْقِىْ، وَأَنْ أَنْظُرَ إِلٰى مَنْ هُوَدُوْنِىْ، وَأَوْصَانِىْ بِحُبِّ الْمَسَاكِيْنِ، وَالدُّنُوِّ مِنْهُمْ، وَأَوْصَانِىْ أَنْ أَصِلَ رَحِمِىْ، وَإِنْ أَدْبَرَتْ، وَأَوْصَانِىْ أَنْ لاَ أَخَافَ فِى اللّٰهِ لَوْمَةَ لاَئِمٍ، وَأَوْصَانِىْ أَنْ أَقُوْلَ الْحَقَّ، وَإِنْ كَانَ مُرًّا، وَأَوْصَانِىْ أَنْ أُكْثِرَ مِنْ : لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللّٰهِ، فَإِنَّهَا كَنْزٌ مِّنْ كُنُوْزِ الْجَنَّةِ» رواه الطبرانى، وابن حبان فى صحيحه، واللفظ له.

১২৮১। হযরত আবু যর (রা) বলেন ঃ আমার প্রিয় বন্ধু রাসূল (সা) আমাকে কয়েকটা সৎকাজের উপদেশ দিয়েছেন সেগুলো হলো ঃ যারা আমার চেয়ে বেশী সুখে আছে, তাদের দিকে যেন না তাকাই, বরং যারা আমার চেয়ে কম সুখে আছে, তাদের দিকে যেন তাকাই, আমি গরীবদেরকে যেন ভালোবাসি তাদের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখি আল্লাহর হুকুম মান্য করতে গিয়ে যেন কারো নিন্দা ও তিরস্কারের ভয় না করি। আমি যেন সব সময় ন্যায় সংগত কথা বলি– তা যতই তিক্ত হউক না কেন এবং আমি যেন বেশী করে "লা-হাওলা ওয়ালা কুয়াতা ইল্লা বিল্লাহ" পড়ি। কেননা এই দোয়াটা বেহেশতের মূল্যবান সম্পদগুলোর অন্যতম। (তাবরানী, ইবনে হাব্বান)

١٢٨٢- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «اَلرَّحِمُ مُتَعَلِّقَةٌ بِالْعَرْشِ، تَقُوْلُ : مَنْ وَصَلَنِىْ وَصَلَهُ اللّٰهُ، وَمَنْ قَطَعَنِىْ قَطَعَهُ اللّٰهُ» رواه البخارى، ومسلم.

১২৮২। হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়তার বন্ধন আরশের সাথে ঝুলন্ত রয়েছে। সে বলে ঃ যে ব্যক্তি আমাকে বহাল রাখে, আল্লাহ তার সাথে সম্পর্ক বহাল রাখবেন, আর যে ব্যক্তি আমাকে ছিন্ন করবে, আল্লাহ তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবেন। (বুখারী ও মুসলিম)

١٢٨٣- وَعَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَكُوْنُوْا إِمَّعَةً، تَقُوْلُوْنَ : إِنْ أَحْسَنَ النَّاسُ أَحْسَنَّا، وَإِنْ ظَلَمُوْا ظَلَمْنَا، وَلٰكِنْ وَطِّنُوْا أَنْفُسَكُمْ إِنْ أَحْسَنَ النَّاسُ أَنْ تُحْسِنُوْا، وَإِنْ أَسَاءُوْا أَنْ لَا تَظْلِمُوْا » رواه الترمذي، وقال : حديث حسن.

১২৮৩। হযরত হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ তোমরা কারো অন্ধ অনুসারী হয়ো না এবং এ কথা বলো না যে, "অন্যরা যদি আমার সাথে সদ্ব্যবহার করে তবে আমি সদ্ব্যবহার করবো। আর অন্যরা যদি অত্যাচার করে, তবে আমি ও অত্যাচার করবো। "তোমরা বরং নিজেদের মধ্যে স্বকীয়তার সৃষ্টি কর যাতে লোকেরা সদ্ব্যবহার করলে তো সদ্ব্যবহার করবেই, কিন্তু কেউ খারাপ আচরণ করলে তোমরাও অত্যাচার করে তার প্রতিশোধ নেবে না। (তিরমিযী)

দ্রষ্টব্য ঃ ইসলামের এই মহানুভবতাও উদারতার শিক্ষাই তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও মর্যাদাপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। এ শিক্ষার বদৌলতেই ইসলাম সর্বকালে সর্বশ্রেষ্ঠ জীবন ব্যবস্থায় পরিণত হয়েছে এবং বিশ্ব শান্তির নিশ্চয়তা একমাত্র ইসলামই দিতে পেরেছে। ইসলাম মানুষকে প্রতিশোধ ও প্রতিহিংসার পরিবর্তে সহিষ্ণুতা মহানুভবতা ও ক্ষমার প্রেরণায় উজ্জীবিত করেছে। শুধুমাত্র অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়োজনে যতটুকু না করলেই চলে না, ততটুকু বলপ্রয়োগের অনুমতি দিয়েছে। শত্রুতার বদলে শত্রুতা এবং অত্যাচারের বদলে অত্যাচারের অনুমতি দেয়নি। কেননা সে অন্যায়কে উৎপাটন করতে এসেছে- অন্যায়কে অবিরত ধারায় চিরস্থায়ী করতে আসেনি। নোংরা পানি দিয়ে ধুলে যেমন অপবিত্র দূর হয় না, তেমনি অন্যায় দিয়ে অন্যায়ের প্রতিশোধ নিলে অন্যায় কখনো দূর হয় না। বরং তা চিরস্থায়ী হয়। যুলুম ও অত্যাচারকে চিরস্থায়ী করা জাহেলিয়াতের বৈশিষ্ট্য। আর যুলুম ও অত্যাচারের মূল্যেৎপাটন করা ইসলামের বৈশিষ্ট্য।

এ জন্য জাহেলিয়াতের পর ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হলে ইসলামের প্রথম প্রজন্মকে জাহেলী যুগের সকল অন্যায়-অত্যাচার ক্ষমা করে দিতে হয়েছিল এবং রাসূল (সা) মক্কা বিজয় কালে ও বিদায় হজ্জে সেই শিক্ষাই দিয়েছিলেন। -অনুবাদক

١٢٨٤- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :«ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ حَاسَبَهُ اللّٰهُ حِسَابًا يَسِيْرًا، وَأَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِهِ» قَالُوْا : وَمَا هِيَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ بِأَبِيْ أَنْتَ وَأُمِّيْ؟ قَالَ : تُعْطِيْ مَنْ حَرَمَكَ، وَتَصِلُ مَنْ قَطَعَكَ، وَتَعْفُوْ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، فَإِذَا فَعَلْتَ ذٰلِكَ يُدْخِلُكَ اللّٰهُ الْجَنَّةَ» رواه البزار، والطبراني، والحاكم، وقال : صحيح الإسناد.

১২৮৪। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত রাসূল (সা) বলেছেন ঃ "তিনটি গুণ যার ভিতরে থাকবে, আল্লাহ তার কাছ থেকে সহজ হিসেব নিবেন এবং তাকে নিজ দয়ায় বেহেশতে প্রবেশ করাবেন। লোকেরা জিজ্ঞেস করলো ঃ হে রাসূল (সা) আমাদের পিতামাতা আপনার ওপর উৎসর্গীত। সেই গুণগুলো কী কী? রাসূল (সা) বলেছেন ঃ তোমাকে যে বঞ্চিত করেছে। তাকে তুমি দান করবে, তোমার সাথে যে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে, তার সাথে তুমি সুসম্পর্ক বহাল রাখবে, এবং যে ব্যক্তি তোমার ওপর অত্যাচার করেছে, তাকে ক্ষমা করবে। এ কাজগুলো করলে আল্লাহ তোমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। (বাযযার, তাবরানী ও হাকেম)

١٢٨٥- وَعَنْ أَبِيْ بَكْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «مَا مِنْ ذَنْبٍ أَجْدَرُ أَنْ يُعَجِّلَ اللّٰهُ لِصَاحِبِهِ الْعُقُوْبَةَ فِي الدُّنْيَا مَعَ مَا يَدَّخِرُ لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ الْبَغْيِ، وَقَطِيْعَةِ الرَّحِمِ» رواه ابن ماجه، والترمذي، وقال : حديث حسن صحيح، والحاكم، وقال : صحيح الإسناد.

وَرَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ فَقَالَ فِيْهِ : «مِنْ قَطِيْعَةِ الرَّحِمِ وَالْخِيَانَةِ وَالْكَذِبِ وَإِنَّ أَعْجَلَ الْبِرِّ ثَوَابًا لَصِلَةُ الرَّحِمِ، حَتَّى إِنَّ أَهْلَ الْبَيْتِ لَيَكُوْنُوْنَ فَجَرَةً فَتَنْمُوْ أَمْوَالُهُمْ، وَيَكْثُرُ عَدَدُهُمْ إِذَا تَوَاصَلُوْا».

১২৮৫। হযরত আবু বকরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ আখিরাতের নির্ধারিত শাস্তি সঞ্চিত থাকার পাশাপাশি দুনিয়ার জীবনেই যে অপকর্মগুলোর ত্বরিত শাস্তি দেয়া আল্লাহ সমীচীন মনে করেন, তন্মধ্যে অন্যতম হলো ব্যভিচার ও রক্তের সম্পর্ক ছিন্ন করা। (ইবনে মাজাহ, তিরমিযী ও হাকেম) তাবরানীর বর্ণনায় মিথ্যা বলা ও আমানতের খেয়ানত করাকেও এর আওতাভুক্ত করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে "দুনিয়ার জীবনে যে সৎকাজের সবচেয়ে ত্বরিত প্রতিদান পাওয়া যায় তাহলো রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়দের সাথে সুম্পর্ক বজায় রাখা। এমনকি একটি পরিবারের লোকেরা পাপাচারী হয়েও বিপুল ধন -সম্পদ ও জনসম্পদের অধিকারী হতে পারে কেবল আপনজনদের মধ্যে সুসম্পর্ক রাখার কল্যাণে।"

الترغيب في كفالة اليتيم ورحمته، والنفقة عليه والسعى على الأرملة والمسكين

ইয়াতিম, দরিদ্র ও বিধবার সেবায় উৎসাহ প্রদান

١٢٨٦- عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيْمِ فِىْ الْجَنَّةِ هٰكَذَا» وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطٰى، وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا، رواه البخارى، وأبوداود، والترمذى.

১২৮৬। হযরত সাহল ইবনে সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ আমি ও ইয়াতিমের অভিভাবক বেহেশতে এভাবে অবস্থান করবো" এই বলে তিনি মধ্যমা ও তর্জনী আংগুল দুটো দেখালেন এবং আংগুল দুটোর মাঝে ফাঁক রাখলেন। (বুখারী, আবু দাউদ, তিরমিযী)

١٢٨٧- وَرُوِىَ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «مَنْ عَالَ ثَلَاثَةً مِّنَ الْأَيْتَامِ كَانَ كَمَنْ قَامَ لَيْلَهٗ وَصَامَ نَهَارَهٗ وَغَدَا وَرَاحَ شَاهِرًا سَيْفَهٗ فِىْ

سَبِيْلِ اللّٰهِ، وَكُنْتُ أَنَا وَهُوَ فِى الْجَنَّةِ أَخَوَيْنِ كَمَا أَنَّ هَاتَيْنِ أُخْتَانِ » وَأَلْصَقَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةَ وَالْوُسْطَى. رواه ابن ماجه.

১২৮৭। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি তিনজন ইয়াতিমের লালন-পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করে, সে ঐ ব্যক্তির মত যে, সারারাত নামায পড়ে ও প্রতিদিন রোযা রাখে, এবং তরবারী নিয়ে আল্লাহর পথে সকালে ও বিকালে বের হয়। আমিও সে এই আঙ্গুল দুটোর মতো একত্রে ভাই ভাই হয়ে বেহেশতে থাকবো" এই বলে তিনি মধ্যমা ও তর্জনী আংগুল দুটোকে একত্রিত করলেন। (ইবনে মাজাহ)

١٢٨٨- وَعَنْهُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَيْضًا أَنَّ نَبِىَّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ قَبَضَ يَتِيْمًا مِّنْ بَيْنِ مُسْلِمِيْنَ إِلَى طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ أَدْخَلَهُ اللّٰهُ الْجَنَّةَ أَلْبَتَّةَ، إِلَّا أَنْ يَعْمَلَ ذَنْبًا لَا يُغْفَرُ »، رواه الترمذى، وقال : حديث حسن صحيح.

১২৮৮। হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি মুসলিম পিতামাতার একজন ইয়াতিম সন্তানকে নিজের সংসারের অন্তর্ভূক্ত করে নেয় ও তার লালন-পালনের দায়িত্ব নেয়। তাকে আল্লাহ অবশ্যই বেহেশতে প্রবেশ করাবেন যদি সে এমন কোন গুনাহে লিপ্ত না হয়। যার ক্ষমা নেই। (তিরমিযী)

দ্রষ্টব্য ঃ "ক্ষমা নেই গুনাহ" এমন বলতে যে গুনাহ বিনা তওবায় ক্ষমা হয় না, তাকে বুঝানো হয়েছে। নচেৎ তওবা করে সৎপথে ফিরে এলে আল্লাহ সমস্ত গুনাহ মাফ করেন।- অনুবাদক

١٢٨٩- وَرَوِىَ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « خَيْرُ بَيْتٍ فِى الْمُسْلِمِيْنَ بَيْتٌ فِيْهِ يَتِيْمٌ يُحْسَنُ إِلَيْهِ، وَشَرُّ بَيْتٍ فِى الْمُسْلِمِيْنَ بَيْتٌ فِيْهِ يَتِيْمٌ يُسَاءُ إِلَيْهِ ». رواه ابن ماجه.

১২৮৯। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত রাসূল (সা) বলেছেন ঃ মুসলমানদের যে বাড়ীতে ইয়াতিমের প্রতি উত্তম আচরণ করা হয় সেটাই সর্বোত্তম বাড়ী। আর যে

বাড়ীতে ইয়াতিমের প্রতি দুর্ব্যবহার করা হয়। সেটাই নিকৃষ্টতম বাড়ী। (ইবনে মাজাহ)

١٢٩٠- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنَا أَوَّلُ مَنْ يَفْتَحُ بَابَ الْجَنَّةِ، إِلَّا أَنِّيْ أَرٰى اِمْرَأَةً تُبَادِرُنِيْ فَأَقُوْلُ لَهَا: مَالَكِ؟ وَمَنْ أَنْتِ؟ فَتَقُوْلُ: أَنَا امْرَأَةٌ قَعَدْتُ عَلٰى أَيْتَامٍ لِيْ». رواه أبو يعلى، وأسناده حسن إن شاء الله.

১২৯০। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত রাসূল (সা) বলেছেন ঃ আমিই সর্বপ্রথম বেহেশতের দরজা খুলবো। তবে জনৈকা মহিলা আমারও আগে সেখানে পৌঁছে যাবে। আমি তাকে বলবো ঃ তুমি কে? কি চাও? মহিলা বলবে ঃ আমি আমার কয়েকজন ইয়াতিম সন্তানের লালনা-পালনের জন্য আর বিয়ে না করে বসে ছিলাম। (আবু ইয়ালা)

١٢٩١- وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ يَشْكُوْ قَسْوَةَ قَلْبِهِ، قَالَ: «أَتُحِبُّ أَنْ يَلِيْنَ قَلْبُكَ، وَتُدْرِكَ حَاجَتَكَ؟ اِرْحَمِ الْيَتِيْمَ، وَامْسَحْ رَأْسَهُ، وَأَطْعِمْهُ مِنْ طَعَامِكَ، يَلِنْ قَلْبُكَ، وَ تُدْرِكْ حَاجَتَكَ» رواه الطبراني من رواية بقية، وفيه راو لم يسم أيضا

১২৯১। হযরত আবুদ দারদা বলেন ঃ এক ব্যক্তি রাসূল (সা)-এর কাছে এসে তার মনের নির্দয়তার কথা জানালো। রাসূল (সা) তাকে বললেন ঃ তুমি যদি চাও তোমার মন নরম হউক এবং তোমার প্রয়োজন পুরণ হউক, তাহলে ইয়াতিমের প্রতি সদয় আচরণ কর, তার মাথায় হাত বুলাও, এবং তাকে নিজের খাবার থেকে আহার করাও তাহলে তোমার মন নরম হবে এবং তোমার মনোবাসনা পূর্ণ হবে। (তাবরানী)

١٢٩٢- وَرُوِيَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَيْضًا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَالَّذِيْ بَعَثَنِيْ بِالْحَقِّ لَا

يُعَذِّبُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ رَحِمَ الْيَتِيْمَ وَلاَنَ لَهُ فِى الْكَلَامِ، وَرَحِمَ يُتْمَهُ وَضَعْفَهُ، وَلَمْ يَتَطَاوَلْ عَلٰى جَارِهِ بِفَضْلِ مَا أَتَاهُ اللّٰهُ» رواه الطبرانى.

১২৯২। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ যিনি আমাকে সত্য বিধান দিয়ে পাঠিয়েছেন তার শপথ করে বলছি, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা সেই ব্যক্তিকে আযাব দেবেন না। যে, ইয়াতিমকে দয়া করে, তার সাথে মিষ্টি ও বিনম্র ভাষায় কথা বলে, তার দূর্বলতা ও পিতৃহীনতাকে করুণা করে এবং আল্লাহ তাকে যে বিশেষ অনুগ্রহ প্রদান করেছেন তার বলে তার প্রতিবেশীর ওপর আধিপত্য বিস্তার করে না। (তাবরানী)

١٢٩٣- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ رَفَعَهُ إِلٰى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِيَعْقُوْبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : مَا الَّذِىْ أَذْهَبَ بَصَرَكَ، وَحَنَى ظَهْرَكَ؟ قَالَ : أَمَّا الَّذِىْ أَذْهَبَ بَصَرِىْ فَالْبُكَاءُ عَلٰى يُوْسُفَ، وَأَمَّا الَّذِىْ حَنَى ظَهْرِىْ فَالْحُزْنُ عَلٰى أَخِيْهِ بِنْيَامِيْنَ، فَأَتَاهُ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَقَالَ : أَتَشْكُوْ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ؟ قَالَ : إِنَّمَا أَشْكُوْ بَثِّىْ وَحُزْنِىْ إِلَى اللّٰهِ، قَالَ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ : اَللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَا قُلْتَ مِنْكَ، قَالَ : ثُمَّ انْطَلَقَ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَدَخَلَ يَعْقُوْبُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بَيْتَهُ، فَقَالَ : أَىْ رَبِّ أَمَا تَرْحَمُ الشَّيْخَ الْكَبِيْرَ؟ أَذْهَبْتَ بَصَرِىْ، وَحَنَيْتَ ظَهْرِىْ، فَارْدُدْ عَلَىَّ رَيْحَانَتَىَّ، فَأَشُمَّهُمَا شَمَّةً وَاحِدَةً، ثُمَّ اصْنَعْ بِىْ بَعْدَ مَاشِئْتَ، فَأَتَاهُ جِبْرِيْلُ، فَقَالَ : يَايَعْقُوْبُ إِنَّ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ يُقْرِئُكَ السَّلَامَ، وَيَقُوْلُ : أَبْشِرْ فَإِنَّهُمَا لَوْ كَانَا مَيِّتَيْنِ

لَنَشَرْتُهُمَا لَكَ لِأَقِرَّ بِهِمَا عَيْنَكَ ، وَيَقُوْلُ لَكَ : يَايَعْقُوْبُ، أَتَدْرِىْ لِمَ أَذْهَبْتُ بَصَرَكَ، وحَنَيْتُ ظَهْرَكَ؟ وَلِمَ فَعَلَ إِخْوَةُ يُوْسُفَ بِيُوْسُفَ مَافَعَلُوْهُ؟ قَالَ : لاَ، قَالَ : إِنَّهُ أَتَاكَ يَتِيْمٌ مِسْكِيْنٌ وَهُوَ صَائِمٌ جَائِعٌ، وَذَبَحْتَ أَنْتَ وَأَهْلُكَ شَاةً فَأَكَلْتُمُوْهَا وَلَمْ تُطْعِمُوْهُ، وَيَقُوْلُ : إِنِّىْ لَمْ أُحِبَّ شَيْئًا مِنْ خَلْقِىْ حُبِّىَ الْيَتَامٰى وَالْمَسَاكِيْنَ، فَاصْنَعْ طَعَامًا، وَادْعُ الْمَسَاكِيْنَ» قَالَ أَنَسٌ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «فَكَانَ يَعْقُوْبُ كُلَّمَا أَمْسٰى نَادٰى مُنَادِيْهِ : مَنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيَحْضُرْ طَعَامَ يَعْقُوْبَ، وَإِذَا أَصْبَحَ نَادٰى مُنَادِيْهِ : مَنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيُفْطِرْ عَلٰى طَعَامِ يَعْقُوْبَ» رواه الحاكم، والبيهقى، والأصبهانى، واللفظ له.

১২৯৩। হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ এক ব্যক্তি হযরত ইয়াকুব (আ)-কে জিজ্ঞেস করলো ঃ আপনার অন্ধ হয়ে যাওয়া ও আপনার পিঠ বাঁকা হয়ে যাওয়ার কারণ কী? তিনি বলবেন আমার অন্ধত্বের কারণ হলো ইউসুফের জন্য ক্রন্দন আর আমার পিঠ বাকাঁ হওয়ার কারণ তাঁর ভাই বিন ইয়ামীনের জন্য দুশ্চিন্তা। এরপর হযরত ইয়াকুবের (আ) কাছে জিবরীল (আ) কাছে এলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ আপনি কি আল্লাহর বিরুদ্ধে অভিযোগ করছেন ? হযরত ইয়াকুব (আ) বললেন ঃ আমি শুধু আমার অস্থিরতা ও উদ্বেগ আল্লাহর কাছে পেশ করছি। জিবরীল (আ) বললেন ঃ আপনি যা বলেছেন সে সম্পর্কে আল্লাহ আপনার চেয়ে ভালো জানেন। এরপর জিবরীল (আ) বলে গেলেন এবং ইয়াকূব (আ) নিজের ঘরে প্রবেশ করলেন। তারপর বললেন ঃ হে আমার প্রতিপালক, এই বৃদ্ধকে কি আপনি দয়া করবেন না? আমার দৃষ্টিশক্তি ছিনিয়ে নিয়েছেন এবং আমার পিঠ বাঁকা করে দিয়েছেন। এখন আমার ফুল দুটোকে (দুই ছেলে) আমার কাছে ফিরিয়ে দেন, অতঃপর জিবরীল (আ) এলেন। তিনি বললেন ঃ হে ইয়াকুব (আ) আল্লাহ আপনাকে সালাম জানাচ্ছেন এবং বলছেন ঃ তুমি আশ্বস্ত হও। কেননা ইউসুফ ও বিন ইয়ামীন

যদি মারা গিয়ে থাকতো তবে, আমি তোমার চোখ জুড়ানোর জন্য তাদেরকে পুনরুজীবিত করতাম। আল্লাহ আপনাকে আরো বলছেন ঃ হে ইয়াকুব, তুমি কি জান, আমি কেন তোমার দৃষ্টিশক্তি ছিনিয়ে নিয়েছি, কেন তোমার পিঠ বাঁকা করে দিয়েছি। এবং কেন ইউসুফের ভাইয়েরা ইউসুফের সাথে এমন আচরণ করলো? হযরত ইয়াকুব (আ) বললেন ঃ না। তিনি বললেন ঃ একজন ক্ষুধার্ত রোযাদার দরিদ্র ইয়াতিম তোমার কাছে এসেছিলে সেদিন তুমি ও তোমার পরিবার একটা বকরী যবাই করেছিল। সেটা তোমরা খেয়েছিল। কিন্তু সেই ইয়াতিমকে খাওয়াওনি। আল্লাহ আরো বলছেন ঃ আমি ইয়াতিম ও মিছকীনদেরকে যত ভালোবাসি, আমার সৃষ্টির আর কাউকে ততটা ভালোবাসি না।অতএব,"তুমি একটা ভোজের আয়োজন কর এবং মিছকীনদেকে সেখানে দাওয়াত দাও।" রাসূল (সা) বলেন ঃ এরপর থেকে হযরত ইয়াকুব প্রতিদিন সন্ধ্যায় ঘোষণা দেয়াতেন, "কেউ রোযাদার থাকলে সে যেন ইয়াকুব (আ)-এর ভোজে যোগদান করে। আর প্রতিদিন সকালে ঘোষণা দেয়াতেন ঃ "যারা রোযা রাখেনি, তারা যেন ইয়াকুবের সাথে সকালের খাবারে অংশগ্রহণ করে।"(হাকেম বায়হাকী ও ইসবাহানী)

١٢٩٤- وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «اَلسَّاعِيْ عَلَى الْأَرْمِلَةِ وَالْمَسْكِيْنِ كَالْمُجَاهِدِ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ» وَأَحْسَبُهُ قَالَ : «وَكَالْقَائِمِ لَايَفْتُرُ، وَكَالصَّائِمِ لَايُفْطِرُ» رواه البخاري، ومسلم، وابن ماجه.

১২৯৪। হযরত আনাস ইবনে মালেক থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি বিধবা ও দরিদ্র সাহায্যের জন্য চেষ্টা করে, সে আল্লাহর পথে জিহাদকারী, এবং রাতে নামায ও দিনে রোযা আদায়কারীর সমান। (বুখারী, মুসলিম ও ইবনে মাজাহ)

الترهيب من أذى الجار

وما جاء فى تأكيد حقه

প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়ার ব্যাপারে হুঁশিয়ারী এবং তার হক আদায়ের তাকিদ

١٢٦٥- وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «وَاللّٰهِ لَا يُؤْمِنُ، وَاللّٰهِ لَا يُؤْمِنُ، وَاللّٰهِ لَايُؤْمِنُ» قِيْلَ : مَنْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ: «اَلَّذِىْ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ» رواه أحمد، والبخارى، ومسلم.

১২৯৫। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত রাসূল (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহর কসম, সেই ব্যক্তি মুমিন নয়, আল্লাহর কসম, সেই ব্যক্তি মুমিন নয়, আল্লাহর কসম, সেই ব্যক্তি মুমিন নয়। জিজ্ঞেস করা হলো ঃ "হে রাসূল কোন ব্যক্তি?" রাসূল (সা) বললেন ঃ যার প্রতিবেশী তার ক্ষতিকর কাজ থেকে নিরাপদ থাকে না। (আহমাদ, বুখারী, মুসলিম)

١٢٩٦- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتّٰى يُحِبَّ لِجَارِهِ - أَوْقَالَ لِأَخِيْهِ - مَايُحِبُّ لِنَفْسِهِ» رواه مسلم.

১২৯৬। হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ যাঁর হাতে আমার প্রাণ সেই মহান আল্লাহর কসম, কোন বান্দা নিজের জন্য যা পছন্দ করে, তার প্রতিবেশীর জন্যও তা পছন্দ না করা পর্যন্ত সে মুমিন হতে পারবে না। (মুসলিম)

١٢٩٧- وَرُوِىَ عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِك رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : أَتَى النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنِّىْ نَزَلْتُ فِىْ مَحَلَّةِ بَنِىْ فُلَانٍ : وَإِنَّ أَشَدَّهُمْ إِلَى أَذًى أَقْرَبُهُمْ لِىْ جِوَارًا، فَبَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَابَكْرٍ وَعُمَرَ

وَعَلِيًّا رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ يَأْتُوْنَ الْمَسْجِدَ، فَيَقُوْمُوْنَ عَلٰى بَابِه، فَيَصِيْحُوْنَ : «أَلا إِنَّ أَرْبَعِيْنَ دَارًا جَارٌ، وَلاَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ خَافَ جَارَهُ بَوَائِقَهُ» رواه الطبرانى.

১২৯৭। হযরত কা'ব ইবনে মালেক (রা) বর্ণনা করেন এক ব্যক্তি রাসূল (সা)-এর কাছে এলো অতঃপর বললো ঃ হে রাসূল আমি অমুক গোত্রের মহল্লায় বসবাস করি। কিন্তু যে ব্যক্তি আমার নিকটতম প্রতিবেশী, সে আমার সাথে সবচেয়ে খারাপ ব্যবহার করে। এ কথা শুনে রাসূল (সা) হযরত আবু বকর, ওমর ও আলী (রা) কে পাঠালেন এবং তাদেরকে আদেশ দিলেন যেন তারা মসজিদে নববীতে আসেন, এবং মসজিদে দরজায় দাঁড়িয়ে যেন উচ্চস্বরে বলেন ঃ "সবাই শোন, পার্শ্ববর্তী চল্লিশটা বাড়ী প্রতিবেশীরূপে গণ্য। যে ব্যক্তির প্রতিবেশী তার ক্ষতিকর আচরণের ভয়ে ভীত থাকে, সে বেহেশতে যেতে পারবে না।" (তাবরানী)

١٢٩٨- وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لاَيَسْتَقِيْمُ إِيْمَانُ عَبْدٍ حَتّٰى يَسْتَقِيْمَ قَلْبُهُ، وَلاَ يَسْتَقِيْمُ قَلْبُهُ حَتّٰى يَسْتَقِيْمَ لِسَانُهُ، وَلاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ حَتّٰى يَأْمَنَ جَارُهُ بَوَائِقَهُ» رواه أحمد، وابن أبى الدنيا فى الصمت، كلاهما من رواية على بن مسعدة.

১২৯৮। হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ কোন বান্দার মন যতক্ষণ সঠিক পথে না থাকে ততক্ষণ তার ঈমান সঠিক থাকতে পারে না। কোন বান্দার জিহ্বা যতক্ষণ সঠিক না হয়, ততক্ষণ তার মন সঠিক হতে পারে না। আর কোন বান্দার প্রতিবেশী যতক্ষণ তার অনিষ্ট থেকে নিরাপদ না থাকে। ততক্ষণ সে বেহেশতে যাওয়ার যোগ্য হবে না। (আহমদ, ইবনে আবিদ্ দুনিয়া)

١٢٩٩- وَعَنْهُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «الْمُؤْمِنُ مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ، وَالْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ السُّوْءَ،

وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَا يَدْخُلُ مَنْ الْجَنَّةَ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ»

رواه أحمد، وأبو يعلى، والبزار، وإسناد أحمد جيد، تابع

عليٰ بن زيد حميد، ويونس بن عبيد.

১২৯৯। হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত রাসূল (সা) বলেছেন ঃ মুমিন হচ্ছে সেই ব্যক্তি, যার অনিষ্ট থেকে মানুষ নিরাপদে থাকে। মুসলমান সেই ব্যক্তি যার জিহ্বা ও হাতের কষ্ট থেকে মুসলমানরা নিরাপদে থাকে। মুহাজির সেই ব্যক্তি যে খারাপ কাজ থেকে হিজরত করে। (অর্থাৎ খারাপ কাজ ত্যাগ করে) যাঁর হাতে আমার প্রাণ, তার শপথ করে বলছি, কোন বান্দা ততক্ষণ মুমিন হবে না, যতক্ষণ তার প্রতিবেশী তার ক্ষতিকর আচরণ থেকে নিরাপদ থাকে না।

١٣٠٠ - وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بنْ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «إِنَّ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ قَسَمَ بَيْنَكُمْ أَخْلَاقَكُمْ، كَمَا قَسَمَ بَيْنَكُمْ أَرْزَاقَكُمْ، وَإِنَّ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ يُعْطِيْ الدُّنْيَا مَنْ يُحِبُّ وَمَنْ لَايُحِبُّ، وَلَا يُعْطِي الدِّيْنَ إِلَّا مَنْ أَحَبَّ، فَمَنْ أَعْطَاهُ الدِّيْنَ فَقَدْ أَحَبَّهُ، وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَا يُسْلِمُ عَبْدٌ حَتّٰى يَسْلِمَ قَلْبُهُ وَلِسَانُهُ، وَلَا يُؤْمِنُ حَتّٰى يَأْمَنَ جَارُهُ بَوَائِقَهُ» قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، وَمَا بَوَائِقُهُ؟ قَالَ : «غَشْمُهُ وَظُلْمُهُ، وَلَا يَكْسِبُ مَالًا مِنْ حَرَامٍ، فَيُنْفِقُ مِنْهُ فَيُبَارَكُ فِيْهِ، وَلَا يَتَصَدَّقُ بِهِ فَيُقْبَلُ مِنْهُ، وَلَا يَتْرُكُهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ إِلَّا كَانَ زَادَهُ إِلَى النَّارِ، إِنَّ اللّٰهَ لَا يَمْحُو السَّيِّئَ بِالسَّيِّئِ، وَلٰكِنْ يَمْحُو السَّيِّئَ بِالْحَسَنِ، إِنَّ الْخَبِيْثَ لَا يَمْحُو الْخَبِيْثَ»

رواه أحمد وغيره من طريق أبان ابن إسحاق عن الصباح

بن محمد عنه.

১৩০০। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহ তায়ালা তোমাদের মধ্যে যেভাবে তোমাদের জীবিকা বণ্টন করেছেন, সেইভাবে তোমাদের মধ্যে তোমাদের গুণাবলীও বণ্টন করেছেন। আল্লাহ তায়ালা দুনিয়ার সুখ ও সম্পদ যাকে ভালোবাসেন তাকেও দেন, যাকে ভালো বাসেন না তাকেও দেন। কিন্তু আখিরাতের সুখ-শান্তি কেবল তাকেই দেন যাকে ভালোবাসেন। সুতরাং যাকে তিনি দ্বীনদার সুলভ জ্ঞান ও চরিত্র দিয়েছেন, তাকে নিশ্চয়ই তিনি ভালোবাসেন। যার হাতে আমার প্রাণ, তাঁর কসম খেয়ে বলছি, কোন বান্দার মন ও জিহ্বা যতক্ষণ ইসলামের অনুসারী না হয়, ততক্ষণ সে মুসলমান হতে পারে না। যতক্ষণ তার প্রতিবেশী তার অনিষ্ট থেকে নিরাপদ না হয়। ততক্ষণ সে মুমিন হতে পারে না। আমি জিজ্ঞেস করলাম ঃ অনিষ্ট অর্থ কী? রাসূল (সা) বললেন ঃ যুলুম ও বাড়াবাড়ি। কোন ব্যক্তি যদি অবৈধ উপায়ে কোন সম্পদ উপার্জন করে, অতঃপর তা ব্যয় করে, তবে তাতে কোন বরকত বা কল্যাণ লাভ করবে না, সেই সম্পদ সদকা করলে তাও কবুল হবে না, আর সেই সম্পদ উত্তরাধিকার হিসেবে রেখে গেলে তা তার দোযখের পাথেয় হবে। আল্লাহ অন্যায় দ্বারা অন্যায়কে প্রতিহত করেন না। তিনি অন্যায়কে ভালো কাজ দ্বারা প্রতিহিত করে। নোংরা জিনিস নোংরা জিনিসকে দূর করে না। (আহমদ)

١٣٠١- وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُوْلُ : اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ أَعُوْذُبِكَ مِنْ جَارِ السُّوْءِ فِىْ دَارِ الْمُقَامَةِ، فَإِنَّ جَارَ الْبَادِيَةِ يَتَحَوَّلُ» رواه ابن حبان فى صحيحه.

১৩০১। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) এরূপ দোয়া করতেন ঃ হে আল্লাহ! আমি স্থায়ী আবাসভূমিতে অসৎপ্রতিবেশীর কবল থেকে তোমার কাছে পানাহ চাই। মরু জনপদের প্রতিবেশী তো অণবরত জায়গা বদলাতে থাকে। (ইবনে হাব্বান)

١٣٠٢- وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْكُوْ جَارَهُ، فَقَالَ لَهُ : «إِذْهَبْ فَاصْبِرْ» فَأَتَاهُ مَرَّتَيْنِ أَوْثَلَاثًا، فَقَالَ : «اِذْهَبْ فَاطْرَحْ مَتَاعَكَ فِى الطَّرِيْقِ» فَفَعَلَ، فَجَعَلَ النَّاسَ يَمُرُّوْنَ وَيَسْأَلُوْنَهُ،

فَيُخْبِرُهُمْ خَبَرَ جَارِهِ، فَجَعَلُوْا يَلْعَنُوْنَهُ : فَعَلَ اللّٰهُ بِهِ وَفَعَلَ، وَبَعْضُهُمْ يَدْعُوْ عَلَيْهِ فَجَاءَ إِلَيْهِ جَارُهُ، فَقَالَ : اِرْجِعْ فَإِنَّكَ لَنْ تَرٰى مِنِّىْ شَيْئًا تَكْرَهُهُ» رواه أبو داود، واللفظ له، وابن حبان فى صحيحه والحاكم، وقال صحيح على شرط مسلم.

১৩০২। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূল (সা)-এর কাছে এসে তার প্রতিবেশী সম্পর্কে অভিযোগ পেশ করলো। রাসূল (সা) বললেন ঃ যাও, ধৈর্যধারণ কর। এরপরও সে রাসূল (সা) এর কাছে দু'বার বা তিনবার এলো। অবশেষে রাসূল (সা) তাকে বললেন ঃ " যাও, তোমার ঘরের সমস্ত জিনিসপত্র রাস্তায় এনে রাখ।" লোকটা তাই করলো। লোকেরা ঐ পথ দিয়ে চলাচল করার সময় তাকে এর কারণ জিজ্ঞেস করতে লাগলো। সে তার প্রতিবেশীর কথা তাদেরকে বলতে লাগলো। লোকেরা তা শুনে তার প্রতিবেশীর নিন্দা করতে লাগলো। অনেকে বদদোয়াও করলো। অতঃপর তার প্রতিবেশী তার কাছে এসে বললো ঃ যান ভাই, আপনার ঘরে ফিরে যান। এখন আর আমার কাছ থেকে কোন অবাঞ্ছিত ব্যবহার পাবেন না। (আবু দাউদ, ইবনে হাব্বান ও হাকেম)

শিক্ষা ঃ এ হাদীস থেকে বুঝা যায়, যখন কারো যুলুম অত্যাচার সীমা ছাড়িয়ে যায়, তখন তা প্রতিহত করার সর্বোত্তম পন্থা হলো, তার বিরুদ্ধে জনমত গঠন করা ও জনগণকে সাথে নিয়ে তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা।

١٣٠٣- وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّ فُلاَنَةَ تُكْثِرُ [كثرة] مِنْ صَلاَتِهَا وَصَدَقَتِهَا وَصِيَامِهَا، غَيْرَ أَنَّهَا تُؤْذِىْ جِيْرَانَهَا بِلِسَانِهَا، قَالَ : «هِىْ فِى النَّارِ» قَالَ : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ، فَإِنَّ فُلاَنَةَ تُذْكَرُ مِنْ قِلَّةِ صِيَامِهَا وَصَلاَتِهَا، وَأَنَّهَا تَتَصَدَّقُ بِالْأَثْوَارِ مِنَ الْأَقِطِ، وَلاَ تُؤْذِىْ جِيْرَانَهَا، قَالَ : «هِىَ فِى الْجَنَّةِ» رواه أحمد، والبزار، وابن حبان فى صحيحه، والحاكم، وقال : صحيح الإسناد.

১৩০৩। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি এসে বললো ঃ হে রাসূল, অমুক মহিলা প্রচুর নামায, রোযা ও সদকা করে। কিন্তু প্রতিবেশীকে কথা দ্বারা কষ্ট দেয়। রাসূল (সা) বললেন ঃ সে দোযখবাসী, লোকটা আবার বললো ঃ হে রাসূল, অমুক মহিলা ফরয নামায পড়ে, কিন্তু নফল নামায, রোযা ও সদকা খুব কম করে। তবে সে প্রতিবেশী কে কষ্ট দেয় না। রাসূল (সা) বললেন ঃ সে বেহেস্তবাসী। (আহমাদ, বাযয়ার, ইবনে হাব্বান ও হাকেম)

١٣٠٤- وَرُوِىَ عَنْ عَمْرِوبْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «مَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ دُوْنَ جَارِهِ مَخَافَةً عَلَى أَهْلِهِ وَمَالِهِ فَلَيْسَ ذٰلِكَ بِمُؤْمِنٍ، وَلَيْسَ بِمُؤْمِنٍ مَنْ لَمْ يَأْمَنْ جَارَهُ بَوَائِقَهُ، أَتَدْرِىْ مَا حَقُّ الْجَارِ ؟ إِذَا اسْتَعَانَكَ أَعَنْتَهُ، وَإِذَا اسْتَقْرَضَكَ أَقْرَضْتَهُ، وَإِذَا افْتَقَرَ، عُدْتَ عَلَيْهِ، وَإِذَا مَرِضَ عُدْتَهُ، وَإِذَا أَصَابَهُ خَيْرٌ هَنَّأْتَهُ، وَإِذَا أَصَابَتْهُ مُصِيْبَةٌ عَزَّيْتَهُ، وَإِذَا مَاتَ اتَّبَعْتَ جَنَازَتَهُ، وَلَا تَسْتَطِيْلَ عَلَيْهِ بِالْبُنْيَانِ فَتَحْجُبَ عَنْهُ الرِّيْحَ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلَا تُؤْذِهِ بِقُتَارِ رِيْحِ قِدْرِكَ إِلَّا أَنْ تَغْرِفَ لَهُ مِنْهَا، وَإِنِ اشْتَرَيْتَ فَاكِهَةً فَأَهْدِ لَهُ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَأَدْخِلْهَا سِرًّا، وَلَا يَخْرُجْ بِهَا وَلَدُكَ لِيَغِيْظَ بِهَا وَلَدَهُ» روا الخرائطى من مكارم الأخلاق.

১৩০৪। হযরত আমর ইবনে শুয়াইব, স্বীয় পিতার কাছ থেকে এবং পিতার দাদার কাছ থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সা) বলেছেন ঃ যে প্রতিবেশীর দ্বারা পরিবারের জান ও মালের ক্ষতি হবে– এই ভয়ে অন্যেরা ঘরের দরজা বন্ধ রাখে, সে প্রতিবেশী মুমিন নয়। যার প্রতিবেশী তার ক্ষতি থেকে নিরাপদ হয় না, সে মুমিন নয়। প্রতিবেশীর হক কি জান? যখন সে তোমার কাছে সাহায্য চাইবে, তখন তাকে সাহায্য করবে। যখন সে ঋণ চাইবে, তখন তাকে ঋণ দেবে। যখন সে দরিদ্র হয়ে যায়, তখন তার খোঁজ-খবর নেবে। যখন সে রোগাক্রান্ত হয়, তখন তাকে দেখতে

যাবে। যখন তার কোন সফলতা লাভ হয়, তখন তাকে অভিনন্দন জানাবে। যখন তার কোন বিপদ আসে, তখন তাকে সান্ত্বনা ও মনোবল দেবে। যখন সে মারা যায় তখন তার জানাযায় শরীক হবে। তার অনুমতি ছাড়া তার পাশে উচু ভবন তৈরী করে তার বাতাস বন্ধ করো না। তোমার হাড়িতে যে খাবার তৈরী হবে, তার ঘ্রাণ ছড়িয়ে যেতে দিয়ে কষ্ট দিও না। ঘ্রাণ ছড়িয়ে গেলে ঐ খাবার থেকে দরিদ্র প্রতিবেশীকে কিছু দিও, ফল কিনলে তাকে কিছু ফল উপহার দিও, দিতে না পারলে গোপনে নিয়ে এসো, এবং প্রতিবেশীর শিশুকে প্রলুব্ধ করার জন্য তোমার শিশু সন্তানকে তা হাতে নিয়ে বেরুতে দিও না। (খারায়েতী)

١٣٠٥- وَعَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « ثَلَاثَةٌ مِّنَ الْفَوَاقِرِ : إِمَامٌ إِنْ أَحْسَنْتَ لَمْ يَشْكُرْ، وَإِنْ أَسَأْتَ لَمْ يَغْفِرْ، وَجَارُ سُوْءٍ إِنْ رَأَى خَيْرًا دَفَنَهُ، وَإِنْ رَأَى شَرًّا أَذَاعَهُ، وَامْرَأَةٌ إِنْ حَضَرْتَ آذَتْكَ، وَإِنْ غِبْتَ عَنْهَا خَانَتْكَ». ورواه الطبراني بإسناد لا بأس به.

১৩০৫। হযরত ফুযালা ইবনে উবাইদ থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ তিন ব্যক্তি চরম বিপজ্জনক ঃ (১) এমন নেতা যার সাথে ভালো ব্যবহার করলেও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না, আবার কোন ভুল করলেও ক্ষমা করে না। (২) এমন অসৎ প্রতিবেশী, যে উপকার পেলে তা লুকিয়ে ফেলে, আর অন্যায় কিছু পেলে তা সর্বত্র প্রকাশ করে। (৩) এমন স্ত্রী, যার কাছে থাকলে কষ্ট দেয়, আর যার কাছ থেকে দূরে চলে গেলে বিশ্বাসঘাতকতা করে। (তাবরানী)

١٣٠٦- وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَا آمَنَ بِيْ مَنْ بَاتَ شَبْعَانًا وَجَارُهُ جَائِعٌ إِلَى جَنْبِهِ وَهُوَ يَعْلَمُ» رواه الطبراني، والبزار، وإسناده حسن.

১৩০৬। হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি রাত্রে পেট পুরে খেয়ে ঘুমায়, অথচ তার প্রতিবেশী তার নিকটেই অনাহারে থাকে এবং তা সে জেনেও নির্বিকার থাকে, সে আমার প্রতি ঈমান আনেনি। (তাবরানী, বাযযার)

١٣٠٧- وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ، قَالَا : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «مَا زَالَ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يُوْصِيْنِيْ بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ». رواه البخاري، ومسلم، والترمذي، ورواه أبو داود، وابن ماجه من حديث عائشة وحدها، وابن ماجه أيضا، وابن حبان في صحيحه، من حديث أبي هريرة.

১৩০৭। হযরত ইবনে উমার (রা) ও হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ জিবরীল (আ) আমাকে ক্রমাগতভাবে প্রতিবেশী সম্পর্কে এত উপদেশ দিচ্ছিল যে, আমি ভেবেছিলাম, সে একদিন প্রতিবেশীকে উত্তরাধিকারী বানিয়ে ছাড়বে। (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ ও ইবনে হাব্বান)

١٣٠٨- وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِيْ وَقَّاصٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَرْبَعٌ مِنَ السَّعَادَةِ : الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، وَالْمَسْكَنُ الْوَاسِعُ، وَالْجَارُ الصَّالِحُ، وَالْمَرْكَبُ الْهَنِيْءُ، وَأَرْبَعٌ مِنَ الشَّقَاءِ : الْجَارُ السُّوْءُ، وَالْمَرْأَةُ السُّوْءُ وَالْمَرْكَبُ السُّوْءُ، وَالْمَسْكَنُ الضَّيِّقُ» رواه ابن حبان في صحيحه.

১৩০৮। হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ চারটি জিনিস সৌভাগ্যের লক্ষণ ঃ সৎকর্মশীলা স্ত্রী, প্রশস্ত বাসভবন, সৎপ্রতিবেশী ও আরামদায়ক বাহন। আর চারটি জিনিস দুর্ভাগ্যের লক্ষণ ঃ খারাপ প্রতিবেশী, অসতী স্ত্রী, খারাপ বাহন, ও অপ্রশস্ত বাসভবন। (ইবনে হাবাবান)

١٣٠٩- وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «إِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيَدْفَعُ بِالْمُسْلِمِ الصَّالِحِ عَنْ مِائَةِ أَهْلِ بَيْتٍ مِّنْ جِيْرَانِهِ الْبَلَاءَ، ثُمَّ

قَرَأَ : (وَلَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ)»

رواه الطبراني في الكبير والأوسط.

১৩০৯। হযরত ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহ তায়ালা একজন সৎকর্মশীল মুসলমানের কল্যাণে তার প্রতিবেশীদের মধ্য থেকে একশোটি পরিবারকে বিপদ-মুসিবত থেকে রক্ষা করেন। এরপর তিনি সূরা বাকারার ২৫১ নং আয়াতের নিম্নের অংশটা পড়েন "আল্লাহ তায়ালা যদি কিছু লোককে অপর কিছু লোক দ্বারা প্রতিহত না করতেন তাহলে পৃথিবী অরাজকতায় ভরে যেত।" (তাবরানী)

الترغيب في زيارة الإخوان والصالحين

وما جاء في إكرام الزائرين

মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ যাতায়াত ও সাক্ষাতে উৎসাহ প্রদান

١٣١٠- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَيْضًا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «مَنْ عَادَ مَرِيْضًا، أَوْزَارَ أَخَالَهُ فِي اللّٰهِ، نَادَاهُ مُنَادٍ : طِبْتَ، وَطَابَ مَمْشَاكَ، وَتَبَوَّأْتَ مِنَ الْجَنَّةِ مَنْزِلًا» رواه ابن ماجه، والترمذي واللفظ له، وقال : حديث حسن، وابن حبان في صحيحه، كاهم من طريق أبي سنان عن عثمان ابن أبي سودة عنه.

১৩১০। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কোন রোগীকে দেখতে যায় অথবা একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে কাউকে ভাই হিসেবে গ্রহণ করে তাকে দেখতে যায়, তাকে আল্লাহর নিযুক্ত জনৈক ফেরেশতা ডেকে বলেন ঃ তুমি সুখী হও, তোমার চলার পথও সুখের হউক এবং তুমি জান্নাতে নিজের আভাসভূমি গ্রহণ কর। (ইবনে মাজা, তিরমিযী ও ইবনে হাব্বান)

١٣١١- وروى عن أبى رزين العقيلي رضى الله عنه قال : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « يَا أَبَا رَزِيْنٍ، إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا زَارَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ شَيَّعَهُ سَبْعُوْنَ أَلْفَ مَلَكٍ يُصَلُّوْنَ عَلَيْهِ يَقُوْلُوْنَ : اللَّهُمَّ كَمَا وَصَلَهُ فِيْكَ فَصِلْهُ » رواه الطبرانى الأوسط.

১৩১১। হযরত আবু রযয়ীন আল উকাইলী (রা) বলেছেন ঃ একজন মুসলমান যখন তার অপর মুসলমান ভাই-এর সাথে মিলিত হয়, তখন সত্তর হাজার ফেরেশতা তার কল্যাণের জন্য দোয়া করতে তার পিছু পিছু চলে এবং বলে ঃ হে আল্লাহ, সে যেমন তোমার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে তার ভাই-এর সাথে সম্পর্ক রেখেছে, তুমিও তেমনি তার সাথে সম্পর্ক রাখ। (তারবানী)

١٣١٢- وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : « قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : وَجَبَتْ مَحَبَّتِى لِلْمُتَحَابِّيْنَ فِىَّ، وَلِلْمُتَجَالِسِيْنَ فِىَّ، وَلِلْمُتَزَاوِرِيْنَ فِىَّ، وَلِلْمُتَبَاذِلِيْنَ فِىَّ » رواه مالك بإسناد صحيح.

১৩১২। হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেছেন, যারা আমার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে পরস্পরকে ভালোবাসে, আমার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে পরস্পরে ওঠাবসা ও মেলামেশা করে, আমার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে পরস্পরের সাথে সাক্ষাৎ করে এবং আমার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে পরস্পরের ওপর অর্থ ব্যয় করে, তাদেরকে ভালোবাসা আমার ওপর অপরিহার্য হয়ে পড়ে। (মালেক)

١٣١٣- وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « زُرْ غِبًّا تَزْدَدْ حُبًّا » رواه الطبرانى، ورواه البزار من حديث أبى هريرة، ثم لا يعلم فيه حديث صحيح.

১৩১৩। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ বিরতি দিয়ে দিয়ে পরস্পরের সাথে মিলিত হও, তাহলে তোমাদের ভেতরে সম্প্রীতি ও ভালোবাসা বাড়বে। (তাবরানী, বাযযার)

الترغيب في الضيافة، وإكرام الضيف

অতিথির আপ্যায়ন ও সমাদরে উৎসাহ প্রদান

١٣١٤– وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : جَاءَ رَجُلَ إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰه عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَقَالَ : إِنِّيْ مَجْهُوْدٌ، فَأَرْسَلَ إِلٰى بَعْضِ نِسَائِه، فَقَالَتْ : لَا وَالَّذِيْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا عِنْدِيْ إِلَّا مَاءٌ، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلٰى أُخْرٰى فَقَالَتْ مِثْلَ ذٰلِكَ، حَتّٰى قُلْنَ كُلُّهُنَّ مِثْلَ ذٰلِكَ : لَا وَالَّذِيْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا عِنْدِيْ إِلَّا مَاءٌ، فَقَالَ : «مَنْ يُضَيِّفُ هٰذَا اللَّيْلَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ» فَقَامَ رَجُلٌ مِّنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ : أَنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، فَانْطَلَقَ بِه إِلٰى رَحْلِه فَقَالَ لِامْرَأَتِه : هَلْ عِنْدَكِ شَيْءٌ؟ قَالَتْ : لَا، إِلَّا قُوْتَ صِبْيَانِيْ، قَالَ : فَعَلِّلِيْهِمْ بِشَيْءٍ، فَإِذَا أَرَادُوْا الْعَشَاءَ فَنَوِّمِيْهِمْ، فَإِذَا دَخَلَ ضَيْفُنَا فَأَطْفِئِي السِّرَاجَ، وَأَرِيْهِ أَنَّا نَأْكُلُ.

وَفِيْ رِوَايَةٍ : «فَإِذَا أَهْوٰى لِيَأْكُلَ، فَقُوْمِيْ إِلَى السِّرَاجِ حَتّٰى تُطْفِئِيْهِ» قَالَ : فَقَعَدُوْا وَأَكَلَ الضَّيْفُ، وَبَاتَا طَاوِيَيْنِ، فَلَمَّا أَصْبَحَ غَدَا عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : «قَدْ عَجِبَ اللّٰهُ مِنْ صَنِيْعِكُمَا بِضَيْفِكُمَا» زَادَفِيْ رِوَايَةٍ فَنَزَلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ : (وَيُؤْثِرُوْنَ عَلٰى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ»

رواه مسلم، وغيره.

১৩১৪। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূল (সা)-এর কাছে এসে বললো ঃ আমি ভীষণ ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত। রাসূল (সা) তাকে তাঁর এক স্ত্রীর কাছে পাঠালেন। ঐ স্ত্রী বললেন ঃ হে রাসূল, আল্লাহর কসম, আমার কাছে পানি ছাড়া কিছু

নেই। এরপর অপর এক স্ত্রীর কাছে পাঠালেন। তিনিও অনুরূপ জবাব দিলেন। এভাবে একে একে সকল স্ত্রী কাছ থেকে জবাব এলো যে, তাদের কাছে কোন খাদ্য দ্রব্য নেই। কেবল পানি আছে। এরপর রাসূল (সা) উপস্থিত সাহাবাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ যে ব্যক্তি আজকের রাতটা এই অতিথিকে আপ্যায়ন করাবে, আল্লাহ তায়ালা তার ওপর রহমত করবেন। এ কথা শুনে আনসারদের মধ্য থেকে এক সাহাবী দাঁড়িয়ে বললেন ঃ আমি করবো, হে রাসূলুল্লাহ। অতঃপর তিনি অতিথিকে নিয়ে নিজের পরিবারের কাছে চলে গেলেন। তারপর তার স্ত্রীকে বললেন ঃ তোমার কাছে কি খাবার কিছু আছে? তিনি বললেন ঃ ছেলেমেয়েদের খাবার ছাড়া আর কিছু নেই। সাহাবী তাকে বললেন ঃ বেশ, তুমি ছেলেমেয়েদেরকে একটা কিছু দিয়ে থামিয়ে রেখ। যখন রাতের খাবার চাইবে, তখন তাদেরকে ঘুম পাড়িয়ে রেখ। আর যখন আমাদের অতিথি খাবারের কাছে আসবেন, তখন আলো নিভিয়ে দিও এবং এমন ভান করো যেন তিনি বুঝতে পারেন যে, আমরাও তার সাথে সাথে খাচ্ছি। অপর বর্ণনায় আছে মেহমান যখন খাওয়ার উদ্যোগ নেবে, তখন আলো নিভিয়ে দিও। তারপর সবাই বসলো। কিন্তু খেলো শুধু মেহমান। আর বাড়ীওয়ালা ও তার স্ত্রী না খেয়ে রাত কাটালো। পরদিন সকালে এই সাহাবী রাসূল (সা)-এর কাছে গেলে রাসূল (সা) বললেন ঃ তোমরা দু'জনে তোমাদের মেহমানের সাথে যে আচরণ করেছ, তাতে আল্লাহ অভিভুত ও মুগ্ধ হয়েছেন। এই সময়ে সূরা হাশরের ৯ নং আয়াত নাযিল হয়, যার একাংশ হলো ঃ "তারা নিজেরা ক্ষুধাত হওয়া সত্ত্বেও অন্যকে নিজেদের ওপর অগ্রাধিকার দেয়।" (মুসলিম)

١٣١٥- وَعَنْ أَبِىْ شُرَيْحٍ خُوَيْلِدِ بْنِ عَمْرٍو رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، جَائِزَتُهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ، وَالضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، فَمَا كَانَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَثْوِىَ عِنْدَهُ حَتّٰى يُحْرِجَهُ» رواه مالك، والبخارى، ومسلم، وأبوداود، والترمذى، وابن ماجه.

১৩১৫। হযরত আবু শুরাইহা খুয়ইলিদ বিন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহতে ও আখিরাতে বিশ্বাস রাখে, সে যেন তার অতিথিকে সমাদর ও সম্মান করে। মেহমানের প্রাপ্য সমাদর ও আপ্যায়ন প্রাথমিকভাবে একদিন

একরাত ও সর্বাধিক তিনদিন পর্যন্ত চলবে। এরপর যা হবে তা সদকা বলে গণ্য হবে। বাড়ীওয়ালার অসুবিধা হয় এতটা সময় অবস্থান করা অতিথির জন্য বৈধ নয়। (মালেক, বুখারী, মুসলিম, আবুদাউদ, তিরমিযী ইবনে মাজাহ)

١٣١٦- وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «لاَ خَيْرَ فِيْمَنْ لاَ يُضِيْفُ» رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح، خلا ابن لهيعة.

১৩১৬। হযরত উকবা ইবনে আমের (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি অতিথির আপ্যায়ন ও সমাদর করে না, তার কল্যাণ নেই। (আহমাদ)

الترهيب أن يحتقر المرء ما قدم إليه

ঘরে যা আছে তা মেহমানের সামনে হাজির করায় সংকোচবোধ অনুচিত

١٣١٧- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ : دَخَلَ عَلَى جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ نَفَرٌ مِّنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَدَّمَ إِلَيْهِمْ خُبْزًا وَخَلًّا، فَقَالَ : كُلُوْا؛ فَإِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : «نِعْمَ الإِدَامُ الْخَلُّ، إِنَّهُ هَلاَكٌ بِالرَّجُلِ أَنْ يَدْخُلَ إِلَيْهِ النَّفَرُ مِنْ إِخْوَانِهِ، فَيَحْتَقِرُ مَافِيْ بَيْتِهِ أَنْ يُقَدِّمَهُ إِلَيْهِمْ، وَهَلاَكٌ بِالْقَوْمِ أَنْ يَحْتَقِرُوْا مَا قُدِّمَ إِلَيْهِمْ» رواه أحمد، والطبرانى وأبو يعلى.

১৩১৭। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ বিন উমাইর (রা) থেকে বর্ণিত একবার কয়েক ব্যক্তি হযরত জাবেরের (রা) বাড়ীতে মেহমান হলো। তিনি তাদের সামনে রুটি ও সের্কা হাজির করলেন। অতঃপর তাদেরকে বলেন ঃ আপনারা আহার করুন। আমি রাসূল (সা)-কে বলতে শুনেছি, সের্কা অতি উত্তম ঝোল কোন ব্যক্তির কাছে

তার ভাই-বন্ধুরা মেহমান হলে তাদের আপ্যায়নে ঘরে যা কিছু আছে, তা হাজির করতে কুণ্ঠাবোধ করা অত্যন্ত অন্যায়। আর মেহমানদের পক্ষেও তাদের কাছে যা কিছু হাজির করা হয়, তাকে তুচ্ছ মনে করা নিদারুন আবাঞ্ছিত কাজ। (আহমাদ, তাবরানী ও আবু ইয়ালা)

الترغيب في الزرع، وغرس الأشجار المثمرة

চাষাবাদ ও ফলদায়ক গাছ লাগানোর ফযীলত

١٣١٨- عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا إِلاَّ كَانَ مَا أُكِلَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةً، وَمَاسُرِقَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةً، وَلاَ يَرْزَؤُهُ أَحَدٌ إِلاَّ كَانَ لَهُ صَدَقَةً إِلىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ».

وفي رواية : «فَلاَ يَغْرِسُ الْمُسْلِمُ غَرْسًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ إِنْسَانٌ، وَلاَ دَابَّةٌ، وَلاَطَيْرٌ، إِلاَّ كَانَ لَهُ صدقة إِلاَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ».

وفي رواية له : لاَ يَغْرِسُ مُسْلِمٌ غَرْسًا، وَلاَ يَزْرَعُ زَرْعًا، فَيَأْكُلُ مِنْهُ إِنْسَانٌ، وَلاَ دَابَّةٌ، وَلاَ شَيْءٌ ، إِلاَّ كَانَتْ لَهُ صَدَقَةٌ» رواه مسلم.

১৩১৮। হযরত জাবের (রা) হতে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ "কোন মুসলমান যে কোন গাছের চারা লাগাক, তা থেকে কেউ কিছু খেয়ে ফেললেও সে সদকার সওয়াব পাবে, তা থেকে কিছু চুরি হয়ে গেলেও সে সদকার সওয়াব পাবে, এবং কেউ তার ক্ষতি করলে সে কিয়ামত পর্যন্ত সদকার সওয়াব পাবে।" অপর রেওয়ায়াতে আছে ঃ কোন মুসলমান যে কোন গাছের চারা লাগাক, তা থেকে কোন মানুষ, পশু বা পাখি কিছু খেলে সে তার বিনিময়ে কিয়ামত পর্যন্ত সদকার সওয়াব পেতে থাকবে।" অপর রেওয়ায়াতে আছে ঃ "কোন মুসলমান যে কোন গাছের চারা লাগাক বা যে কোন ফসল চাষ করুক, তা থেকে কোন মানুষ, জীব-জন্তু বা অন্য কোন জিনিস যদি কিছু খেয়ে ফেলে, তবে তাতে সে সদকার সওয়াব পাবে।" (মুসলিম)

দ্রষ্টব্য ঃ শেষোক্ত রেওয়ায়াতে "অন্য কোন জিনিস" এর উল্লেখ থেকে বুঝা যায়, কোন ক্ষতিকর প্রাকৃতিক বস্তু যথা খরা, বন্যা, লোনা পানি ইত্যাদি প্রভাবে ফসল নষ্ট হলেও ঐ ফসল চাষ করার জন্য আখিরাতে সওয়াব পাওয়া যাবে, চাই দুনিয়ায় তাতে যতই ক্ষতি বা কষ্ট হউক না কেন। -অনুবাদক

١٣١٩- وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «مَنْ بَنٰى بُنْيَانًا فِىْ غَيْرِ ظُلْمٍ وَلاَ اِعْتِدَاءٍ، أَوْ غَرَسَ غَرْسًا فِى غَيْرِ ظُلْمٍ وَلاَ اِعْتِدَاءٍ كَانَ لَهُ أَجْرًا جَارِيًا مَا انْتَفَعَ بِهِ مِنْ خَلْقِ الرَّحْمٰنِ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى» رواه أحمد من طريق زبان.

১৩১৯। হযরত মুয়ায ইবনে আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি কারো ওপর যুলুম করা, বা কারো ওপর অন্যায়ভাবে বলপ্রয়োগ ছাড়াই কোন গৃহ নির্মাণ করবে অথবা কারো ওপর যুলুম বা অন্যায় বল প্রয়োগ ছাড়াই কোন গাছের চারা লাগাবে, সে ঐ গৃহ বা গাছ দ্বারা যতদিন দয়াময় আল্লাহর কোন সৃষ্টি উপকৃত হতে থাকবে, ততদিন তার বিনিময়ে অব্যাহতভাবে সওয়াব পেতে থাকবে। (আহমাদ)

الترهيب من البخل والشح

والترغيب في الجود والسخاء

কৃপণতা ও লোভ সম্পর্কে হুঁশিয়ারী এবং দানশীলতায় উৎসাহ প্রদান

١٣٢٠- عَنْ أَنَسٍ أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَانَ يَقُوْلُ : «اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ، وَالْكَسَلِ، وَأَرْذَلِ الْعُمُرِ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ، وَفِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ» رواه مسلم، وغيره.

১৩২০। হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত রাসূল (সা) বলেছেন ঃ হে আল্লাহ, আমি কৃপণতা, অলসতা, বার্ধক্যের জরাজীর্ণতা, কবরের আযাব এবং জীবন ও মৃত্যুর যে কোন সংকট ও বিপর্যয় থেকে তোমার কাছে পানাহ চাই। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ কৃপণতার মূল আরবী প্রতি শব্দ বুখল। এর অর্থ কোন ব্যক্তির মালিকানায় যে সম্পদ রয়েছে, তা ব্যাখ্যা করতে বা দান করতে কুণ্ঠিত হওয়া।

١٣٢١- وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ : «اِتَّقُوْا الظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَاتَّقُوْا الشُّحَّ؛ فَإِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ؛ حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوْا دِمَاءَ هُمْ، وَاسْتَحَلُّوْا مَحَارِ مَهُمْ» رواه مسلم.

১৩২১। হযরত জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ তোমরা যুলুম পরিহার কর। কেননা যুলুম কিয়ামতের দিন ঘোরতর অন্ধকারে পরিণত হবে। আর তোমরা লোভ পরিহার কর। কারণ লোভ তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে ধ্বংস করেছে, এবং তাদেরকে পরস্পরের রক্তপাতে ও নিষিদ্ধ জিনিসগুলোকে বৈধ করে নিতে প্ররোচিত করেছে। (মুসিলম)

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসে লোভের মূল আরবী প্রতি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে আশ্-শুহ্হু। এর আরো প্রতিশব্দ রয়েছে যথা ঃ 'আল হিরসু' এবং আত্-তাময়ু। এর অর্থ যে জিনিস নিজের কাছে নেই, তার জন্য লালায়িত হওয়া। "যুলুম কিয়ামতের দিন ঘোরতর অন্ধকারে পরিণত হবে" এর অর্থ আযাব অবধারিত হবে।

١٣٢٢- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ : «إِيَّاكُمْ وَالظُّلْمَ؛ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَإِيَّاكُمْ وَالْفُحْشَ وَالتَّفَحُّشَ، وَإِيَّاكُمْ وَالشُّحَّ، فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِالشُّحِّ : أَمَرَهُمْ بِالْقَطِيْعَةِ فَقَطَعُوْا، وَأَمَرَهُمْ بِالْبُخْلِ فَبَخِلُوْا، وَأَمَرَهُمْ بِالْفُجُوْرِ فَفَجَرُوْا» فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَيُّ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ؟ قَالَ : «أَنْ يَسْلَمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِكَ وَيَدِكَ» فَقَالَ ذٰلِكَ الرَّجُلُ أَوْغَيْرُه : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَيُّ الْهِجْرَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ : «أَنْ تَهْجُرَمَا كَرِهَ رَبُّكَ، وَالْهِجْرَةُ هِجْرَتَانِ : هِجْرَةُ الْحَاضِرِ، وَهِجْرَةُ الْبَادِيْ؛ فَهِجْرَةُ الْبَادِيْ أَنْ يُجِيْبَ إِذَا دُعِيَ، وَيُطِيْعَ إِذَا أُمِرَ؛ وَهِجْرَةُ الْحَاضِرِ أَعْظَمُهُمَا بَلِيَّةً، وَأَفْضَلُهَا أَجْرًا» رواه أبو داود مختصرا، والحاكم واللفظ له.

১৩২২। হযরত ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) একবার আমাদের সামনে দেয়া এক ভাষণে বলেছেন ঃ খবরদার, তোমরা যুলুম করো না। কেননা যুলুম কিয়ামতের দিন ঘোর অন্ধকারে পরিণত হবে। সাবধান, তোমরা অশ্লীলতা ও নির্লজ্জতা বর্জন কর। খবরদার, তোমরা লোভ করো না। কেননা তোমাদের পূর্ববর্তীরা কেবল লোভের কারণেই ধ্বংস হয়েছে। লোভ তাদেরকে পারস্পরিক সম্পর্ক ছিন্ন করতে প্ররোচিত করেছে। এজন্য তারা সম্পর্ক ছিন্ন করেছে। লোভ তাদেরকে কৃপণতা করার আদেশ দিয়েছে। এজন্য তারা কৃপণতা করেছে। লোভ তাদেরকে নিষিদ্ধ কাজ করতে প্ররোচিত করেছে। তাই তারা নিষিদ্ধ কাজ করেছে। এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলো ঃ হে রাসূল, কি ধরণের ইসলামী জীবন সবচেয়ে ভাল? রাসূল (সা) বললেন ঃ মুসলমানরা যেন তোমার হাত ও জিহ্বা দ্বারা কষ্ট না পায় ও ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। তখন সেই ব্যক্তি অথবা অন্য কেউ জিজ্ঞেস করলো ঃ হে রাসূল, কি ধরণের হিজরত উত্তম? রাসূল (সা) বললেন ঃ আল্লাহ যা অপছন্দ করেন তা ত্যাগ

করা। আর হিজরত দু'রকমের ঃ স্থায়ী বসবাসকারীর হিজরত এবং অস্থায়ী বসবাসকারীর হিজরত। অস্থায়ী বসবাসকারীর হিজরত হলো, কেউ দাওয়াত দিলে গ্রহণ করা, এবং যে কাজে আমীরের বা নেতার পক্ষ থেকে আদেশ দেয়া হয় তা করা। আর স্থায়ী বসবাসকারীর হিজরত সবচেয়ে কষ্টকর এবং সর্বোত্তম প্রতিদান নিশ্চিতকারী। (আবু দাউদ ও হাকেম)

ব্যাখ্যা ঃ পার্থিব সম্পদ লাভের আকাঙ্ক্ষা যদি হালাল সম্পদ হালাল পন্থায় উপার্জনের মধ্যে সীমিত থাকে এবং উপার্জনের পর তা শরীয়তের বিধান অনুযায়ী ব্যয় করতে নিরুৎসাহিত না করে তবে সেই আকাঙ্ক্ষা দুষণীয় নয় এবং তাকে 'লোভ' নামে আখ্যায়িত করা হয় না। ইসলামের দৃষ্টিতে 'লোভ' তাকেই বলা হয়, যা মানুষকে হালাল-হারামের সীমালংঘনে প্ররোচিত করে। "স্থায়ী বসবাসকারী হিজরত সবচেয়ে কষ্টকর" এর কারণ এই যে, তার কাজে হিজরত অর্থ দেশ ত্যাগ করা নয়, বরং প্রতিনিয়ত প্রতিকূল পরিস্থিতির সাথে লড়াই বা জিহাদ করে আল্লাহর বিধানের ওপর টিকে থাকা এবং প্রতিটি অন্যায় ও নিষিদ্ধ কাজ বর্জন করা।-অনুবাদক

١٣٢٣- وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «شَرُّمَا فِىْ الرَّجُلِ شُحٌّ هَالِعٌ، وَجُبْنٌ خَالِعٌ» رواه أبوداود، وابن حبان فى صحيحه.

১৩২৩। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ মানুষের চরিত্রের সবচেয়ে খারাপ দোষ হলো, সদাসর্বদা দুশ্চিন্তায় মগ্ন রাখে এমন লোভ এবং সর্বদা প্রচণ্ড ভয়ে অস্থির করে রাখে এমন কাপুরুষতা। (আবু দাউদ ও ইবনে হাবাবন)

١٣٢٤-وَرُوِىَ عَنْ أَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «مَا مَحِقَ الْإِسْلَامَ مَحْقَ الشُّحِّ شَىْءٌ» رواه أبو يعلى، والطبرانى.

১৩২৪। হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ লোভ ইসলামের যত ক্ষতি সাধন করছে, তত আর কোন কিছু করেনি। (আবু ইয়ালা ও তাবরানী)

١٣٢٥- وَرُوِىَ عَنْ أَبِىْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ

النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ خِبٌّ، وَلَا مَنَّانٌ، وَلَا بَخِيلٌ» رواه الترمذى وقال : حديث [حسن] غريب.

১৩২৫। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ কোন প্রতারক, উপকার করার পর খোটাদানকারী এবং কৃপণ বেহেশতে যাবে না। (তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ উপকারের খোটা দেয়ার উদ্দেশ্য যদি উপকৃত ব্যক্তিকে জনসমক্ষে হেয় করা, অপমান করা, লজ্জা দেয়া বা তার কাছ থেকে পাল্টা কোন উপকার আদায় করার জন্য চাপ দেয়া হয়, তবে তা দুষণীয় এবং এ হাদীসে সেই ধরণের খোটা দেয়াকেই বুঝানো হয়েছে। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে যে, খোটা দিলে দান বা উপকারের সওয়াব নষ্ট হয়ে যায় এবং তা রিয়ার সমপর্যায়ের। পক্ষান্তরে কেউ যদি উপকারীর উপকার সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে তার ক্ষতি সাধনের চেষ্টা করে তবে তাকে তা থেকে নিবৃত করার জন্য ইতিপূর্বে যে উপকার করা হয়েছে তা স্মরণ করিয়ে দেয়া দুষণীয় নয়। যুলুম ও অন্যায় প্রতিহত করার পন্থা হিসেবে এটা বৈধ হবে। তবে এ ক্ষেত্রেও সম্ভাব্য অন্যান্য পন্থা প্রয়োগকে অগ্রাধিকার দেয়া বাঞ্ছনীয়। অন্য সব পন্থা ব্যর্থ হবার পরই এই পন্থা প্রয়োগ করা উচিত। -অনুবাদক

١٣٢٦- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «السَّخِيُّ قَرِيْبٌ مِّنَ اللّٰهِ، قَرِيْبٌ مِّنَ الْجَنَّةِ، قَرِيْبٌ مِّنَ النَّاسِ، بَعِيْدٌ مِّنَ النَّارِ، وَالْبَخِيْلُ بَعِيْدٌ مِّنَ اللّٰهِ، بَعِيْدٌ مِّنَ الْجَنَّةِ، بَعِيْدٌ مِّنَ النَّاسِ، قَرِيْبٌ مِّنَ النَّارِ، وَالْجَاهِلُ السَّخِيُّ أَحَبُّ إِلَى اللّٰهِ مِنْ عَابِدٍ بَخِيْلٍ» رواه الترمذى.

১৩২৬। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ দানশীল ব্যক্তি আল্লাহর নিকটবর্তী, বেহেশতের নিকটবর্তী জগণের নিকটবর্তী এবং দোযখ থেকে দূরে। আর কৃপণ ব্যক্তি আল্লাহর থেকে দূরে, বেহেশ্ত থেকে দূরে। জন সাধারণ থেকে দূরে এবং দোযখ থেকে নিকটে। আর মনো রেখ, একজন দানশীল মূর্খ ব্যক্তি আল্লাহর কাছে একজন কৃপণ এবাদতকারীর চেয়ে প্রিয়। (তিরমিযী)

١٣٢٧- وَرُوِىَ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « أَلَا إِنَّ كُلَّ جَوَادٍ فِى الْجَنَّةِ حَتْمٌ عَلَى اللّٰهِ، وَأَنَا بِهِ كَفِيْلٌ. أَلَا وَإِنَّ كُلَّ بَخِيْلٍ فِى النَّارِ حَتْمٌ عَلَى اللّٰهِ، وَأَنَا بِهِ كَفِيْلٌ » قَالُوْا : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَنِ الْجَوَادُ؟ وَمَنِ الْبَخِيْلُ؟ قَالَ : « اَلْجَوَادُ مَنْ جَادَ بِحُقُوْقِ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ فِىْ مَالِهِ، وَالْبَخِيْلُ مَنْ مَنَعَ حُقُوْقَ اللّٰهِ، وَبَخِلَ عَلَى رَبِّهِ، وَلَيْسَ الْجَوَادُ مَنْ أَخَذَ حَرَامًا وَأَنْفَقَ إِسْرَافًا » رواه الأصبهانى، وهو غريب.

১৩২৭। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ জেনে রেখ, প্রত্যেক দাতা বেহেশতে যাবে। এটা আল্লাহ অবধারিত করেছেন এবং আমি এ ব্যাপারে নিশ্চয়তা দিচ্ছি। জেনে রেখ, প্রত্যেক কৃপণ দোযখে যাবে। এটা আল্লাহ অবধারিত করেছেন এবং আমি এ ব্যাপারে নিশ্চয়তা দিচ্ছি। উপস্থিত সাহাবীগণ বললেন ঃ হে রাসূল (সা)। দাতা হচ্ছে যে ব্যক্তি তার সম্পদে আল্লাহর নির্ধারিত অধিকারগুলো দান করে। আর কৃপণ হলো যে ব্যক্তি আল্লাহর ধার্যকৃত অধিকারগুলো তার সম্পদ থেকে দেয় না এবং তার প্রতিপালকের সাথে কার্পণ্য করে। যে ব্যক্তি হারাম মাল উপার্জন করে এবং সম্পদের অপচয় ও অপব্যয় করে, সে দাতা নয়। (ইবসবাহানী)

١٣٢٨- وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « اَلْمُؤْمِنُ غِرٌّ كَرِيْمٌ، وَالْفَاجِرُ خِبٌّ لَئِيْمٌ » رواه أبو داود، والترمذى، وقال: حديث غريب.

১৩২৮। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ মুমিন সরলমনা ও দয়ার্দ্র হয়ে থাকে। আর পাপী ধোকাবাজ ও ধিকৃত হয়ে থাকে। (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ অর্থাৎ মুমিন কূ-চক্রী হয় না এবং মুমিনদেরকে অসততার প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত সৎ মনে করা রাসূলের নির্দেশ বিধায় সে কারো ভেতরে কূ-মতলব আছে বলে সন্দেহ করে না। এজন্য কখনো কখনো সে ধোকাও খায়। পক্ষান্তরে পাপাচারী ব্যক্তি

হয়ে থাকে প্রচণ্ড ধোকাবাজ ও প্রতারক এবং মানুষের ভেতর অশান্তি কোন্দল সৃষ্টি অপচেষ্টায় নিয়োজিত থাকে।

প্রসংগত উল্লেখ্য যে, কেউ কেউ এ হাদীসটাকে রহিত বা মানসুখ মনে করেন। তারা এর প্রমাণ দর্শান এই হাদীসের বরাত দিয়ে যে, মুমিন একই গর্ত থেকে দু'বার দংশিত হয় না। অর্থাৎ সে যথেষ্ট প্রজ্ঞাবান ও চতুর হয়। ফলে সহজে প্রতারিত হয় না। কিন্তু গভীরভাবে লক্ষ্য করলে বুঝা যাবে, শেষোক্ত হাদীসটা আলোচ্য হাদীসের বক্তব্যের সাথে সাংঘর্ষিক নয়। কেননা এতে পূর্বের অভিজ্ঞতার উল্লেখ রয়েছে। যে ব্যক্তি একবার বিশ্বাসঘাতকতা বা ক্ষতিকর কাজ করেছে, কেবল তার ব্যাপারে সতর্ক হবার তাগিদ রয়েছে এ হাদীসে। আর আলোচ্য হাদীসে বলা হয়েছে, প্রথমবার প্রতারণা বা ধোকার কথা, যে কোন প্রাজ্ঞ ব্যক্তিও যার শিকার হতে পারে এবং হয়ে থাকে।-অনুবাদক

١٣٢٩- وَرُوِىَ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ أَيْضًا رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا كَانَ أُمَرَاؤُكُمْ خِيَارَكُمْ، وَأَغْنِيَاؤُكُمْ سُمَحَاءَكُمْ، وَأُمُوْرُكُمْ شُوْرٰى بَيْنَكُمْ، فَظَهْرُ الْأَرْضِ خَيْرٌ لَّكُمْ مِنْ بَطْنِهَا، وَإِذَا كَانَتْ أُمَرَاؤُكُمْ شِرَارَكُمْ، وَأَغْنِيَاؤُكُمْ بُخَلَاءَكُمْ، وَأُمُوْرُكُمْ إِلٰى نِسَائِكُمْ، فَبَطْنُ الْأَرْضِ خَيْرٌ لَّكُمْ مِنْ ظَهْرِهَا » رواه الترمذى، وقال : حديث [حسن] غريب.

১৩২৯। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ তোমাদের নেতা ও শাসকরা যখন তোমাদের সবচেয়ে সৎলোক হবে, তোমাদের ধনী ব্যক্তিরা যখন দানশীল হবে। এবং তোমাদের শাসনকার্য যখন পরামর্শ ভিত্তিক হবে, তখন পৃথিবীর উপরিভাগ তোমাদের জন্য পৃথিবীর নিম্নভাগের চেয়ে কল্যাণকর হবে। আর যখন তোমাদের ধনী লোকেরা হবে কৃপণ এবং তোমাদের সবচেয়ে অসৎলোক, তোমাদের ধনী লোকেরা হবে কৃপণ এবং তোমাদের নেতৃত্ব নারীদের হাতে অর্পিত হবে, তখন পৃথিবীর নিম্নভাগ তোমাদের জন্য উপরিভাগের চেয়ে শান্তিময় হবে। অর্থাৎ তোমাদের মরে কবরে যাওয়া বেঁচে থাকার চেয়ে আরামদায়ক হবে। -অনুবাদক) (তিরমিযী)

١٣٣٠- وَعَنِ الْحَسَنِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ للّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «إِذَا أَرَادَ اللّٰهُ بِقَوْمٍ خَيْرًا وَلَّى أَمْرَهُمْ الْحُكَمَاءَ وَجَعَلَ الْمَالَ عِنْدَ السَّمَحَاءِ، وَإِذَا أَرَادَ اللّٰهُ بِقَوْمٍ شَرًّا وَلَّى أَمْرَهُمْ السُّفَهَاءَ، وَجَعَلَ الْمَالَ عِنْدَ الْبُخَلَاءِ» رواه بوداود فى مراسيله.

১৩৩০। হযরত হাসান (রা) থেকে বর্ণিত রাসূল (সা) বলেছেন ঃ যখন আল্লাহ কোন জাতির কল্যাণ চান, তখন প্রাজ্ঞ ও বুদ্ধিমান লোকদের হাতে তাদের শাসনভার অর্পণ করেন এবং অর্থ-সম্পদে দানশীলন লোকদের হাতে অর্পণ করেন। আর যখন আল্লাহ কোন জাতির অকল্যাণ কামনা করেন। তখন নির্বোধ ও অপরিণামদর্শী লোকদের হাতে তাদের শাসনভার অপর্ণ করেন এবং কৃপণদেরকে ধন-সম্পদের অধিকারী করেন। (আবু দাউদ)

١٣٣١- وَرَوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : «السَّخَاءُ خُلُقُ اللّٰهِ الْأَعْظَمُ» رواه أبو الشيخ ابن حيان فى كتاب الثواب.

১৩৩১। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ দানশীলতা আল্লাহ তায়ালার শ্রেষ্ঠতম গুণ। (কিতাবুছ ছওয়াব, আবুশ শায়েখ ইবনে হাইয়ান)

١٣٣٢- وَرَوِيَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «مَاجُبِلَ وَلِيُّ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا عَلَى السَّخَاءِ وَحُسْنِ الْخُلُقِ» رواه أبو الشيخ أيضا.

১৩৩২। হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ অল্লাহর বন্ধুদের একমাত্র জন্মগত চারিত্রিক গুণ হচ্ছে দানশীলতা ও সৎচরিত্র। (কিতাবুছ ছওয়াব, আবুশ শায়খ ইবনে হাইয়ান)

١٣٣٣- وَرَوِيَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «إِنَّ اللّٰهَ اسْتَخْلَصَ هٰذَا الدِّيْنَ لِنَفْسِهِ، فَلَايَصْلِحُ لِدِيْنِكُمْ إِلاَّ السَّخَاءَ وَحُسْنُ الْخلقِ، أَلاَفَزَيِّنُوْا دِيْنَكُمْ بِهِمَا» رواه الطبراني في الاوسط، والأصبهاني.

১৩৩৩। হরযত ইমরান বিন হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তায়ালা এই দীনকে নিজের জন্য খালেছভাবে মনোনীত করেছেন। তাই দানশীলতা ও সৎচরিত্র ছাড়া আর কোন জিনিস তোমাদের দীনের জন্য শোভনীয় নয়। অতএব, শুনে রাখ, এই দুটো গুণ দ্বারা তোমরা নিজেদের দীনকে অলংকৃত কর।" (তাবরানী ও ইসবাহনী)

١٣٣٤- وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : قِيْلَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، مَنِ السَّيِّدُ؟ قَالَ : «يُوْسُفُ بْنُ يَعْقُوْبَ بْنِ إِسْحٰقَ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ» قَالُوْا : فَمَا فِي أُمَّتِكَ سَيِّدٌ؟ قَالَ «بَلَى، رَجُلٌ أَعْطِيَ مَالاً وَرُزِقَ سَمَاحَةً، وَأَدْنَى الْفَقِيْرَ، وَقَلَّتْ شِكَايَتُهُ فِي النَّاسِ» رواه الطبراني في الأوسط.

১৩৩৪। হযরত ইবনে অব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। কতিপয় সাহাবী জিজ্ঞেস করলেন ঃ "হে রাসূল, সাইয়্যেদ (নেতা) কে? রাসূল (সা) বললেন ঃ হযরত ইউসূফ বিন ইয়াকুব বিন ইসহাক বিন ইবরাহীম (আ)। তারা জিজ্ঞেস করলেন ঃ আচ্ছা, আপনার উম্মাতে কি কোন সাইয়্যেদ নেই? রাসূল (সা) বললেন ঃ আছে। যে ব্যক্তিকে ধন-সম্পদ দেয়া হয়েছে, দানশীলতা ও মহানুভবতা দেয়া হয়েছে, সে দরিদ্র লোকদের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখে এবং জনগণ তার বিরুদ্ধে খুব কম অভিযোগ তোলে। (তাবরানী)

١٣٣٥- وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ اللّٰهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بَعَثَ حَبِيْبِيْ جِبْرِيْلَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ إِلَى

اِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ، فَقَالَ لَهُ : يَا إِبْرَاهِيْمُ إِنِّىْ لَمْ أَتَّخِذْكَ خَلِيْلاً عَلٰى أَنَّكَ أَعْبَدُ عِبَادِىْ لِىْ، وَلٰكِنْ اِطَّلَعْتُ عَلٰى قُلُوْبِ الْمُؤْمِنِيْنَ، فَلَمْ أَجِدْ قَلْبًا أَسْخٰى مِنْ قَلْبِكَ» رواه أبو الشيخ فى كتاب الثواب، والطبرانى.

১৩৩৫। হযরত উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহ তায়ালা আমার বন্ধু জিবরীল (আ) হযরত ইবরাহীম (আ)-এর নিকট এই বার্তা দিয়ে পাঠানো হয় যে, “হে ইবরাহীম, আমি তোমাকে এ জন্য আমার বন্ধুরূপে বরণ করিনি যে, তুমি আমার বন্ধুদের মধ্যে আমার সর্বাধিক এবাদাতকারী। বরং তোমাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করছি এজন্য যে, আমি মুমিনদের সকলের অন্তর যাচাই করে দেখেছি। কিন্তু তোমার অন্তরের চেয়ে দানশীল ও দয়ালু অন্তর আর কারো দেখিনি। (তাবরানী, কিতাবুছ ছওয়াব)

الترهيب من عود الإنسان فى هبته

কাউকে কিছু দান করার পর তা ফেরৎ নেয়ার বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী

١٣٣٦- عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «اَلَّذِىْ يَرْجِعُ فِىْ هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَرْجِعُ فِىْ قَيْئِهِ» وَفِىْ رِوَايَةٍ : «مَثَلُ الَّذِىْ يَعُوْدُ فِىْ هِبَتِهِ كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَقِىْءُ، ثُمَّ يَعُوْدُ فِىْ قَيْئِهِ فَيَأْ كُلُه» رواه البخارى، ومسلم، وأبو داود، والترمذى، والنسائى، وابن ماجه.

১৩৩৬। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি নিজের দান করা জিনিস ফেরৎ নেয়, সে সেই কুকুরের মত, যে বমি করে, অতঃপর নিজের বমিকে নিজেই খেয়ে নেয়। (বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ও ইবনে মাজাহ)

কাতাদা বলেন ঃ বমি যখন হারাম, তখন দান করা জিনিস ফেরৎ নেয়াও হারাম।

١٣٣٧- وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : حَمَلْتُ عَلٰى فَرَسٍ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ، فَأَرَدْتُ أَنْ اشْتَرِيَهُ، فَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَبِيْعُهُ بِرُخْصٍ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ : «لَا تَشْتَرِهِ، وَلَا تَعُدْ فِيْ صَدَقَتِكَ، وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ؛ فَإِنَّ الْعَائِدَ فِيْ صَدَقَتِهِ كَالْعَائِدِ فِيْ قَيْئِهِ» رواه البخاري، ومسلم.

১৩৩৭। হযরত উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেন ঃ আমি একটা ঘোড়া আল্লাহর পথে জিহাদ করার জন্য জৈনক মুজাহিদকে দান করেছিলাম। পরে আমি সেই ঘোড়াটা কিনে নেয়ার ইচ্ছা করি। আমি ভেবেছিলাম, ঘোড়াটা যাকে দিয়েছিলাম সে আমার কাছে অপেক্ষাকৃত কম দামে তা বিক্রি করবে। রাসূল (সা)-এর কাছে যখন জিজ্ঞেস করলাম তখন তিনি বললেন ঃ ওটা কিনো না। তোমার দান করা জিনিস যদি এক দিরহামও সে ফেরৎ দেয়, তবুও তা নিও না। কেননা যে ব্যক্তি নিজের সদকাকৃত জিনিস ফেরৎ আনে বা আনতে চেষ্টা করে সে যেন নিজের বমি পুনরায় খায়। (বুখারী, মুসলিম)

١٣٣٨- وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ لِرَجُلٍ عَطِيَّةً، أَوْيَهَبَ هِبَةً، ثُمَّ يَرْجِعَ فِيْهَا، إِلَّا الْوَالِدُ فِيْمَا يُعْطِيْ وَلَدَهُ، وَمَثَلُ الَّذِيْ يَرْجِعُ فِيْ عَطِيَّتِهِ أَوْهِبَتِهِ- كَالْكَلْبِ يَأْكُلُ فَإِذَا شَبِعَ قَاءَ، ثُمَّ عَادَ فِيْ قَيْئِهِ» رواه أبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، وقال الترمذي : حديث حسن صحيح

১৩৩৮। হযরত ইবনে উমার (রা) ও ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণিত রাসূল (সা) বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তির কাউকে কিছু দান করে পুনরায় তা ফেরৎ নেয়া বৈধ নয়। তবে পিতা তার সন্তানকে কিছু দিয়ে তা ফেরৎ নিতে পারে। যে ব্যক্তি কাউকে কিছু দান করার পর তা ফেরৎ নেয়, সে সেই কুকুরের মত, যে তৃপ্তি সহকারে খাওয়ার পর বমি করে এবং পুনরায় সেই বমি খেয়ে নেয়। (আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী) ও ইবনে মাজাহ)

الترغيب فى قضاء حوائج المسلمين

মানুষের উপকার করা, অভাব মোচন করা ও তাদের মুখে হাসি ফুঁটানোর ফযীলত

١٣٣٩- وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللّٰهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلٰى مُعْسِرٍ فِى الدُّنْيَا يَسَّرَ اللّٰهُ عَلَيْهِ فِى الدُّنْيَا وَالاٰخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ عَلٰى مُسْلِمٍ فِى الدُّنْيَا سَتَرَ اللّٰهُ عَلَيْهِ فِى الدُّنْيَا وَالاٰخِرَةِ، وَاللّٰهُ فِىْ عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِىْ عَوْنِ أَخِيْهِ» رواه مسلم، وأبو داود، والترمذى، واللفظ له، والنسائى، وابن ماجه، والحاكم، وقال : صحيح عل شرطهما.

১৩৩৯। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দুনিয়ার কোন বিপদ দূর করে দেয়, আল্লাহ তার কিয়ামতের দিনের বিপদ দূর করে দিবেন। যে ব্যক্তি দুনিয়ায় কোন অভাবী ব্যক্তির অভাব মোচন করে, আল্লাহ তায়ালা দুনিয়া ও আখিরাতে তার অভাব মোচন করবেন। আর যে ব্যক্তি দুনিয়ায় কোন মুসলমানের দোষত্রুটি গোপন করেন। আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন তার দোষত্রুটি গোপন করবেন। বান্দা যতক্ষণ তার ভাই-এর উপকারে নিয়োজিত থাকবে, আল্লাহ্ তায়ালা ততক্ষণ তার সাহায্যে নিয়োজিত থাকবেন। (মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ ও হাকেম)

١٣٤٠- وَرُوِىَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «إِنَّ لِلّٰهِ خَلْقًا خَلَقَهُمْ لِحَوَائِجِ النَّاسِ، يَفْزَعُ النَّاسُ إِلَيْهِمْ فِىْ حَوَائِجِهِمْ، أُولٰئِكَ الاٰمِنُوْنَ مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ» رواه الطبرانى، ورواه أبو الشيخ ابن حيان.

১৩৪০। হযরত ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহ তায়ালার কিছু সৃষ্টি রয়েছে, যাদেরকে তিনি মানুষের সেবা ও উপকারের জন্য সৃষ্টি করেছেন। মানুষ বিপদাপদে তাদের শরনাপন্ন হয়। এসব লোক আল্লাহর আযাব থেকে নিরাপদ থাকবে। (তারবারী, আবুশ শাইখ ইবনে হাইয়ান।

١٣٤١- وَرُوِىَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «إِنَّ لِلّٰهِ عِنْدَ أَقْوَامٍ نِعَمًا أَقَرَّهَا عِنْدَهُمْ مَا كَانُوْا فِىْ حَوَائِجِ الْمُسْلِمِيْنَ، مَالَمْ يَمَلُّوْهُمْ، فَإِذَا مَلُّوْهُمْ نَقَلَهَا إِلٰى غَيْرِهِمْ» رواه الطبرانى.

১৩৪১। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ কিছু কিছু মানবগোষ্ঠী এমন রয়েছে, যাদেরকে আল্লাহ কিছু নিয়ামত দান করেছেন। তারা যতক্ষণ মুসলমানদের সেবায় নিয়োজিত থাকে ও এতে বিরক্ত হয় না, ততক্ষণ তাদের কাছে ঐ সব নিয়ামত বহাল থাকে। যখন তারা বিরক্ত হয় ও সেবামূলক কাজ পরিত্যাগ করে, তখন আল্লাহ ঐ নিয়ামতগুলোকে অন্যদের কাছে হস্তান্তর করেন। (তিবরানী)

١٣٤٢- وَرُوِىَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «مَا عَظُمَتْ نِعْمَةُ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ عَلٰى عَبْدٍ إِلَّا اشْتَدَّتْ إِلَيْهِ مُؤْنَةُ النَّاسِ، وَمَنْ لَمْ يَحْمِلْ تِلْكَ الْمُؤْنَةَ لِلنَّاسِ فَقَدْ عَرَّضَ تِلْكَ النِّعْمَةَ لِلزَّوَالِ» رواه ابن أبى الدنيا، والطبرانى، وغيرهما.

১৩৪২। হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহর কোন বান্দা যখনই কোন মূল্যবান নিয়ামত লাভ করে, তখন সাথে সাথেই তার ওপর জনগণের সেবা করার গুরুতর দায়িত্ব এসে পড়ে। যে ব্যক্তি সেই গুরুদায়িত্ব পালন করে না, সে ঐ নিয়ামতকে নিজের হাতছাড়া হওয়ার সুযোগ করে দেয়। (তাবরানী, ইবনে আবিদ দুনিয়া)

١٣٤٣- وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَيْضًا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ مَشٰى فِىْ حَاجَةِ أَخِيْهِ كَانَ خَيْرًا لَهُ مِنْ اعْتِكَافِ عَشَرِ سِنِيْنَ، وَمَنِ اعْتَكَفَ يَوْمًا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللّٰهِ جَعَلَ اللّٰهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ ثَلَاثَ خَنَادِقَ، كُلُّ خَنْدَقٍ أَبْعَدُ مِمَّا بَيْنَ الْخَافِقَيْنِ » رواه الطبرانى فى الأوسط، والحاكم، وَقَالَ : صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ : « لأَنْ يَمْشِىَ أَحَدُكُمْ مَعَ أَخِيْهِ فِىْ قَضَاءِ حَاجَتِهِ - وَأَشَارَ بِأُصْبُعِهِ - أَفْضَلُ مِنْ أَنْ يَعْتَكِفَ فِى مَسْجِدِىْ هٰذَا شَهْرَيْنِ ».

১৩৪৩। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি তার ভাই-এর কোন অভাব মোচন করে, তার সেই কাজ দশ বছরের ইতিকাফের চেয়ে উত্তম। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে একদিন ইতিকাফ করে, আল্লাহ তায়ালা তার ও দোযখের মাঝখানে তিনটে খন্দক সৃষ্টি করেন, যার প্রতিটার দূরত্ব অপরটা থেকে সূর্যের উদয়াচল ও অস্তাচলের দূরত্বের চেয়েও বেশী। (তাবরানী, ও হাকেম) হাকেমের ভাষা এ রকম ঃ তোমাদের কেউ যদি তার ভাই-এর কোন উপকার করে দেয়ার জন্য তার সাথে যায়, তবে তার এই যাওয়া আমার এই মসজিদে (মসজিদে নববীতে) দুই মাস ইতিকাফ করার চেয়েও উত্তম।

١٣٤٤- وَرُوِىَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَأَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ قَالَا : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ مَشٰى فِىْ حَاجَةِ أَخِيْهِ حَتّٰى يُثَبِّتَهَا لَهُ أَظَلَّهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ بِخَمْسَةِ وَسَبْعِيْنَ أَلْفَ مَلَكٍ يُصَلُّوْنَ لَهُ، وَيَدْعُوْنَ لَهُ، إِنْ كَانَ صَبَاحًا حَتّٰى يُمْسِىَ، وَإِنْ كَانَ مَسَاءً حَتّٰى يُصْبِحَ، وَلَا يَرْفَعُ قَدَمًا إِلَّا حَطَّ اللّٰهُ عَنْهُ بِهَا خَطِيْئَةً، وَرَفَعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةً » رواه أبو الشيخ ابن حيان، وغيره.

১৩৪৪। হযরত ইবনে উমার ও আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত রাসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি তার ভাই এর কোন উপকার করার জন্য যায় এবং উপকার করে দিতে না পারা পর্যন্ত সচেষ্ট থাকে আল্লাহ তায়ালা তাকে পঁচাত্তর হাজার ফেরেশতার ছায়া দিয়ে নিয়ে যান, তারা তার জন্য রহমত কামনা করে ও দোয়া করে। কাজটা যদি সে সকালে করে তবে এই দোয়া ও রহমত কামনা সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত আর কাজটা সন্ধ্যায় করলে সন্ধ্যা থেকে সকাল পর্যন্ত দোয়া ও রহমত কামনা চলতে থাকে। প্রত্যেক কদমে তার একটা করে গুনাহ মাফ হয়। এবং একটা করে মর্যাদা বাড়ে। (আবুশ শাইখ ইবনে হাইয়ান)

١٣٤٥- وَرُوِىَ عَنْهُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «مَنْ مَشَى فِىْ حَاجَةِ أَخِيْهِ الْمُسْلِمِ كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ سَبْعِيْنَ حَسَنَةً وَمَحَا عَنْهُ سَبْعِيْنَ سَيِّئَةً، إِلَى أَنْ يَرْجِعَ مِنْ حَيْثُ فَارَقَهُ فَإِنْ قُضِيَتْ حَاجَتُهُ عَلَى يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ ذُنُوْبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، وَإِنْ هَلَكَ فِيْمَا بَيْنَ ذٰلِكَ دَخَلَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ» رواه ابن أبى الدنيا فى كتاب اصطناع المعروف، والأصبهانى.

১৩৪৫। হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি তার কোন মুসলমান ভাই-এর প্রয়োজন পূরণের জন্য কোথাও যায়, তার প্রতি পদক্ষেপে আল্লাহ তায়ালা সত্তরটা সওয়াব লিখেনও তার সত্তরটা গুনাহ মাফ করে দেন। সে তার পূর্বের অবস্থানে ফিরে আসা পর্যন্ত এভাবে চলতে থাকে। ঐ ভাই-এর প্রয়োজন যদি তার হাতে পুরণ হয়ে যায়, তাহলে সে ঐ দিন প্রসূত শিশুর মত নিষ্পাপ হয়ে যায়। আর যদি এভাবে পরোপকারের চেষ্টা করতে করতে সে মারা যায়, তাহলে সে বিনা হিসেবে বেহেশতে যাবে। (ইবনে আবিদ দুনিয়া, ইসবাহনী)

١٣٤٦- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «مَنْ لَقِىَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ بِمَا يُحِبُّ لِيَسُرَّهُ بِذٰلِكَ سَرَّهُ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» رواه الطبرانى فى

الصغير بإسناد حسن، وأبو الشيخ فى كتاب الثواب.

১৩৪৬। হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি তার কোন মুসলমান ভাই-এর সাথে সে যা পছন্দ করে, তাই নিয়ে গিয়ে দেখা করে, তাতে সে আনন্দ পায়, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা তাকে আনন্দিত করবেন। (তারানী)

١٣٤٧ - وَرُوِىَ عَنِ الْحَسَنَ بْنِ عَلِى رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «إِنَّ مِنْ مُوْجِبَاتِ الْمَغْفِرَةِ إِدْخَالَكَ السُّرُوْرَ عَلٰى أَخِيْكَ الْمُسْلِمِ» رواه لطبرانى فى الكبير والأرسط.

১৩৪৭। হযরত হাসান বিন আলী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ তোমার মুসলমান ভাইকে খুশী করা তোমার গুনাহ মাফের নিশ্চয়তা দানকারী অন্যতম উপকরণ। (তাররানী)

١٣٤٨- وَرُوِىَ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ : إِنَ اَحَبَّ الْاَعْمَالِ إِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى - بَعْدَ الْفَرائِضِ - إِدْخَالُ السُّرُوْرِ عَلٰى الْمُسْلِمِ» رواه الطبرانى فى الأوسط والكبير.

১৩৪৮। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ ফরয কাজসমূহের পর আল্লাহর কাছে সর্বাধিক প্রিয় কাজ হলো কোন মুসলমানকে খুশি করা। (তাবরানী)

١٣٤٩- وَرُوِىَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «مَنْ أَدْخَلَ عَلٰى أَهْلِ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ سُرُوْرًا لَمْ يَرْضَ اللّٰهُ لَهُ ثَوَابًا دُوْنَ الْجَنَّةِ» رواه الطبرانى.

১৩৪৯। হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কোন

মুসলমান পরিবারকে আনন্দিত করবে, আল্লাহ তায়ালা তাকে জান্নাতের চেয়ে কম কোন বদলা দিয়ে তৃপ্তি পাবেন না। (তাবরানী)

١٣٥٠- وَرُوِىَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلىٰ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَىُّ النَّاسِ أَحَبُّ إِلىٰ اللّٰهِ؟ فَقَالَ : «أَحَبُّ النَّاسِ إِلىٰ اللّٰهِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ، وَأَحَبُّ الأَعْمَالِ إِلَى اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ سُرُوْرٌ تُدْخِلُهُ عَلىٰ مُسْلِمٍ، تَكْشِفُ عَنْهُ كُرْبَةً، أَوْ تَقْضِىْ عَنْهُ دَيْنًا، أَوْ تَطْرُدُ عَنْهُ جُوْعًا، وَلأَنْ أَمْشِىَ مَعَ أَخٍ فِىْ حَاجَةٍ أَحَبُّ إِلىَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ فِىْ هٰذَا الْمَسْجِدِ ـ يَعْنِىْ مَسْجِدَ الْمَدِيْنَةِ ـ شَهْرًا، وَمَنْ كَظَمَ غَيْظَهُ وَلَوْ شَاءَ أَنْ يُمْضِيَهُ أَمْضَاهُ مَلَأَ اللّٰهُ قَلْبَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رِضًى، وَمَنْ مَشىٰ مَعَ أَخِيْهِ فِىْ حَاجَةٍ حَتّٰى يَقْضِيَهَا لَهُ ثَبَّتَ اللّٰهُ قَدَمَيْهِ يَوْمَ تَزُوْلُ الأَقْدَامُ» رواه الأصبهانى، واللفظ له، ورواه ابن أبى الدنيا عن بعض أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم، ولم يسمه.

১৩৫০। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূল (সা)-এর কাছে এসে জিজ্ঞেস করলো ঃ হে রাসূল। আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় মানুষ কে? রাসূল (সা) বললেন ঃ যে ব্যক্তি মানুষের সবচেয়ে বেশী উপকার করে, সে আল্লাহর কাছে সবচেয়ে বেশী প্রিয়। আর কোন মুসলমানকে খুশী করা আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় কাজ। তাকে কোন বিপদ থেকে মুক্ত করে তার কোন ঋণ পরিশোধ করে অথবা তার ক্ষুধা নিবৃত করে তার মুখে হাসি ফুঁটাতে পার। কোন মুসলমান ভাইকে সাহায্য করা জন্য কোথাও যাওয়া আমার কাছে মসজিদে নববীতে একমাস ইতিকাফ করার চেয়ে প্রিয়। যে ব্যক্তি তার ক্রোধকে কার্যকরী করতে পারা সত্ত্বেও ক্রোধকে দমন করে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা তার মনকে আনন্দে ভরে দেবেন। আর যে ব্যক্তি তার ভাই-এর কোন প্রয়োজন পূরণ করে দেয়, আল্লাহ তায়ালা

কিয়ামতের দিন যখন সবার পা অস্থিত থাকবে ও টলমল করবে, তখন তার পাকে স্থির ও মজবুত করে দেবেন। (ইসবাহানী ও ইবনে আবিদ দুনিয়া)

١٣٥١- وَعَنْ أَبِىْ أُمَامَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ :«مَنْ شَفَعَ لِأَحَدٍ فَأَهْدٰى لَهٗ هَدِيَّةً عَلَيْهَا فَقَبِلَهَا فَقَدْ أَتَاى بَابًا عَظِيْمًا مِنْ أَبْوَابِ الْكَبَائِرِ» رواه أبو داود عن القاسم بن عبد الرحمن عنه.

১৩৫১। হযরত আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কারো জন্য কোন সুপারিশ করে অতঃপর সেই ব্যক্তি সুপারিশের বিনিময় কোন উপহার পাঠালে তা গ্রহণ করে, সে একটা মস্ত বড় কবীরা গুনাহে লিপ্ত হয়। (আবু দাউদ)

كتاب الأدب وغيره

আদব তথা শালীনতা, ভদ্রতা শিষ্টাচার ও সুসভ্য আচরণ সংক্রান্ত অধ্যায়

الترغيب فى الحياء، وما جاء فى فضله والترهيب من الفحش، والبذاء

লজ্জাশীলতা ও শালীনতা অবলম্বনে উৎসাহ প্রদান

١٣٥٢- وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَالَ : اَلْإِيْمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُوْنَ - أَوْبِضْعٌ وَسِتُّوْنَ - شُعْبَةً، فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ : لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذٰى عَنِ الطَّرِيْقِ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيْمَانِ » رواه البخارى، ومسلم، وأبو داود، والترمذى، والنسائى، وابن ماجه.

১৩৫২। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ ঈমানের সত্তরটির ও বেশী অথবা ষাটটিরও বেশী শাখা রয়েছে। সর্বশ্রেষ্ঠ শাখা হলো, আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই বলে ঘোষণা করা এবং সর্বনিম্ন শাখা হলো পথে পড়ে থাকা কষ্টদায়ক বস্তু সরিয় দেয়া। আর লজ্জাও ঈমানের একটা শাখা। (বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ)

١٣٥٣- وَعَنْ أَبِىْ أُمَامَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : اَلْحَيَاءُ وَالْعِىُّ شُعْبَتَانِ مِنْ الْإِيْمَانِ، وَالْبَذَاءُ وَالْبَيَانُ شُعْبَتَانِ مِنَ النِّفَاقِ » رواه الترمذى.

১৩৫৩। হযরত আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ লজ্জা ও কম কথা বলা ঈমানের অংগ। আর বেশী কথা বলা ও অশ্লীল কথা বলা মুনাফিকীর অংগ। (তিরমিযী)

١٣٥٤- ورواه الطبراني بنحوه، ولفظه قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَلْحَيَاءُ وَالْعِيُّ مِنَ الإِيْمَانِ، وَهُمَا يُقَرِّبَانِ مِنَ الْجَنَّةِ وَيُبَاعِدَانِ مِنَ النَّارِ، وَالْفُحْشُ وَالْبَذَاءُ مِنَ الشَّيْطَانِ، وَهُمَا يُقَرِّبَانِ مِنَ النَّارِ وَيُبَاعِدَانِ مِنَ الْجَنَّةِ » فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ لِأَبِيْ أُمَامَةَ : إِنَّا لَنَقُوْلُ فِي الشِّعْرِ : اَلْعِيُّ مِنَ الْحُمْقِ، فَقَالَ: إِنِّيْ أَقُوْلُ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَتَجِيْئُنِيْ بِشِعْرِكَ الْمُنْتِنِ؟!

১৩৫৪। হযরত আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ লজ্জা ও কম কথা বলা ঈমানের অংগ। এ দুটো গুণ মানুষকে বেহেশতের নিকটে এনে দেয় ও দোযখ থেকে দূরে সরিয় দেয়। পক্ষান্তরে অশ্লীল কথা বলা ও কম কথা বলা শয়তানে বৈশিষ্ট্য। এ দুটো খাসলত মানুষকে দোযখ থেকে নিকটবর্তী করে ও বেহেশত থেকে দূরে নিক্ষেপ করে। জনৈক বেদুঈন আবু উমামাকে বললো ঃ আমরা তো কবিতায় বলে থাকি যে, কম কথা বলা বোকামির লক্ষণ। আবু উমামা বলেন ঃ কী! আমি উদ্ধৃত করলাম রাসূল (সা)-এর কথা। আর তুমি উদ্ধৃত করছ তোমার নোংরা কবিতা? (তাবরানী)

١٣٥٥- وَرُوِيَ عَنْ قُرَّةَ بْنِ إِيَاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذُكِرَ عِنْدَهُ الْحَيَاءُ، فَقَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، اَلْحَيَاءُ مِنَ الدِّيْنِ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «بَلْ هُوَ الدِّيْنُ كُلُّه» ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «إِنَّ الْحَيَاءَ وَالْعَفَافَ وَالْعِيَّ- عِيَّ اللِّسَانِ، لَا عِيَّ الْقَلْبِ وَالْعِفَّةَ مِنَ الإِيمَانِ، وَإِنَّهُنَّ يَزِدْنَ فِي الآخِرَةِ، وَيَنْقُصْنَ مِنَ الدُّنْيَا، وَمَا يَزِدْنَ فِي الآخِرَةِ أَكْثَرُ مِمَّا يَنْقُصْنَ مِنَ الدُّنْيَا، وَإِنَّ الشُّحَّ وَالْعِجْزَ وَالْبَذَاءَ مِنَ النِّفَاقِ، وَإِنَّهُنَّ

يَزِدْنَ فِي الدُّنْيَا، وَيَنْقُصْنَ مِنَ الْآخِرَةِ، وَمَا يَنْقُصْنَ مِنَ الْآخِرَةِ أَكْثَرُ مِمَّا يَزِدْنَ مِنَ الدُّنْيَا». رواه الطبراني بانصار، وأبو الشيخ في الثواب، واللفظ له.

১৩৫৫। হযরত কুরবা বিন ইয়াস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা রাসূল (সা)-এর কাছে বসেছিলাম। এই সময়ে তাঁর সামনে লজ্জার প্রসংগ তোলা হলো। জিজ্ঞাসা করা হলো হে রাসূল লজ্জা কি ইসলামের অংশ? রাসূল (সা) বললেন ঃ বরং ওটা পুরো ইসলাম। মনে রেখ, কম চিন্তা করা নয় বরং কম কথা বলা লজ্জা, সতিত্ব ও আত্মসংযম ঈমানের অংগ। এ গুণগুলো আখিরাতের সমৃদ্ধি বাড়ায় এবং দুনিয়ার সমৃদ্ধি কমায় তবে দুনিয়ায় যেটুকু কমায়, তার চেয়ে আখিরাতে অনেক খানি বৃদ্ধি করে। মনে রেখ, লোভ-লালসা, প্রয়োজনী ন্যায্য কথা না বলা ও অশ্লীল কথা বলা মুনাফেকীর লক্ষণ। এ গুণগুলো দুনিয়ার সম্পদ বৃদ্ধি করে ও আখিরাতের সম্পদ হ্রাস করে। তবে আখিরাতের সেই হ্রাস পাওয়া সম্পদ দুনিয়ার বর্ধিত সম্পদের চেয়েও বেশী। (তাবরানী, ও কিতাবুছ ছওয়াব)

١٣٥٦- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَاكَانَ الْفُحْشُ فِي شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ، وَمَا كَانَ الْحَيَاءُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ». رواه ابن ماجه، والترمذي، وقال: حديث حسن غريب.

১৩৫৬। হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত রাসূল (সা) বলেছেন ঃ কোন জিনিসের নির্লজ্জতার মিশ্রণ ঘটলেই তা কলুষিত হয় এবং কোন জিনিসে লজ্জার মিশ্রণ ঘটলেই তা সুশোভিত হয়। (ইবনে মাজাহ, তিরমিযী)

١٣٥٧- وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْحَيَاءُ وَالْإِيمَانُ قُرَنَاءُ جَمِيعًا، فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا رُفِعَ الْآخَرُ» رواه الحاكم، وقال: صحيح على شرط الشيخين، ورواه الطبراني في الأوسط من

حديث ابن عباس.

১৩৫৭। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ লজ্জা ও ঈমান পরস্পরের অবিচ্ছেদ্য সংগী। এ দুটোর একটা যখন বিলুপ্ত হয়, তখন অপরটাও বিলুপ্ত হয়ে যায়। (তাবরানী)

١٣٥٨- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «اِسْتَحْيُوْا مِنَ اللّٰهِ حَقَّ الْحَيَاءِ» قَالَ : قُلْنَا يَانَبِىَّ اللّٰهِ، إِنَّا لَنَسْتَحْيِىْ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ، قَالَ : «لَيْسَ ذٰلِكَ، وَلٰكِنَّ الْاِسْتِحْيَاءَ مِنَ اللّٰهِ حَقَّ الْحَيَاءِ : أَنْ تَحْفَظَ الرَّأْسَ وَمَا وَعٰى، وَتَحْفَظَ الْبَطْنَ وَمَا حَوٰى، وَلْتَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبِلٰى، وَمَنْ أَرَادَ الْاٰخِرَةَ تَرَكَ زِيْنَةَ الدُّنْيَا، فَمَنْ فَعَلَ ذٰلِكَ فَقَدِ اسْتَحْيَا مِنَ اللّٰهِ حَقَّ الْحَيَاءِ». رواه الترمذى.

১৩৫৮। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ তোমরা আল্লাহ থেকে সঠিকভাবে লজ্জিত থাক। ইবনে মাসউদ বলেন ঃ আমরা বললাম ঃ হে আল্লাহর নবী, আমরা তো আল্লাহর থেকে অবশ্যই লজ্জিত থাকি এবং এজন্য আল্লাহর শোকর আদায় করি। রাসূল (সা) বললেন ঃ সে কথা বলছি না। আল্লাহ থেকে সঠিকভাবে লজ্জিত হওয়ার অর্থ হলো মস্তিষ্ককে ও তার চিন্তাধারাকে রক্ষা করা, পেট ও পেটে যে খাদ্য দেয়া হয় তাকে হিফাজত করা, এবং মৃত্যুকে ও কবরকে স্মরণ করা। এটা যে ব্যক্তি করবে, সে দুনিয়ার বিলাসিতা ও সাজ-সজ্জাকে অবশ্যই বর্জন করবে। যে ব্যক্তি এরূপ করবে, সে-ই আল্লাহ থেকে সঠিকভাবে লজ্জিত থাকে। (তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ মস্তিষ্ক ও তার চিন্তাধারাকে রক্ষা করার অর্থ। ইসলামের বিপক্ষে চিন্তা ভাবনা করা থেকে মস্তিষ্ককে রক্ষা করা। আর পেট ও পেটে যে খাদ্য দেয়া হয় তার হিফাজত করার অর্থ হারাম খাদ্য থেকে রক্ষা করা।

١٣٥٩- وَرُوِىَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «إِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ

عَبْدًا نَزَعَ مِنْهُ الْحَيَاءَ، فَإِذَا نَزَعَ مِنْهُ الْحَيَاءَ لَمْ تَلْقِهِ إِلاَّ مَقِيْتًا مُمَقَّتًا، فَإِذَا لَمْ تَلْقِهِ إِلاَّ مَقِيْتًا مُمَقَّتًا نُزِعَتْ مِنْهُ الْأَمَانَةُ، فَإِذَا نُزِعَتْ مِنْهُ الْأَمَانَةُ لَمْ تَلْقِهِ إِلاَّ خَائِنًا مُخَوَّنًا، فَإِذَا لَمْ تَلْقِهِ إِلاَّ خَائِنًا مُخَوَّنًا نُزِعَتْ مِنْهُ الرَّحْمَةُ فَإِذَا نُزِعَتْ مِنْهُ الرَّحْمَةُ رَجِيْمًا مُلَعَّنًا، فَإِذَا لَمْ تَلْقِهِ إِلاَّ رَجِيْمًا مُلَعَّنًا نُزِعَتْ مِنْهُ رِبْقَةُ الْإِسْلَامِ» رواه ابن ماجه.

১৩৫৯। হযরত ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহ তায়ালা যখন কোন বান্দাকে ধ্বংস করার ইচ্ছা করেন, তখন তার কাছ থেকে লজ্জা ছিনিয়ে নেন। আর লজ্জা যখন ছিনিয়ে নেন, তখন তাকে চরম ধিকৃত ও নিন্দিত করেন। আর যখন তাকে ধিকৃত ও নিন্দিত করেন, তখন তার আমানতদারী ও বিশ্বস্ততাকে ছিনিয়ে নেন। আর যখন তার আমানতদারীকে ছিনিয়ে নেন, তখন তাকে চরম বিশ্বাসঘাতকে পরিণত করেন। যখন তাকে চরম বিশ্বাসঘাতকে পরিণত করেন, তখন তার ওপর থেকে নিজের রহমত বা দয়া সরিয়ে নেন। রহমত যখন সরিয়ে নেন, তখন তাকে চরম অভিশপ্ত ও বিতাড়িত করেন। যখন তাকে অভিশপ্ত ও বিতাড়িত করেন, তখন তার থেকে ইসলামের বন্ধন ছিন্ন করে ফেলেন। (ইবনে মাজাহ)

الترغيب فى الخلق الحسن وفضله والترهيب من الخلق السئ وذمه

সৎচরিত্রের মাহাত্ম্য ও অসৎচরিত্রের পরিণাম

١٣٦٠- عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْبِرِّ، وَالْإِثْمِ، فَقَالَ : «اَلْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ، وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِيْ صَدْرِكَ، وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ» رواه مسلم، والترمذى.

১৩৬০। হযরত নাওয়াস ইবনে সাময়ান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমি রাসূল (সা) কে জিজ্ঞেস করলাম ন্যায় কী ও অন্যায় কী? তিনি বললেন ঃ উত্তম

চরিত্রই হলো ন্যায়। আর যে জিনিস তোমার নিজের মনের কাছে আপাত্তিকর ও দুষণীয় মনে হয় এবং লোকে তার অস্তিত্ব সম্পর্কে অবগত হউক এটা তুমি অপছন্দ কর, সেটাই অন্যায়। (মুসলিম ও তিরমিযী)

١٣٦١- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : لَمْ يَكُنْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاحِشًا، وَلَا مُتَفَحِّشًا، وَكَانَ يَقُوْلُ : إِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ أَحْسَنَكُمْ أَخْلَاقًا »

رواه البخارى، ومسلم، والترمذى.

১৩৬১। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আ'স (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূল (সা) কখনো অশালীনতা ও নির্লজ্জতার কাজ করতেন না এবং অশালীন কথা বলতেন না। তিনি বলতেন ঃ তোমাদের ভেতরে যে ব্যক্তি স্বভাব চরিত্রে উত্তম, সে-ই শ্রেষ্ঠ মানুষ। (বুখারী, মুসলিম ও তিরমিযী)

١٣٦٢- وَعَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَا مِنْ شَىْءٍ أَثْقَلُ فِىْ مِيْزَانِ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ خُلُقٍ حَسَنٍ، وَإِنَّ اللّٰهَ يُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِىْءَ »

رواه الترمذى، وابن حبان فى صحيحه، وقال الترمذى : حديث حسن صحيح.

১৩৬২। হযরত আবুদ দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন মুমিনের দাঁড়িপাল্লায় মহৎচরিত্রের চেয়ে ভারী কোন জিনিস পড়বে না। আল্লাহ তায়ালা অশ্লীলভাষীকে ঘৃণা করেন। (তিরমিযী ও ইবনে হাব্বান)

١٣٦٣- وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ الْجَنَّةَ؟ فَقَالَ : « تَقْوَى اللّٰهِ، وَحُسْنُ الْخُلُقِ » وَسُئِلَ عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارَ؟ فَقَالَ : « اَلْفَمُ، وَالْفَرْجُ » رواه الترمذى، وابن

حبان في صحيحه، والبيهقي في الذهد وغيره، وقال الترمذي : حديث حسن صحيح غريب.

১৩৬৩। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলকে (সা) জিজ্ঞেস করা হলো, কোন্ জিনিস অধিকাংশ মানুষকে জান্নাতে নিয়ে যাবে? তিনি বলেন ঃ আল্লাহর ভয় ও সৎচরিত্র । পুনরায় জিজ্ঞেস করা হলো ঃ কোন্ জিনিস অধিকাংশ মানুষকে দোযখে টেনে নিয়ে যাবে? তিনি বললেন ঃ মুখ ও লজ্জাস্থান। (তিরমিযী, ইবনে, হাব্বান ও বায়হাকী)

١٣٦٤- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «إِنَّ مِنْ أَكْمَلِ الْمُؤْمِنِيْنَ إِيْمَانًا أَحْسَنُهُمْ خلقا، وأَلْطفهم بِأَهْلِه» رواه الترمذي، والحاكم.

১৩৬৪। হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ যার চরিত্র যত সুন্দর এবং নিজ পরিবারের সাথে যার ব্যবহার যত নম্রও কোমল, তার ঈমান ততই পূর্ণাঙ্গ ও পরিপক্ক। (তিরমিযী ও হাকেম)

١٣٦٥- وَعَنْهَا رَضِيَ اللّٰه عَنْهَا قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : «إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيُدْرِكُ بِحُسْنِ الْخُلُقِ دَرَجَةَ الصَّائِمِ وَالْقَائِمِ» رواه أبو داود، وابن حبان في صحيحه، والحاكم.

১৩৬৫। হযরত আয়েশা (রা) বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ একজন মুমিন তার চারিত্রিক সততা দ্বারা ক্রমাগত (নফল) রোযা ও রাত জেগে (নফল) নামাজ আদায়কারীর সমান মর্যাদা লাভ করে। (আবু দাউদ, ইবনে হাব্বান ও হাকেম)

١٣٦٦- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰه عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «إِنَّ الْعَبْدَ لَيَبْلُغُ بِحُسْنِ خُلُقِهِ عَظِيْمَ دَرَجَاتِ الْآخِرَةِ، وَشَرَفَ الْمَنَازِلِ، وَإِنَّهُ الضَّعِيْفُ الْعِبَادَةِ،

وَإِنَّهُ لَيَبْلُغُ بِسُوْءِ خُلُقِهِ أَسْفَلَ دَرَجَةٍ فِيْ جَهَنَّمَ» رواه الطبراني.

১৩৬৬। হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহর বান্দা এবাদাতে দূর্বল হওয়া সত্বেও তার চারিত্রিক সততা দ্বারা আখিরাতে উচ্চতর মর্যাদা লাভ করতে পারে পক্ষান্তরে সে তার অসৎ চরিত্রের কারণে জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে নিক্ষিপ্ত হয়। (তাবরানী)

١٣٦٧- وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَيْسَرِ الْعِبَادَةِ وَأَهْوَنِهَا عَلَى الْبَدَنِ : الصَّمْتُ، وَحُسْنُ الْخُلُقِ» رواه ابن الدنيا فى كتاب الصمت مرسلا.

১৩৬৭। হযরত সাফওয়ান বিন সুলাইম (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ আমি কি তোমাদের কে শরীরের পক্ষে সবচেয়ে সহজসাধ্য ও হালকা এবাদাতের সন্ধান দেব না? সেই এবাদাত হলো নীরবতা ও চরিত্রের সততা। (ইবনু আবিদ দুনিয়া)

١٣٦٨- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «كَرَمُ الْمُؤْمِنِ دِيْنُهُ، وَمُرُوْءَتُهُ عَقْلُهُ، وَحَسَبُهُ خُلُقُهُ» رواه ابن حبان فى صحيحه، والحاكم، والبيهقى.

১৩৬৮। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ মুমিনের সম্মান ও মহত্ব তার দীনদারীতে, তার মনুষ্যত্ব তার বুদ্ধিমত্তায় এবং তার আভিজাত্য তার চরিত্রে নিহিত। (ইবনে হাব্বান, হাকেম, বায়হাকী)

١٣٦٩- وَعَنْ أَبِيْ ذَرٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ : «يَا أَبَا ذَرٍّ، لاَ عَقْلَ كَالتَّدْبِيْرِ، وَلاَ وَرَعَ كَالْكَفِّ، وَلاَ حَسَبَ كَحُسْنِ الْخُلُقِ» رواه ابن حبان .

১৩৬৯। হযরত আবু যর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ হে আবু যর , চিন্তা করে কাজ করার মত বুদ্ধিমত্তা আর নেই, আত্মসংযমের মত পরহেজগারী আর নেই এবং চারিত্রিক সততার মত আভিজাত্য ও মহত্ব আর নেই। (ইবনে হাব্বান)

١٣٧٠- وَعَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الشِّخِّيرِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قِبَلِ وَجْهِهِ، فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ : « حُسْنُ الْخُلُقِ » ثُمَّ أَتَاهُ عَنْ يَمِيْنِهِ، فَقَالَ : أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ : « حُسْنُ الْخُلُقِ » ثُمَّ أَتَاهُ عَنْ شِمَالِهِ، فَقَالَ: يَارَسُوْلَ اللّٰهِ، أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ : « حُسْنُ الْخُلُقِ » ثُمَّ أَتَاهُ مِنْ بَعْدِهِ- يَعْنِيْ مِنْ خَلْفِهِ- فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : « مَالَكَ لَا تَفْقَهُ؟ حُسْنُ الْخُلُقِ هُوَ أَنْ لَا تَغْضَبَ إِنِ اسْتَطَعْتَ » رواه محمد بن نصر لمروزى فى كتاب الصلاة مرسلا هكذا.

১৩৭০। হযরত আ'লা ইবনুল শুখাইর (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূল (সা)-এর কাছে প্রথমে সম্মুখ দিক থেকে এলো ও জিজ্ঞেস করলো ঃ হে রাসূল, কোন্ কাজ সবচেয়ে উত্তম? তিনি বললেন ঃ চরিত্রে সততা। তারপর সে ডান দিক এসে জিজ্ঞেস করলো ঃ কোন কাজটা সর্বোত্তম ? তিনি বললেন ঃ চরিত্রের সততা। তারপর সে বামদিক থেকে এল এবং বললো ঃ হে রাসূল, কোন্ কাজটা সর্বোত্তম? তিনি বললেন ঃ চরিত্রের সততা। তারপর লোকটা পুনরায় পেছন দিক থেকে জিজ্ঞেস করলো ঃ কোন কাজটা সর্বোত্তম তখন রাসূল (সা) তার দিকে তাকালেন এবং বললেন ঃ ব্যাপার কী ? তুমি বুঝতে পারছ না কেন? চরিত্রের সততা হলো এই যে তুমি সাধ্যমত ক্রোধ সম্বরণ করবে।" (আল-মুরুযী)

١٣٧١- وَرُوِيَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « حُسْنُ الْخُلُقِ خُلُقُ اللّٰهِ

الأعظم». رواه الطبراني في الكبير، والأوسط.

১৩৭১। হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ সৎচরিত্র হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার সর্বশ্রেষ্ঠ গুণ। (তাবরানী)

١٣٧٢- وَرُوِيَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهما، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ جِبْرِيلَ عَنِ اللهِ تَعَالَى قَالَ: «إِنَّ هَذَا دِينٌ ارْتَضَيْتُهُ لِنَفْسِي، وَلَنْ يُصْلِحَ لَهُ إِلاَّ السَّخَاءُ وَحُسْنُ الْخُلُقِ، فَأَكْرِمُوهُ بِهِمَا مَا صَحِبْتُمُوهُ». رواه الطبراني في الأوسط.

১৩৭২। হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহ তায়ালা বলেছেন ঃ এটা হচ্ছে সেই ধর্ম, যাকে আমি নিজের জন্য সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করেছি। এ ধর্মের সবচেয়ে মানানসই গুণ হচ্ছে দানশীলতা ও সৎচরিত্র। অতএব তোমরা এ দুটো গুণ দ্বারা তোমাদের ধর্মকে অলংকৃত কর।" (তাবরানী)

١٣٧٣- وَرُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَوْحَى اللهُ إِلَى إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: يَا خَلِيلِي حَسِّنْ خُلُقَكَ وَلَوْ مَعَ الْكُفَّارِ، تَدْخُلْ مَدْخَلَ الأَبْرَارِ، وَإِنَّ كَلِمَتِي سَبَقَتْ لِمَنْ حَسَّنَ خُلُقَهُ أَنْ أُظِلَّهُ تَحْتَ عَرْشِي، وَأَنْ أَسْقِيَهُ مِنْ حَظِيرَةِ قُدْسِي، وَأَنْ أُدْنِيَهُ مِنْ جِوَارِي». رواه الطبراني.

১৩৭৩। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহ তায়ালা হযরত ইবরাহীম (আ)-এর নিকট ওহী পাঠিয়ে বলেছিলেন ঃ হে আমার বন্ধু, তোমার আচার-ব্যবহার সুন্দর কর, এমনকি তা যদি কাফিরদের সাথেও হয়। তাহলে তুমি মহৎ লোকদের সমান মর্যাদা লাভ করবে। যে ব্যক্তি তার আচার-ব্যবহার সুন্দর করবে, আমি তার সম্পর্কে আগেই প্রতিশ্রুতি দিয়েছি যে, তাকে আমার আরশের ছায়ার নীচে স্থান দেব, তাকে আমার পবিত্র হাউয থেকে পানি করাবো এবং আমার ঘনিষ্ট সান্নিধ্যে রাখবো।

١٣٧٤- وَرَوِىَ عَنْهُ أَيْضًا رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : « مَاحَسَّنَ اللّٰهُ خَلْقَ رَجُلٍ وَخُلُقَهُ فَيُطْعِمَهُ النَّارَ أَبَدًا ». رواه الطبرانى فى الأوسط.

১৩৭৪। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহ তায়ালা যার আকৃতিও সুন্দর করেছেন, চরিত্রও সুন্দর করেছেন, তাকে কখনো আগুনে খাবে না। (তাবরানী)

ব্যাখ্যা ঃ আকৃতি সুন্দর করা যদিও মানুষের ইচ্ছা ও চেষ্টার উর্ধে, কিন্তু যার আকৃতি সুন্দর, সে যাতে নিজের চরিত্রকে সুন্দর করে সর্বদিক দিয়ে পূর্ণতা অর্জন করে, সেজন্য তাকে উৎসাহিত করাই এ হাদীসের উদ্দেশ্য। কেননা চরিত্র ভালো করা ইচ্ছা ও চেষ্টা সাধনা ছাড়া সম্ভব নয়।

١٣٧٥- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : لَقِىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَاذَرٍّ. فَقَالَ : « يَا أَبَا ذَرٍّ، أَلا أَدلك على خَصْلَتَيْنِ هُمَا أَخَفُّ عَلَى الظَّهْرِ، وَأَثْقَلُ فِى الْمِيْزَانِ مِنْ غَيْرِ هِمَا ؟ » قَالَ : بَلَى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ: « عَلَيْكَ بِحُسْنِ الْخُلُقِ، وَطُوْلِ الصَّمْتِ، فَوَ الَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ مَا عَمِلَ الْخَلَائِقُ بِمِثْلِهِمَا ». رواه ابن أبى الدنيا، والطبرانى، والبزار، وأبو يعلى بإسناد جيد، رواته ثقات، واللفظ له.

১৩৭৫। হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) আবু যরকে বললেন ঃ হে আবু যর, তোমাকে কি দুটো মহৎগুণের সন্ধান দেব না, যা পিঠের জন্য হালকা, (অর্থাৎ শারীরিকভাবে তেমন আয়াস সাধ্য নয়) এবং দাঁড়িপাল্লায় অপেক্ষাকৃত ভারী? আবু যর বললেন ঃ হ্যাঁ। রাসূল (সা) বললেন ঃ সৎচরিত্র ও দীর্ঘস্থায়ী নীরবতা অবলম্বন কর। আল্লাহর কসম! এ দুটোর সমান কোন গুণ আল্লাহর কোন সৃষ্টিই কখনো অর্জন করেনি। (ইবনে আবিদ দুনিয়া, তাবরানী, বাযযার ও আবু ইয়ালা)

١٣٧٦- وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَلا أُخْبِرُكُمْ بِخِيَارِكُمْ؟ » قَالُوْا :

بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، قَالَ : «أطْوَلُكُمْ أعْمَارًا، وَأحْسَنُكُمْ أخْلَاقًا». رواه البزار، وابن حبان فى صحيحه.

১৩৭৬। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ আমি কি তোমাদেরকে জানাবো না, কে তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম? সবাই বললো ঃ হ্যাঁ, হে রাসূলুল্লাহ। তিনি বললেন ঃ তোমাদের মধ্যে যে অধিকতর দীর্ঘজীবী ও সুন্দরতম চরিত্রের অধিকারী। (বাযযার, ইবনে হাব্বান)

ব্যাখ্যা ঃ এখানেও এমন একটা জিনিসের উল্লেখ করা হয়েছে যা মানুষের ইচ্ছাধীন নয়। সেটা হচ্ছে দীর্ঘায়ূ হওয়া। তবে দীর্ঘায়ূ ব্যক্তি যদি অসৎচরিত্রের অধিকারী হয় তাহলে মানব সমাজের অশান্তিও দীর্ঘায়িত হয়। এ জন্যই দীর্ঘায়ু ব্যক্তিকে সৎচরিত্র অবলম্বন করতে উৎসাহিত করা হয়েছে।

١٣٧٧- وَعَنْ أبِىْ ذَرٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «اِتَّقِ اللّٰهَ حَيْثُمَا كُنْتَ، وَأتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ» رواه الترمذى، وقال حديث حسن صحيح.

১৩৭৭। হযরত আবু যর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) আমাকে বলেছেন ঃ "তুমি যেখানেই থাক, আল্লাহকে ভয় কর, মন্দ কাজের অব্যবহিত পর ভালো কাজ কর, এই ভালো কাজ মন্দ কাজকে নিশ্চিহ্ন করবে এবং মানুষের সাথে সুন্দর আচরণ কর। (তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ "তুমি যেখানেই থাকো আল্লাহকে ভয় কর"। অর্থাৎ জীবনের প্রতিটি কর্মক্ষেত্রেই সততা অবলম্বন কর।

١٣٧٨- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا، قَالَتْ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُوْلُ : «اَللّٰهُم كَمَا أحْسَنْتَ خَلْقِىْ فَأحْسِنْ خُلُقِىْ» رواه أحمد ورواته ثقات.

১৩৭৮। হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলতেন ঃ হে আল্লাহ, তুমি আমার আকৃতি যেমন সুন্দর করেছ, আমার চরিত্রও তেমনি সুন্দর কর। (আহমাদ)

١٣٧٩- وَرُوِىَ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «إِنَّ أَحَبَّكُمْ إِلَىَّ، أَحَاسِنُكُمْ أَخْلَاقًا، الْمُوَطَّئُونَ أَكْنَافًا، الَّذِيْنَ يَأْلَفُونَ وَيُؤْلَفُوْنَ، وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَىَّ الْمَشَّاءونَ بِالنَّمِيْمَةِ، الْمُفَرِّقُوْنَ بَيْنَ الْأَحِبَّةِ الْمُلْتَمِسُونَ لِلْبُرَاءِ الْعَيْبَ». رواه الطبرانى فى الصغير، والأوسط، ورواه البزار.

১৩৭৯। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্যে আমার কাছে সেই ব্যক্তি অধিকতর প্রিয়, যার চরিত্র সর্বোত্তম, যে নিজের সততা দ্বারা সবাইকে মুগ্ধ করে, সে সবাইকে ভালোবাসে এবং তাকেও সবাই ভালোবাসে। আর তোমাদের মধ্যে আমার কাছে সবচেয়ে ঘৃণিত সেই ব্যক্তি যে একজনের দোষ গোপনে অন্যকে জানায়, বন্ধুদের মধ্যে কোন্দল ও বিভেদ সৃষ্টি করে, এবং নির্দোষ লোকদের মধ্যে দোষ খুঁজে বেড়ায়। (তাবরানী, ও বাযযার)

١٣٨٠- وَرُوِىَ عَنْ أَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَتْ أُمُّ حَبِيْبَةَ : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ الْمَرْأَةُ يَكُوْنُ لَهَا زَوْجَانِ، ثُمَّ تَمُوْتُ فَتَدْخُلُ الْجَنَّةَ هِىَ وَزَوْجَاهَا، لِأَيِّهِمَا تَكُوْنُ، لِلْأَوَّلِ، أَوْلِلْآخَرِ؟ قَالَ : «تَخَيَّرُ، أَحْسَنُهُمَا خُلُقًا كَانَ مَعَهَا فِى الدُّنْيَا يَكُوْنُ زَوْجَهَا فِى الْجَنَّةِ، يَا أُمَّ حَبِيْبَةَ ذَهَبَ حُسْنُ الْخُلُقِ بِخَيْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ» رواه الطبرانى، والبزار، باختصار.

১৩৮০। হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে হাবীবা বললেন ঃ হে রাসূলুল্লাহ দুনিয়ায় যে মহিলার পরপর দু'জন স্বামী ছিল, সেও তার ঐ দুই স্বামী বেহেশতে গেলে ঐ মহিলা কার স্ত্রী হবে? প্রথম স্বামীর না দ্বিতীয় স্বামীর? রাসূল (সা) বললেন ঃ তাকে নির্বাচনের ক্ষমতা দেয়া হবে। তবে সে যদি নির্বাচন না করে, তবে দু'জনের মধ্যে যে স্বামী সবচেয়ে চরিত্রবান, সে-ই হবে বেহেশতে তার স্বামী। হে উম্মে হাবীবা, সৎচরিত্র দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জায়গায় কল্যাণের অধিকারী হবে। (তাবরানী ও বাযযার)

١٣٨١- وَرُوِىَ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «اَلْخُلُقُ الْحَسَنُ يُذِيْبُ الْخَطَايَا كَمَا يُذِيْبُ الْمَاءُ الْجَلِيْدَ، وَالْخُلُقُ السُّوْءُ يُفْسِدُ الْعَمَلَ كَمَا يُفْسِدُ الْخَلُّ الْعَسَلَ» رواه الطبرانى فى الكبير والأوسط، والبيهقى.

১৩৮১। হযরত ইবনে আববাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ পানি যেভাবে বরফকে গলিয়ে দেয়, সৎচরিত্র সেইভাবে গুনাহগুলোকে নষ্ট করে দেয়। আর সের্কা যেভাবে মধূকে নষ্ট করে দেয়, অসৎচরিত্র সেইভাবে যাবতীয় সৎকাজকে নষ্ট করে দেয়। (তাবরানী ও বায়হাকী)

١٣٨٢- وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ أَيْضًا رَضِىَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «إِنَّكُمْ لَنْ تَسَعُوْا النَّاسَ بِأَمْوَالِكُمْ، وَلٰكِنْ يَسَعُهُمْ مِنْكُمْ بَسْطُ الْوَجْهِ، وَحُسْنُ الْخُلُقِ» رواه أبويعلى، والبزار، من طرق أحدها حسن جيد.

১৩৮২। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ তোমরা মানুষের ওপর তোমাদের অর্থ-সম্পদের বলে বিজয়ী নাও হতে পার। তবে হাসি মুখ ও সৎচরিত্র দ্বারা তোমরা বিজয়ী হতে পার। (আবু ইয়ালা, বাযযার)

١٣٨٣- وَعَنْ رَجُلٌ مَنْ مُزَيْنَةَ قَالَ : قِيْلَ : يَا رَسُوْلَ اللهِ مَاأَفْضَلُ مَا أُوْتِىَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ ؟ قَالَ : «اَلْخُلُقُ الْحَسَنُ» قَالَ : فَمَا شَرُّ مَا أُوْتِىَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ ؟ قَالَ «إِذَا كَرِهْتَ أَنْ يُرَى عَلَيْكَ شَىْءٌ فِىْ نَادِى الْقَوْمِ فَلَا تَفْعَلْهُ إِذَا خَلَوْتَ» رواه عبد الرزاق فى كتابه عن معمر عن أبى إسحاق عنه.

১৩৮৩। মুযায়ানা গোত্রের এক ব্যক্তি (নামের উল্লেখ নেই) বর্ণনা করেন। রাসূল

(সা) কে জিজ্ঞেস করা হলো ঃ একজন মুসলমানকে যা কিছু দেয়া হয়, তন্মধ্যে সর্বোত্তম জিনিস কোন্‌টা? রাসূল (সা) বললেন ঃ সৎচরিত্র। আবার জিজ্ঞেস করা হলো ঃ নিকৃষ্টতম জিনিস কোন্‌টা? রাসূল (সা) বললেন ঃ যে কাজ জনগণের সামনে প্রকাশ্যে করা অপছন্দ কর, তা গোপনে করো না। (মুসনাদে আব্দুর রাযযাক) অর্থাৎ যা প্রকাশ্যে করা অপছন্দনীয়, তা গোপনে করাই নিকৃষ্টতম কাজ।

١٣٨٤- وَرُوِىَ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ هٰذِهِ الْاَخْلَاقَ مِنَ اللّٰهِ، فَمَنْ أَرَادَ اللّٰهُ بِهِ خَيْرًا مَنَحَهُ خُلُقًا حَسَنًا، وَمَنْ أَرَادَ بِهِ سُوْءًا مَنَحَهُ خُلُقًا سَيِّئًا » رواه الطبرانى فى الأوسط.

১৩৮৪। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ চরিত্র আল্লাহর দান। আল্লাহ্ যার কল্যাণ চান, তাকে ভালো চরিত্র দান করেন। আর যার অকল্যাণ চান, তাকে খারাপ চরিত্র দান করেন। (তাবরানী)

١٣٨٥- وَعَنْ أَبِىْ ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِى رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «إِنَّ أَحَبَّكُمْ إِلَىَّ، وَأَقْرَبَكُمْ مِنِّىْ فِى الْاٰخِرَةِ اَحَاسِنُكُمْ أَخْلَاقًا، وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَىَّ، وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّىْ فِى الْاٰخِرَةِ أَسْوَؤُكُمْ أَخْلَاقًا اَلثَّرْثَارُوْنَ الْمُتَفَيْهِقُوْنَ الْمُتَشَدِّقُوْنَ » رواه أحمد، ورواته رواة الصحيح، والطبرانى، وابن حبان فى صحيحه، ورواه الترمذى.

১৩৮৫। হযরত আবু সা'লাবা আল-খুশানী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয় এবং আখিরাতে আমার নিকটতম, যে তোমাদের মধ্যে চরিত্রের দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ। আর তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি আমার কাছে সর্বাধিক ঘৃণিত ও আখিরাতে আমার কাছ থেকে সবচেয়ে দূরে থাকবে, যে চরিত্রের দিক দিয়ে তোমাদের মধ্যে নিকৃষ্টতম, যে বিনা প্রয়োজনে বেশী কথা বলে, যে দাম্ভিকতাবশত গাল ভরে কথা বলে, এবং যে অহংকারী। (আহমাদ, তাবরানী, ইবনে হাব্বান ও তিরমিযী)

١٣٨٦- وَعَنْ رَافِعِ بْنِ مَكِيْثٍ - وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ الْحُدَيْبِيَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «حُسْنُ الْخُلُقِ نَمَاءٌ، وَسُوْءُ الْخُلُقِ شُؤْمٌ، وَالْبِرُّ زِيَادَةٌ فِي الْعُمُرِ، وَالصَّدَقَةُ تَدْفَعُ مِيْتَةَ السُّوْءِ» رواه أحمد وأبو داود.

১৩৮৬। হুদাইবিয়াতে উপস্থিত ছিলেন এমন একজন সাহাবী হযরত রা'ফে বিন মুকাইম (রা) বর্ণনা করেন। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ সৎচরিত্র সমৃদ্ধি আনে, আর অসৎচরিত্র দুর্ভাগ্য ডেকে আনে। পরোপকার আয়ূ বাড়ায় এবং সদকা অপমৃত্যু রোধ করে। (আহমাদ ও আবু দাউদ)

١٣٨٧- وَرُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَامِنْ شَيْءٍ إِلَّا لَهُ تَوْبَةٌ، إِلَّا صَاحِبَ سُوْءِ الْخُلُقِ، فَإِنَّهُ لَايَتُوْبُ مِنْ ذَنْبٍ إِلَّا عَادَفِيْ شَرٍّ مِنْهُ» رواه الطبراني في الصغير، والأصبهاني.

১৩৮৭। হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ সকল গুনাহ থেকেই তওবা করা যায়। কিন্তু অসৎচরিত্র থেকে তওবা করা যায় না। কেননা যার চরিত্র খারাপ, সে একটা গুনাহ থেকে তওবা করলে আর একটা গুনাহে লিপ্ত হয়, যা আগেরটার চেয়েও নিকৃষ্ট। (তাবরানী ও ইসবাহানী)

ব্যাখ্যা ঃ অসৎচরিত্র বলতে যাবতীয় পাপ ও অসৎগুণের সমাবেশকে বুঝায়। কারো চরিত্র খারাপ হওয়ার অর্থই হলো, তার ভেতরে যাবতীয় অসৎগুণের সমাবেশ ঘটেছে। এমতাবস্থায় কোন একটা পাপ থেকে তওবা করলে সে আর একটা পাপে লিপ্ত হয়ে থাকে। তাই তার পক্ষে তওবা করে ভালো হয়ে যাওয়া কঠিন। তবে ধীরে ধীরে এক একটা পাপ ত্যাগ করার অভ্যাস করলে তওবা করে আত্মশুদ্ধি করা সম্ভব হতে পারে। এ জন্য দৃঢ় ইচ্ছা, অব্যাহত চেষ্টা ও আল্লাহর সাহায্য চাওয়া জরুরী। আল্লাহ সূরা আনকাবুতের শেষ আয়াতে বলেছেন ঃ "যারা আমার পথে থাকার চেষ্টা করে, আমি তাদেরকে অবশ্যই আমার পথ দেখাবো। আল্লাহ সৎকর্মশীলদেরকে সাহায্য করেন।" –অনুবাদক

١٣٨٨- وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُوْ يَقُوْلُ : « اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الشِّقَاقِ، وَالنِّفَاقِ، وَسُوْءِ الْأَخْلَاقِ » رواه أبو داود، والنسائى.

১৩৮৮। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) এভাবে দোয়া করতেন ঃ "হে আল্লাহ, আমি বিভেদ সৃষ্টি, মুনাফিকী ভন্ডামী ও অসৎচরিত্র থেকে তোমার আশ্রয় চাই।" (আবু দাউদ, নাসায়ী)

الترغيب فى الرفق، والأناة والحلم

নম্রতা, কোমলতা, স্থিরতা ও সহনশীলতা অবলম্বনে উৎসাহ প্রদান

١٣٨٩- عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «إِنَّ اللهَ رَفِيْقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِى الْأَمْرِ كُلِّهِ » رواه البخارى، ومسلم.

وَفِىْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ : «إِنَّ اللهَ رَفِيْقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ، وَيُعْطِىْ عَلَى الرِّفْقِ مَالَا يُعْطِىْ عَلَى الْعُنْفِ، وَمَالَا يُعْطِىْ عَلَى مَا سِوَاهُ».

১৩৮৯। হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহ তায়ালা কোমল চিত্ত। সব কিছুতে তিনি কোমলতাকে পছন্দ করেন। (বুখারী ও মুসলিম)

মুসলিমের অপর বর্ণনার মতে ঃ আল্লাহ তায়ালা কোমল চিত্ত। তিনি কোমলতাকে পছন্দ করেন এবং কোমলতা অবলম্বন করলে যা দেন, কঠোরতা বা অন্য কিছু অবলম্বন করলে তা দেন না।

١٣٩٠- وَعَنْهَا أَيْضًا رَضِىَ اللهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «إِنَّ الرِّفْقَ لَا يَكُوْنُ فِىْ شَىْءٍ إِلَّا زَانَهُ، وَلَا يُنْزَعُ مِنْ شَىْءٍ إِلَّا شَانَهُ» رواه مسلم.

১৩৯০। হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ নম্রতা ও কোমলতা যে জিনিসেই থাকবে, তা সুন্দর ও সুষমামন্ডিত হবে, আর কঠোরতা যে জিনিসেই থাকবে, তা কুৎসিত ও অকল্যাণকর হবে। (মুসলিম)

١٣٩١- وَعَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «إِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ مَالاَ يُعْطِي عَلَى الْخُرْقِ، وإِذَا أَحَبَّ اللّٰهُ عَبْدًا أَعْطَاهُ الرِّفْقَ، مَامِنْ أَهْلِ بَيْتٍ يُحْرَمُوْنَ الرِّفْقَ إِلاَّ حُرِمُوْا الْخَيْرَ»

رواه الطبراني، ورواته ثقات، ورواه مسلم وأبو داود.

১৩৯১। হযরত জারীর বিন আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহ তায়ালা বিনয় ও নম্রতার বদৌলতে যা দান করেন, মূঢ়তা ও বেয়াড়াপনার বদৌলতে তা দান করেন না। আল্লাহ যখন কোন বান্দাকে ভালোবাসেন, তখন তাকে বিনয় ও নম্রতা দান করেন। যে পরিবার নম্রতা ও কোমলতা থেকে বঞ্চিত, সে পরিবার যাবতীয় কল্যাণ থেকে বঞ্চিত। (তাবরানী, মুসলিম ও আবু দাউদ)

١٣٩٢- وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «مَنْ أُعْطِيَ حَظَّهُ مِنَ الرِّفْقِ فَقَدْ أُعْطِيَ حَظَّهُ مِنَ الْخَيْرِ، وَمَنْ حُرِمَ حَظَّهُ مِنَ الرِّفْقِ فَقَدْ حُرِمَ حَظَّهُ مِنَ الْخَيْرِ» رواه الترمذي، وقال : حديث حسن صحيح.

১৩৯২। হযরত আবুদ দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ যাকে বিনয় ও নম্রতা দান করা হয়েছে, তাকে যাবতীয় কল্যাণ দান করা হয়েছে। আর যাকে বিনয় ও নম্রতা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে, তাকে যাবতীয় কল্যাণ থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। (তিরমিযী)

١٣٩٣- وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «إِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يُحِبُّ الرِّفْقَ، وَيَرْضَاهُ، وَيُعِينُ عَلَيْهِ مَالاَ يُعِينُ عَلَى الْعُنْفِ» رواه الطبراني.

১৩৯৩। হযরত আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহ তায়ালা বিনয় ও নম্রতাকে পছন্দ করেন, তাতে সন্তুষ্ট থাকেন এবং নম্র ও কোমল স্বভাব বিশিষ্ট মানুষকে যা দান করেন, উগ্র স্বভাবের মানুষকে তা দান করেন না। (তাবরানী)

١٣٩٤- وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «مَا أُعْطِيَ أَهْلُ بَيْتٍ الرِّفْقَ إِلاَّ نَفَعَهُمْ» رواه الطبرني بإسناد جيد.

১৩৯৪। হযরত ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ কোমলতা ও নম্রতা যে পরিবারে থাকবে, তা সে পরিবারকে উপকৃত ও লাভবান করবে। (তাবরানী)

١٣٩٥- وَرُوِيَ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «ثَلاَثٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ نَشَرَ اللّٰهُ عَلَيْهِ كَنَفَهُ، وَأَدْخَلَهُ جَنَّتَهُ : رِفْقٌ بِالضَّعِيْفِ، وَشَفَقَةٌ عَلَى الْوَالِدَيْنِ، وَإِحْسَانٌ إِلَى الْمَمْلُوْكِ» رواه الترمذي، وقال : حديث غريب.

১৩৯৫। হযরত জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ তিনটে গুণ যার ভেতরে থাকবে, আল্লাহ তার ওপর তার অনুগ্রহ বিস্তার করবেন এবং তাকে বেহেশতে প্রবেশ করাবেন ঃ দূর্বলের প্রতি কোমল ও বিনম্র আচরণ, মা-বাবার প্রতি সহৃদয় ব্যবহার এবং দাসদাসীর প্রতি অনুগ্রহ ও আনুকূল্য প্রদর্শন। (তিরমিযী)

দ্রষ্টব্য ঃ এ যুগে দাসদাসীর অস্তিত্ব নেই। তাই দাসদাসীর স্থলে চারক-চাকরানী বা গৃহভৃত্যের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করলেই আলোচ্য হাদীসের বাস্তাবায়ন সম্পন্ন হবে। -অনুবাদক

١٣٩٦- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : بَالَ أَعْرَابِيٌّ فِى الْمَسْجِدِ، فَقَامَ النَّاسُ إِلَيْهِ لِيَقَعُوْا فِيْهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «دَعُوْهُ، وَأَرِيْقُوْا عَلَى بَوْلِهِ سَجْلاً مِنْ مَاءٍ - أَوْذَنُوْبًا مِنْ مَاءٍ - فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِيْنَ، وَلَمْ تُبْعَثُوْا مُعَسِّرِيْنَ» رواه البخاري.

১৩৯৬। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। একবার জনৈক বেদুঈন মসজিদের পেশাব করলো। লোকেরা তাকে আক্রমণ করতে ছুটে গেল। তখন রাসূল (সা) বললেন ঃ ওকে কিছু বলো না। পেশাব শেষ করতে দাও। ওর পেশাবের ওপর এক বালতি পানি ঢেলে দাও। তোমাদেরকে উদার ব্যবহার করার জন্য পাঠানো হয়েছে, রুক্ষ ও উগ্র ব্যবহার করতে নয়। (বুখারী)

١٣٩٧- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : «مَاخُيِّرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ قَطُّ إِلَّا أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا مَالَمْ يَكُنْ إِثْمًا فَإِنْ كَانَ ثَمَّ إِثْمٌ كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ، وَمَا انْتَقَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَفْسِهِ فِيْ شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا أَنْ تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللّٰهِ، فَيَنْتَقِمَ لِلّٰهِ تَعَالٰى» رواه البخاري، ومسلم.

১৩৯৭। হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) কে যখনই কোন দুটো জিনিসের একটা নির্বাচন করার সুযোগ দেয়া হতো, তখন তিনি যেটা অধিকতর সহজ, সেটাই গ্রহণ করতেন যদি তা গুনাহর কাজ না হতো। তবে গুনাহর কাজ হলে অন্য সবার চাইতে তিনিই সেই কাজ থেকে অধিক দূরে সরে যেতেন। রাসূল (সা) নিজের ব্যক্তিগত ব্যাপারে কখনো প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি। কেবল আল্লাহর আদেশ ও নিষেধ লংঘিত হলে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই প্রতিশোধ নিতেন। (বুখারী ও মুসলিম)

١٣٩٨- وَعَنْ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَلَا أُخْبِرُكُمْ بِمَنْ يَحْرُمُ عَلَى النَّارِ، أَوْ بِمَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ النَّارُ ؟ تَحْرُمُ عَلَى كُلِّ هَيِّنٍ لَيِّنٍ سَهْلٍ»

رواه الترمذي، وقال : حديث حسن، وابن حبان في صحيحه.

১৩৯৮। হযরত ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ আমি কি তোমাদেরকে জানাবো না কার ওপর দোযখ হারাম বা দোযখের ওপর কে হারাম? প্রত্যেক উদারচেতা, কোমল স্বভাব, অমায়িক ও বিনয়ী লোকের ওপর দোযখ হারাম। (তিরমিযী, ইবনে হাব্বান)

١٣٩٩- وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «اَلتَّأَنِّيْ مِنَ اللّٰهِ، وَالْعَجَلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ، وَمَا أَحَدٌ أَكْثَرُ مَعَاذِيْرَ مِنَ اللّٰهِ، وَمَا مِنْ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَى اللّٰهِ مِنَ الْحَمْدِ» رواه أبو يعلى، ورواته رواة الصحيح.

১৩৯৯। হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ ধীরস্থির ও শান্ত স্বভাব আল্লাহর দান আর দ্রুততা ও তাড়াহুড়ো শয়তানের খাসলত। আল্লাহর চেয়ে বেশী ওযর-আপত্তি গ্রহণকারী আর কেউ নেই। আর আল্লাহর কাছে প্রশংসার চেয়ে প্রিয় আর কিছু নেই। (আবু ইয়ালা)

١٤٠٠- وَرُوِيَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا جَمَعَ اللّٰهُ الْخَلَائِقَ نَادَى مُنَادٍ : أَيْنَ أَهْلُ الْفَضْلِ؟ قَالَ : فَيَقُوْمُ نَاسٌ وَهُمْ يَسِيْرٌ، فَيَنْطَلِقُوْنَ سِرَاعًا إِلَى الْجَنَّةِ، فَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، فَيَقُوْلُوْنَ : إِنَّا نَرَاكُمْ سِرَاعًا إِلَى الْجَنَّةِ، فَمَنْ أَنْتُمْ؟ فَيَقُوْلُوْنَ : نَحْنُ أَهْلُ الْفَضْلِ، فَيَقُوْلُوْنَ : وَمَا فَضْلُكُمْ؟ فَيَقُوْلُوْنَ كُنَّا إِذَا ظُلِمْنَا صَبَرْنَا، وَإِذَا أُسِيْءَ إِلَيْنَا حَلُمْنَا، فَيُقَالُ لَهُمْ: اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِيْنَ» رواه الأصبهاني.

১৪০০। হযরত আমর বিন শুয়াইব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহ যখন সকল সৃষ্টিকে সমবেত করবেন, তখন জনৈক ঘোষক ঘোষণা করবে ঃ গুণধর লোকেরা কোথায়? তখন কিছু লোক উঠে দাঁড়াবে। তাদের সংখ্যা খুবই কম হবে। তারা দ্রুত গতিতে বেহেশতের দিকে যাত্রা করবে। তখন ফেরেশতারা তাদের সামনে আসবে এবং বলবে ঃ তোমাদেরকে তো বেহেশতের দিকে দ্রুতগতিতে যেতে দেখছি। তোমরা কারা? তারা বলবে ঃ আমরা গুণবান। ফেরেশতারা বলবেন ঃ তোমরা কোন্ গুণের অধিকারী? তারা বলবে ঃ আমাদের ওপর অত্যাচার করা হলে ধৈর্যধারণ করতাম, আর আমাদের সাথে খারাপ ব্যবহার করলে সহ্য করতাম। তখন

তাদেরকে বলা হবে ঃ যাও, বেহেশতে প্রবেশ কর। কেননা সৎকর্মশীলদের প্রতিদান খুবই চমৎকার হয়ে থাকে। (ইসবাহানী)

١٤٠١- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : كُنْتُ أَمْشِي مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ بُرْدٌ نَجْرَانِيٌّ غَلِيْظُ الْحَاشِيَةِ، فَأَدْرَكَهُ أَعْرَابِيٌّ، فَجَذَبَهُ بِرِدَائِهِ جَذْبَةً شَدِيْدَةً، فَنَظَرْتُ إِلٰى صَفْحَةِ عُنُقِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَدْ أَثَّرَ بِهَا حَاشِيَةُ الرِّدَاءِ مِنْ شِدَّةِ جَذْبَتِهِ، ثُمَّ قَالَ : يَا مُحَمَّدُ، مُرْلِيْ مِنْ مَالِ اللّٰهِ الَّذِيْ عِنْدَكَ، فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ فَضَحِكَ، ثُمَّ أَمَرَلَهُ بِعَطَاءٍ » رواه البخاري، ومسلم.

১৪০১। হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। আমি রাসূল (সা)-এর সাথে হেটে যাচ্ছিলাম। তাঁর গায়ে মোটা পাড়ের একটা চাদর ছিল। সহসা জনৈক বেদুঈন তার সামনে এলো। তাঁর চাদর ধরে জোরে টান দিল। তখন আমি রাসূল (সা)-এর ঘাড়ের দিকে তাকালাম। দেখলাম তার প্রবল টানের প্রভাবে রাসূলের (সা) ঘাড়ে দাগ পড়ে গেছে। সে বললো ঃ হে মুহাম্মাদ, আল্লাহর যে সম্পদ আপনার কাছে রয়েছে, তা থেকে কিছু আমাকে দেয়ার নির্দেশ দিন। রাসূল (সা) তার দিকে তাকিয়ে হেঁসে দিলেন এবং তাকে কিছু দেয়ার নির্দেশ দিলেন। (বুখারী ও মুসলিম)

١٤٠٢- وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : كَأَنِّيْ أَنْظُرُ إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْكِيْ نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ ضَرَبَهُ قَوْمُهُ، فَأَدْمَوْهُ، وَهُوَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ، وَيَقُوْلُ : «اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِيْ فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ» رواه البخاري، ومسلم.

১৪০২। হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বলেন ঃ মনে হচ্ছে, আমি যেন রাসূল (সা) কে এখনো দেখতে পাচ্ছি, তিনি আল্লাহর কোন এক নবীর ঘটনা বর্ণনা করছেন। তাঁকে তার স্বজাতির লোকেরা মারতে মারতে রক্তাক্ত করে দিয়েছিল। তথাপি তিনি নিজের মুখের রক্ত মুছতে মুছতে বলছিলেন ঃ "হে আল্লাহ, আমার জাতিকে ক্ষমা কর। তারা জানে না।" (বুখারী ও মুসলিম)

١٤٠٣–وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : «وَجَبَتْ مَحَبَّةُ اللّٰهِ عَلٰى مَنْ أُغْضِبَ فَحَلُمَ» رواه الأصبهانى، وفى سنده أحمد بن داود بن عبد الغفار المصرى شيخ الحاكم، وقد وثقه الحاكم وحده.

১৪০৩। হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তিকে উস্কানি দেয়া হয় ও উত্তেজিত করা হয়, এবং তারপরও সে ধৈর্যধারণ করে, তাকে ভালোবাসা আল্লাহর জন্য ওয়াজিব হয়ে যায়। (ইসবাহানি ও হাকেম)

١٤٠٤– وتقدم حديث عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِمَا يُشَرِّفُ اللّٰهُ بِهِ الْبُنْيَانَ، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟» قَالُوْا : نَعَمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، قَالَ : «تَحْلُمُ عَلٰى مَنْ جَهِلَ عَلَيْكَ، وَتَعْفُوْ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، وَتُعْطِىْ مَنْ حَرَمَكَ، وَتَصِلُ مَنْ قَطَعَكَ» رواه الطبرانى، والبزار.

১৪০৪। হযরত উবাদা ইবনুস সামেত (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ আমি কি তোমাদেরকে জানাবো না কিসের দ্বারা আল্লাহ বাসভবনকে সম্মানিত করেন এবং মর্যাদা বৃদ্ধি করেন? সবাই বললো ঃ হে রাসূল, বলুন। তিনি বললেন ঃ যে ব্যক্তি তোমার সাথে নির্বোধ সুলভ আচরণ করে, তার প্রতি সহিষ্ণুতা দেখাবে, যে ব্যক্তি তোমাকে বঞ্চিত করে তাকে দান করবে, যে ব্যক্তি তোমার ওপর যুলুম করে তাকে ক্ষমা করবে, যে ব্যক্তি তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে তুমি তার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করবে। (তাবরানী বাযযার)

١٤٠٥– وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «لَيْسَ الشَّدِيْدُ بِالصُّرْعَةِ، إِنَّمَا الشَّدِيْدُ الَّذِىْ يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ» رواه البخارى، ومسلم.

১৪০৫। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ প্রতিপক্ষকে ধরাশায়ী করায় বাহাদুরী নেই। বাহাদুরী আছে সেই ব্যক্তির যে রাগের সময় নিজেকে সংযত রাখতে পারে। (বুখারী ও মুসলিম)

الترغيب فى طلاقة الوجه، وطيب الكلام

ভালো কথা বলা ও হাসিমুখ থাকার জন্য উৎসাহ প্রদান

١٤٠٦- عَنْ أَبِى ذَرٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لاَ تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوْفِ شَيْئًا، وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِيْقٍ» رواه مسلم.

১৪০৬। হযরত আবু যর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ কোন ভালো কাজকেই অবজ্ঞা করো না। এমনকি তোমার ভাই-এর সাথে হাসিমুখে সাক্ষাৎ করাও একটা মহৎ কাজ। (মুসলিম)

١٤٠٧- وَعَنِ الْحَسَنِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «مِنَ الصَّدَقَةِ أَنْ تُسَلِّمَ عَلَى النَّاسِ، وَأَنْتَ طَلِيْقُ الْوَجْهِ» رواه ابن أبى الدنيا، وهو مرسل.

১৪০৭। হযরত হাসান (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ মানুষের সাথে তোমার হাসিমুখে সাক্ষাৎ করাটাও একটা সদকা বিশেষ। (ইবনে আবিদ দুনিয়া)

١٤٠٨- وَعَن أَبِىْ ذَرٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَبَسُّمُكَ فِىْ وَجْهِ أَخِيْكَ [لَكَ] صَدَقَةٌ، وَأَمْرُكَ بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهْيُكَ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَإِرْشَادُكَ الرَّجُلَ فِى أَرْضِ الضَّلاَلِ لَكَ صَدَقَةٌ، وَإِمَاطَتُكَ الأَذَى وَالشَّوْكَ، وَالْعَظْمَ عَنِ الطَّرِيْقِ لَكَ صَدَقَةٌ، وَإِفْرَاغُكَ مِنْ دَلْوِكَ فِى دَلْوِ أَخِيْكَ لَكَ صَدَقَةٌ» رواه الترمذى وحسنه، وابن حبان فى صحيه.

১৪০৮। হযরত আবু যর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ তোমার ভাই এর সামনে তোমার মুচকি হাসিও একটা ছদকা। সৎকাজের আদেশ দান ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ করাও একটা সদকা ও মহৎ কাজ। পথ হারানো ভাইকে পথ

দেখানোও একটা সদকা। রাস্তা থেকে ময়লা কাঁটা হাড়গোড় সরানোও একটা সদকা। আর তোমার বালতি থেকে তোমার ভাই-এর বালতিতে পানি দেয়াও একটা সদকা। (তিরমিযী, ইবনে হাব্বান)

١٤٠٩- وَعَنْ أَبِيْ جَرِي الْهُجَيْمِي رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : أَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَقُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ، إِنَّا قَوْمٌ مِّنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ، فَعَلِّمْنَا شَيْئًا يَنْفَعُنَا اللّٰهُ بِهِ؟ فَقَالَ: «لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوْفِ شَيْئًا، وَلَوْ أَنْ تُفْرِغَ مِنْ دَلْوِكَ فِيْ إِنَاءِ الْمُسْتَسْقِيْ، وَلَوْ أَنْ تُكَلِّمَ أَخَاكَ وَوَجْهُكَ إِلَيْهِ مُنْبَسِطٌ، وَإِيَّاكَ وَإِسْبَالَ الْإِزَارِ فَإِنَّهُ مِنَ الْمَخِيْلَةِ، وَلَا يُحِبُّهَا اللّٰهُ، وَإِنِ امْرُؤٌ شَتَمَكَ بِمَا يَعْلَمُ فِيْكَ فَلَا تَشْتُمْهُ بِمَا تَعْلَمُ فِيْهِ، فَإِنَّ أَجْرَهُ لَكَ وَوَبَالَهُ عَلَى مَنْ قَالَهُ» رواه أبو داود، والترمذي، وقال : حديث حسن صحيح، والنسائي مفرقا، وابن حبان في صحيحه واللفظ له.

১৪০৯। হযরত আবু জারী আল হুজাইমী বলেন ঃ আমি রাসূল (সা)-এর কাছে এলাম। বললাম ঃ হে রাসূল, আমরা একটা বেদুঈন জনগোষ্ঠী। কাজেই আমাদের এমন কিছু শিখিয়ে দিন, যা আমাদের জন্য লাভজনক। রাসূল (সা) বললেন, কোন ভাল কাজকেই অবজ্ঞা করবে না, এমনকি নিজের বালতি থেকে অন্যের বালতিতে পানি ঢেলে দেয়াকেও নয়, এবং তোমার ভাই এর সাথে হাসিমুখে কথা বলাকেও নয়। আর সাবধান, তোমার পাজামা যেন গিরের নীচে না নামে। কেননা এটা অহংকারের শামিল। আল্লাহ এটাকে পছন্দ করেন না। আর কেউ যদি তোমাকে তোমার ভেতরে যথার্থই যে ত্রুটি রয়েছে, তার উল্লেখ করে তোমাকে তিরস্কার করে, তবে তুমি তার ভেতরে সত্যি সত্যি যে ত্রুটি রয়েছে, তার উল্লেখ করে তাকে তিরস্কার করো না। তুমি যদি এটা না কর, তাহলে তুমি (ধৈর্যের) সাওয়াব পাবে। আর সে (তিরস্কারের) শাস্তি ভোগ করবে। (আবু দাউদ, তিরমিযী ও নাসায়ী)

١٤١٠- وَعَنْ عَدِىِّ بْنِ حَاتِمٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اِتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ» رواه البخارى، ومسلم.

১৪১০। হযরত আদী ইবনে হাতেম (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ একটা খোরমার অংশ বিশেষ দান করেও যদি পার, দোযখ থেকে নিষ্কৃতি অর্জন কর। তাও যদি না পার, তবে একটা ভালো কথা বলে নিষ্কৃতি অর্জন কর। (বুখারী ও মুসলিম)

الترغيب فى إفشاء السلام

সালাম দেয়ার ফযীলত

١٤١١- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَىُّ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ ؟ قَالَ : «تُطْعِمُ الطَّعَامَ، وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلٰى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ» رواه البخارى، ومسلم، أبو داود، والنسائى، وابن ماجه.

১৪১১। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আ'স (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) কে এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো ঃ কি ধরণের ইসলাম ভালো? তিনি বললেন ঃ মানুষকে খানা খাওয়াবে, এবং চেনা-অচেনা যে-ই হোক, সবাইকে সালাম করবে। (বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ)

দ্রষ্টব্য ঃ এ হাদীস থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, সালাম দেয়ার জন্য কারো পরিচয় জানার প্রয়োজন নেই। সে মুসলমান না অমুসলমান, সেটা না জেনেও সালাম দেয়া বৈধ।

١٤١٢- وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ حَتّٰى تُؤْمِنُوْا،

وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ؟ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ» رواه مسلم، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه.

১৪১২। হযরত আবু হুবায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ তোমরা ঈমানদার না হলে বেহেশতে যেতে পারে না। আর তোমরা পরস্পরের প্রীতি ও ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ না হলে ঈমানদার হতে পারবে না। কিভাবে পরস্পরে প্রীতি ও ভালোবাসা গড়ে উঠবে তা কি আমি জানাবো? পরস্পরের মধ্যে সালামের লেনদেন কর। (মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ)

١٤١٣- وَعَنْ ابْنِ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «دَبَّ إِلَيْكُمْ دَاءُ الأُمَمِ قَبْلَكُمْ : الْبَغْضَاءُ، وَالْحَسَدُ، وَالْبَغْضَاءُ هِيَ الْحَالِقَةُ، لَيْسَ حَالِقَةَ الشَّعْرِ، وَلٰكِنْ حَالِقَةُ الدِّيْنِ، وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا، وَلا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِمَا يُثْبِتُ لَكُمْ ذٰلِكَ؟ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ» رواه البزار بإسناد جيد.

১৪১৩। হযরত ইবনে যুবাইর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিগুলোর রোগ হিংসা ও বিদ্বেষ তোমাদের ভেতরে ঢুকে পড়েছে। বিদ্বেষ তো দীনদারীকেই ধ্বংস করে দেয়। আল্লাহর কসম, তোমরা ঈমানদার না হলে বেহেশতে যেতে পারবে না, আর পারস্পরিক প্রীতি ভালোবাসা ছাড়া ঈমানদার হতে পারবে না। এখন এই পারস্পরিক প্রীতি ভালোবাসা কিভাবে সৃষ্টি হবে। তা কি আমি বলবো? পরস্পরের ভেতরে সালামের প্রসার ঘটাও। (বাযযার)

١٤١٤- وَرُوِيَ عَنْ شَيْبَةَ الْحَجَبِيْ عن عمه رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ثَلَاثٌ يُصْفِيْنَ لَكَ وُدَّ أَخِيْكَ : تُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيْتَهُ، وَتُوَسِّعُ لَهُ فِيْ الْمَجْلِسِ، وَتَدْعُوْهُ بِأَحَبِّ أَسْمَائِهِ إِلَيْهِ» رواه الطبراني في الأوسط.

১৪১৪। হযরত শায়রা আল-হাজাবী থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ তিনটি জিনিস তোমার প্রতি তোমার ভাই-এর নির্ভেজাল ভালোবাসা সৃষ্টি করবে ঃ দেখা হলেই তাকে সালাম দেবে, মসলিসে তাকে বসার জন্য প্রশস্ত জায়গা দেবে এবং তার প্রিয়তম নামে তাকে ডাকবে। (তাবরানী)

١٤١٥- وَعَنْ أَبِيْ يُوْسُفَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلاَمَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : «يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَفْشُوْا السَّلاَمَ، وَأَطْعِمُوْا الطَّعَامَ، وَصَلُّوْا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، تَدْخُلُوْا الْجَنَّةَ بِسَلاَمٍ» رواه الترمذى، وقال : حديث حسن صحيح.

১৪১৫। হযরত আবু ইউসুফ আব্দুল্লাহ বিন সালাম থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ হে মানবমন্ডলী, সালামের প্রসার ঘটাও, মানুষকে খানা খাওয়াও, রাতে মানুষ যখন ঘুমিয়ে থাকে তখন নামায পড়, তা হলে সচ্ছন্দে বেহেশতে যেতে পারবে। (তিরমিযী)

١٤١٦- وَعَنْ أَبِيْ شُرَيْحٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَخْبِرْنِيْ بِشَيْئٍ يُوْجِبُ لِيْ الْجَنَّةَ ؟ قَالَ : «طِيْبُ الْكَلاَمِ، وَبَذْلُ السَّلاَمِ، وَإِطْعَامُ الطَّعَامِ» رواه الطبرانى، وابن حبان فى صحيحه فى حديث، والحاكم وصححه.

১৪১৬। হযরত আবু শুরাইহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বললেন ঃ হে রাসূল, আমাকে এমন একটা জিনিস শিখিয়ে দিন, যা আমার জন্য জান্নাতকে অবধারিত করে দেবে। রাসূল (সা) বললেন ঃ ভালো কথা বলা, সালাম দেয়া ও খানা খাওয়ানো। (তাবরানী, ইবনে হাব্বান ও হাকেম)

١٤١٧- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ : رَدُّ السَّلاَمِ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيْضِ، وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ،

وَتَشْمِيْتُ الْعَاطِسِ» رواه البخارى، ومسلم، وأبو داود.

১৪১৭। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ মুসলমানদের ওপর মুসলমানের পাঁচটা অধিকার ঃ সালাম দিলে তার জবাব দেয়া, রোগাক্রান্ত হলে তাকে দেখতে যাওয়া, মারা গেলে তার জানাযা ও দাফনে শরীক হওয়া, তার দাওয়াত গ্রহণ করা এবং সে হাঁচি দিয়ে আল হামদুলিল্লাহ বললে ইয়ারহামুকাল্লাহু, (আল্লাহ তোমার ওপর রহমত করুন) বলা। (বুখারী, মুসলিম ও আবু দাউদ)

মুসলিম শরীফের অপর বর্ণনায় বলা হয়েছে ৬টা অধিকার ঃ কোন মুসলমানের সাথে দেখা হলে তাকে সালাম করা, দাওয়াত দিলে তা গ্রহণ করা, কোন সৎপরামর্শ চাইলে সৎপরামর্শ দেয়া, হাঁচি দিয়ে আল হামদুলিল্লাহ বললে ইয়ারহামকাল্লাহু বলা, রোগাক্রান্ত হলে তাকে দেখতে যাওয়া এবং মারা গেলে তার দাফনে অংশ গ্রহণ করা। (তিরমিযী ও নাসয়ীর বর্ণনাও অনুরূপ)।

١٤١٨- وَعَنْ أَبِىْ أُمَامَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِاللّٰهِ مَنْ بَدَأَهُمْ بِالسَّلَامِ» رواه أبو داود، والترمذى.

১৪১৮। হযরত আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি সর্বপ্রথম সালাম দেয়, আল্লাহর কাছে সে-ই সর্বাধিক প্রিয়। (আবু দাউদ, তিরমিযী)

١٤١٩- وَعَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِىْ، وَالْمَاشِىْ عَلَى الْقَاعِدِ، وَالْمَاشِيَيْنِ أَيُّهُمَا بَدَأَ فَهُوَ أَفْضَلُ» رواه البزار، وابن حبان فى صحيحه.

১৪১৯। হযরত জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ আরোহী পদচারীকে, এবং পদচারী পথিপার্শে বসে থাকা ব্যক্তিকে সালাম করবে। আর দুই পদচারীর মধ্যে যে জন আগে সালাম দেবে সে উত্তম। (বাযযার ও ইবনে হাব্বান)

١٤٢٠- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ- يَعْنِى ابْنَ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰه عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «اَلسَّلَامُ اِسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَضَعَهُ فِى الْأَرْضِ؛ فَأَفْشُوْهُ بَيْنَكُمْ، فَإِنَّ الرَّجل الْمُسْلِمَ إِذَا مَرَّ بِقَوْمٍ فَسلم عليْهِمْ، فردُّوا عليْه، كَانَ لَهُ عليْهِمْ فَضْلُ دَرَجَةٍ؛ بِتذْكِيْرِه إِيَّاهُمُ السَّلَام، فَإِنْ لَمْ يردُّوا عليْه رَدَّ عَلَيْهِ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُمْ» رواه البزار، والطبرانى، وأحد إسنادى البزار جيد قوى.

১৪২০। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ সালাম হচ্ছে আল্লাহর অনেকগুলো নামের মধ্যে একটা নাম। এটাকে তিনি পৃথিবীতে রেখে দিয়েছেন। কাজেই এটাকে তোমরা নিজেদের মধ্যে ছড়িয়ে দাও। একজন মুসলমান যখন এক দল লোকের কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় সালাম করে, এবং তারা তার জবাব দেয়, তখন ঐ ব্যক্তি তাদেরকে সালামের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়ার কারণে এক ধাপ বেশী মর্যাদা লাভ করে। তারা যদি তার সালামের জবাব না দেয় তবে যারা তাদের চেয়ে উত্তম, (অর্থাৎ ফেরেশতারা) তারা সালামের জবাব দেবে। (বাযযার, তাবরানী)

١٤٢١- وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : «كُنَّا إِذَا كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَفَرَّقَ بَيْنَنَا شَجَرَةٌ، فَإِذَا الْتَقَيْنَا يُسَلِّمُ بَعْضُنَا عَلٰى بَعْضٍ» رواه الطبرانى بإسناد حسن.

১৪২১। হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। আমরা যখন রাসূল (সা)-এর সাথে থাকতাম, তখন কথা কাটা-কাটির কারণে কখনো কখনো আমাদের ভেতরে সাময়িক সম্পর্কচ্ছেদ ঘটতো। পরে যখনই আমারা একত্রিত হতাম, পরস্পকে সালাম করতাম। (তাবরানী)

١٤٢٢- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «إِذَا انْتَهٰى أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَجْلِسِ فَلْيُسَلِّمْ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَقُوْمَ فَلْيُسَلِّمْ، فَلَيْسَتِ الْأُوْلٰى بِأَحَقَّ مِنَ الْاٰخِرَةِ» رواه أبو داود، والترمذي، وحسنه، والنسائي، وزادرزين : «وَمَنْ سَلَّمَ عَلٰى قَوْمٍ حِيْنَ يَقُوْمُ عَنْهُمْ كَانَ شَرِيْكَهُمْ فِيْمَا خَاضُوْا مِنَ الْخَيْرِ بَعْدَهُ».

১৪২২। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ যখন তোমাদের কোন ব্যক্তি কোন মজলিসে উপস্থিত হয়, তখন তার সালাম করা উচিত। তারপর সে যখন ঐ মজলিস থেকে উঠে যাবে, তখনও তার সালাম করা উচিত। কেননা যারা মজলিসে আগে এসেছে, তারা পরে আগমণকারীর চেয়ে বেশী সালাম করার দায়িত্ব বহন করে না। (আবু দাউদ, তিরমিযী ও নাসায়ী) রুযাইন ও এ হাদীস উদ্ধৃত করেছেন, তবে সেখানে এ কথাও রয়েছে ঃ যে ব্যক্তি কোন মজলিস থেকে উঠে আসার সময় তাদেরকে সালাম করবে, সে ঐ মজলিসে তার পরে যেসব ভালো কাজ হবে, তাতে অংশীদার গণ্য হবে।

١٤٢٣- وَرُوِيَ عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «مَنْ قَالَ : اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ، كُتِبَتْ لَهٗ عَشْرُ حَسَنَةٍ، وَمَنْ قَالَ : اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ، كُتِبَتْ لَهٗ عِشْرُوْنَ حَسَنَةً، وَمَنْ قَالَ : اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ، كُتِبَتْ لَهٗ ثَلَاثُوْنَ حَسَنَةً» رواه الطبراني.

১৪২৩। হযরত সাহল বিন হুনাইফ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি শুধু "আসসালামু আল্লাকুম" বলবে, সে দশগুণ সওয়াব পাবে, যে ব্যক্তি " আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ" বলবে, সে পাবে বিশগুণ, এবং যে ব্যক্তি "আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বরাকাতুহু" বলবে, সে পাবে ত্রিশ গুণ সওয়াব। (তাবরানী)

١٤٢٤- وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَعْجَزُ النَّاسِ مَنْ عَجَزَ فِى الدُّعَاءِ، وَأَبْخَلُ النَّاسِ مَنْ بَخِلَ بِالسَّلَامِ» رواه الطبرانى.

১৪২৪। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে দোয়াও করতে পারে না, তার মত অক্ষম আর নেই। আর যে ব্যক্তি সালাম দিতে কার্পণ্য করে, তার মত কৃপণ আর নেই। (তাবরানী)

١٤٢٥- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَسْرَقُ النَّاسِ الَّذِىْ يَسْرِقُ صَلَاتَهُ» قِيْلَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، وَكَيْفَ يَسْرِقُ صَلَاتَهُ؟ قَالَ : «لَا يُتِمُّ رُكُوْعَهَا وَلَا سُجُوْدَهَا، وَأَبْخَلُ النَّاسِ مَنْ بَخِلَ بِالسَّلَامِ» رواه الطبرانى بإسناد جيد.

১৪২৫। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি নামায চুরি করে, সে হচ্ছে সবচেয়ে বড় চোর। জিজ্ঞেস করা হলো ঃ হে রাসূল, মানুষ নামায কিভাবে চুরি করে? রাসূল (সা) বললেন ঃ ভালোভাবে রুকু সিজদা করে না। তারপর বললেন ঃ আর সবচেয়ে বড় কৃপণ হচ্ছে সেই ব্যক্তি, যে সালাম করতে কার্পণ্য করে।

١٤٢٦- وَعَنْ أَبِىْ أُمَامَةَ الْبَاهِلِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَوَكِّئًا عَلَى عَصًا، فَقُمْنَا إِلَيْهِ، فَقَالَ : «لَاتَقُوْمُوْا كَمَا تَقُوْمُ الْأَعَاجِمُ يُعَظِّمُ بَعْضُهَا بَعْضًا» رواه أبو داود، وابن ماجه.

১৪২৬। হযরত আবু উমামা বাহেলী (রা) থেকে বর্ণিত। একবার রাসূল (সা) একটা লাঠিতে ভড় করে আমাদের কাছে এলেন। আমরা তৎক্ষণাত উঠে দাঁড়ালাম। তিনি বললেন ঃ অনারবরা যে রকম একজন অপর জনকে সম্মান দেখানোর জন্য উঠে দাঁড়ায়, তোমরা সে রকম উঠে দাঁড়িও না।” (আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ)

الترغيب فى المصافحة

والترهيب من الإشارة فى السلام

وماجاء فى السلام على الكفار

মোসাফাহা করা, ইশারায় সালাম করা ও কাফিরদেরকে সালাম করা প্রসঙ্গ

١٤٢٧-وَعَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافَحَانِ إِلاَّ غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَا» رواه أبو داود، والترمذى، كلاهما من رواية الأجلح عن أبى أسحاق عن البراء، وقال الترمذى : حديث حسن غريب.

وفى رواية الأبى داود : قَالَ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ فَتَصَافَحَا وَحَمِدَا اللَّه وَاسْتَغْفَرَاهُ غُفِرَ لَهُمَا».

১৪২৭। হযরত বারা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন, যখনই দু'জন মুসলমানের সাক্ষাৎ হয় এবং তারা হাত মেলায়। তখন তাদের বিচ্ছিন্ন হবার আগেই তাদের সমস্ত গুনাহ মাফ হয়ে যায়। (আবু দাউদ, তিরমিযী)

আবু দাউদের অপর বর্ণনা মতে ঃ রাসূল (সা) বলেছেন ঃ যখন দু'জন মুসলমান মিলিত হয়ে হাত মেলায়, আল্লাহর প্রশংসা করে ও তার কাছে ক্ষমা চায়। তখন তাদের উভয়কে ক্ষমা করা হয়।

١٤٢٨- وروى الطبرانى عن أبى داود الأعمى -وهو متروك- قَالَ : لَقِيَنِي الْبَرَاءَ ابْنَ عَازِبٍ، فَأَخَذَ بِيَدِيْ وصَافَحَنِيْ، وَضَحِكَ فِيْ وَجْهِيْ، ثُمَّ قَالَ : أَتَدْرِيْ لِمَ أَخَذْتُ بِيَدِكَ؟ قُلْتُ :

لَا، إِلَّا أَنَّنِيْ ظَنَنْتُ أَنَّكَ لَمْ تَفْعَلْهُ إِلَّا لِخَيْرٍ، فَقَالَ : إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِيَنِيْ، فَفَعَلَ بِيْ ذٰلِكَ، ثُمَّ قَالَ : «تَدْرِيْ لِمَ فَعَلْتُ بِكَ ذٰلِكَ؟» قُلْتُ : لَا : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «إِنَّ الْمُسْلِمَيْنِ إِذَا الْتَقَيَا وَتَصَافَحَا، وَضَحِكَ كُلُّ [وَاحِدٍ] مِنْهُمَا فِيْ وَجْهِ صَاحِبِهِ، لَا يَفْعَلَانِ ذٰلِكَ إِلَّا لِلّٰهِ، لَمْ يَتَفَرَّقَا حَتَّى يُغْفَرَ لَهُمَا».

১৪২৮। তাবরানীতে বর্ণিত হয়েছে ঃ অন্ধ আবু দাউদ বলেন ঃ বারা ইবনে আযেব আমার সাথে সাক্ষাৎ করলেন, আমার হাত ধরলেন, হাতে হাত মেলালেন, এবং আমার মুখের ওপর হেসে দিলেন। তারপর বললেন ঃ তুমি কি জান, কেন আমি তোমার হাত ধরেছি। আমি বললাম ঃ না, তবে ধারণা করেছি যে, আপনি কোন ভালো উদ্দেশ্যে ছাড়া এটা করেননি। তখন বারা বললেন ঃ রাসূল (সা) একবার আমার সাথে সাক্ষাৎ করলেন, তারপর এরূপ করলেন। (অর্থাৎ হাতে হাত মেলালেন) তারপর বললেন ঃ তুমি কি জান, তোমার সাথে কেন এরকম করলাম? আমি বললাম ঃ না। তখন রাসূল (সা) বললেন ঃ যখন দু'জন মুসলমান পরস্পরে মিলিত হয় হাতে হাত মেলায়, উভয়ে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে হাসে, এবং শুধু আল্লাহর উদ্দেশ্যেই এ সব কিছু করে, তারা বিচ্ছিন্ন হবার আগেই তাদের গুনাহ মাফ হয়ে যায়।

١٤٢٩- وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : «كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَلَاقَوْا تَصَافَحُوْا، وَإِذَا قَدِمُوْا مِنْ سَفَرٍ تَعَانَقُوْا» رواه الطبراني، ورواته محتج بهم في الصحيح.

১৪২৯। হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ রাসূলের (সা) সাহাবীগণ যখনই পরস্পরে মিলিত হতেন, মোসাফাহা করতেন (হাতে হাত মেলাতেন) আর যখন কোন সফর থেকে আসতেন, পরস্পরকে আলিংগন করতেন। (তাবরানী)

١٤٣٠- وَعَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا لَقِيَ الْمُؤْمِنَ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، وَأَخَذَ بِيَدِهِ، فَصَافَحَهُ، تَنَاثَرَتْ خَطَايَاهُمَا كَمَا يَتَنَاثَرُ وَرَقُ الشَّجَرِ» رواه الطبراني في الأوسط، ورواته لا أعلم فيهم مجروحا.

১৪৩০। হযরত হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ কোন মুমিন যখন আরেকজন মুমিনের সাথে সাক্ষাৎ করে, তাকে সালাম করে, তার হাত ধরে ও মোসাফাহা করে, তখন গাছের মরা পাতা ঝরে পড়ার মত তাদের গুনাহগুলো ঝরে পড়ে। (তাবরানী)

١٤٣١- وَعَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الْمُسْلِمَيْنِ إِذَا الْتَقَيَا فَتَصَافَحَا وَتَسَاءَلَا أَنْزَلَ اللّٰهُ بَيْنَهُمَا مِائَةَ رَحْمَةٍ : تِسْعَةً وَتِسْعِيْنَ لِأَبَشِّهِمَا وَأَطْلَقِهِمَا وَأَبَرِّهِمَا وَأَحْسَنِهِمَا مَسَاءَلَةً بِأَخِيْهِ» رواه الطبراني بأسناد فيه نظر.

১৪৩১। হযরত আবু হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ যখন দু'জন মুসলমান মিলিত হয়, মোসাফাহা করে এবং পরস্পরের কুশলাদি জিজ্ঞেস করে, তখন আল্লাহ তায়ালা তাদের মধ্যে একশোটা রহমত নাযিল ও বন্টন করেন ঃ তন্মধ্যে ৯৯টা পায় সেই ব্যক্তি, যে উভয়ের মধ্যে বেশী হাসি মুখ, বেশী ভালো ব্যবহারকারী, এবং কুশলাদি জিজ্ঞেস করায় অধিকতর পটু। (তাবরানী)

١٤٣٢- وَعَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا لَقِيَ أَخَاهُ فَأَخَذَ بِيَدِهِ تَحَاتَّتْ عَنْهُمَا ذُنُوْبُهُمَا كَمَا يَتَحَاتُّ الْوَرَقُ عَنِ الشَّجَرَةِ الْيَابِسَةِ فِيْ يَوْمِ رِيْحٍ عَاصِفٍ، وَإِلَّا غُفِرَ لَهُمَا، وَلَوْ كَانَتْ

ذُنُوْبُهُمَا مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ » رواه الطبراني بأسناد حسن.

১৪৩২। হযরত সালমান ফারসী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ কোন মুসলমান যখন তার অপর মুসলমান ভাই-এর সাথে মিলিত হয় এবং তার হাতে হাত রাখে, তখন ঝড়ের দিনে যেভাবে শুকনো গাছের পাতা ঝরে পড়ে, ঠিক সেইভাবে তাদের উভয়ের গুনাহগুলো ঝরে পড়ে যায়, যদিও তাদের গুনাহ সাগরের ফেনার সমান হয়। (তাবরানী)

١٤٣٣- وَعَنْ عَطَاءَ الْخُرَاسَانِي أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «تَصَافَحُوْا يَذْهَبْ [عَنْكُمْ] الْغِلُّ، وتهادوْا تَحَابُّوْا وَتَذْهَبِ الشَّحْنَاءُ». رواه مالك هكذا معضلا، وقد أسند من طرق فيها مقال.

১৪৩৩। হযরত আতা খোরাসানী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ তোমরা হাতে হাত মেলাও মনের সমস্ত ক্লেদ দূর হয়ে যাবে, আর একে অপরে উপহার বিনিময় কর, তোমাদের ভেতরে পারস্পরিক ভালোবাসার সৃষ্টি হবে, এবং হিংসা-বিদ্বেষ দূর হয়ে যাবে। (মালেক)

١٤٣٤- وَرُوِىَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّهَ بِغَيْرِنَا، لاَ تَشَبَّهُوْا بِالْيَهُوْدِ وَلاَ بِالنَّصَارٰى، فَإِنَّ تَسْلِيْمَ الْيَهُوْدِ الْإِشَارَةُ بِالْأَصَابِعِ، وَإِنَّ تَسْلِيْمَ النَّصَارٰى بِالْاَكُفِّ». رواه الترمذى، والطبرانى.

১৪৩৪। হযরত আমর ইবনে শুয়াইব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি বিধর্মীদের সাথে সদৃশ্য অবলম্বন করে, সে আমাদের কেউ নয়। তোমরা ইহুদী ও খৃস্টানদের সাথে সাদৃশ্য অবলম্বন করো না। ইহুদীরা সালাম করে আংগুলের ইশারায় আর খৃস্টনরা সালাম করে হাতের পাতা দিয়ে। (তিরমিযী, তাবরানী)

١٤٣٥- وَعَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «تَسْلِيْمُ الرَّجُلِ بِأُصْبَعٍ وَاحِدَةٍ يُشِيْرُ بِهَا فِعْلُ الْيَهُوْدِ». رواه أبو يعلى، ورواته رواة الصحيح، والطبراني، واللفظ له.

১৪৩৫। হযরত জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ কাউকে এক আংগুল দিয়ে সালাম করা ইহুদীদের কাজ। (আবু ইয়ালা ও তাবরানী)

١٤٣٦- وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «لَا تَبْدَءُوْا الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارٰى بِالسَّلَامِ، وَإِذَا لَقِيْتُمْ أَحَدَهُمْ فِىْ طَرِيْقٍ فَاضْطَرُّوْهُمْ إِلٰى أَضْيَقِهِ». رواه مسلم، واللفظ له. وأبو داود، والترمذى.

১৪৩৬। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেনঃ তোমরা ইহুদী ও খৃস্টানদেরকে প্রথমে সালাম করো না। আর তাদের কারো সাথে রাস্তায় দেখা হলে তাকে রাস্তার সংকীর্ণতম অংশে যেতে বাধ্য কর। (মুসলিম, আবু দাউদ ও তিরমিযী)

١٤٣٧- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ فَقُوْلُوْا : وَعَلَيْكُمْ». رواه البخارى، ومسلم وأبو داود. والترمذى، وابن ماجه.

১৪৩৭। হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ যখন আহলে কিতাব (ইহুদী ও খৃস্টান) তোমাদেরকে সালাম করবে, তখন তোমরা বলবে ঃ "ওয়ালাইকুম।" (বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)

الترهيب أن يطلع الإنسان فى دار قبل أن يستأذن

বিনা অনুমতিতে কারো বাড়ীর ভেতরে তাকানোর বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী

١٤٣٨- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنِ اطَّلَعَ فِىْ بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ، فَقَدْ حَلَّ لَهُمْ أَنْ يَفْقِئُوْا عَيْنَهُ » رواه البخارى، ومسلم، وأبو داود، إلا أنه قال : « ففقئوا عينه فقد هدرت ».

وفى رواية للنسائى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « مَنِ اطَّلَعَ فِىْ بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَفَقَئُوْا عَيْنَهُ فَلَا دِيَةَ لَهُ وَلَا قِصَاصَ »

১৪৩৮। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি অন্যের বাড়ীর ভেতরে মালিকের বিনা অনুমতিতে দৃষ্টি দেয়, তার চোখ বের করে নেয়া বাড়ীর মালিকদের জন্য বৈধ্য হয়ে যায়। (বুখারী, মুসলিম ও আবু দাউদ) তবে আবু দাউদের বর্ণনা অনুসারে হাদীসের শেষ বাক্যটা এরকম ঃ বাড়ীর মালিকরা যদি তার চোখ তুলে ফেলে, তবে তা অপরাধ হবে না।

নাসায়ীর বর্ণনায় বলা হয়েছে ঃ চোখ তুলে ফেললে কোন দিয়াত (আর্থিক ক্ষতিপুরণ) বা কিসাস (শরিয়তের বিধান অনুসারে সমপরিমাণ শাস্তি অর্থাৎ চোখের বদলে চোখ দেয়া) প্রযোজ্য হবে না।

١٤٣٩- وعن عبادة- يعنى بان الصامت - رضى الله عنه أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الاسْتِئْذَانِ فِىْ الْبُيُوْتِ؟ فَقَالَ : « مَنْ دَخَلَتْ عَيْنُهُ قَبْلَ أَنْ يَسْتَأْذِنَ، وَيُسَلِّمَ، فَلَا إِذْنَ لَهُ، وَقَدْ عَصَى رَبَّهُ ». رواه الطبرانى من حديث

إسحاق بن يحيى عن عبادة، ولم يسمع منه، ورواته ثقات.

১৪৩৯। হযরত উবাদা ইবনুস সামেত (রা) থেকে বর্ণিত। কারো বাড়ীতে প্রবেশের জন্য অনুমতি গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে রাসূল (সা)কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। জবাবে তিনি বললেন ঃ বাড়ীর অধিবাসীদের কাছ থেকে অনুমতি নেয়া ও তাদেরকে সালাম করার আগে যারা চোখ বাড়ীর ভেতরে প্রবেশ করাবে, তাকে আর অনুমতি দেয়া হবে না এবং সে তার প্রতিপালকের অবাধ্য গণ্য হবে। (তাবরানী)

١٤٤٠- وَعَنْ ثَوْبَانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ثَلَاثٌ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَفْعَلَهُنَّ : لَا يَؤُمَّ رَجُلٌ قَوْمًا فَيَخُصَّ نَفْسَهُ بِالدُّعَاءِ دُوْنَهُمْ، فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ، وَلَا يَنْظُرْ فِي قَعْرِ بَيْتٍ قَبْلَ أَنْ يَسْتَأْذِنَ، فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ دَخَلَ، وَلَا يُصَلِّيْ وَهُوَ حَقِنٌ حَتّٰى يَتَخَفَّفَ » رواه أبو داود واللفظ له، والترمذي، وحسنه، وابن ماجه مختصرا، ورواه بأبو داود أيضا من حديث أبي هريرة.

১৪৪০। হযরত ছাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ তিনটে কাজ করা কারো জন্য বৈধ নয়। কেউ যদি একদল মানুষের ইমামতি করে, তবে জামায়াতের অন্য সবাইকে বাদ দিয়ে কেবল নিজের জন্য দোয়া করা তার উচিৎ নয়। তা করলে সে তাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতক বিবেচিত হবে। বিনা অনুমতিতে কারো বাড়ীর ভেতরের দিকে তাকানো উচিৎ নয়। তাকালে সে ঐ বাড়ীতে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করেছে বলে বিবেচিত হবে। আর পেশাবের চাপসহ নামায পড়া অনুচিত। নামায পড়ার আগে পেশাব করে নিজেকে হালকা করে নেয়া উচিৎ। (আবু দাউদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজা)

الترهيب أن يتسمع حديث قوم يكرهون أن يسمعه

যারা পছন্দ করে না কেউ তাদের কথা শুনুক, তাদের কথা শুনতে চেষ্টা করা অন্যায়

١٤٤١- عَنْ اِبْنِ عَبَاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «مَنْ تَحَلَّمَ بِحُلْمٍ لَمْ يَرَهُ كُلِّفَ أَنْ يَعْقِدَ بَيْنَ شَعِيرَتَيْنِ، وَلَنْ يَفْعَلَ، وَمَنِ اسْتَمَعَ إِلَى حَدِيْثِ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُوْنَ صُبَّ فِىْ أُذُنَيْهِ الْأَنُكُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ صَوَّرَ صُوْرَةً عُذِّبَ، أَوْ كُلِّفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيْهَا الرُّوْحَ، وَلَيْسَ بِنَافِخٍ». وراه البخارى، وغيره.

১৪৪১। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি এমন মনগড়া স্বপ্নের কাহিনী শুনায়, যা সে দেখেনি, তাকে কিয়ামতের দিন দুটো যবের দানাকে যুক্ত করার আদেশ দেয়া হবে, অথচ তা সে কখনো করতে পারবে না, আর যে ব্যক্তি এমন কয়েকজন লোকের কথা শোনে, যারা তাদের কথা কেউ শুনুক এটা পছন্দ করে না। তার কানে কিয়ামতের দিন গলিত তপ্ত শীষা ঢেলে দেয়া হবে। আর যে ব্যক্তি কোনো (প্রাণীর) ছবি তৈরী করে, তাকে কিয়ামাতের দিন ঐ ছবিতে প্রাণ সঞ্চার করার আদেশ দেয়া হবে অথচ তা কখনো করতে পারবে না। (বুখারী)

الترغيب فى العزلة

لمن لا يأمن على نفسه عند الاختلاط

যখন সমাজের লোকদের সাথে মেলামেশা করা বিপজ্জনক হবে তখন নির্জন জীবন-যাপনে উৎসাহ প্রদান

١٤٤٢- وَعَنْ أَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَجُلٌ : أَىُّ النَّاسِ أَفْضَلُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ؟ قَالَ «مُؤْمِنٌ يُجَاهِدُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ». قَالَ : ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ : «ثُمَّ رَجُلٌ

مُعْتَزِلٌ فِيْ شِعْبٍ مِنَ الشِّعَابِ يَعْبُدُ رَبَّهُ».

وفى رواية « يَتَّقِى اللّٰهَ وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ » رواه البخارى، ومسلم، وغيرهما.

১৪৪২। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূল (সা) কে জিজ্ঞেস করলো ঃ হে রাসূল, কোন্ ব্যক্তি সর্বোত্তম? তিনি বললেন ঃ যে মুমিন আল্লাহর পথে জান ও মাল দিয়ে জিহাদ করে। সে বললো ঃ তারপর কে ? তিনি বললেন ঃ তারপর যে ব্যক্তি কোন পাহাড়ে বা জংগলে (অর্থাৎ নির্জনে) বসে আল্লাহর এবাদত করে, আল্লাহকে ভয় করে এবং জনগণকে তার ক্ষতি থেকে নিরাপদে রাখে।

١٤٤٣- وَعَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يُوْشِكُ أَنْ يَكُوْنَ خَيْرُ مَالِ الْمُسْلِمِ غَنَمٌ يَتَّبِعُ بِهَا شَغَفَ الْجِبَالِ، وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ، يَفِرُّ بِدِيْنِهِ مِنَ الْفِتَنِ» رواه مالك، والبخارى، وأبو داود، والنسائى، وابن ماجه.

১৪৪৩। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ একদিন হয়তো এমন আসবে, যখন একজন মুসলমানের সবচেয়ে ভালো সম্পদ হবে মেষপাল, যা নিয়ে সে পাহাড়ের ওপরে ও গুহায় অবস্থান করবে। এভাবে সে নিজের ধর্মকে বিপদাপদ থেকে রক্ষা করার জন্য পালিয়ে বেড়াবে। (মালেক, বুখারী, আবুদাউদ, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ)

١٤٤٤- وَعَنْ أَبِيْ مُوْسَى رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ بَيْنَ أَيْدِيْكُمْ فِتَنًا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيْهَا مُؤْمِنًا، وَيُمْسِيْ كَافِرًا، وَيُمْسِيْ مُؤْمِنًا، وَيُصْبِحُ كَافِرًا، وَالْقَاعِدُ فِيْهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ، وَالْقَائِمُ فِيْهَا خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِيْ، وَالْمَاشِيْ فِيْهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِيْ»

قَالُوْا : فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ : «كُوْنُوْا أَحْلَاسَ بُيُوْتِكُمْ» رواه أبو داود،

১৪৪৪। হযরত আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ অচিরেই তোমাদের ওপর এমন ভয়ংকর বিপদ-মুসিবত ও দুর্যোগ আসবে, যা অন্ধকার রাতের মত হবে। মানুষ তখন সকালে মুমিন বিকালে কাফির এবং সকালে কাফির ও বিকালে মুমিন হবে। তখন বসে থাকা মানুষ দাঁড়ানো মানুষের চেয়ে, দাঁড়ানো মানুষ পদচারী মানুষের চেয়ে পদচারী মানুষ ছুটন্ত মানুষের চেয়ে নিরাপদে থাকবে। লোকেরা জিজ্ঞেস করলো ঃ সেই পরিস্থিতিতে আপনি আমাদেরকে কী করতে বলেন? রাসূল (সা) বললেন ঃ ঘরের বাইরে যেও না। (আবু দাউদ)

١٤٤٥- وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : بَيْنَمَا نَحْنُ حَوْلَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ ذَكَرَ الْفِتْنَةَ، فَقَالَ : «إِذَا رَأَيْتُمُ النَّاسَ قَدْ مَرَجَتْ عُهُوْدُهُمْ، وَخَفَّتْ أَمَانَاتُهُمْ، وَكَانُوْا هٰكَذَا - وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِه» قَالَ : فَقُمْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ : كَيْفَ أَفْعَلُ عِنْدَ ذٰلِكَ. جَعَلَنِيْ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى فِدَاكَ؟ قَالَ : «اَلْزِمْ بَيْتَكَ، وَابْكِ عَلٰى نَفْسِكَ. وَامْلِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ، وَخُذْمَا تَعْرِفُ وَدَعْ مَاتُنْكِرُ، وَعَلَيْكَ بِأَمْرِ خَاصَّةِ نَفْسِكَ، وَدَعْ عَنْكَ أَمْرَ الْعَامَّةِ» رواه أبو داود، والنسائى بإسناد حسن.

১৪৪৫। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণানা করেন। "আমরা রাসূল (সা)-এর পাশে বসেছিলাম। সহসা কঠিন পরিস্থিতি ও বিপদ-মুসিবতের বিষয়ে আলোচনা শুরু হলো। রাসূল (সা) বললেন ঃ যখন তোমরা দেখবে জনগণ ওয়াদা ও চুক্তি ভঙ্গ করে চলেছে এবং আমানত তাদের কাছে গুরুত্বহীন হয়ে গেছে, এবং তারা এরকম হয়ে যাবে, এই বলে দু'হাতের আংগুলগুলোকে পরস্পরের ভেতরে ঢুকিয়ে দেখালেন। তিনি এ পর্যন্ত বললেই আমি উঠে তাঁর দিকে এগিয়ে গেলাম এবং বললাম ঃ তখন আমরা কী করবো? রাসূল (সা) বললেন ঃ তুমি নিজের বাড়ীতে অবস্থান করবে, নিজের জন্য কাঁন্নাকাটি করবে নিজের জিহ্বাকে সংযত করবে, যা ভালো বলে জান, তা মেনে নেবে এবং যা খারাপ তা প্রত্যাখ্যান করবে, নিজের একান্ত ব্যক্তিগত বিষয়কে গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করবে, সামষ্টিক বিষয় নিয়ে মাথা ঘামাবে না। (আবু দাউদ ও নাসায়ী)

١٤٤٦- وَرُوِىَ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « يَأْتِىْ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لاَ يَسْلَمُ لِذِىْ دِيْنٍ دِيْنُهُ إِلاَّ مَنْ هَرَبَ بِدِيْنِه مِنْ شَاهِقٍ إِلٰى شَاهِقٍ، وَمِنْ جُحْرٍ إِلٰى جُحْرٍ، فَإِنْ كَانَ ذٰلِكَ [كذلك] لَمْ تُنَلِ الْمَعِيْشَةُ إِلاَّ بِسَخَطِ اللّٰهِ، فَإِذَا كَانَ ذٰلِكَ كذلك كَانَ هَلاَكُ الرَّجُلِ عَلٰى يَدَىْ زَوْجَتِهِ وَوَلَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ زَوْجَةٌ وَلاَ وَلَدٌ كَانَ هَلاَكُهُ عَلٰى يَدَىْ أَبَوَيْهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَبَوَانِ كَانَ هَلاَكُهُ عَلٰى يَدَىْ قَرَابَتِهِ أَوِ الْجِيْرَانِ » قَالُوْا : كَيْفَ ذٰلِكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ : « يُعَيِّرُوْنَهُ بِضِيْقِ الْمَعِيْشَةِ، فَعِنْدَ ذٰلِكَ يُوْرِدُ نَفْسَهُ الْمَوَارِدَ الَّتِىْ يَهْلِكُ فِيْهَا نَفْسُهُ » رواه البيهقى فى كتاب الزهد.

১৪৪৬। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ অচিরেই মানুষ এমন যুগ দেখবে, যখন কোন ধার্মিক ব্যক্তি পাহাড়ের এক চূড়া থেকে আর এক চূড়ায় এবং এক গুহা থেকে আর এক গুহায় পালিয়ে বেড়ানো ছাড়া নিজের ধর্মকে রক্ষা করতে পারবে না। সেই অবস্থা যখন দেখা দেবে, তখন আল্লাহর অসন্তুষ্টির বিনিময়ে ছাড়া অর্থোপার্জন করা যাবে না। তখন মানুষ তার স্ত্রী ও সন্তানের হাতে মারা পড়বে। স্ত্রী ও সন্তান না থাকলে নিজের পিতামাতার হাতে মারা যাবে। পিতামাতা না থাকলে আত্মীয়-স্বজন ও পাড়াপড়শীর হাতে মারা যাবে। লোকেরা জিজ্ঞেস করলো ঃ হে রাসূল, সেটা কিভাবে ঘটবে? তিনি বললেন ঃ তারা আর্থিক সংকটের জন্য তাকে লজ্জা লজ্জা দেবে। ফলে সে এমন সব উপায়ে অর্থোপার্জন করবে, যাতে সে ধ্বংস হয়ে যাবে। (বায়হাকী)

١٤٤٧- وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنِ انْقَطَعَ إِلَى اللّٰهِ كَفَاهُ اللّٰهُ كُلَّ مُؤْنَةٍ، وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ، وَمَنِ انْقَطَعَ إِلٰى الدُّنْيَا وَكَّلَهُ اللّٰهُ إِلَيْهَا » رواه الطبرانى.

১৪৪৭। হযরত ইমরান বিন হুসাইন থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি একমাত্র আল্লাহর ওপর নির্ভর করবে, আল্লাহ্ তার সকল প্রয়োজন মেটাবেন এবং তাকে অকল্পনীয় পন্থায় জীবিকা দেবেন। আর যে ব্যক্তি দুনিয়ার ওপর নির্ভরশীল হবে, আল্লাহ তাকে দুনিয়ার দিকেই ঠেলে দেবেন। (তাবরানী)

الترهيب من الغضب

ক্রোধ থেকে হুঁশিয়ারী

١٤٤٨- وَعَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنَّ رَجُلُ مَنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : قَالَ رَجُلٌ : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ أَوْصِنِىْ، قَالَ : «لَا تَغْضَبْ» قَالَ : فَفَكَّرْتُ حِيْنَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَالَ، فَإِذَا الْغَضَبُ يَجْمَعُ الشَّرَّ كُلَّهُ. رواه أحمد ورواته محتج بهم فى الصحيح.

১৪৪৮। হযরত হুমাইদ বিন আব্দুর রহমান (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি বললো ঃ হে রাসূল, আমাকে উপদেশ দিন। তিনি বলেন ঃ রাগান্বিত হয়ো না। কেননা রাগ সমস্ত অন্যায় ও পাপকে ধারণ করে। কেননা রাগ সমস্ত পাপ ও অকল্যাণের সমাবেশ ঘটায়। (আহমাদ)

١٤٤٩-وَعَنْ أَبِىْ ذَرٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «إِذَا غَضِبَ أَحَدُ كُمْ وَهُوَ قَائِمٌ فَلْيَجْلِسْ، فَإِنْ ذَهَبَ عَنْهُ الْغَضَبُ، وَإِلَّا فَلْيَضْطَجِعْ» رواه أبو داود، وابن حبان فى صحيحه،

১৪৪৯। হযরত আবু যর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যদি রাগান্বিত হয়, তবে সে দাঁড়ানো থাকলে যেন বসে পড়ে। এতে যদি রাগ প্রশমিত না হয় তবে যেন যেন শুয়ে পড়ে। (আবু দাউদ)

١٤٥٠- وَعَنْ أَبِىْ عَطِيَّةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الْغَضَبَ مِنَ الشَّيْطَانِ، وَإِنَّ الشَّيْطَانَ خُلِقَ مِنَ النَّارِ، وَإِنَّمَا تُطْفَأُ النَّارُ بِالْمَاءِ، فَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ» رواه أبو داود.

১৪৫০। হযরত আতিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ রাগ আসে শয়তান থেকে। শয়তান আগুন থেকে সৃষ্টি হয়েছে। আগুনকে পানি দিয়েই নেভানো যায়। কাজেই তোমাদের কেউ রেগে গেলে সে যেন ওযূ করে। (আবু দাউদ)

الترهيب من التهاجر، والتشاحن، والتدابر

পারস্পরিক সম্পর্কচ্ছেদ, হিংসা-বিদ্বেষ ও কথা বন্ধ করা ও পরস্পরকে অবজ্ঞা ও উপেক্ষা করার বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী

١٤٥١- عَنْ أَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَقَاطَعُوْا، وَلَا تَدَابَرُوْا، وَلَا تَبَاغَضُوْا، وَلَا تَحَاسَدُوْا، وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللّٰهِ إِخْوَانًا، وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ» رواه مالك، والبخارى، وأبو داود، والترمذى، والنسائى.

ورواه مسلم أخصر منه، والطبرانى، وزادفيه : «يَلْتَقِيَانِ فَيَعْرِضُ هٰذَا، وَيَعْرِضُ هٰذَا، وَخَيْرُهُمَ الَّذِىْ يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ، وَالَّذِىْ يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ يَسْبِقُ إِلَى الْجَنَّةِ».

১৪৫১। হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ তোমরা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ো না। পরস্পরকে অবজ্ঞাও উপেক্ষা করো না। পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করো না, পরস্পরকে ঈর্ষা করো না। তোমরা সবাই আল্লাহর বান্দা ভাই

ভাই হয়ে যাও। কোন মুসলমানের পক্ষে অপর মুসলমানের সাথে তিনদিনের বেশী সম্পর্ক ছিন্ন রাখা ও কথা বন্ধ রাখা বৈধ নয়। (মালেক, বুখারী, আবু দাউদ, তিরমিযী নাসায়ী)

তাবরানীতে এর সাথে সংযোজিত হয়েছে ঃ দু'জনের মাঝে সাক্ষাৎ হয়, অথচ একজন আরেক জনকে উপেক্ষা করে। এরকম দু'জনের মধ্যে যে প্রথম সালাম দেয়, সেই উত্তম। যে প্রথম সালাম দেয়, সে জান্নাতে প্রথমেই যাবে।

١٤٥٢- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَايَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ، فَمَنْ هَجَرَ فَوْقَ ثَلَاثٍ فَمَاتَ دَخَلَ النَّارَ» رواه أبو داود، والنسائى، بإسناد على شرط البخارى ومسلم.

وفى رواية لأبى داود، قَالَ النَّبِيّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لاَ يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَهْجُرَ مُؤْمِنًا فَوْقَ ثَلَاثٍ، فَإِنْ مَرَّتْ بِهِ ثَلَاثٌ فَلْيَلْقَهُ، فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ، فَإِنْ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ فَقَدِ اشْتَرَكَا فِى الْأَجْرِ، وَإِنْ لَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ فَقَدْ بَاءَ بِالْإِثْمِ، وَخَرَجَ الْمُسَلِّمُ مِنَ الْهِجْرَةِ».

১৪৫২। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ কোন মুসলমানের পক্ষে তার অপর মুসলমান ভাইকে তিন দিনের বেশী বিচ্ছিন্ন রাখা জায়েয নেই। যে ব্যক্তি তিনি দিনের বেশী সম্পর্ক ছিন্ন রাখবে এবং সেই অবস্থায় মারা যাবে, সে দোযখে যাবে। (আবু দাউদ, নাসায়ী ও মুসলিম)

আবু দাউদের অপর বর্ণনায় রয়েছে ঃ কোন মুমিনের পক্ষে আরেক মুমিনের সাথে তিনদিনের বেশী সম্পর্ক ছিন্ন রাখা বৈধ নয়। তিনদিন অতিবাহিত হলে সাক্ষাৎ করা উচিত এবং সালাম করা উচিত। সালামের জবাব দিলে উভয়ে সওয়াবের অংশীদার হবে। আর জবাব না দিলে সে গুনাহগার হবে। আর যে সালাম দিয়েছে, সে বিচ্ছেদের দায় থেকে মুক্ত হবে।

١٤٥٣- وَعَنْ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ مُسْلِمًا فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، فَإِنَّهُمَا نَاكِبَانِ عَنِ الْحَقِّ مَا دَامَ عَلَى صِرَامِهِمَا، وَأَوَّلُهُمَا فَيْئًا يَكُوْنُ سَبْقُهُ بِالْفَيْءِ كَفَّارَةً لَهُ، وَإِنْ سَلَّمَ فَلَمْ يَقْبَلْ وَرَدَّ عَلَيْهِ سَلَامَهُ، رَدَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ، وَرَدَّ عَلَى الْآخَرِ الشَّيْطَانُ، فَإِنْ مَاتَا عَلَى صِرَامِهِمَا لَمْ يَدْخُلَا الْجَنَّةَ جَمِيْعًا أَبَدًا ». رواه أحمد، ورواته محتج بهم فى الصحيح، وأبو يعلى، والطبرانى، وابن حبان فى صحيحه إلا أنه قال : «لَمْ يَدْخُلَا الْجَنَّةَ وَلَمْ يَجْتَمِعَا فِى الْجَنَّةِ».

১৪৫৩। হযরত হিশাম ইবনে আমের (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ কোন মুসলমানের আর এক মুসলমানের সাথে তিন দিনের বেশী সম্পর্ক ছিন্ন রাখা জায়েয নয়। তারা উভয়ে যতক্ষণ সম্পর্ক ছিন্ন অবস্থায় থাকবে, ততক্ষণ ন্যায়ের পথ থেকে বিচ্যুত থাকবে। যে ব্যক্তি সর্বপ্রথম এই অবস্থা থেকে ফিরে আসবে, তার গুনাহ মাফ হয়ে যাবে। আর যদি একজন সালাম করে এবং অপরজন সালাম গ্রহণ না করে ও তাকে সালাম ফিরিয়ে দেয়। তবে ফেরেশতারা তার সালামের জবাব দেয় এবং অপরজনকে জবাব দেয় শয়তান। সম্পর্ক ছিন্ন অবস্থায় উভয়ে মারা গেলে উভয়ে কখনো বেহেশতে যেতে পারবে না। (আহমাদ, আবু ইয়ালা ও তাবরানী)

١٤٥٤- وَعَنْ أَبِيْ أَيُّوْبَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «لَا تَدَابَرُوْا، وَلَا تَقَاطَعُوْا، وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، هَجْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ ثَلَاثٌ، فَإِنْ تَكَلَّمَا وَإِلَّا أَعْرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهُمَا حَتَّى يَتَكَلَّمَا » رواه الطبرانى، ورواته ثقات، إلا عبد الله بن عبد العزيز الليثى.

১৪৫৪। হযরত আবু আইয়ূব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ তোমরা পরস্পরকে অবজ্ঞা করো না এবং পরস্পরে কোন্দল করো না। সকলে আল্লাহর বান্দাও ভাই ভাই হয়ে থাক। মুমিনদের ভেতরে সর্বোচ্চ তিনদিন পর্যন্ত সম্পর্কছেদ গ্রহণযোগ্য। এরপর যদি উভয়ে কথা বলে, তাহলে ভালো কথা। নচেৎ উভয়ে কথা না বলা পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালা তাদের উভয়ের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকবেন। (তাবরানী)

١٤٥٥- وَعَنْ أَبِيْ خِرَاشٍ حَدْرَدِ بْنِ أَبِيْ حَدْرَدٍ الأَسْلَمِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أنه سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: «مَنْ هَجَرَ أَخَاهُ سَنَةً فَهُوَ كَسَفْكِ دَمِهِ». رواه أبو داود، والبيهقي.

১৪৫৫। হযরত আবু হিরাশ হাদরাদ বিন আবি হাদরাদ আল-আসলামী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ একজন মুসলমান কর্তৃক অপর মুসসমান ভাই-এর সাথে এক বছর সম্পর্ক ছিন্ন রাখা তাকে হত্যা করার সমান। (আবু দাউদ ও বায়হাকী)

١٤٥٦- وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: «إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ يَئِسَ أَنْ يَعْبُدَهُ الْمُصَلُّوْنَ فِيْ جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ، وَلٰكِنْ فِى التَّحْرِيْشِ بَيْنَهُمْ». رواه مسلم.

১৪৫৬। হযরত জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ শয়তান এমন আশা আর করে না যে, আরব উপদ্বীপের নামাযীরা আর কখনো তার আদেশ মেনে চলবে। তবে সে তাদের একজনকে অপরজনের বিরুদ্ধে উস্কে দিতে ও তাদের সম্পর্ক নষ্ট করতে পারবে- এ আশা এখনো করে। (মুসলিম)

দ্রষ্টব্য ঃ শরীয়ত সম্মত কারণ ছাড়া মুসলমানদের পরস্পরের সম্পর্ক ছিন্ন রাখা হারাম। শরীয়ত সম্মত কারণ থাকলে বৈধ যেমন কেউ যদি মুসলমান সমাজের অন্তর্ভূক্ত হয়েও বেদয়াতী বা কবীরা গুনাহে অভ্যস্ত হয় এবং পুনঃপুন সর্তক করা সত্ত্বেও ফিরে না আসে, তবে তার সাথে সম্পর্কছেদ করা জায়েয। হাদীস থেকে আরো জানা যায়, রাসূল (সা) তার স্ত্রীদের সাথে এক মাস মতান্তরের চল্লিশ দিন পর্যন্ত সম্পর্ক

রাখেননি। যারা তবুক অভিযানে স্বেচ্ছায় যায়নি, তাদের সাথেও পঞ্চাশ দিন কথা বলা বন্ধ রাখার আদেশ দিয়েছিলেন। তাছাড়া হযরত ইবনে উমার তার এক ছেলের সাথে মৃত্যু পর্যন্ত সম্পর্ক রাখেননি। এ সব কিছুর পেছনে শরীয়তসম্মত কারণ ছিল এবং এ সব পদক্ষেপের সাথে আল্লাহর হক জড়িত ছিল। –গ্রন্থকার

١٤٥٧- وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «تُعْرَضُ الْاَعْمَالُ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيْسِ، فَمِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَيُغْفَرُ لَهُ، وَمِنْ تَائِبٍ فَيُتَابُ عَلَيْهِ، وَيُرَدُّ أَهْلُ الضَّغَائِنِ بِضَغَائِنِهِمْ حَتَّى يَتُوْبُوْا»، رواه الطبرانى فى الأوسط، ورواته ثقات.

১৪৫৭। হযরত জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ মানুষের কার্যকলাপগুলো প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবার (আল্লাহর তায়ালা কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে) পেশ করা হয়। তাদের মধ্যে কেউ ক্ষমা প্রার্থনা করে। ফলে তাকে ক্ষমা করা হয়। কেউবা তওবা করে। আর তার তওবা কবুল করা হয়। কিন্তু যারা পরস্পরে হিংসা পোষণ করে তারা তওবা না করা পর্যন্ত তাদের দোয়া প্রত্যাখ্যান করা হয়। (তাবরানী)

١٤٥٨- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «يَطَّلِعُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلٰى خَلْقِهِ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، فَيَغْفِرُ لِعِبَادِهِ إِلَّا اثْنَيْنِ : مُشَاحِنٍ، وَقَاتِلِ نَفْسٍ» رواه أحمد بإسناد لين.

১৪৫৮। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ শা'বান মাসের মধ্যবর্তী রাতে আল্লাহ তায়ালা তার সৃষ্টি জগতের কাছাকাছি আসেন এবং তার বান্দাদের গুনাহ মাফ করেন। তবে দু'জনকে মাফ করেন না ঃ কারো বিরুদ্ধে হিংসা-বিদ্বেষ পোষণকারী ও আত্মহত্যাকারী (আহমাদ)

الترهيب من قوله لمسلم : ياكافر

কোন মুসলমানকে 'কাফির' আখ্যায়িত করার বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী

١٤٥٩- وَعَنْ أَبِىْ ذَرٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : « وَمَنْ دَعَا رَجُلاً بِالْكُفْرِ، أَوْ قَالَ عَدُوَّ اللّٰهِ، وَلَيْسَ كَذٰلِكَ؛ إِلاَّ حَارَ عَلَيْهِ » رواه البخارى، ومسلم فى حديث

১৪৫৯। হযরত আবু যর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে কাফির আখ্যায়িত করলে ঐ দু'জনের যে কোন একজন কাফির হবে। যাকে কাফির আখ্যায়িত করেছে সে যদি যথার্থই কাফির হয়ে থাকে, তাহলে তো কোন কথা নেই। 'নচেৎ যে কাফির বলেছে, সে-ই কাফির হবে। (বুখারী ও মুসলিম)

١٤٦٠- وَعَنْ أَبِىْ سَعِيْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَا أَكْفَرَ رَجُلٌ رَجُلاً إِلاَّ بَاءَ أَحَدُهُمَا بِهَا، إِنْ كَانَ كَافِرًا، وَإِلاَّ كَفَرَ بِتَكْفِيْرِهِ » رواه ابن حبان فى صحيحه.

১৪৬০। হযরত আবু সাঈদ (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূল (সা) বলেছেন ঃ যদি কোন ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে কাফির বলে তাহলে দু'জনের একজনের ওপরেই এ অভিশাপ পড়বে, যদি ঐ ব্যক্তি কাফির না হয়, তাহলে যিনি কাফির বললেন সেই কাফির হয়ে যাবে। (ইবনে হাব্বান)

١٤٦١- وَعَنْ أَبِىْ قِلاَبَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ ثَابِتَ بْنَ الضَّحَّاكِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ بَايَعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، وَأَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ حَلَفَ عَلٰى يَمِيْنٍ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلاَمِ كَاذِبًا مُتَعَمِّدًا فَهُوَ

كَمَا قَالَ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَيْسَ عَلَى رَجُلٍ نَذْرٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ، وَلَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ، وَمَنْ رَمَى مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ فَهُوَ كَقَتْلِهِ، وَمَنْ ذَبَحَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» رواه البخاري، ومسلم ورواه أبو داود، والنسائي باختصار، باختصار، الترمذي.

১৪৬১। হযরত আবু কিলাবা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, ছাবেত বিন আয-যাহহাক তাকে জানিয়েছেন, তিনি রাসূল (সা)-এর সাথে "গাছতলার বায়য়াতে" অংশ নিয়েছিলেন। সেই বায়য়াতের সময় রাসূল (সা) বলেন ঃ যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্মের নামে ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যে মিথ্যে শপথ করে, সে যেমন বলেছে তেমনই । (অর্থাৎ সে ইসলাম থেকে বেরিয়ে যাবে।) যে ব্যক্তি এমন কোন কাজের শপথ করে, যা করা তার সাধ্যের বাইরে, তার জন্য ঐ শপথ পূর্ণ করা জরুরী নয়। কোন মুসলমানকে অভিশাপ দেয়া তাকে হত্যা করার শামিল। কোন মুসলমানকে কাফির হওয়ার অপবাদ দেয়া তাকে হত্যা করার পর্যায়ভুক্ত। যে ব্যক্তি কোন অস্ত্র দিয়ে নিজেকে যবাই করে, তাকে কিয়ামতের দিন সেই অস্ত্র দিয়েই শাস্তি দেয়া হবে। (বুখারী, মুসলিম, নাসায়ী ও তিরমিযী)

الترهيب من السباب واللعن

গালি ও অভিশাপ দেয়ার বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী

١٤٦٢- وَعَنْ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوْقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ» رواه البخاري، ومسلم، والترمذي، والنسائي وابن ماجه.

১৪৬২। হযরত ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ মুসলমানকে গালি দেয়া মহাপাপ এবং তার সাথে যুদ্ধ করা কুফরি। (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ)

١٤٦٣- وَعَنْ إِبْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَكُوْنُ الْمُؤْمِنُ لَعَّانًا» رواه الترمذى، وقال حديث حسن غريب.

১৪৬৩। হযরত ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ মুমিন অভিশাপকারী হয় না। (তিরমিযী)

١٤٦٤- وَعَنْ أَبِىْ الدَّرْدَاءِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا لَعَنَ شَيْئًا صَعِدَتِ اللَّعْنَةُ إِلَى السَّمَاءِ، فَتُغْلَقُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ دُوْنَهَا، ثُمَّ تَهْبِطُ إِلَى الْأَرْضِ، فَتُغْلَقُ أَبْوَابُهَا دُوْنَهَا، ثُمَّ تَأْخُذُ يَمِيْنًا وَشِمَالاً، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ مَسَاغًا رَجَعَتْ إِلَى الَّذِىْ لُعِنَ، فَإِنْ كَانَ أَهْلاً، وَإِلاَّ رَجَعَتْ إِلَى قَائِلِهَا» رواه أبو داود.

১৪৪৬। হযরত আবুদ দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ বান্দা যখন কাউকে অভিশাপ দেয়, তখন সেই অভিশাপ আকাশে উঠে যায়। কিন্তু আকাশের দরজা তার জন্য বন্ধ হয়ে যায়। এরপর তা পৃথিবীতে নেমে যায়। পৃথিবীর দরজাও তার জন্য বন্ধ হয়ে যায়। এরপর তা একবার ডান দিকে ও একবার বামদিকে যায়। কোন দিকে এগুতে না পারলে যাকে অভিশাপ দেয়া হয়েছে তার দিকে ছুটে যায়। সে যদি অভিশাপের যোগ্য হয়, তবে তার ওপরই তা কার্যকরী হয়। নচেৎ তা অভিশাপ দাতার কাছে ফিরে যায়। (আবু দাউদ)

١٤٦٥- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ دِيْكًا صَرَخَ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عليهِ وَسَلَّم، فَسَبَّهُ رَجل، فَنَهَى عَنْ سَبِّ الدِّيْكِ، رواه البزار بإسناد لا بأس به، والطبرانى إلا أنه قال فيه : قال : «لاَ تَلْعَنْهُ وَلاَ تَسُبَّهُ؛ فَإِنَّهُ يَدْعُوْ إِلَى الصَّلَاةِ».

১৪৬৫। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। একটা মোরগ রাসূল (সা)-এর সামনে ডেকে উঠলো। তখন এক ব্যক্তি তাকে গালি দিল। রাসূল (সা) মোরগকে গালি দিতে নিষেধ করলেন। (বাযযার ও তাবরানী) তবে তাবরানীর বর্ণনায় এও রয়েছে ঃ "রাসূল (সা) বললেন ঃ ওকে গালি দিও না, অভিশাপও দিও না। কেননা সে নামাযের জন্য ডাকে।

١٤٦٦- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كُنَّا عِنْدَ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَدَغَتْ رَجُلًا بَرْغُوْثٌ، فَلَعَنَهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «لَاتَلْعَنْهَا؛ فَإِنَّهَا نَبَّهَتْ نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ لِلصَّلَاةِ» رواه أبو يعلى، واللفظ له، والبزار إلا أنه قال : «لَاتَسُبَّهُ؛ فَإِنَّهُ أَيْقَظَ نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ» ورواته رواه الصحيح إلا سويد بن إبراهيم.

১৪৬৬। হযরত আনাস (রা) বলেন ঃ আমরা রাসূল (সা)-এর কাছে বসেছিলাম। সহসা একজনকে একটা পোকায় কামড় দিল। সে তৎক্ষণাত পোকাটাকে অভিশাপ দিল। রাসূল (সা) বললেন ওকে অভিশাপ দিও না। কারণ ঐ পোকা আল্লাহর এক নবীকে নামাযের জন্য জাগিয়ে দিয়েছিল। (আবু ইয়ালা ও বাযযার) বাযযারে রয়েছে ঃ "ওকে গালি দিও না। কেননা সে একজন নবীকে ফযরের নামাযের জন্য জাগিয়ে দিয়েছিল।

١٤٦٧- وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا لَعَنَ الرِّيْحَ عِنْدَ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ : «لَا تَلْعَنِ الرِّيْحَ، فَإِنَّهَا مَأْمُوْرَةٌ، مَنْ لَعَنَ شَيْئًا لَيْسَ لَهُ بِأَهْلٍ رَجَعَتِ اللَّعْنَةُ عَلَيْهِ» رواه أبو داود، والترمذي، وابن حبان في صحيحه، وقال الترمذي حديث غريب لا نعلم أحدا أسنده غير بشر بن عمر.

১৪৬৭। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা)-এর কাছে বসে এক

ব্যক্তি বাতাসকে অভিশাপ দিল। রাসূল (সা) বললেন ঃ বাতাসকে অভিশাপ দিও না। কেননা বাতাসকে অনুরূপ আদেশ দেয়া হয়েছে। যে ব্যক্তি এমন কাউকে অভিশাপ দেয় যে তার উপযুক্ত নয়, তার অভিশাপ তার কাছেই ফিরে যায়। (আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে হাব্বান)

الترهيب من سب الدهر

সময় বা কালকে গালি দেওয়া বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী

١٤٦٨- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : يَسُبُّ بَنُوْ آدَمَ الدَّهْرَ، وَأَنَا الدَّهْرُ، بِيَدِى اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ» وفى رواية : «أُقَلِّبُ لَيْلَهُ وَنَهَارَهُ، وَإِذَا شِئْتُ قَبَضْتُهُمَا» رواه البخارى، ومسلم، وغيرهما.

১৪৬৮। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেন ঃ আল্লাহ তায়ালা বলেছেন ঃ আদম সন্তানরা কালকে গালি দিয়ে থাকে। অথচ আমিই কাল। আমার হাতেই দিন ও রাত। অন্য বর্ণনা মতে ঃ আমি দিন ও রাতে আবর্তন ঘটাই। আমি যখনই ইচ্ছা করি, দিন ও রাতের আবর্তন ঘটিয়ে দিতে পারি। (বুখারী ও মুসলিম)

١٤٦٩- وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قَالَ اللّٰه عَزَّ وَجَلَّ : يُؤْذِيْنِىْ ابْنُ آدَمَ، يَقُوْلُ : يَا خَيْبَةَ الدَّهْرِ، فَلَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ : يَا خَيْبَةَ الدَّهْرِ؛ فَإِنِّىْ أَنَا الدَّهْرُ، أُقَلِّبُ لَيْلَهُ وَنَهَارَهُ» رواه أبو داود، والحاكم، وقال : صحيح على شرط مسلم.

১৪৬৯। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহ বলেন ঃ আদম সন্তান আমাকে কষ্ট দেয়। সে বলে! আহা! কালের ব্যর্থতা! তোমাদের কারো "আহা, কালের ব্যর্থতা" বলা উচিত নয়। কেননা আমিই কাল।দিন রাতের আবর্তন আমিই করাই। (আবু দাউদ ও হাকেম)

الترهيب من ترويع المسلم

কোন মুসলমানকে ভয় দেখানোর বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী

١٤٧٠- وَرُوِىَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : «مَنْ أَخَافَ مُؤْمِنًا كَانَ حَقًّا عَلَى اللّٰهِ أَنْ لا يُؤْمِنَهُ مِنْ أَفْزَاعِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ» رواه الطبراني.

১৪৭০। হযরত ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে ভয় দেখাবে, আল্লাহ তায়ালা তাকে কিয়ামতের দিনের ভয় থেকে নিরাপদ না করাকে নিজের দায়িত্ব মনে করবেন। (তাবরানী)

١٤٧١- وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «لاَ يُشِيْرُ أَحَدُكُمْ إِلٰى أَخِيْهِ بِالسِّلاَحِ؛ فَإِنَّهُ لا يَدْرِىْ لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ فِىْ يَدِهِ، فَيَقَعُ فِىْ حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ» رواه البخارى، ومسلم.

১৪৭১। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন। তোমাদের কেউ যেন তার অপর ভাইকে অস্ত্র দ্বারা ইংগিত না করে। কেননা সে জনেনা, হয়তো শয়তান তার হাত দিয়ে অস্ত্র চালনা করবে এবং সে দোযখে পতিত হবে। (বুখারী ও মুসলিম)

١٤٧٢- وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «مَنْ أَشَارَ إِلٰى أَخِيْهِ بِحَدِيْدَةٍ، فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تَلْعَنُهُ حَتّٰى يَنْتَهِىَ، وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لأَبِيْهِ وَأُمِّهِ». رواه مسلم.

১৪৭২। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি তার ভাই-এর দিকে কোন লোহার অস্ত্র দিয়ে ইংগিত করে, সে এই কাজ থেকে নিবৃত্ত না হওয়া পর্যন্ত ফেরেশতারা তাকে অভিশাপ দিতে থাকে। এমন কি সে যদি তার সাহোদর ভাইও হয়। (মুসলিম)

١٤٧٣- وَعَنْ أَبِيْ بَكْرَةٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بَسَيْفَيْهِمَا، فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُوْلُ فِى النَّارِ».

وفى رواية : « إذا الْمُسْلِمَان حَمَلَ أَحَدُهُمَا علىٰ أَخِيْهِ السَّلاَحَ، فَهُمَا علىٰ حَرْفِ جَهَنَّم، فَإِذَا قَتَلَ أَحَدُ هُمَا صَاحِبَهُ دَخَلاَ [هَا] جَمِيْعًا ». قَالَ : فَقُلْنَا ـ أَوْ قِيْلَ – يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، هذَا الْقَاتِلُ، فَمَا بَالُ الْمَقْتُوْلِ ؟ قَالَ : «إِنَّهُ قَدْ أَرَاد قَتْلَ صَاحِبِهِ». رواه البخارى، مسلم.

১৪৭৩। হযরত আবি বকরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ যখন দু'জন মুসলমান তাদের তরবারী নিয়ে পরস্পরের মুখোমুখি হয়, তখন হত্যাকরী ও নিহত ব্যক্তি উভয়ে দোযখবাসী হবে। অপর বর্ণনায় আছে ঃ "যখন দু'জনকে মুসলমান অস্ত্র নিয়ে একে অপরকে আক্রমণ করে তখন তারা উভয়ে জাহান্নামের কিনারে পৌঁছে যায়। পরে যখন তাদের একজন অপর জনকে হত্যা করে তখন উভয়ে দোযখে প্রবেশ করবে। আমরা বললাম ঃ হে রাসূল্লাহ হত্যাকারীর বিষয়টা না হয় বুঝলাম। নিহত ব্যক্তির ব্যাপারটা কী? রাসূল (সা) বললেন ঃ সে তো তার প্রতিপক্ষকে হত্যা করতে চেয়েছিল। (বুখারী ও মুসলিম)

الترغيب فى الصلاح بين الناس

মানুষের পারস্পরিক বিরোধ মীমাংসায় উৎসাহ প্রদান

١٤٧٤- وَعَنْ أُمِّ كُلْثُوْمٍ بِنْتِ عُقْبَةَ بْنِ أَبِيْ مُعَيْطٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «لَمْ يَكْذِبْ مَنْ نَمىٰ بَيْنَ اِثْنَيْنِ لِيُصْلِحَ».

وفى رواية : «لَيْسَ بِالْكَاذِبِ مَنْ أَصْلَحَ بَيْنَ النَّاسِ فَقَالَ خَيْرًا أَوْنَمَى خَيْرًا». رواه أبو داود.

১৪৭৪। হযরত উম্মে কুলসুম বিনতে উকবা বিন আবি মুয়াইত (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ সেই ব্যক্তিক মিথ্যুক নয়, যে দুটি ব্যক্তির মধ্যে বিবাদ মিটিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে একজনের কাছে অপরজনের অবাস্তব সুনাম ও স্তুতি করে। অন্য বর্ণনায় বলা হয়েছে। "সেই ব্যক্তি মিথ্যুক নয় যে, মানুষের পারস্পরিক বিবাদ মিটিয়ে দেয়ার জন্য ভালো কথা বলে বা একজনের কাছে অপরজনের সদগুণাবলী বর্ণনা করে।" (আবু দাউদ)

١٤٧٥- وَرُوِىَ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «مَا عَمِلَ شَىْءٌ أَفْضَلَ مِنَ الصَّلاَةِ، وَإِصْلَاحِ ذَاتِ الْبَيْنِ وَخُلُقٍ جَائِزٍ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ» رواه الأصبهانى.

১৪৭৫। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ নামায পড়া, পারস্পরিক বিরোধ মেটানো এবং মুসলমানদের মধ্যে অত্যাচারের প্রবণতা সংশোধন করার চেয়ে ভালো কাজ আর নেই। (ইসবাহানী)

١٤٧٦- وَرُوِىَ عَنْ أَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَبِىْ أَيُّوْبَ : «أَلا أَدُلُّكَ عَلَى تِجَارَةٍ»؟ قَالَ : بَلَى، قَالَ : صِلْ بَيْنَ النَّاسِ إِذَا تَفَاسَدُوْا، وَقَرِّبْ بَيْنَهُمْ إِذَا تَبَاعَدُوْا» رواه البزار والطبرانى، وعنده : «ألا أدلك على عَمَلٍ يَرْضَاهُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ» ؟ قَالَ : بَلَى، فَذَكَرَهُ.

ورواه الطبرانى أيضا ولاصبهانى عَنْ أَبِىْ أَيُّوْبَ قَالَ : قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عليه وَسَلَّمَ «يَا أَبَا أَيُّوْبَ، أَلا أَدُلُّكَ عَلَى صَدَقَةٍ يُحِبُّهَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ؟ تُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ إِذَا تَبَاغَضُوْا وَتَفَاسَدُوْا» لفظ الطبرانى.

১৪৭৬। হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) আবু অহিয়ূব (রা) কে বললেন ঃ তোমাকে কি একটা ব্যবসার সন্ধান দেব? আবু আইয়ূব বললেন ঃ হ্যাঁ, রাসূল (সা) বললেন ঃ জনগনের পারস্পরিক সম্পর্ক যখন ছিন্ন হয়ে যায়, তখন তা যুক্ত করে দাও এবং তারা যখন পরস্পর থেকে দূরে চলে যায়, তখন তাদেরকে পরস্পরের ঘনিষ্ঠ করে দাও। (বাযযার ও তাবরানী) তবে তাবরানীতে "ব্যবসার" পরিবর্তে "কাজ" এর উল্লেখ রয়েছে।

তাবরানীর অপর এক বর্ণনায় বলা হয়েছে ঃ হযরত আবু আইয়ূব (রা) থেকে বলেন ঃ রাসূল (সা) আমাকে বললেন ঃ হে আবু আইয়ূব, তোমাকে কি এমন সদকার সন্ধান দেব না, যাকে আল্লাহ ও তার রাসূল খুবই পছন্দ করেন? যখন লোকেরা হিংসা-বিদ্বেষে জর্জরিতক হয়ে যাবে এবং তাদের পরস্পরের সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যাবে, তখন তাদের মধ্যে আপোষ-মীমাংসা ও সমঝোতা করিয়ে দেবে। (তাবরানী)

١٤٧٧- وَرُوِىَ عَنْ أَنَسٍ [بْنِ مَالِكٍ] رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «مَنْ أَصْلَحَ بَيْنَ النَّاسِ أَصْلَحَ اللّٰهُ أَمْرَهُ، وَأَعْطَاهُ بِكُلِّ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا عِتْقَ رَقَبَةٍ، وَرَجَعَ مَغْفُوْرًا لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» رواه الأصبهانى، وهو حديث غريب جدا.

১৪৭৭। হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন যে ব্যক্তি মানুষের পাস্পরিক বিরোধ মিটায়ে দেবে, আল্লাহ তায়ালা তার সমস্যার সমাধান দেবেন, তার প্রত্যেকটা কথার বিনিময়ে একটা দাস মুক্ত করার সওয়াব দেবেন এবং তার অতীতের কৃত সমস্ত গুনাহ মাফ হয়ে যাবে। (ইসবাহনী)

الترهيب أن يعتذر إلى المرء أخوه فلا يقبل عذره

কেউ নিজের ভুলত্রুটির জন্য ক্ষমা চাইলে ক্ষমা না করা ভীষণ গুনাহ

١٤٧٨- وَعَنْ جَوْدَانٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «مَنِ اعْتَذَرَ إِلٰى أَخِيْهِ الْمُسْلِمِ فَلَمْ يَقْبَلْ مِنْهُ كَانَ عَلَيْهِ مَا عَلٰى صَاحِبِ مَكْسٍ» رواه أبو داود فى

المراسيل، وابن ماجه بإسنادين جيدين، إلا أنه قال : «كَانَ عَلَيْهِ مِثْلَ خَطِيئَةِ صَاحِبِ مَكْسٍ»

ورواه الطبراني في الأوسط من حديث جابر بن عبد الله، ولفظه قال : «مَنِ اعْتَذَرَ إِلَى أَخِيهِ فَلَمْ يَقْبَلْ عُذْرَهُ كَانَ عَلَيْهِ مِثْلَ خَطِيئَةِ صَاحِبِ مَكْسٍ».

১৪৭৮। হযরত জাওদান (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি যদি তার মুসলমান ভাই-এর কাছে নিজের কৃত ভুল-ক্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে কিন্তু সে ক্ষমা না করে, তবে যে ব্যক্তি ক্ষমা করলো না, তার জোরপূর্বক অর্থ আদায়কারীর মত গুনাহ হবে। (আবু দাউদ, তাবরানী)

الترهيب من النميمة

চোগলখুরির ভয়াবহ পরিণাম

١٤٧٩- عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «لا يَدْخُلُ الجَنَّةَ نَمَّامٌ» وفي رواية «قَتَّاتٌ»

رواه البخاري، ومسلم وأبو داود، والترمذي.

১৪৭৯। হযরত হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ চোগলখোর বেহেশতে যাবে না। (বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী)

١٤٨٠- وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : «اَلنَّمِيْمَةُ وَالشَّتِيْمَةُ وَالْحَمِيَّةُ فِي النَّارِ»

وفي لفظ : «إِنَّ النَّمِيْمَةَ وَالْحِقْدَ فِي النَّارِ، لَا يَجْتَمِعَانِ فِي قَلْبِ مُسْلِمٍ» ورواه الطبراني.

১৪৮০। হযরত ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছে ঃ চোগলখুরি, গালিগালাজ ও আভিজাত্যের দম্ভ দোযখে যাবে। (অর্থাৎ যে ব্যক্তি এসব কাজে লিপ্ত হবে তারা দোযখে যাবে।) অপর বর্ণনায় রয়েছে ঃ চোখলখুরি ও হিংসা দোযখের উপযোগী এবং এ দুটো জিনিস কোন মুসলমানদের অন্তরে একত্রে অবস্থান করতে পারে না।

١٤٨١- وَعَنْ أَبِىْ بَرْزَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : «أَلاَ إِنَّ الْكِذْبَ يُسَوِّدُ الْوَجْهَ، وَالنَّمِيْمَةَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ» رواه أبو يعلى، والطبرانى، وابن حبان فى صحيحه، والبيهقى.

১৪৮১। হযরত আবু বারযা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ সাবধান, মিথ্যা ভাষণ মানুষের মুখকে কালিমা লিপ্ত করে আর চোগলখুরি কবর আযাবের কারণ হয়ে যাবে। (আবু ইয়ালা, তাবরানী, ইবনে হাব্বান, বায়হাকী)

١٤٨٢- وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ غُنْمٍ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «خِيَارُ عِبَادِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ إِذَا رُئُوْا ذُكِرَ اللّٰهُ، وَشِرَارُ عِبَادِ اللّٰهِ الْمَشَّاءُوْنَ بِالنَّمِيْمَةِ، الْمُفَرِّقُوْنَ بَيْنَ الأَحِبَّةِ، الْبَاغُوْنَ لِلْبُرَاءِ الْعَنَتَ» رواه أحمد عن شهر عنه، وبقية إسناده محتج بهم فى الصحيح.

১৪৮২। হযরত আব্দুর রহমান বিন গুনম থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহর শ্রেষ্ঠ বান্দা তারা, যাদেরকে দেখলে আল্লাহর কথা মনে পড়ে যায়। আর নিকৃষ্টতম বান্দা তারা, যারা চোগলখুরি করে বেড়ায়, বন্ধুদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটায় এবং নির্দোষ লোকদের মধ্যে দোষ খুঁজে বোড়ায়। (আহমাদ)

الترهيب من الغيبة، والبهت، وبيانهما

গীবতের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী

١٤٨٣- وَرُوِىَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ، وَأَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ قَالاَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وسلم : «اَلْغِيْبَةُ أَشَدُّ مِنَ الزِّنَا» قِيلَ : وَكَيْفَ؟ قَالَ : «اَلرَّجُلُ يَزْنِىْ، ثُمَّ يَتُوْبُ، فَيَتُوْبُ اللّٰهُ عَلَيْهِ، وَإِنَّ صَاحِبَ الْغِيْبَةِ لاَ يُغْفَرُ لَهُ حَتَّى يَغْفِرَ لَهُ صَاحِبُهُ». رواه ابن أبى الدنيا فى كتاب الغيبة، والطبرانى فى الأوسط، والبيهقى.

১৪৮৩। হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ গীবত ব্যভিচারের চেয়েও নিকৃষ্ট। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো ঃ কিভাবে? রাসূল (সা) বললেন ঃ একজন লোক যখন ব্যভিচার করে, অতঃপর তওবা করে তখন আল্লাহ তাকে মাফ করে দেন। কিন্তু যে ব্যক্তি গীবত করে, তাকে যার গীবত করা হয়েছে, সে ক্ষমা না করা পর্যন্ত আল্লাহ ক্ষমা করেন না। (ইবনু আবিদ দুনিয়া, তাবরানী ও বায়হাকী)

١٤٨٤ - وَعَنْ يَعْلَى بْنِ سَيَابَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ عَهِدَ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَتَى عَلَى قَبْرٍ يُعَذَّبُ صَاحِبُهُ، فَقَالَ : إِنَّ هٰذَا كَانَ يَأْكُلُ لُحُوْمَ النَّاسِ»، ثُمَّ دَعَا بِجَرِيْدَةٍ رَطْبَةٍ، فَوَضَعَهَا عَلَى قَبْرِهِ، وَقَالَ : «لَعَلَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْهُ مَا دَامَتْ هٰذِهِ رَطْبَةً». رواه أحمد، والطبرانى.

১৪৮৪। হযরত ইয়ালা বিন সাইয়াবা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) একটা কবরের কাছে এলেন, যার অধিবাসীকে আযাব দেয়া হচ্ছিল। রাসূল (সা) বললেন ঃ এই ব্যক্তি মানুষের গীবত করতো। তারপর তিনি একটা কাঁচা ডাল আনতে বললেন। আনা হলে সেটাকে কবরের ওপর পুতে দিলেন এবং বললেন এই ডালখানা যতক্ষণ কাঁচা থাকবে, ততক্ষণ আশা করা যায়, তার কবরের আযাব কিছুটা লাঘব হবে। (আহমাদ ও তাবরানী)

١٤٨٥- وَرُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : « اَلْغِيْبَةُ وَالنَّمِيْمَةُ يَحُتَّانِ الْإِيْمَانَ كَمَا يَعْضِدُ الرَّاعِي الشَّجَرَةَ ». رواه الأصبهاني.

১৪৮৫। হযরত উসমান বিন আফফান (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ রাখাল যেভাবে গাছের পাতা পাড়ে, ঠিক সেইভাবে গীবত ও চোগলখুরি ঈমানকে ধ্বংস করে। (ইসবাহনী)

١٤٨٦- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « أَتَدْرُوْنَ مَا الْغِيْبَةُ »؟ قَالُوْا : اَللَّهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ. قَالَ : « ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ. » قِيْلَ : أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِيْ مَا أَقُوْلُ ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ فِيْهِ مَا تَقُوْلُ فَقَدْ اغْتَبْتَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيْهِ مَا تَقُوْلُ فَقَدْ بَهَتَّهُ » رواه مسلم وأبو داود، والترمذي، والنسائي.

১৪৮৬। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ তোমরা কি জান, গীবত কাকে বলে? উপস্থিত সাহাবীগণ বললেন ঃ আল্লাহ ও তার রাসূল (সা) ভালো জানেন। তিনি বললেন ঃ তোমার ভাই-এর সম্পর্কে তার অসাক্ষাতে এমন কথা বলা, যা সে অপছন্দ করে। জিজ্ঞেস করা হলো ঃ ভাই-এর সম্পর্কে যা বলেছি, তা যদি তার ভেতরে সত্যি সত্যি থাকে তাহলেও ? রাসূল (সা) বললেন ঃ তুমি যা বলছ তা যদি তার ভিতরে থেকে থাকে তাহলে তুমি তার বিরুদ্ধে গীবত করেছ। আর যদি তা না থাকে তাহলে তুমি তার বিরুদ্ধে অপবদা রটিয়েছ। (মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী ও নাসায়ী)

١٤٨٧- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « أَتَدْرُوْنَ مَنِ الْمُفْلِسُ؟ » قَالُوْا : اَلْمُفْلِسُ فِيْنَا مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ، وَلَا مَتَاعَ، فَقَالَ : « اَلْمُفْلِسُ مِنْ

أُمَّتِي مَنْ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ، وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هٰذَا، وَقَذَفَ هٰذَا، وَأَكَلَ مَالَ هٰذَا، وَسَفَكَ دَمَ هٰذَا، وَضَرَبَ هٰذَا، فَيُعْطَى هٰذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهٰذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ، ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ» رواه مسلم، والترمذي وغيرهما.

১৪৮৭। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ তোমরা কি জান, দরিদ্র কে? উপস্থিত লোকেরা বললো ঃ আমাদের ভিতরে দরিদ্র হচ্ছে সেই ব্যক্তি, যার নগদ অর্থও নেই, কোন স্থাবর ও অস্থাবর নেই। রাসূল (সা) বললেন ঃ আসল দরিদ্র হলো সেই ব্যক্তি, যে কিয়ামতের দিন নামায, রোযা ও যাকাত সাথে নিয়ে আসবে, কিন্তু এমন অবস্থায় আসবে যে, কাউকে গালি দিয়েছে, কাউকে অপবাদ দিয়েছে, কারো সম্পত্তি আত্মসাৎ করেছে, কারো রক্ত ঝরিয়েছে, অথবা কাউকে মারপিট করেছে। এমতাবস্থায় সে যাদের ক্ষতি করে এসেছে, তাদের এক একজনকে তার সৎকাজগুলো ভাগ করে দেয়া হবে। এভাবে দিতে দিতে তার ঋণ মুক্ত হবার আগেই যদি তার সৎকাজগুলো শেষ হয়ে যায়, তাহলে তাদের গুনাহগুলো তার ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়া হবে। তারপর তাকে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে। (মুসলিম, তিরমিযী)

١٤٨٨- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنِ اغْتِيْبَ عِنْدَهُ أَخُوْهُ الْمُسْلِمُ فَلَمْ يَنْصُرْهُ- وَهُوَ يَسْتَطِيْعُ نَصْرَهُ أَدْرَكَهُ إِثْمُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ» رواه أبو الشيخ في كتاب التوبيخ، والأصبهاني أطول منه، ولفظه قال : «مَنِ اغْتِيْبَ عِنْدَهُ أَخُوْهُ، فَاسْتَطَاعَ نُصْرَتَهُ، فَنَصَرَهُ، نَصَرَهُ اللّٰهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَإِنْ لَمْ يَنْصُرْهُ أَدْرَكَهُ اللّٰهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ».

১৪৮৮। হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ যখন কোন

ব্যক্তির সামনে তার কোন মুসলমান ভাই-এর গীবত করা হয় এবং সে তাকে সাহায্য করতে সমর্থ হয়ে ও সাহায্য করে না (অর্থাৎ তার প্রতিবাদ করে না) তার সেই গুনাহর ফল সে দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জায়গায় ভোগ করবে। (আবুশ শায়খ ঃ কিতাবুল তাওরীখ ও ইসবাহানী) ইসবাহানীর বর্ণনায় আরো রয়েছে ঃ যে ব্যক্তি তাকে সাহায্য করবে, আল্লাহ তায়ালা তাকে দুনিয়া আখিরাতে উভয় জায়গায় সাহায্য করবেন।

বিঃ দ্রঃ ইসলামী পরিভাষায় গীবত, নামীমা ও বুহতান-এর তিনটে জিনিসের অর্থে সামান্য পার্থক্য রয়েছে। গীবত হচ্ছে কারো অসাক্ষাতে তার এমন কোন দোষ যত্রতত্র প্রকাশ্যে প্রচার করা, যা ঐ ব্যক্তির মধ্যে সত্যিই বিদ্যমান, যাতে তার সামাজিক মর্যাদা ক্ষুন্ন হয়। আর নামীমা হচ্ছে চোগলখুরি– অর্থাৎ কারো সত্য অথবা মিথ্যা দোষ গোপনে তার বন্ধু, আত্মীয় বা শুভানুধ্যায়ীর কাছে এই উদ্দেশ্য ব্যক্ত করা, যাতে তাদের সম্পর্কের অবণতি হয়, অথবা তাদের মধ্যে শত্রুতার সৃষ্টি হয়। আর বুহতান হচ্ছে, কারো নামে সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন অপবাদ যত্রতত্র রটনা করা। যাতে তার সম্মান মর্যাদা ও ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয়। এই তিনটে কাজই ইসলামে করীরা গুনাহ বা মহাপাপ। সংশ্লিষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি ক্ষমা না করলে এ গুনাহ আল্লাহর ক্ষমা করেন না। অনুবাদক

الترغيب في الصمت، إلا عن خير والترهيب من كثرة الكلام

ভালো কথা বলা নচেৎ নীরব থাকার উপদেশ এবং বেশি কথা বলার বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী

١٤٨٩– وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِوبْنِ العَاصِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَانَهَى اللّٰهُ عَنْهُ » رواه البخارى، ومسلم، والترمذى، والنسائى.

১৪৮৯। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আ'স (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ মুসলমান হচ্ছে সেই ব্যক্তি, যার জিহ্বা ও হাত দ্বারা কোন মুসলমান কষ্ট পায় না। আর মুহাজির হচ্ছে সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহর নিষিদ্ধ জিনিস থেকে হিজরত করে। (অর্থাৎ তা বর্জন করে।) (বুখারী ও মুসলিম)

দ্রষ্টব্য ঃ এ হাদীসে যদিও শুধু 'মুসলমানকে' কষ্ট না দেয়ার উল্লেখ রয়েছে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এর দ্বারা সমাজের সকল মানুষকেই বুঝানো হয়েছে, তা সে যে কোন ধর্মাবলম্বী হউক না কেন। কেননা অন্য হাদীসে রাসূল (সা) ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন, মুসলিম রাষ্ট্রে আইন সম্মতভাবে বসবাসকারী অমুসলিমদের জান-মাল ও সম্ভ্রমের মর্যাদা মুসলমানদের জান-মাল ও সম্ভ্রমের সমান এবং তাদের নাগরিক অধিকার ও মুসলমানদের নাগরিক অধিকারে কোন তারতম্য ও প্রভেদ নেই।

١٤٩٠- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «مَنْ وَقَاهُ اللّٰهُ شَرَّمَا بَيْنَ لِحْيَيْهِ، وَشَرَّ مَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ» رواه الترمذى، وحسنه، وابن حبان فى صحيحه.

১৪৯০। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ যাকে আল্লাহ তার জিহব্বা ও লজ্জাস্থানের আপদ থেকে রক্ষা করেছেন সে বেহেশতে যাবে। (তরমিযী ও ইবনে হাব্বান)

١٤٩١- وَرُوِىَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «مَنْ دَفَعَ غَضَبَهُ دَفَعَ عَنْهُ اللّٰهُ عَذَابَهُ، وَمَنْ حَفِظَ لِسَانَهُ سَتَرَ اللّٰهُ عَوْرَتَهُ» رواه الطبرانى فى الأوسط، وأبو يعلى.

১৪৯১। হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত । রাসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি নিজের ক্রোধ সংবরণ করে আল্লাহ তাকে তার আযাব থেকে রক্ষা করবেন। আর যে ব্যক্তি জিহ্বাকে সংযত রাখে, আল্লাহ তার দোষক্রটি গোপন করেন। (তাবরানী ও আবু ইয়ালা)

١٤٩٢- وَعَنْ رَكْبِ الْمِصْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «طُوْبٰى لِمَنْ عَمِلَ بِعِلْمِهِ، وَأَنْفَقَ الْفَضْلَ مِنْ مَالِهِ، وَأَمْسَكَ الْفَضْلَ مِنْ قَوْلِهِ» رواه الطرانى فى حديث يأتى فى التواضع إن شاء الله.

১৪৯২। হযরত রাকব আল-মিসরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি যা জানে, সে অনাসারে কাজ করে, নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ দান করে এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত কথা বলা থেকে বিরত থাকে, তার জন্য সুসংবাদ। (তাররানী)

١٤٩٣- وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « لاَ تُكْثِرُ وْالْكَلاَمَ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللّٰهِ، فَإِنَّ كَثْرَةَ الْكَلاَمِ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللّٰهِ قَسْوَةٌ لِلْقَلْبِ، وَإِنَّ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى اَلْقَلْبُ الْقَاسِىْ ». رواه الترمذى، والبيهقى، وقال الترمذى : حديث حسن غريب.

১৪৯৩। হযরত ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহর স্মরণ ও তাঁর সম্পর্কে কিছু বলা ছাড়া কথা বাড়িও না, কেননা আল্লাহর স্মরণ ও তার সম্পর্কে কিছু বলা ছাড়া কথা বাড়ানো মনকে কঠিন বানিয়ে দেয়। মনে রেখ যার মন কঠিন, সেই আল্লাহর কাছ থেকে সবচেয়ে দূরে অবস্থিত। (তিরমিযী, বায়হাকী)

١٤٩٤- وعن أم حبيبة زوج النبى صلى الله عليه وسلم عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « كُلُّ كَلاَمِ ابْنِ آدَمَ عَلَيْهِ، لاَ لَهُ إِلاَّ أَمْرٌ بِمَعْرُوْفٍ أَوْنَهْىٌ عَنْ مُنْكَرٍ، أَوْ ذِكْرُ اللّٰهِ » رواه الترمذى وابن ماجه، وابن أبى الدنيا.

১৪৯৪। উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে হাবীবা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ সৎকাজের আদেশ অসৎকাজ থেকে নিষেধ অথবা আল্লাহর স্মরণ সম্বলিত কথা ছাড়া সমস্ত কথাই আদম সন্তানের জন্য ক্ষতিকর। (তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, ইবনে আবিদ দুনিয়া)

١٤٩٥- وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مِنْ حُسْنِ إِسْلاَمِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَالاَ يَعْنِيْهِ » رواه الترمذى.

১৪৯৫। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ নিষ্প্রয়োজন কাজ ও কথা বর্জন মানুষের দীনদারীকে সৌন্দর্য মন্ডিত করে। (তিরমিযী)

١٤٩٦– وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : تُوُفِّيَ رَجُلٌ، فَقَالَ رَجُلٌ آخَرُ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْمَعُ : أَبْشِرْ بِالْجَنَّةِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «أَوَلَا تَدْرِيْ؟ فَلَعَلَّهُ تَكَلَّمَ فِيْمَا لَا يَعْنِيْهِ، أَوْبَخِلَ بِمَا لَا يَنْقُصُهُ» رواه الترمذى وقال : حديث حسن غريب.

১৪৯৬। হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি মারা গেল আর এক ব্যক্তি বললো ঃ বেহেশতের সুসংবাদ নাও। রাসূল (সা) এ কথাটা শুনতে পেয়ে বললেন ঃ তুমি কি জান সে বেহেশতবাসী? এমনও তো হতে পারে যে, সে বিনা প্রয়োজনে অতিরিক্ত কথা বলতো অথবা তার প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ দান করতে কার্পণ্য করতো, যা দান করলে তার কোন ক্ষতি হতো না। (তিরমিযী)

الترهيب من الحسد
وفضل سلامة الصدر

হিংসা-বিদ্বেষ, ঈর্ষা ও পরশ্রীকাতরতার বিরুদ্ধে সতর্কবাণী

١٤٩٧– عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ؛ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيْثِ، وَلَا تَحَسَّسُوْا، وَلَا تَجَسَّسُوْا، وَلَا تَنَافَسُوْا، وَلَا تَحَاسَدُوْا، وَلَا تَبَاغَضُوْا وَلَا تَدَابَرُوْا، وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللّٰهِ إِخْوَانًا كَمَا أَمَرَكُمْ، اَلْمُسْلِمُ أَخُوْ الْمُسْلِمِ : لَا يَظْلِمُهُ، وَلَا يَخْذُلُهُ، وَلَا يَحْقِرُهُ. اَلتَّقْوٰى هٰهُنَا، وَالتَّقْوٰى هٰهُنَا، وَالتَّقْوٰى هٰهُنَا، وَأَشَارَ إِلٰى

صَدْرِهِ بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ : دَمُهُ، وَعِرْضُهُ، وَمَالُهُ» رواه مالك، والبخاري، ومسلم، واللفظ له، وهو أتم الروايات وأبو داود، والترمذي.

১৪৯৭। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ সাবধান, তোমরা কারো সম্পর্কে মনগড়া ধারণা পোষণ করো না। মনগড়া ধারণা হচ্ছে সবচেয়ে বড় মিথ্যাচার। তোমরা আন্দাজ আনুমান করো না, দোষ অনুসন্ধান করো না, পার্থিব সম্পদ অর্জনে প্রতিযোগিতা করো না। পরস্পরে হিংসা-বিদ্বেষপোষণ করো না। কেউ কাউকে ঈর্ষা করো না, কেউ কাউকে অবজ্ঞা করো না। আল্লাহর নির্দেশ মোতাবেক তোমরা সবাই আল্লাহর বান্দা হিসাবে ভাই ভাই হয়ে যাও। মুসলমান মুসলমানের ভাই। সে তাকে যুলুম করবে না, অপমাণিত ও লাঞ্ছিত করবে না, তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করবে না। আল্লাহর ভয় এখানে, আল্লাহর ভয় এখানে, আল্লাহর ভয় এখানে। এই বলে তিনি নিজের বুকের দিকে ইংগিত করলেন। একজন মুসলমান তার আরেক মুসলমান ভাইকে ঘৃণা করবে তাচ্ছিল্য করবে ও হেয় মনে করবে এর চেয়ে খারাপ কাজ আর কিছু হতে পারে না। প্রত্যেক মুসলমানের কাছে অপর মুসলমানের জান-মাল ও সম্ভ্রম পরম সম্মানাই। (মালেক, বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী)

١٤٩٨- وَعَنْهُ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «لاَيَجْتَمِعُ فِىْ جَوْفِ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ غُبَارٌ فِىْ سَبِيْلِ اللَّهِ وَفَيْحُ جَهَنَّمَ، وَلاَ يَجْتَمِعُ فِىْ جَوْفِ عَبْدٍ الْأِيْمَانُ وَالْحَسَدُ» رواه ابن حبان فى صحيحه. ومن طريقه البيهقى.

১৪৯৮। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ কোন মুমিন বান্দার পেটে আল্লাহর পথের ধুলো ও দোযখের আগুনের উত্তাপ এই দুটো যেমন একত্রিত হতে পারে না, তেমনি কোন মুমিন বান্দার অন্তরে ঈমান ও হিংসা একত্রিত হতে পারে না। (ইবনে হাব্বান ও বায়হাকী)

١٤٩٩- وَعَنْهُ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وسلم قال : إِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ؛ فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ، أوقال : العشب» رواه أبو داود، والبيهقى.

ورواه ابن ماجه، والبيهقى أيضا وغيرهما من حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «الْحَسَدُ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ، وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ، وَالصَّلاَةُ نُوْرُ الْمُؤْمِنِ، وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ مِّنَ النَّارِ»

১৪৯৯। হযরত আবু হুরায়ারা (রা) আরো বর্ণনা করেন। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ তোমরা হিংসা থেকে সর্তক থাক। কেননা আগুন যেভাবে শুকনো কাঠকে বা শুকনো ঘাস পাতাকে পুড়িয়ে ফেলে, হিংসা ঠিক সেইভাবে সৎকাজগুলোকে খেয়ে ফেলে। (আবু দাউদ ও বায়হাকী)

ইবনে মাজাও বায়হাকী হযরত আনাস (থেকে আরো বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল (সা) বলেছেন ঃ আগুন যেভাবে শুকনো কাঠকে পুড়িয়ে ফেলে হিংসা সেইভাবে সৎকাজগুলোকে খেয়ে ফেলে আর পানি যেভাবে আগুন কে নিভিয়ে দেয়, সদকা সেইভাবে গুনাহকে ধ্বংস করে দেয়। আর নামায মুমিনের জ্যেতি। আর রোযা দোযখ থেকে বাঁচার ঢাল।

١٥٠٠- وَرُوِىَ عَنْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ بُسْرِى رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «لَيْسَ مِنِّىْ ذُوْحَسَدٍ، وَلاَ نَمِيْمَةٍ، وَلاَ كَهَانَةٍ، وَلاَ أَنَامِنْهُ، ثُمَّ تَلاَ رَسُوْلُ صَلَّى اللّٰلّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (وَالَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوْا فَقَدِ احْتَمَلُوْا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِيْنًا» رواه الطبرانى.

১৫০০। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে বুসর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ হিংসুক চোগলখোর ও ভবিষ্যদ্বক্তা আমার কেউ নয়, আমিও তাদের কেউ নই। এরপর রাসূল (সা) সূরা আহযাবের ৫৮ নং আয়াতটা পড়ে শোনালেন “যারা ঈমানদার নারী

ও পুরুষকে মিথ্যে অপবাদ রটিয়ে কষ্ট দেয়, তারা কুৎসা রটানায় ও সুস্পষ্ট পাপে লিপ্ত হয়। (তাবরানী)

١٥٠١- وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : كُنَّا جُلُوْسًا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : «يَطْلُعُ الْآنَ عَلَيْكُمْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ» فَطَلَعَ رَجُلٌ مِّنَ الْأَنْصَارِ تَنْطُفُ لِحْيَتُهُ مِنْ وَضُوْئِهِ، قَدْ عَلَّقَ نَعْلَيْهِ بِيَدِهِ الشِّمَالِ، فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ ذٰلِكَ، فَطَلَعَ ذٰلِكَ الرَّجُلُ مِثْلَ الْمَرَّةِ الْأُوْلٰى، فَلَمَّا كَانَ الْيَوْمُ الثَّالِثُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ مَقَالَتِهِ أَيْضًا، فَطَلَعَ ذٰلِكَ الرَّجُلُ عَلٰى مِثْلِ حَالِهِ الْأَوَّلَ ، فَلَمَّا قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبِعَهُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو، فَقَالَ : إِنِّىْ لَاحَيْتُ أَبِىْ، فَأَقْسَمْتُ أَنِّىْ لَا أَدْخُلُ عَلَيْهِ ثَلَاثًا، فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ تُؤْوِيَنِىْ إِلَيْكَ حَتّٰى تَمْضِىْ فَعَلْتَ، فَقَالَ : نَعَمْ قَالَ أَنَسٌ : فَكَانَ عَبْدُ اللّٰهِ يُحَدِّثُ أَنَّهُ بَاتَ مَعَهُ تِلْكَ الثَّلَاثَ اللَّيَالِىَ فَلَمْ يَرَهُ يَقُوْمُ مِنَ اللَّيْلِ شَيْئًا، غَيْرَ أَنَّهُ إِذَا تَعَارَّ تَقَلَّبَ عَلٰى فِرَاشِهِ ذَكَرَ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ، وَكَبَّرَ حَتّٰى لِصَلَاةِ الْفَجْرِ، قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ : غَيْرَ أَنِّىْ لَمْ أَسْمَعْهُ يَقُوْلُ إِلَّا خَيْرًا، فَلَمَّا مَضَتِ الثَّلَاثُ اللَّيَالِىْ، وَكِدْتُ أَنْ أَحْتَقِرَ عَمَلَهُ، قُلْتُ : يَا عَبْدَ اللّٰهِ، لَمْ يَكُنْ بَيْنِىْ وَبَيْنَ أَبِىْ غَضَبٌ وَلَا هِجْرَةٌ، وَلٰكِنْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لَكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ : «يَطْلُعُ عَلَيْكُمُ الْاٰنَ رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ»

فَطَلَعْتَ أَنْتَ الثَّلاَثَ الْمَرَّاتِ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَوِىَ إِلَيْكَ، فَأَنْظُرَ مَا عَمَلُكَ، فَأَقْتَدِىْ بِكَ، فَلَمْ أَرَكَ عَمِلْتَ كَبِيْرَ عَمَلٍ، فَمَا الَّذِىْ بَلَغَ بِكَ مَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ : مَا هُوَ إِلاَّ مَا رَأَيْتَ، فَلَمَّا وَلَّيْتُ دَعَانِىْ، فَقَالَ : مَا هُوَ إِلاَّ مَا رَأَيْتَ غَيْرَ أَنِّىْ لاَ أَجِدُ فِىْ نَفْسِىْ لِأَحَدٍ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ غِشًّا، وَلاَ أَحْسِدُ أَحَدًا عَلٰى خَيْرٍ أَعْطَاهُ اللّٰهُ إِيَّاهُ، فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ : هٰذِهِ الَّتِىْ بَلَغَتْ بِكَ، رواه أحمد بأسناد على شرط البخارى، ومسلم، والنسائى، ورواته احتجابهم أيضا إلا شيخه سويد بن نضر وهو ثقة، وأبو يعلى، والبزار بنحوه، وسمى الرجل المبهم سعدا.

وقال فى اخره : فقال سعد : «مَا هُوَ إِلاَّ مَا رَأَيْتَ يَا ابْنَ أَخِىْ، إِلاَّ أَنِّىْ لَمْ أَبِتْ ضَاغِنًا عَلٰى مُسْلِمٍ » أو كلمة نحوها.

زاد النسائى فى رواية له، والبيهقى، والأصبهانى : فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ : «هٰذِهِ الَّتِىْ بَلَغَتْ بِكَ، وَهِىَ الَّتِىْ لاَ نُطِيْقُ».

ورواه البيهقى أيضا عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال : كُنَّا جُلُوْسًا عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : فَقَالَ : « لَيَطْلُعَنَّ عَلَيْكُمْ رَجُلٌ مِّنْ هٰذَا الْبَابِ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ » فَجَاءَ سَعْدُ بْنُ مَالِكٍ فَدَخَلَ مِنْهُ، قال الْبَيْهَقِىْ : فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ، قَالَ : فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا : مَا أَنَا بِالَّذِىْ أَنْتَهِىْ حَتّٰى ابَايِتَ هٰذَا الرَّجُلَ فَأَنْظُرَ عَمَلَهُ، قَالَ : فَذَكَرَ

الْحَدِيْثَ فِيْ دخُولِه عَلَيْه ، قَالَ : فَنَاوَلَنِيْ عِبَاءَةً، فَاضْطَجَعْتُ عَلَيْهَا قَرِيْبًا مِّنْهُ، وَجَعَلْتُ ارْمُقُه بِعَيْنِي لَيْلَه كُلَّمَا تَعَارَ سَبَّحَ، وَكَبَّرَ ، وَهَلَّلَ، وَحَمِدَ اللّهَ، حَتَّى إِذَا كَانَ فِيْ وَجْهِ السَّحَرِ قَامَ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بِاثْنَتَيْ عَشْرَةَ سُوْرَةً مِنَ الْمُفَصَّلِ، لَيْسَ مِنْ طِوَالِهِ وَلَا مِنْ قِصَارِهِ، يَدْعُوْ فِيْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ التَّشَهُّدِ بِثَلَاثِ دَعَوَاتٍ، يَقُوْلُ : اللّهُمَّ اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَفِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اللّهُمَّ اكْفِنَا مَا أَهَمَّنَا مِنْ أَمْرِ اٰخِرَتِنَا وَدُنْيَانَا، اللّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ، حَتَّى إِذَا فَرَغَ قَالَ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ فِيْ اِسْتِقْلَالِهِ عَمَلَهُ، وَعَوَّدَهُ إِلَيْهِ ثَلَاثًا إِلَى أَنْ قَالَ : فَقَالَ : اٰخُذُ مَضْجَعِيْ، وَلَيْسَ فِيْ قَلْبِيْ غِمْرٌ عَلَى أَحَدٍ».

১৫০১। হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা)-এর কাছে আমরা বসা ছিলাম। এমতাবস্থায় তিনি বললেন ঃ "এক্ষুণি তোমাদের সামনে একজন বেহেশতবাশী আসবে।" অল্প সময় পরেই আনসাদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি এলো। তার দাড়ি থেকে ওযূর পানি টপকাচ্ছিল। সে তার জুতো জোড়াকে হাতে ঝুলিয়ে রেখেছিল। পরদিন সকালে ও রাসূল (সা) অনুরূপ কথা বললেন। এরপর সেই লোকটি প্রথমবারে মত অবস্থায়ই বেরিয়ে এলো। তৃতীয় দিনও রাসূল (সা) অনুরূপ কথা বললেন। আর তার অব্যবহিত পর সেই লোকটিও প্রথমবারের তার অবস্থায় এল। রাসূল (সা) চলে গেলে আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ঐ লোকটার পিছু পিছু গেল। তারপর তাকে বললো ঃ আমি আমার বাবার সাথে ঝগড়া করেছি। সে জন্য আমি কসম খেয়েছি, তিন দিন তার কাছে যাবো না। (অর্থাৎ বাড়ীতে যাব না) এখন আপনি যদি এই তিন দিন আমাকে আপনার কাছে আশ্রয় দেয়া পছন্দ করেন, তবে দিতে পারেন। সে বললো ঃ ঠিক আছে। তুমি থাকতে পার। হযরত আনাস বলেন ঃ

আব্দুল্লাহ আমাকে জানিয়েছে যে, সেই তিন দিন সে সারা রাত তার কাছে কাটিয়েছে। কিন্তু তাকে রাত জেগে মোটেও নামায পড়তে দেখেনি। তবে রাতে ঘুম ভেঙ্গে গেলেই সে বিছানার ওপর পাশ ফিরে শোয়, আল্লাহকে স্মরণ করে ও আল্লাহু আকবার বলে। এভাবে ফযরের নামায পর্যন্ত চলতে থাকে। তবে এই তিনদিনের ভেতরে আমি তাকে ভালো কথা ছাড়া বলতে শুনিনি। তিন রাত অতিবাহিত হওয়ার পর আমার কাছে তার কার্যকলাপ তুচ্ছ মনে হতে লাগলো। তাই আমি তাকে বললাম ঃ হে আল্লাহর বান্দা, আমারও আমার পিতার মাঝে কোন রাগারাগি বা মনোমালিন্য ছিল না। আসল কথা হলো, আমি রাসূল (সা) কে তিনবার আপনার সম্পর্কে বলতে শুনেছি যে, "এক্ষুণি তোমাদের সামনে একজন জান্নাতবাসী আসবে।" এপর তিনবারই আপনি এসেছেন। এজন্য আমি সিদ্ধান্ত নিলাম। আপনার কাছে আশ্রয় নিয়ে কয়েকদিন থাকবো। আপনার কার্যকলাপ দেখবো এবং তার অনুসরণ করবো। কিন্তু আমি আপনাকে বড় আকারের কোন কাজ করতে দেখলাম না। এখন আমি আপনার কাছে জানতে চাই, কোন, কাজ এতটা মর্যাদপূর্ণ হলো যে, রাসূল (সা) আপনার সম্পর্কে এ কথাটা বললেন? লোকটা বললো ঃ তুমি যা দেখেছ, আসলে এর চেয়ে বড় কিছু আমি করিনি। এ কথা শুনে আমি সেখান থেকে রওয়ানা হলাম। রওয়ানা হওয়া মাত্রই সে আমাকে ডাকলো। তারপর বললো ঃ তুমি যা দেখেছ তার চেয়ে বড় রকমের কোন কাজ আমি করিনি। তবে আমার মনে কোন মুসলমানের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ থাকে না, এবং কাউকে আল্লাহ তায়ালা ভালো কিছু দিলে তা দেখে আমি তার প্রতি ঈর্ষান্বিত হই না। আব্দুল্লাহ বলেন ঃ এ কথা শুনে আমি বললাম যে, এই জিনিসটাই আপনাকে এমন মহৎ ও মর্যাদাপূর্ণ বানিয়েছে। অথচ এই কাজটুকুই আমরা করতে পারিনে। (অর্থাৎ হিংসা ও ঈর্ষা এড়িয়ে চলতে পারিনে।) আহমাদ, আবু ইয়ালা, বাযযার, নাসায়ী, বায়হাকী ও ইসবাহনী)

বায়হাকীর বর্ণনায় আরো রয়েছে ঃ লোকটা আমাকে একটা চাদর দিল। আমি সেই চাদর বিছিয়ে তার খুব কাছেই শুয়ে রইলাম এবং সারারাত জেগে তার দিকে তাকিয়ে থাকলাম। দেখলাম, যখনই পাশ ফিরে শুচ্ছে। সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহু আকবার ও লা-ইলাহা ইল্লাহু পড়ছে। তারপর শেষ রাত হলে সে বিছানা ছেড়ে উঠলো, ওযূ করলো, মসজিদে ঢুকলো, এবং মধ্যম আকৃতির ১২টা সূরা দিয়ে ১২ রাকাত নামায পড়লো। প্রত্যেক দু'রাকাতের শেষে তাশাহুদের পর সে তিনটি দোয়া পড়ছিল ঃ (১) আল্লাহুমা আতিনা ফিদ দুনিয়া হাসানাতও ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানাতাও ওয়াকিনা আযাবান নার (হে আল্লাহ আমাদেরকে দুনিয়াতে ও শান্তি দাও। আখিরাতেও শান্তি দাও এবং আমাদেরকে দোযখের আযাব থেকে বাঁচাও।) (২)

আল্লাহুম্মাক ফিনা মা আহাম্মানা মিন আমরি আখিরাতিনা ওয়া দুনিয়ানা (হে আল্লাহ আমাদের দুনিয়া ও আখিরাতের যাবতীয় প্রয়োজন মিটিয়ে দাও) (৩) আল্লাহুম্মা ইন্না নাসয়ালুকা মিনাল খায়রি কুল্লিহি, ওয়া আউযুবিকা মিনাশ্ শাররি কুল্লিহি (হে আল্লাহ, আমরা তোমার কাছে যাবতীয় কল্যাণ চাই এবং যাবতীয় অকল্যাণ থেকে নিষ্কৃতি চাই) সবার শেষে সে বললো ঃ আমি রাতে যখন ঘুমাই তখন আমার মনে কারো বিরুদ্ধে কোন হিংসা বিদ্বেষ থাকে না।

١٥٠٢- وَعَنْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ عَمَرٍ رَضِىَ اللّٰه عَنْهُمَا قَالَ : قِيْلَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ، أَىَّ النَّاسِ أَفْضَلُ؟ قَالَ : « كُلُّ مَخْمُوْمِ الْقَلْبِ، صَدُوْقِ اللِّسَانِ » قَالُوْا : صَدُوْقُ اللِّسَانِ نَعْرِفُهُ، فَمَا مَخْمُوْمُ الْقَلْبِ ؟ قَالَ : «هُوَ التَّقِىُّ النَّقِىُّ لَا إِثْمَ فِيْهِ وَلَا بَغْىَ، وَلَا غِلَّ، وَلَا حَسَدَ » رواه ابن ماجه بإنساد صحيح، والبيهقى، وغيره أطول منه.

১৫০২। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) কে জিজ্ঞেস করা হলো ঃ হে রাসূল শ্রেষ্ঠ মানুষ কে? তিনি বললেন ঃ যার অন্তর পরিচ্ছন্ন এবং যার জিহ্বা সত্যবাদী, লোকেরা বললো ঃ যার জিহ্বা সত্যবাদী, এর অর্থ তো বুঝলাম। কিন্তু যার অন্তর পরিচ্ছন্ন, এর অর্থ কী? রাসূল (সা) বললেন ঃ যে ব্যক্তি খোদাভীরু, লালসামুক্ত, পাপমুক্ত, অবাধ্যতামুক্ত, হিংসা মুক্ত ও বিদ্বেষ মুক্ত। (ইবনে মাজা বায়হাকী)

الترغيب فى التواضع

والترهيب من الكبر، والعجب، والافتخار

বিনয় অবলম্বনে উৎসাহ প্রদান এবং অহংকার, দম্ভ ও ঔদ্ধত্য প্রদর্শনের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী

١٥٠٣ - عَنْ عِيَاضِ بْنِ حَمَّادٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللّٰهَ أَوْحَى إِلَىَّ أَنْ تَوَاضَعُوْا حَتّٰى لَا يَفْخَرَ أَحَدٌ، وَلَا يَبْغِيْ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ» رواه مسلم، وأبو داود، وابن ماجه.

১৫০৩। হযরত ইয়ায বিন হাম্মাদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহ তায়ালা আমাকে ওহির মাধ্যমে এই নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা বিনয়ী হও, কেউ কারো ওপর যেন বড়াই না করে এবং কেউ কারো ওপর যেন আগ্রাসণ না চালায়। (মুসলিম, আবুদাউদ ও ইবনে মাজাহ)

١٥٠٤- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ، وَمَا زَادَ اللّٰهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلّٰهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللّٰهُ» رواه مسلم، والترمذى.

১৫০৪। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ সদকা দিলে কারো সম্পদ কমে না, ক্ষমা দ্বারা আল্লাহ মানুষের সম্মান ও মর্যাদা বাড়ান এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে যে বিনয় অবলম্বন করে, আল্লাহ তাকে উচ্চতর মর্যাদায় ভূষিত করেন।" (মুসলিম ও তিরমিযী)

١٥٠٥- وعن نصيح العنسى عن ركب المصرى رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « طُوْبَى لِمَنْ تَوَاضَعَ فِيْ غَيْرِ مَنْقَصَةٍ، وَذَلَّ فِيْ نَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ،

وَأَنْفَقَ مَالًا جَمَعَهُ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ، وَرَحِمَ أَهْلَ الذُّلِّ وَالْمَسْكَنَةِ، وَخَالَطَ أَهْلَ الْفِقْهِ وَالْحِكْمَةِ، طُوبَى لِمَنْ طَابَ كَسْبُهُ، وَصَلُحَتْ سَرِيرَتُهُ، وَكَرُمَتْ عَلَانِيَتُهُ، وَعَزَلَ عَنِ النَّاسِ شَرَّهُ، طُوبَى لِمَنْ عَمِلَ بِعِلْمِهِ، وَأَنْفَقَ الْفَضْلَ مِنْ مَالِهِ، وَأَمْسَكَ الْفَضْلَ مِنْ قَوْلِهِ» رواه الطبراني.

১৫০৫। হযরত রাকব আল-মিসরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ সেই ব্যক্তির জন্য সুসংবাদ, যে এমন অবস্থায় বিণয় অবলম্বন করে, যখন তার কোন ক্ষতি হয় না, বিনয়ী হয় কিন্তু কারো কাছে কিছু চায় না, আল্লাহর হুকুম লংঘন না করে যে সম্পদ সঞ্চয় করেছে, তা আল্লাহর পথে দান করে, দরিদ্র ও দুস্থ মানুষের প্রতি দয়া প্রদর্শন করে, জ্ঞানীগুণী লোকদের ও ফেকাহ শাস্ত্রবিদদের সাথে মেলামেশা করে। সেই ব্যক্তির জন্য সুসংবাদ যার উপর্জন হালাল, যার গোপন কাজও সৎকাজ হয়ে থাকে এবং প্রকাশ্য কথা ভদ্রজনোচিত হয়ে থাকে, যে তার ক্ষতি থেকে জনগনকে রক্ষণা করে, যে তার জ্ঞান অনুসারে কাজ করে, নিজের প্রয়োজনীতিরিক্ত অর্থ আল্লাহর পথে ব্যয় করে। এবং প্রয়োজনীরিক্ত কথা বলা থেকে বিরত থাকে। (তাবরান)

١٥٠٦- وَعَنْ ثَوْبَانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ مَاتَ وَهُوَ بَرِيءٌ مِنَ الْكِبْرِ وَالْغُلُوْلِ وَالدَّيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ» رواه الترمذي واللفظ له، والنسائي، وابن ماجه وابن حبان في صحيحه، والحاكم،

১৫০৬। হযরত ছাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি অহংকার, অন্যের সম্পদ আত্মসাৎ করা ও ঋণ থেকে মুক্ত অবস্থায় মারা যায়, সে বেহেশতে প্রবেশ করবে। (তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজা, ইবনে হাব্বান ও হাকেম)

١٥٠٧ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَقُوْلُ اللّٰهُ جَلَّ وَعَلَا: «اَلْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي، وَالْعَظَمَةُ إِزَارِي، فَمَنْ نَازَعَنِي وَاحِدًا مِنْهُمَا أَلْقَيْتُهُ

فِىْ النَّارِ » رواه ابن ماجه واللفظ له وابن حبان فى صحيحه.

১৫০৭। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ তায়ালা বলেছেন ঃ অহংকার আমার চাদর আর শ্রেষ্ঠত্ব আমার পাজামা। এ দুটোর কোন একটাও যে ব্যক্তি আমার কাছ থেকে কেড়ে নিতে চেষ্টা করবে, তাকে দোযখে নিক্ষেপ করবো। (ইবনে মাজাহ, ইবনে হাব্বন)

١٥٠٨- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلَامٍ رَضِىَ اللّٰهُ أَنَّهُ مَرَّ فِى السُّوْقِ؛ وَعَلَيْهِ حِزْمَةٌ مِنْ حَطَبٍ، فَقِيْلَ لَهُ مَا يَحْمِلُكَ عَلٰى هٰذَا؟ وَقَدْ أَغْنَاكَ اللّٰهُ عَنْ هٰذَا؟ قَالَ : أَرَدْتُ أَنْ أَدْفَعَ الْكِبَرَ، سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : « لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ فِىْ قَلْبِهِ خَرْدَلَةٌ مِنْ كِبْرٍ ». رواه الطبرانى بأسناد حسن، والأصبهانى، إلا أنه قال : « مثقال ذرة من كبر ».

১৫০৮। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি এক বোঝা জ্বালানী কাঠ মাথার ওপর বহন করে বাজার দিয়ে যাচ্ছিলেন। তাকে জিজ্ঞেস করা হলো ঃ আপনাকে এভাবে চলতে কিসে উৎসাহিত করলো? আল্লাহ তো আপনাকে এতটা সম্পদশালী করেছেন যে, এমন কাজ না করলেও চলতো। তিনি বললেন ঃ আমি অহংকার তাড়াতে চাচ্ছি। কেননা রাসূল (সা) বলেছেন ঃ যার অন্তরে এক তিল পরিমাণ অহংকার থাকবে সে বেহেশতে প্রবেশ করতে পাবে না। (তারবরানী ও ইসবাহনী)

١٥٠٩- وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خَيلَاءَ لَمْ يَنْظُرْ اللّٰهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » فَقَالَ أَبُوْبَكْرٍ رضى الله عنه : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّ إِزَارِىْ يَسْتَرْخِىْ إِلَّا أَنْ أَتَعَاهَدَهُ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِنَّكَ لَسْتَ مِمَّنْ يَفْعَلُهُ خَيلَاءَ » رواه مالك، والبخارى، واللفظ له، وهو أتم، ومسلم، والترمذى، والنسائى.

১৫০৯। হযরত ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি অহংকারে বেশে নিজের কাপড় টাখনুর নীচে টেনে নিয়ে চলে, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার দিকে তাকাবেন না। হযরত আবু বকর (রা) বললেন ঃ হে রাসূল সব সময় খেয়াল না করলে আমার কাপড় ঢিল হয়ে যায়। রাসূল (সা) বললেন যারা অহংকারের সাথে কাপড় টেনে নিয়ে বেড়ায় তুমি তাদের দলভুক্ত নও। (মালেক, বুখরী, মুসলিম, তিরমিযী ও নাসায়ী)

١٥١٠- وَعَنْ أَبِىْ مُوْسٰى رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «إِنَّ فِىْ جَهَنَّمَ وَادِيًا يُقَالُ لَهُ هَبْهَبْ، حَقًّا عَلَى اللّٰهِ أَنْ يُسْكِنَهُ كُلَّ جَبَّارٍ عَنِيْدٍ» رواه أبو يعلى، والطبراني، والحاكم.

১৫১০। হযরত আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন দোযখে 'হাবহাব' নামক একটা জায়গা রয়েছে। সেখানে আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই প্রত্যেক অহংকারী, ও হঠকারী ব্যক্তিকে অবস্থান করাবেন। (আবু ইয়ালা, তাবরানী, হাকেম)

١٥١١- وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «لاَ يَزَالُ الرَّجُلُ يَذْهَبُ بِنَفْسِهِ حَتّٰى يُكْتَبَ فِى الْجَبَّارِيْنَ فَيُصِيْبُهُ مَا أَصَابَهُمْ» رواه الترمذي، وقال حديث حسن.

১৫১১। হযরত সালমা বিন আকয়া (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ একজন মানুষ ক্রমাগত একটু একটু অহংকার করতে করতে অবশেষে মস্ত বড় অহংকারী ব্যক্তি হিসেবে চিহ্নিত হয়ে যায় এবং তার জন্য যে শাস্তি নির্দ্ধারিত রয়েছে সে তা ভোগ করে। (তিরমিযী)

١٥١٢- وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ يَفْتَخِرُوْنَ بِآبَائِهِمُ الَّذِيْنَ مَاتُوْا، إِنَّمَا هُمْ فَحْمُ جَهَنَّمَ، أَوْ لَيَكُوْنُنَّ أَهْوَنَ عَلَى اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ

مِنَ الْجُعْلِ الَّذِى يُدَهْدِهُ الْخُرْءَ بِأَنْفِهِ، إِنَّ اللهَ أَذْهَبَ عَنْكُمْ عُبِّيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ، وَفَخْرَهَا بِالْآبَاءِ، إِنَّمَا هُوَ مُؤْمِنٌ تَقِىٌّ وَفَاجِرٌ شَقِىٌّ، النَّاسُ بَنُوْ آدَمَ، وَآدَمُ خُلِقَ مِنْ تُرَابٍ» رواه أبو داود، والترمذى.

১৫১২। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ যারা তাদের মৃত বাপদাদার নামে গর্ব করে, অবশ্য অবশ্যই তাদের পতন ঘটবে। তারা দোযখের কয়লা ছাড়া আর কিছু নয়। তারা আল্লাহর কাছে একটা ক্ষুদ্র উই পোকার চেয়েও নগণ্য প্রতীয়মান হবে, যা নিজের নাক দিয়ে মল টেনে নিয়ে যায়। আল্লাহ তায়ালা তোমাদের মৃত বাপদাদাকে নিয়ে অহংকার করার জাহেলী অভ্যাস রহিত ও নিষিদ্ধ করেছেন। এখন প্রত্যেক ব্যক্তি কেবল নিজের ঈমান ও আমলের ভিত্তিতে হয় খোদাভীরু মুমিন নতুব দুর্ভাগা পাপাচারী সাব্যস্ত হবে। সকল মানুষ আদমের সন্তান। আর আদম মাটি থেকে সৃষ্টি। (আবু দাউদ, তিরমিযী)

الترهيب من قوله الفاسق أو مبتدع : ياسيدى، أو نحوها من الكلمات الدالة على التعظيم

কোন পাপাচারী বা বেদায়াতীকে সম্মানসূচক সম্বোধন করার বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী

١٥١٣– عَنْ بُرَيْدَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «لَا تَقُوْلُوْا لِلْمُنَافِقِ سَيِّدٌ، فَإِنَّهُ إِنْ يَكُ سَيِّدًا، فَقَدْ أَسْخَطْتُمْ رَبَّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ» رواه أبو داود، والنسائى بإسناد صحيح، والحاكم، ولفظه قال : «إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلْمُنَافِقِ : يَا سَيِّدُ، فَقَدْ أَغْضَبَ رَبَّهُ» وقال : صحيح الاسناد كذا قال.

১৫১৩। হযরত বুরাইদা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ তোমরা কোন মুনাফিককে নেতা বা সরদার বলে ডেকো না। কেননা সে যদি নেতা বা সরদার হবার সুযোগ পায়, তাহলে তোমাদের মনিব ও প্রতিপালক আল্লাহ তায়ালাকে তোমরা ঘোরতর অসন্তুষ্ট করবে। (আবু দাউদ, নাসায়ী ও হাকেম) হাকেমের ভাষা হলো।" কোন ব্যক্তি যখন কোন মুনাফিককে হে নেতা বা হে সরদার বলে, তখন সে তার প্রতিপালককে রাগান্বিত করে।

দ্রষ্টব্য ঃ মুনাফিক মাত্রই ঘোরতর পাপী হয়ে থাকে। কেননা হাদীস মুনাফিকরদে চারটে লক্ষণ উল্লেখ করা হয়েছে। যথা ঃ মিথ্যা বলা, ওয়াদা খেলাফ করা, আমানতের খেয়ানত করা ও গালাগালি করা। এই চারটে কাজই ইসলামের দৃষ্টিতে কবীরা গুনাহ বা মহাপাপ।

الترغيب فى الصدق، والترهيب من الكذب

সত্য কথা বলার ও মিথ্যা বলা থেকে বিরত থাকার তাগিদ

١٥١٤- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ كَعْبَ ابْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ حَدِيْثَهُ حِيْنَ تَخَلَّفَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ. قَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ : لَمْ أَتَخَلَّفْ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ غَزْوَةٍ غَزَاهَا قَطُّ إِلَّا فِىْ غَزْوَةِ تَبُوْكٍ، غَيْرَ أَنِّىْ قَدْ تَخَلَّفْتُ فِىْ غَزْوَةِ بَدْرٍ، وَلَمْ يُعَاتِبْ أَحَدًا تَخَلَّفَ عَنْهَا، إِنَّمَا خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُسْلِمُوْنَ يُرِيْدُوْنَ عِيْرَ قُرَيْشٍ، حَتّٰى جَمَعَ اللّٰهُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ عَدُوِّهِمْ عَلٰى غَيْرِ مِيْعَادٍ، وَلَقَدْ شَهِدْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ حِيْنَ تَوَاثَقْنَا عَلَى الْإِسْلَامِ، وَمَا أُحِبُّ أَنَّ لِىْ بِهَا مَشْهَدَ بَدْرٍ، وَإِنْ كَانَتْ بَدْرٌ أَذْكَرَ فِى النَّاسِ مِنْهَا، وَكَانَ مِنْ خَبَرِىْ حِيْنَ

تَخَلَّفْتُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ أَنِّيْ لَمْ أَكُنْ قَطُّ أَقْوٰى وَلاَ أَيْسَرَ مِنِّيْ حِيْنَ تَخَلَّفْتُ عَنْهُ فِيْ تِلْكَ الْغَزْوَةِ، وَاللّٰهِ مَا جَمَعْتُ قَبْلَهَا رَاحِلَتَيْنِ قَطُّ حَتّٰى جَمَعْتُهُمَا فِيْ تِلْكَ الْغَزْوَةِ، وَلَمْ يَكُنْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيْدُ غَزْوَةً إِلاَّ وَرّٰى بِغَيْرِهَا، حَتّٰى كَانَتْ تِلْكَ الْغَزْوَةُ فَغَزَاهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ حَرٍّ شَدِيْدٍ، وَاسْتَقْبَلَ سَفَرًا بَعِيْدًا وَمَفَازًا، وَاسْتَقْبَلَ عَدُوًّا كَثِيْرًا، فَجَلاَ لِلْمُسْلِمِيْنَ أَمْرَهُمْ؛ لِيَتَأَهَّبُوْا أُهْبَةَ غَزْوِهِمْ، وَأَخْبَرَهُمْ بِوَجْهِهِمُ الَّذِيْ يُرِيْدُ، وَالْمُسْلِمُوْنَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَثِيْرٌ لاَ يَجْمَعُهُمْ كِتَابُ حَافِظٍ- يُرِيْدُ بِذٰلِكَ الدِّيْوَانَ- قَالَ كَعْبٌ : فَقَلَّ رَجُلٌ يُرِيْدُ أَنْ يَتَغَيَّبَ إِلاَّ ظَنَّ أَنَّ ذٰلِكَ سَيَخْفٰى مَالَمْ يَنْزِلْ فِيْهِ وَحْيٌ مِنَ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ، وَغَزَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِلْكَ الْغَزْوَةَ حِيْنَ طَابَتِ الثِّمَارُ وَالظِّلاَلُ، فَأَنَا إِلَيْهَا أَصْعَرُ، فَتَجَهَّزَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُسْلِمُوْنَ مَعَهُ، وَطَفِقْتُ أَغْدُوْ لِكَيْ أَتَجَهَّزَ مَعَهُمْ، فَأَرْجِعُ وَلَمْ أَقْضِ شَيْئًا، وَأَقُوْلُ فِيْ نَفْسِيْ : أَنَا قَادِرٌ عَلٰى ذٰلِكَ إِذَا أَرَدْتُ، فَلَمْ يَزَلْ ذٰلِكَ يَتَمَادٰى بِيْ حَتَّى اسْتَمَرَّ بِالنَّاسِ الْجِدُّ، فَأَصْبَحَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَادِيًا وَالْمُسْلِمُوْنَ مَعَهُ، وَلَمْ أَقْضِ مِنْ جِهَازِيْ شَيْئًا، ثُمَّ غَدَوْتُ فَرَجَعْتُ، وَلَمْ أَقْضِ شَيْئًا، فَلَمْ يَزَلْ ذٰلِكَ يَتَمَادٰى بِيْ حَتّٰى

أَسْرَعُوْا، وَتَفَارَطَ الْغَزْوُ، فَهَمَمْتُ أَنْ أَرْتَحِلَ فَأُدْرِكَهُمْ، فَيَالَيْتَنِيْ فَعَلْتُ، ثُمَّ لَمْ يُقَدَّرْ لِيْ ذٰلِكَ، وَطَفِقْتُ إِذَا خَرَجْتُ فِي النَّاسِ بَعْدَ خُرُوْجِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْزُنُنِيْ أَنِّيْ لاَ أَرٰى لِيْ أُسْوَةً، إِلاَّ رَجُلاً مَغْمُوْصًا عَلَيْهِ فِي النِّفَاقِ، أَوْ رَجُلاً مِمَّنْ عَذَرَ اللّٰهُ مِنَ الضُّعَفَاءِ، وَلَمْ يَذْكُرْنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتّٰى بَلَغَ تَبُوْكَ، فَقَالَ وَهُوَ جَالِسٌ فِي الْقَوْمِ بِتَبُوْكَ : « مَا فَعَلَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ؟ » فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ بَنِيْ سَلِمَةَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ حَبَسَهُ بُرْدَاهُ، وَالنَّظَرُ فِيْ عِطْفَيْهِ، فَقَالَ لَهُ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ : بِئْسَمَا قُلْتَ، وَاللّٰهِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ- مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ إِلاَّ خَيْرًا، فَسَكَتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبَيْنَمَا هُوَ عَلٰى ذٰلِكَ، رَأٰى رَجُلاً مُبَيِّضًا يَزُوْلُ بِهِ السَّرَابُ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «كُنْ أَبَا خَيْثَمَةَ» فَإِذَا هُوَ أَبُوْ خَيْثَمَةَ الْأَنْصَارِيُّ، وَهُوَ الَّذِيْ تَصَدَّقَ بِصَاعِ التَّمْرِ حِيْنَ لَمَزَهُ الْمُنَافِقُوْنَ، قَالَ كَعْبٌ : فَلَمَّا بَلَغَنِيْ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ تَوَجَّهَ قَافِلاً مِنْ تَبُوْكَ حَضَرَنِيْ بَثِّيْ، فَطَفِقْتُ أَتَذَكَّرُ الْكَذِبَ، وَأَقُوْلُ : بِمَ أَخْرُجُ مِنْ سَخَطِهِ غَدًا؟ وَأَسْتَعِيْنُ عَلٰى ذٰلِكَ بِكُلِّ ذِيْ رَأْيٍ مِنْ أَهْلِيْ، فَلَمَّا قِيْلَ : إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَظَلَّ قَادِمًا، زَاحَ عَنِّي الْبَاطِلُ حَتّٰى عَرَفْتُ أَنِّيْ لَنْ أَنْجُوَ مِنْهُ بِشَيْءٍ أَبَدًا، فَأَجْمَعْتُ

صِدْقَهُ، وَصَبَّحَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَادِمًا، وَكَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ، فَرَكَعَ فِيْهِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ جَلَسَ لِلنَّاسِ، فَلَمَّا فَعَلَ ذٰلِكَ جَاءَهُ الْمُخَلَّفُوْنَ، فَطَفِقُوْا يَعْتَذِرُوْنَ إِلَيْهِ، وَيَحْلِفُوْنَ لَهُ، وَكَانُوْا بِضْعَةً وَثَمَانِيْنَ رَجُلاً، فَقَبِلَ مِنْهُمْ عَلَانِيَتَهُمْ، وَبَايَعَهُمْ، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ، وَوَكَّلَ سَرَائِرَ هُمْ إِلَى اللّٰهِ عَزَّ وَرَجَلَّ حَتّٰى جِئْتُ، فَلَمَّا سَلَّمْتُ تَبَسَّمَ تَبَسُّمَ الْمُغْضَبِ، ثُمَّ قَالَ : تَعَالَ، فَجِئْتُ أَمْشِيْ حَتّٰى جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ لِيْ : « مَا خَلَّفَكَ؟ أَلَمْ تَكُنْ قَدِ ابْتَعْتَ ظَهْرَكَ ؟ » قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، إِنِّيْ وَاللّٰهِ لَوْجَلَسْتُ عِنْدَ غَيْرِكَ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا لَرَأَيْتُ أَنِّيْ سَأَخْرُجُ مِنْ سَخَطِهِ بِعُذْرٍ، وَلَقَدْ أُعْطِيْتُ جَدَلاً، وَلٰكِنِّيْ وَاللّٰهِ لَقَدْ عَلِمْتُ لَئِنْ حَدَّثْتُكَ الْيَوْمَ حَدِيْثَ كَذِبٍ تَرْضٰى بِهِ عَنِّيْ لَيُوْشِكَنَّ اللّٰهُ أَنْ يُسْخِطَكَ عَلَيَّ، وَلَئِنْ حَدَّثْتُكَ حَدِيْثَ صِدْقٍ تَجِدُ عَلَيَّ فِيْهِ إِنِّيْ لَأَرْجُوْفِيْهِ عُقْبَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ »، وَفِيْ رِوَايَةٍ : « عَفْوَ اللّٰهِ، وَاللّٰهِ مَا كَانَ لِيْ مِنْ عُذْرٍ، مَا كُنْتُ قَطُّ أَقْوٰى وَلَا أَيْسَرَ مِنِّيْ حِيْنَ تَخَلَّفْتُ عَنْكَ، قَالَ : فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَمَّا هٰذَا فَقَدْ صَدَقَ، فَقُمْ حَتّٰى يَقْضِيَ اللّٰهُ فِيْكَ » فَقُمْتُ، وَثَارَ رِجَالٌ مِّنْ بَنِيْ سَلَمَةَ، فَاتَّبَعُوْنِيْ، فَقَالُوْا : وَاللّٰهِ مَا عَلِمْنَاكَ أَذْنَبْتَ ذَنْبًا قَبْلَ هٰذَا، لَقَدْ عَجِزْتَ فِيْ أَنْ لَا تَكُوْنَ اعْتَذَرْتَ إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا اعْتَذَرَ إِلَيْهِ الْمُخَلَّفُوْنَ، فَقَدْ كَانَ كَافِيْكَ

ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك، قال :
فوالله ما زالوا يؤنبوننى حتى أردت أن أرجع إلى رسول
الله صلى الله عليه وسلم فأكذب نفسى، قال : ثم قلت لهم :
هل لقى هذا معى أحد ؟ قالوا : نعم لقيه معك رجلان قالا
مثل ماقلت، وقيل لهما مثل ما قيل لك، قال : قلت من
هما؟ قالوا : مرارة بن ربيعة العامرى، وهلال بن أمية
الواقفى، قال : فذكروا الى رجلين صالحين قد شهدا بدرا
فيهما أسوة، قال : فمضيت حين ذكروهما لى، قال : ونهى
رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها
الثلاثة من بين من تخلف عنه، قال : فاجتنبنا الناس، أو
قال : تغيروا لنا حتى تنكرت لى فى نفسى الأرض، فما هى
بالأرض التى أعرف، فلبثنا على ذلك خمسين ليلة، فأما
صاحباى، فاستكانا، وقعدا فى بيوتهما يبكيان، وأما أنا
فكنت أشب القوم وأجلدهم، فكنت أخرج فأشهد الصلاة،
وأطوف فى الأسواق فلا يكلمنى أحد، وآتى رسول الله
صلى الله عليه وسلم، وهو فى مجلسه بعد الصلاة، فأسلم،
فأقول فى نفسى : هل حرك شفتيه برد السلام أم لا؟ ثم
أصلى قريبا منه وأسارقه النظر، فإذا أقبلت على صلاتى
نظر إلى، فإذا التفت نحوه أعرض عنى، حتى إذا طال على
ذلك من جفوة المسلمين مشيت حتى تسورت جدار حائط

أَبِىْ قَتَادَةَ وَهُوَ اِبْنُ عَمِّىْ، وَأَحَبُّ النَّاسِ إِلَىَّ- فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَوَ اللّٰهِ مَارَدَّ عَلَىَّ السَّلَامَ، فَقُلْتُ لَهُ : يَا أَبَا قَتَادَةَ، أَنْشُدُكَ بِاللّٰهِ هَلْ تَعْلَمَنَّ أَنِّىْ أُحِبُّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ؟ قَالَ : فَسَكَتَ، فَعُدْتُ فَنَاشَدْتُهُ، فَسَكَتَ، فَعُدْتُ فَنَاشَدْتُهُ، فَقَالَ : اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ، فَفَاضَتْ عَيْنَاىَ، وَتَوَلَّيْتُ حَتّٰى تَسَوَّرْتُ الْجِدَارَ، فَبَيْنَا أَنَا أَمْشِىْ فِىْ سُوْقِ الْمَدِيْنَةِ إِذَا نَبَطِىٌّ مِنْ أَنْبَاطِ أَهْلِ الشَّامِ مِمَّنْ قَدِمَ بِطَعَامٍ يَبِيْعُهُ بِالْمَدِيْنَةِ يَقُوْلُ : مَنْ يَدُلُّ عَلٰى كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ؟ قَالَ : فَطَفِقَ النَّاسُ يُشِيْرُوْنَ لَهُ إِلَىَّ، حَتّٰى جَاءَنِىْ فَدَفَعَ إِلَىَّ كِتَابًا مِنْ مَالِكِ غَسَّانَ، وَكُنْتُ كَاتِبًا فَقَرَأْتُهُ فَإِذَا فِيْهِ : أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنَا أَنَّ صَاحِبَكَ قَدْ جَفَاكَ، وَلَمْ يَجْعَلْكَ اللّٰهُ بِدَارِ هَوَانٍ، وَلَا مَضْيَعَةٍ، فَالْحَقْ بِنَا نُوَاسِكَ، قَالَ : فَقُلْتُ حِيْنَ قَرَأْتُهَا: وَهٰذِهِ أَيْضًا مِنَ الْبَلَاءِ فَتَيَمَّمْتُ بِهَا التَّنُّوْرَ فَسَجَرْتُهَا حَتّٰى إِذَا مَضَتْ أَرْبَعُوْنَ مِنَ الْخَمْسِيْنَ، وَاسْتَلْبَثَ الْوَحْىُ، وَإِذَا رَسُوْلُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِيْنِىْ، فَقَالَ : إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَعْتَزِلَ اِمْرَأَتَكَ، قَالَ : فَقُلْتُ : أُطَلِّقُهَا أَمْ مَاذَا أَفْعَلُ؟ قَالَ : لَا، بَلْ اعْتَزِلْهَا فَلَا تَقْرَبْهَا، وَأَرْسَلَ إِلٰى صَاحِبَىَّ بِمِثْلِ ذٰلِكَ، قَالَ : فَقُلْتُ لِامْرَأَتِىْ : اِلْحَقِىْ بِأَهْلِكِ، فَكُوْنِىْ عِنْدَهُمْ حَتّٰى يَقْضِىَ اللّٰهُ فِىْ هٰذَا الْأَمْرِ، قَالَ: فَجَاءَتْ اِمْرَأَةُ هِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ

: يَارَسُوْلَ اللّٰهِ، إِنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ شَيْخٌ ضَائِعٌ لَيْسَ لَهُ خَادِمٌ، فَهَلْ تَكْرَهُ أَنْ أَخْدُمَهُ؟ قَالَ : «لَا، وَلٰكِنْ لَا يَقْرَبَنَّكَ» قَالَتْ : إِنَّهُ وَاللّٰهِ مَابِهِ حَرَكَةٌ إِلٰى شَيْءٍ، وَوَاللّٰهِ مَازَالَ يَبْكِيْ مُنْذُ كَانَ مِنْ أَمْرِهِ مَا كَانَ إِلٰى يَوْمِهِ هٰذَا، قَالَ : فَقَالَ لِيْ بَعْضُ أَهْلِيْ : لَوِاسْتَأْذَنْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ فَقَدْ أَذِنَ لِامْرَأَةِ هِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ أَنْ تَخْدُمَهُ، قَالَ : فَقُلْتُ : وَاللّٰهِ لَا أَسْتَأْذِنُ فِيْهَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى للّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَمَا يَدْرِيْنِيْ مَايَقُوْلُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَأْذَنْتُهُ فِيْهَا ؟ وَأَنَا رَجُلٌ شَابٌّ، قَالَ : فَلَبِثْتُ بِذَلِكَ عَشَرَ لَيَالٍ، فَكَمُلَ لَنَا خَمْسُوْنَ لَيْلَةً مِنْ حِيْنِ نَهٰى عَنْ كَلَامِنَا، قَالَ : ثُمَّ صَلَّيْتُ صَلَاةَ الصُّبْحِ صَبَاحَ خَمْسِيْنَ لَيْلَةً عَلٰى ظَهْرِ بَيْتٍ مِنْ بُيُوْتِنَا، فَبَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عَلٰى الْحَالَةِ الَّتِيْ ذَكَرَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنَّا : قَدْ ضَاقَتْ عَلَيَّ نَفْسِيْ، وَضَاقَتْ عَلَيَّ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، سَمِعْتُ صَوْتَ صَارِخٍ أَوْفٰى عَلٰى سَلْعٍ يَقُوْلُ بِأَعْلٰى صَوْتِهِ : يَا كَعْبُ بْنَ مَالِكٍ ! أَبْشِرْ، قَالَ : فَخَرَرْتُ سَاجِدًا وَعَلِمْتُ أَنْ قَدْ جَاءَ فَرَجٌ، قَالَ : وَأَذَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ بِتَوْبَةِ اللّٰهِ عَلَيْنَا حِيْنَ صَلّٰى صَلَاةَ الْفَجْرِ؛ فَوَثَبَ النَّاسُ يُبَشِّرُوْنَنَا، فَذَهَبَ قِبَلَ صَاحِبَيَّ مُبَشِّرُوْنَ، وَرَكَضَ رَجُلٌ إِلَيَّ فَرَسًا، وَسَعٰى سَاعٍ مِنْ أَسْلَمَ [مِنْ] قَبْلِيْ، وَأَوْفٰى عَلَى الْجَبَلِ فَكَانَ الصَّوْتُ أَسْرَعَ مِنَ الْفَرَسِ، فَلَمَّا جَاءَنِيْ الَّذِيْ سَمِعْتُ صَوْتَهُ

يَبَشِّرُنِيْ نَزَعْتَ لَهُ ثَوْبَيَّ فَكَسَوْتُهُمَا إِيَّاهُ بِبَشَارَتِهِ، وَاللّٰهِ مَا أَمْلِكَ غَيْرَهُمَا يَوْمَئِذٍ. وَاسْتَعَرْتَ ثَوْبَيْنِ فَلَبِسْتُهُمَا، وَانْطَلَقْتُ أَيَمِّمُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَتَلَقَّانِيَ النَّاسُ فَوْجًا يُهَنِّئُوْنِيْ بِالتَّوْبَةِ، وَيَقُوْلُوْنَ : لِيَهْنِكَ تَوْبَةُ اللّٰهِ عَلَيْكَ، حَتّٰى دَخَلْنَا الْمَسْجِدَ، فَإِذَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَوْلَهُ النَّاسُ، فَقَامَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ يُهَرْوِلُ حَتّٰى صَافَحَنِيْ وَهَنَّأَنِيْ، وَاللّٰهِ مَا قَامَ إِلَيَّ رَجُلٌ مِّنَ الْمُهَاجِرِيْنَ غَيْرُهُ، قَالَ : فَكَانَ كَعْبٌ لَايَنْسَاهَا لِطَلْحَةَ، قَالَ كَعْبٌ : فَلَمَّا سَلَّمْتُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ - وَهُوَ يَبْرُقُ وَجْهُهُ مِنَ السُّرُوْرِ- قَالَ : « أَبْشِرْ بِخَيْرِ يَوْمٍ مَرَّعَلَيْكَ مُنْذُ وَلَدَتْكَ أُمُّكَ » قَالَ : فَقُلْتُ : أَمِنْ عِنْدِكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ، أَمْ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ؟ قَالَ : «بَلْ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ» وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سُرَّ اِسْتَنَارَ وَجْهُهُ حَتّٰى كَأَنَّ وَجْهَهُ قِطْعَةُ قَمَرٍ، قَالَ :وَكُنَّا ، نَعْرِفُ ذٰلِكَ، قَالَ : فَلَمَّا جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ قُلْتُ : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّ مِنْ تَوْبَتِيْ أَنْ أَخْلَعَ مِنْ مَالِيْ صَدَقَةً إِلَى اللّٰهِ وَإِلٰى رَسُوْلِهِ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ؛ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكَ » قَالَ : فَقُلْتُ فَإِنِّيْ أُمْسِكُ سَهْمِيَ الَّذِيْ بِخَيْبَرَ، قَالَ : وَقُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، إِنَّمَا أَنْجَانِيَ اللّٰهُ بِالصِّدْقِ، وَإِنَّ مِنْ تَوْبَتِيْ أَنْ لاَ أُحَدِّثَ إِلاَّ صِدْقًا مَا بَقِيْتُ، قَالَ : «فَوَ اللّٰهِ مَا عَلِمْتُ أَحَدًا

أَبْلاَهُ اللّٰهُ فِيْ صِدْقِ الْحَدِيْثِ إِلاَّ صِدْقًا مَا بَقِيْتُ، قَالَ: «فَوَ اللّٰهِ مَا عَلِمْتُ أَحَدًا أَبْلاَهُ اللّٰهُ فِيْ صِدْقِ الْحَدِيْثِ مُنْذُ ذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنَ إِلَيَّ مِمَّا أَبْلاَنِيَ اللّٰهُ، وَاللّٰهِ مَا تَعَمَّدْتُ كِذْبَةً مُنْذُ قُلْتُ ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلٰى يَوْمِيْ هٰذَا، وَإِنِّيْ لأَرْجُوْأَنْ يَحْفَظَنِيَ اللّٰهُ فِيْمَا بَقِيَ، قَالَ: فَأَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ: «لَقَدْ تَابَ اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِيْنَ وَالأَنْصَارِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ فِيْ سَاعَةِ الْعُسْرَةِ) حَتّٰى بَلَغَ (إِنَّهُ بِهِمْ رَئُوْفٌ رَحِيْمٌ، وَعَلَى الثَّلاَثَةِ الَّذِيْنَ خُلِفُوْا حَتّٰى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ) حَتّٰى بَلَغَ (اتَّقُوْا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصَّادِقِيْنَ) رواه البخاري، ومسلم، واللفظ له.

১৫১৪। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালামের সেনাপতিত্বে যে কয়টি যুদ্ধ বা যুদ্ধাভিযান সংঘটিত হয়, তন্মধ্যে তাবুক যুদ্ধভিযান অন্যতম। যদিও প্রতিপক্ষের অনুপস্থিতির কারণে এ যুদ্ধ শেষ পর্যন্ত সংঘটিত হয়নি। তথাপি যুদ্ধের নির্দ্ধারিত স্থান তাবুকে মুসলিম বাহিনীকে সর্বোচ্চ প্রস্তুতি নিয়ে ও সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে সদলবলে যেতে হয়েছিল মক্কা বিজয়ের পর এটাই ছিল ইসলামের সর্বশেষ বৃহত্তম যুদ্ধভিযান। এই অভিযানের জন্য সাহাবায়ে কিরামের কারো শারীকি অনুপস্থিতির অনুমতি তো ছিলই না, অধিকন্তু প্রত্যেক সাহাবীকে সাধ্যমত সর্বোচ্চ পরিমাণ আর্থিক সাহায্যও দেয়ার আহবান জানানো হয়েছিল। তাবুক অভিযানের প্রাক্কালে যখন আর্থিক সাহায্য চাওয়া হয়, তখন হযরত ওমর (রা) নিজের সমস্ত অস্থাবর সম্পত্তির অর্ধেক আর হযরত আবু বকর (রা) সমস্ত অস্থাবর সম্পত্তি দান করেছিলেন।

কিন্তু তিনজন সাহাবী এই যুদ্ধে অপ্রত্যাশিতভাবে বিনা ওযরে অনুপস্থিত ছিলেন। তারা হলেন কা'ব বিন মালেক, হিলাল ইবনে উমাইয়া ও মুরারা বিন রাবী'। এই তিনজন সাহাবী সম্পর্কে অপর কোন সাহাবীর এমনকি স্বয়ং রাসূল (সা)-এর কখনো কোন অভিযোগ বা সংশয় ছিল না। তাঁদের নিষ্ঠা ও আন্তরিকতায় কখনো কোন খাদ ছিল না। তথাপি সর্বোচ্চ গুরুত্ববহ এই অভিযানে তারা সম্পূর্ণ বিনা ওযরে অনুপস্থি

থাকেন। এ সংক্রান্ত বিশদ ঘটনা স্বয়ং হযরত কা'ব ইবনে মালেক বর্ণনা করেছেন। এই বর্ণনা নিম্নরূপ ঃ

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে কা'ব বিন মালেক বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নেতৃত্বে যতগুলো যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে, তন্মধ্যে তবুক ও বদর ছাড়া আর কোনটাতেই আমি অনুপস্থিত থাকিনি। তবে বদর যুদ্ধে যারা অনুপস্থিত ছিলেন তাদের কাউকে আল্লাহর আক্রোশের সম্মুখীন হতে হয়নি। কেননা বদর যুদ্ধে আসলে রাসূল (সা)-এর উদ্দেশ্য ছিল কুরাইশদের কাফেলাকে ধাওয়া করা। এরূপ করতে গিয়ে হঠাৎ এক সময় যুদ্ধ বেধেঁ যায়। আকাবার রাতে রাসূল (সা) ইসলামের ওপর দৃঢ়ভাবে টিকে থাকা এবং ইসলাম ও রাসূল (সা) কে সাহায্য করার জন্য মোট যে ৭০ জনের কাছ থেকে শপথ গ্রহণ করেন, তাদের মধ্যে আমিও ছিলাম। ঐ রাতটি আমার কাছে যুদ্ধের চেয়েও প্রিয় ছিল।

তাবুক যুদ্ধের সময় আমি অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী ও স্বচ্ছল অবস্থায় ছিলাম। এ সময় আমার কাছে দুটো সওয়ারী ছিল, যা এর আগে কখনো ছিল না। রাসূল (সা)- এর নিয়ম ছিল, যখনই কোন যুদ্ধের সিদ্ধান্ত নিতেন, কখনো পরিস্কারভাবে স্থান, এলাকা বা কোন দিকে ও যাওয়া হবে ও তাও পর্যন্ত জানাতেন না। কিন্তু তাবুক যুদ্ধের সময়টা ছিল ভীষণ গরমের সময়। পথও ছিল দীর্ঘ ও এবং তার কোথাও গাছপালা, লতাপাতা ও পানি ছিল না। আর শত্রুর সংখ্যাও ছিল অধ্যতিক। তাই রাসূল (সা) মুসলমানদেরকে যুদ্ধের সকল প্রয়োজনীয় জ্ঞাতব্য বিষয় স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন, যাতে তারা ভালোভাবে যুদ্ধের প্রস্তুত গ্রহণ করতে পারে। এ সময় রাসূল (সা)-এর সহযোদ্ধার সংখ্যা ছিল বিপুল তবে তাদের নাম ধাম লেখার জন্য কোন খাতাপত্র বা রেজিষ্ট্রার ছিল না। এ যুদ্ধ থেকে অনুপস্থিত থাকতে চায়- এমন লোক একজনও ছিল না। তবে সকল সাহাবী এও মনে করতেন যে, কেউ যদি অনুপস্থিত থাকে তবে আল্লাহর ওহী না আসা পর্যন্ত রাসূল (সা) তা জানতে পারবেন না।

রাসূল (সা) যখন এ যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন, তখন ফল পেকে গিয়াছিল এবং ছায়া খুবই ভালো লাগতো। আমিও এসবের প্রতি আকৃষ্ট ছিলাম। রাসূল (সা) ও তাঁর সাথী মুসলমানগণ পূর্ণোদ্দমে যুদ্ধের প্রস্তুতি চালাচ্ছিলেন। আমিও প্রতিদিন ভাবতাম প্রস্তুতি নিব। কিন্তু কোন প্রস্তুতিই নেয়া হতো না। এমনিই দিন কেটে যেত। আমি নিজেকে সান্ত্বনা দিয়ে বলতাম, আমিতো যে কোন সময় প্রস্তুতি নিতে পারবো। ব্যস্ত হওয়ার দরকার কি? এভাবে দিন গড়িয়ে যেতে থাকে। একদিন ভোরে তিনি মুসলমানদেরকে সাথে নিয়ে চলে গেলেন। তখনো আমার প্রস্তুতি নেয়া হয়নি। আমি মনে মনে বললাম, ওঁরা চলে যায় যাক। আমি পথেই তাদেরকে ধরতে পারবো। তাদের রওনা হয়ে যাওয়ার পরের দিন আমি রওয়ান হতে চাইলাম, কিন্তু দিনটা কেটে গেল, আমার রওয়ানা দেয়া হয়ে উঠলো না। পরদিন সকালে আবার ইচ্ছা করলাম। কিন্তু এবারও পারলাম না রওনা দিতে। এভাবে গড়িমসির মধ্যে দিয়ে

দিনের পর দিন কেটে গেল। ততক্ষণে মুসলিম বাহিনী অনেক দূরে চলে গেছে। আমি কয়েকবার বেরিয়ে দ্রুত বেগে তাদেরকে ধরে ফেলার সংকল্প করেও পিছিয়ে থাকলাম। আফসোস তখনো যদি কাজটি করে ফেলতাম। কিন্তু আসলে তা বোধ হয় আমার ভাগ্যে ছিল না। রাসূল (সা) ও মুসলমানদের চলে যাওয়ার পর আমি যখন মদীনায় জনসাধারণের মধ্যে বেরুতাম, তখন পথে ঘাটে মুনাফিকও পিড়াব্যাধিগ্রস্ত লোক ছাড়া আর কাউকে দেখতাম না। এ পরিস্থিতিতে নিজেকে দেখে আমার খুবই দুঃখ লাগতো।

রাসূল (সা) তাবুক যাওয়ার পথে আমার সম্পর্কে কিছুই জিজ্ঞেস করেননি। তবে তাবুকে পৌছে জিজ্ঞেস করেন যে, কা'বের কি হয়েছে? বনু সালামার এক ব্যক্তি বললো ঃ হে রাসূলুল্লাহ! নিজের সম্পদের মায়া ও আত্মাভিমানের কারণে সে আসেনি। মুয়াজ ইবনে জাবাল এ কথা শুনে বললেন ঃ "ছি, কি একটা বাজে কথা তুমি বললে! আল্লাহর কসম, তার সম্পর্কে আমরা কখনো কোন খারাপ কথা শুনিনি।" রাসূল (সা) উভয়ের বাক্য বিনিময়ের মধ্যে চুপ করে থাকলেন।

কা'ব ইবনে মালেক বলেন ঃ যখন আমি জানতে পারলাম যে, রাসূল (সা) ফিরে আসছেন, তখন ভাবলাম, এমন কোন মিথ্যে ওযর বাহানা করা যায় কি-না, যাতে আমি তাঁর অসন্তোষ থেকে রক্ষা পেতে পারি। কিন্তু পরক্ষণেই এসব চিন্তা আমার দূর হয়ে গেল। আমি মনে মনে বললাম যে, মিথ্যে ওযর দিয়ে আমি রেহাই পাব না। কারণ রাসূল (সা) ওহীর মাধ্যমে জেনে ফেলবেন। কজেই পুরোপুরি সত্য কথা বলবো বলে স্থির করলাম। রাসূল (সা) পরদিন সকালে ফিরে এসে মসজিদে নববীতে বসলে তাবুক যুদ্ধে যারা যায়নি তারা একে একে আসতে লাগলো এবং প্রায় ৮০ জন (মতান্তরে ৮২ জন) নানা রকম ওযর বাহানা পেশ করে কসম খেতে লাগলো। রাসূল (সা) তাদের ওযর মেনে নিলেন, তাদের কাছ থেকে পুনরায় বায়য়াত নিলেন, তাদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইলেন এবং তাদের গোপন বিষয় আল্লাহর কাছে সোপর্দ করলেন। আমিও তাঁর কাছে এলাম। আমি সালাম দিলে তিনি ঈষৎ ক্রোধ মিশ্রিত মুচকি হাসিসহ জবাব দিলেন। তারপর বসতে বলে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তোমার কি হয়েছিল যে তাবুকে যেত পারলে না? তুমি না সওয়ারী কিনে নিয়েছিলে? আমি বলাম ঃ জ্বি, সাওয়ারী কিনে নিয়ে ছিলাম। কিন্তু আল্লাহর কসম, আমি যদি আপনি ছাড়া অন্য কারো সামনে বসতাম, তাহলে তার আক্রোশ থেকে রক্ষা পাওয়া জন্য মিথ্যে মিথ্যে ওযর পেশ করে চলে যেতাম। কারণ কথা বলার দক্ষতা আমারও আছে। কিন্তু আমি জানি, আজ আপনার কাছে মিথ্যা বলে আপনাকে খুশী করে গেলেও আল্লাহ তায়ালা কালই সব ফাঁস করে দিয়ে আপনাকে আমার ওপর অসন্তুষ্ট করে দেবেন। আর যদি সত্য বলি, তবে তাতে আপনি অসন্তুষ্ট হলেও আল্লাহর ক্ষমা লাভের আশা আছে। আল্লাহর কসম, আমার না যাওয়ার জন্য কোন ওযর ছিল না। আল্লাহর কসম, আমি এ সময়ে সর্বপ্রকারে সুস্থ, সবল ও সক্ষম ছিলাম।

রাসূল (সা) আমার কথা শুনে বললেন ঃ কা'ব সত্য কথা বলেছে। বেশ, তুমি এখন যাও। দেখ, আল্লাহ তোমার ব্যাপারে কি সিদ্ধান্ত দেন।

আমি বিদায় নিলাম। বনু সালামার লোকেরাও আমার সাথে চলতে লাগলো তারা আমাকে বললো ঃ "আমরাতো আজ পর্যন্ত তোমার কোন পাপ কাজের কথা শুনিনি। অন্যান্যদের মত তুমিও একটা ওযর পেশ করে দিলেই তো পারতে। তারপর রাসূলুল্লাহ (সা) তোমার জন্য ক্ষমা চাইতেন এবং তাতেই তোমার গুণাহ মাফ হয়ে যেত।" তারা এভাবে আমাকে ক্রমাগত তিরস্কার করতে লাগলো। ফলে এক পর্যায়ে মনে মনে স্থির করে ফেললাম, রাসূল (সা)-এর কাছে ফিরে যাই এবং আগে যা বলেছি তা ভুল প্রতিপন্ন করে আসি। সহসা আমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলাম ঃ আচ্ছা, আমার মত অকপটে সত্য বলে ভুল স্বীকার করতে তোমরা কি আর কাউকে দেখেছ? তারা বললো ঃ হ্যাঁ, হিলাল বিন উমাইয়া ও মুরারা বিন রবীও তোমার মতই কথা বলেছে। এই দু'জনকে আমি ভালোভাবে জানতাম। তারা ছিলেন খুবই সৎলোক এবং বদরযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী। তাদের দু'জনের কথা শুনে আমি আমার পূর্বের বক্তব্যে অবিচল থাকার সিদ্ধান্ত নিলাম।

এদিকে রাসূল (সা) তাবুকে অনুপস্থিত থাকা লোকদের মধ্যে আমাদের তিনজনের সাথে কথা বলা সকল মুসলমানের জন্য নিষিদ্ধ করে দিলেন। তাই লোকেরা আমাদেরকে বয়কট করে চললো। যেন আমরা তাদের একবারেই অচেনা মানুষ। দুনিয়াটাই যেন আমার কাছে বদলে গেল। এভাবে পঞ্চাশ দিন কেটে গেল। অন্য দু'জন তো ঘরেই বসে রইল এবং কাঁন্নাকাটি করতে লাগলো। কিন্তু আমি বাইরে বেরুতাম। মসজিদে নববীতে নামায পড়তাম ও বাজরে ঘুরতাম । কিন্তু কেউ আমার সাথে কথা বলতো না। আমি রাসূল (সা)-এর কাছে যেতাম। তিনি নামাযের পর মজলিসে বসলে সেখানেও তাকে সালাম দিতাম, আর দেখতাম, সালামের জবাবে তাঁর ঠোঁট নড়লো কি-না। আমি তাঁর কাছে দাঁড়িয়ে নামায পড়তাম। আমি বাকা দৃষ্টিতে তাঁকে দেখতাম। আমি নামায পড়ার সময় তিনি আমার দিকে তাকাতেন, আর আমি তাকালেই মুখ ফিরিয়ে নিতেন। এ অবস্থায় অনেকদিন কেটে গেল। ক্রমে আমি অস্থির ও দিশাহারা হয়ে পড়লাম। একদিন আমার অতি প্রিয় চাচাতো ভাই আবু কাতাদাহকে সালাম করলাম। কিন্তু সে সালামের জবাব পর্যন্ত দিল না। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলেও জবাব দিল না। তৃতীয়বার আল্লাহর কসম দিয়ে জিজ্ঞাসা করলে সে শুধু বললো ঃ আল্লাহও তাঁর রাসূলেই ভালো জানেন। আমার চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়লো। আমি তার কাছ থেকে ফিরে এলাম। এই সময় একদিন মদীনার বাজারে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। এই সময় সিরিয়ার একজন খৃস্টান কৃষক মদীনার বাজারে খাদ্যশস্য বিক্রী করতে এসেছিল। সে লোকজনের কাছে আমার ঠিকানা সন্ধান করছিল। লোকেরা আমাকে দেখিয়ে দিলে সে গাসসানের রাজার একটি চিঠি

আমার হাতে দিল। চিঠিতে রাজা লিখেছেন ঃ আমি জানতে পেরেছি যে, আপনার নেতা আপনাকে খুব কষ্ট দিচ্ছেন। অথচ আল্লাহ আপনাকে লাঞ্ছনা ও অবমাননার যোগ্য রাখেননি। আপনি আমাদের এখানে চলে আসুন, আমরা আপনাকে সম্মানের সাথে রাখবো।" চিঠিটা পড়ার সাথে সাথে আমি মনে মনে বললাম, এ আর এক পরীক্ষা। আমি তৎক্ষণাত তা চুলোর মধ্যে নিক্ষেপ করলাম।

এভাবে চল্লিশ দিন কেটে গেলে রাসূল (সা)-এর এক দূত আমার কাছে এসে বললো ঃ রাসূল (সা) তোমাকে তোমার স্ত্রী থেকে পৃথক হয়ে যাবার আদেশ দিয়েছেন। আমি বললাম ঃ ওকে তালাক দেব না-কি? দূত বললেন ঃ না, তালাক দিতে হবে না, তবে তার কাছে যাবে না। আমার অন্য দু'জন সাথীকেও একই হুকুম দেয়া হলো। আমি আমার স্ত্রীকে বললাম ঃ তুমি বাপের বাড়ীতে চলে যাও এবং আল্লাহর ফয়সালা আসা পর্যন্ত অপেক্ষা কর। হিলাল ইবনে উমাইয়ার স্ত্রী রাসূল (সা)-এর কাছে এসে বললেন ঃ হে রাসূল! আমার স্বামী বুড়ো হয়ে গেছে। তার কোন ভৃত্য নেই। আমি যদি তার দৈনন্দিন কাজ কর্ম করে তার সেবা করে দেই, তাতে কি আপত্তি আছে? রাসূল (সা) বললেন, আপত্তি নেই। তবে সে যেন তোমার কাছে না আসে। আমাকেও কেউ কেউ বললো যে, তুমি রাসূল (সা)-এর কাছে গিয়ে স্ত্রীর জন্য অনুমতি নিয়ে এসো, যেমন হেলালের স্ত্রী এনেছে। আমি বললাম ঃ না, আমি কোন অনুমতি আনতে যাব না। জানি না তিনি কি ভাববেন। কারণ হেলাল বিন উমাইয়া বুড়ো, আর আমি যুবক।

এভাবে আরো দশটি দিন কেটে গেলে একদিন ফযরের নামায পড়ে অত্যন্ত বিষন্ন মনে বসেছিলাম। সহসা কে একজন চিৎকার করে বলতে বলতে ছুটে আসতে লাগলো ঃ "কা'ব ইবনে মালেক! সুসংবাদ গ্রহণ কর।" আমি তৎক্ষণাত সিজদায় পড়ে গেলাম। বুঝলাম, আমাদের মুসিবত কেটে গেছে। রাসূলুল্লাহ (সা) ঐদিন ফযরের পর ঘোষণা করে দিয়েছেন যে, আল্লাহ আমাদের তওবা কবুল করে নিয়েছেন। লোকেরা দলে দলে এসে আমাকে অভিনন্দন জানাতে লাগলো। এরপর আমি রাসূল (সা)-এর সাথে সাক্ষাৎ করতে গেলাম। আমি দেখলাম, তিনিও আমার সুসংবাদে আনন্দিত। আমি বললাম ঃ হে রাসূলুল্লাহ (সা)! আমার তওবা কবুলের জন্য শুকরিয়া স্বরূপ আমার সমস্ত ধনসম্পদ আল্লাহ ও রাসূলের পথে সদকা করে দিতে চাই। রাসূল (সা) বললেন ঃ সব নয়, কিছু অংশ নিজের জন্য রেখে দাও। আমি বললাম হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ এবার আমাকে সত্য কথা বলার কারণে ক্ষমা করেছেন। কাজেই বাকী জীবন আমি সত্য ছাড়া কখনো মিথ্যা বলবো না। আল্লাহ আমাকে মিথ্যা বলা থেকে রক্ষা করেছেন। এই সময় সূরা তওবার ১১৭ ও ১১৮ নয় আয়াত নাযিল হয়। (বুখারী, মুসলিম)

١٥١٥- وَعَنْ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :«عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ، فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِيْ إِلَى الْبِرِّ، وَالْبِرَّ يَهْدِيْ إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ، وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ، حَتّٰى يُكْتَبَ عِنْدَ اللّٰهِ صِدِّيْقًا، وَإِيَّاكُمْ وَالْكِذْبَ، فَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِيْ إِلَى الْفُجُوْرِ، وَالْفُجُوْرُ يَهْدِيْ إِلَى النَّارِ، وَمَا يَزَالُ الْعَبْدُ يَكْذِبُ، وَيَتَحَرَّى الْكِذْبَ حَتّٰى يُكْتَبَ عِنْدَ اللّٰهِ كَذَّابًا ». رواه البخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي وصححه، واللفظ له.

১৫১৫। হযরত ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ তোমরা অবশ্যই সত্য কথা বলবে। কেননা সত্য ভাষণ মানুষকে সৎকাজে উদ্বুদ্ধ করে এবং সৎকাজ জান্নাতের দিকে চালিত করে। একজন মানুষ ক্রমাগত সত্য কথা বলতে বলতে এবং সত্য চিন্তা করতে করতে আল্লাহর দরবারে 'সিদ্দীক' অর্থাৎ 'মহা সত্যবাদী' রূপে আখ্যায়িত হয়। তোমরা কখনো মিথ্যা কথা বলো না। কেননা মিথ্যা পাপের পথে ঠেলে দেয়। আর পাপ জাহান্নামের দিকে চালিত করে। একজন মানুষ মিথ্যা বলতে বলতে ও মিথ্যা চিন্তা করতে করতে আল্লাহর কাছে মহা-মিথ্যাবাদী হিসেবে আখ্যায়িত হয়। (বুখারী, মুসলিম, আবুদ দাউদ ও তিরিমিযী)

١٥١٦- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا، وَمَنْ كَانَ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتّٰى يَدَعَهَا: إِذَا أُئْتُمِنَ خَانَ، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ ». رواه البخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي والنسائي.

১৫১৬। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা)

বলেছেন ঃ চারটে মন্দ স্বভাব যার ভিতরে থাকে সে নির্ভেজাল মুনাফিক। আর যার ভিতরে এ গুণের কোন একটা থাকে, সে ঐ স্বভাব ত্যাগ না করা পর্যন্ত মুনাফিকীর একটা খাসলাত পোষণকারী হিসেবে চিহ্নিত হবে। সেই চারটি খাসলত হলো, তার কাছে যদি আমানত রাখা হয় তবে তার খেয়ানত করে, যখন কথা বলে, তখন মিথ্যে বলে, যখন ওয়াদা করে, তখন ওয়াদা ভংগ করে এবং যখন ঝগড়া-বিবাদ করে তখন সীমা ছাড়িয়ে যায়। (বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী ও নাসায়ী)

١٥٢٧- وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : «ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ فَهُوَ مُنَافِقٌ، وَإِنْ صَامَ وَصَلّٰى وَحَجَّ وَاعْتَمَرَ، وَقَالَ : إِنِّي مُسْلِمٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا ائْتُمِنَ خَانَ». رواه أبو يعلى من رواية يزيد الرقاشي، وقد وثق، ولا بأس به في المتابعات.

১৫১৭। হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ তিনটে দোষ যার ভিতরে থাকবে, সে যতই নামায, রোযা হজ্জ ও ওমরা করুক না কেন এবং যতই দাবী করুক না কেন যে, আমি মুসলমান, মুনাফিক পরিগণিত হবে এবং যখন কথা বলে, তখন মিথ্যা বলে, যখন তার কাছে আমানত রাখা হয় তখন সে খেয়ানত করে এবং যখন ওয়াদা করে, তখন তা ভংগ করে। (আবু ইয়ালা)

١٥١٨- وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِيْ وَقَّاصٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « يُطْبَعُ الْمُؤْمِنُ عَلٰى كُلِّ خَصْلَةٍ، غَيْرِ الْخِيَانَةِ وَالْكِذْبِ». رواه البزار وأبو يعلى، وروواته رواة الصحيح، وذكره الدار قطني في العلل مرفوعا وموقوفا، وقال: والموقوف أشبة بالصواب، ورواه الطبراني في الكبير، والبيهقي، من حديث ابن عمر مرفوعا.

১৫১৮। হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন

ঃ মুমিনের চরিত্রে সব দোষ থাকতে পারে, কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতা ও মিথ্যা বলা থাকতে পারে না। (বাযযার, আবু ইয়ালা, দারকুতনী, তাবরানী ও বায়হাকী)

١٥١٩– وَعَنْ النَّوَاسِ بْنِ سَمْعَانٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « كَبُرَتْ خِيَانَةً أَنْ تُحَدِّثَ أَخَاكَ حَدِيْثًا هُوَ لَكَ مُصَدِّقٌ، وَأَنْتَ لَهُ كَاذِبٌ». رواه أحمد عن شيخه عمر بن هارون، وفيه خلاف، وبقية رواته ثقات.

১৫১৯। হযরত নাওয়াস বিন সাময়ান (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ এর চেয়ে বড় বিশ্বাস ঘাতকরা আর হতে পারে না যে, তোমার কোন দীনী ভাই তোমাকে সত্যবাদী বলে বিশ্বাস করে, অথচ তুমি তাকে মিথ্যা কথা শুনাও। (আহমাদ)

١٥٢٠– وَرُوِىَ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « بِرُّ الْوَالِدَيْنِ يَزِيْدُ فِى الْعُمُرِ، وَالْكِذْبُ يَنْقُصُ الرِّزْقَ، وَالدُّعَاءُ يَرُدُّ الْقَضَاءَ » رواه الأصبهاني.

১৫২০। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার আয়ু বাড়ায়, মিথ্যা বলা জীবিকা কমায় এবং দোয়া ভাগ্য ফিরায়। (ইসবাহাকী)

١٥٢١– وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «إِذَا كَذَبَ الْعَبْدُ تَبَاعَدَ الْمَلَكُ عَنْهُ مِيْلًا مِنْ نَتْنِ مَا جَاءَ بِهِ» رواه الترمذى، وابن أبى الدنيا فى كتاب الصمت، وقال الترمذى : حديث حسن.

১৫২১। হযরত ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেন ঃ যখন কোন বান্দা মিথ্যা কথা বলে, তখন তার কাছ থেকে ফেরেশতা এক মাইল দূরে সরে যায় তার নোংরা কথার দুর্গন্ধ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য। (তিরমিযী ও ইবনে আবিদ দুনিয়া)

١٥٢٢- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: دَعَتْنِيْ أُمِّيْ يَوْمًا، وَرَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدٌ فِيْ بَيْتِنَا، فَقَالَتْ : هَاتَعَالَ أُعْطِكَ، فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «مَا أَرَدْتِ أَنْ تُعْطِيَهُ؟» قَالَتْ: أَرَدْتُ أَنْ أُعْطِيَهُ تَمرًا، فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «أَمَا إِنَّكَ لَوْ لَمْ تُعْطِيهِ شَيْئًا كُتِبَتْ عَلَيْكَ كِذْبَةٌ» رواه أبو داود، والبيهقي، عن مولى عبد الله بن عامر، ولم يسمياه، عنه ورواه ابن أبي الدنيا فسماه زيادا.

১৫২২। হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একবার আমার মা আমাকে ডেকেছিলেন। তখন রাসূল (সা) আমাদের বাড়ীতে ছিলেন। আমার মা বললেন ঃ এসো, তোমাকে একটা জিনিস দেব। রাসূল (সা) তাকে বললেন ঃ তুমি ওকে কী দিতে চেয়েছিলে? মা বললেন ঃ খোরমা দিতে চেয়েছিলাম। তখন রাসূল (সা) তাকে বললেন ঃ জেনে রাখ, তুমি যদি তাকে কিছু না দিতে, তবে তোমার নামে একটা মিথ্যা কথা বলার গুনাহ লেখা হতো। আবু দাউদ, বায়হাকী ও ইবনে আবিদ দুনিয়া)

ترهيب ذى الوجهين
وذى اللسانين

দ্বিমুখী আচরণের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী

١٥٢٣- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَجِدُوْنَ النَّاسَ مَعَادِنَ، خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقِهُوْا، وَتَجِدُوْنَ خِيَارَ النَّاسِ فِيْ هٰذَا الشَّأْنِ أَشَدَّهُمْ لَهُ كَرَاهَةً، وَتَجِدُوْنَ شَرَّ النَّاسِ

ذَا الْوَجْهَيْنِ : الَّذِىْ يَأْتِىْ هٰؤُلَاءِ بِوَجْهٍ، وَهٰؤُلَاءِ بِوَجْهٍ»
رواه مالك، والبخارى، ومسلم.

১৫২৩। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ তোমরা দেখবে, মানুষ যেন খনিজ ধাতু। তাদের মধ্যে যারা জাহেলী যুগে শ্রেষ্ঠ ছিল, তারা ইসলামের যুগে শ্রেষ্ঠ, যখন ইসলামের জ্ঞান অর্জন করবে। তোমরা দেখবে, যারা ইসলামকে সর্বাধিক অপছন্দ করতো, তারাই শ্রেষ্ঠ মানুষে পরিণত হয়ে গেছে। তবে নিকৃষ্টতম মানুষ দেখবে তাদেরকে, যারা দু'মুখো, একজনের কাছে একভাবে আসে, আর একজনের কাছে আসে অন্যভাবে। (মালেক, বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ অর্থাৎ খনিজ ধাতুকে যেমন যে কোন ধরণের অস্ত্রে পরিণত করা যায়, মানুষকেও তেমনি। তাই যোগ্য ও সৎ মানুষ জাহেলী যুগেও নেতৃত্ব লাভ করে থাকে, ইসলামের যুগেও নেতৃত্ব লাভ করে যদি তারা ইসলামকে বুঝে সুঝে গ্রহণ করে। তবে যারা দ্বিমুখী চরিত্রের অধিকারী, তারা সমাজে নিকৃষ্টতম মানুষ। তারা কপট ও ভন্ড তথা মুনাফিক। এক একজনের কাছে তারা এক একভাবে আত্মপ্রকাশ করে। কেননা তারা সবার কাছ থেকেই স্বার্থ উদ্ধার করতে চায়। মানুষ যতদিন এদের ভন্ডামির স্বরূপ চিনতে পারে না, কেবল ততদিনই এরা সবার চোখে ধুলো দিয়ে সাময়িকভাবে প্রভাব প্রতিপত্তি লাভ করে। যখন তাদের মুখোস খুলে যায়, তখনই সর্বত্র ধিকৃত ও নিন্দিত হয়।

١٥٢٤- وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ نَاسًا قَالُوْا لِجَدِّهِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ : إِنَّنَا نَدْخُلُ عَلٰى سُلْطَانِنَا فَنَقُوْلُ بِخِلَافِ مَا نَتَكَلَّمُ إِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِ، فَقَالَ : كُنَّا نَعُدُّ هٰذَا نِفَاقًا عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. رواه البخارى.

১৫২৪। হযরত মুহাম্মাদ ইবনে যায়েদ থেকে বর্ণিত। একদল লোক তার দাদা আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রা) কে বললো ঃ আমরা আমাদের শাসকের সামনে গিয়ে যা বলি, তা তার কাছ থেকে বেরিয়ে যা বলি তার বিপরীত। তিনি বললেন ঃ আমরা এ ধরণের আচরণকে রাসূল (সা)-এর যুগে মুনাফিকী বলে আখ্যায়িত করতাম। (বুখারী)

الترهيب من الحلف بغير الله

আল্লাহ ছাড়া আর কোন নামে শপথ করার বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী

١٥٢٥- عَنْ إِبْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «إِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَنْهَا كُمْ أَنْ تَحْلِفُوْا بِآبَائِكُمْ، مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللّٰهِ أَوْ لِيَصْمُتْ» رواه مالك، والبخارى، ومسلم، وأبو داود، والترمذى، والنسائى، وابن ماجه.

১৫২৫। হযরত ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে তোমাদের বাপদাদার নামে শপথ করতে নিষেধ করেছেন। যদি কারো শপথ করতে হয়, তবে সে যেন আল্লাহর নামে শপথ করে, নচেৎ চুপ থাকে। (আদৌ কোন শপথ না করে।) (মালেক, বুখারী, মুসলিম আবুদাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ)

١٥٢٦- وعنه رضى الله عنه أنه سمع رجلا يقول : لا والكعبة، فقال ابن عمر : لا يحلف بغير الله؛ فإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : «مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللّٰهِ فَقَدْ كَفَرَ، أَوْ أَشْرَكَ» رواه الترمذى، وحسنه، وابن حبان فى صحيحه، والحاكم، وقال : صحيح على شرطهما.

১৫২৬। হযরত ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি এক ব্যক্তিকে বলতে শুনলেন, “কাবা শরীফের কসম” তখন ইবনে উমার (রা) তাকে বললেন ঃ আল্লাহ ছাড়া আর কারো নামে শপথ করা যায় না। আমি রাসূল (সা) কে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া আর কারো বা আর কিছুর নামে শপথ করলো, সে কুফরি করলো বা শিরক করলো। (তিরমিযী, ইবনে হাব্বান ও হাকেম)

١٥٢٧- وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «مَنْ حَلَفَ عَلٰى يَمِيْنٍ فَهُوَ كَمَا حَلَفَ، إِنْ قَالَ

: هُوَ يَهُوْدِيٌّ، فَهُوَ يَهُوْدِيٌّ، وَإِنْ قَالَ : هُوَنَصْرَانِيٌّ، فَهُوَ نَصْرَانِيٌّ، وَإِنْ قَالَ : هُوَ بَرِيْءٌ مِّنَ الْإِسْلَامِ، فَهُوَ بَرِيْءٌ مِّنَ الْإِسْلَامِ، وَمَنِ ادَّعَى دَعَاءَ الْجَاهِلِيَّةِ، فَإِنَّهُ مِنْ جُثَاءِ جَهَنَّمَ» قَالُوْا : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى؟ قَالَ «وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى» رواه أبو يعلى، والحاكم، واللفظ له، وقال : صحيح الإسناد، كذا قال.

১৫২৭। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি যে রকম শপথ করবে, সে তেমনই হবে। সে যদি শপথে নিজেকে ইহুদী বলে তবে সে ইহুদী হবে (যেমন "আমি যদি অমুক কাজ না করি, বা আমার কথা যদি সত্য না হয়, তাহলে আমি মুসলমান নই, বরং একজন ইহুদী") যদি খৃস্টান বলে, তবে সে খৃস্টান। যদি সে বলে, আমি মুসলমান নই, তাহলে সে মুসলমান থাকবে না। আর যে ব্যক্তি জাহেলী যুগের দাবী দাওয়া পেশ করবে, সে জাহান্নামের মাটিতে পরিণত হবে। লোকেরা জিজ্ঞেস করলো হে রাসূল যদি সে নামায রোযা করে তবুও? রাসূল (সা) বললেন হ্যাঁ, যদি নামায, রোযা করে তবুও। (আবু ইয়ালা ও হাকেম)

الترهيب من احتقار المسلم

وأنه لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى

মুসলমানকে তাচ্ছিল্য করার বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী

١٥٢٨- وَعَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «لَايَدْخُلَ الْجَنَّةَ مَنْ [كَانَ] فِىْ قَلْبِه مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ» فَقَالَ رَجُلٌ : إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُوْنَ ثَوْبُهُ حَسَنًا، وَنَعْلُهُ حَسَنًا، فَقَالَ : «إِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى جَمِيْلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ، اَلْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ، وَغَمْطُ النَّاسِ» رواه مسلم، والترمذى، والحاكم.

১৫২৮। হযরত ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ সেই ব্যক্তি বেহেশতে যাবে না যার মনে বিন্দু পরিমাণ ও অহংকার রয়েছে। এক ব্যক্তি বললো ঃ মানুষ তো পছন্দ করে যে, তার পোশাক সুন্দর হউক, তার জুতো সুন্দর হউক। রাসূল (সা) বললেন ঃ আল্লাহ সুন্দর। তিনি সৌন্দর্য পছন্দ করেন। অহংকার হচ্ছে সত্যকে প্রত্যাখ্যান করা ও জনসাধারণকে তাচ্ছিল্য করা। (মুসলিম, তিরমিযী ও হাকেম)

١٥٢٩- وَعَنِ الْحَسَنِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الْمُسْتَهْزِئِيْنَ بِالنَّاسِ يُفْتَحُ لِأَحَدِهِمْ فِى الْآخِرَةِ بَابٌ مِّنَ الْجَنَّةِ، فَيُقَالُ لَهُ : هَلُمَّ، فَيَجِيْءُ، بِكَرْبِهِ وَغَمِّهِ، فَإِذَا جَاءَهُ أُغْلِقَ دُوْنَهُ، ثُمَّ يُفْتَحُ لَهُ بَابٌ آخَرُ، فَيُقَالُ لَهُ : هَلُمَّ هَلُمَّ، فَيَجِيْءُ بِكَرْبِهِ وَغَمِّهِ، فَإِذَا جَاءَهُ أُغْلِقَ دُوْنَهُ، فَمَا يَزَالُ كَذَالِكَ حَتّٰى إِنَّ أَحَدَهُمْ لَيُفْتَحُ لَهُ الْبَابُ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، فَيُقَالُ لَهُ : هَلُمَّ، فَمَا يَأْتِيْهِ مِنَ الْيَأْسِ» رواه البيهقى مرسلا.

১৫২৯। হযরত হাসান (রা) থকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ মানুষের সাথে যারা ঠাট্টা বিদ্রূপ করে, তাদের জন্য আখিরাতে বেহেশতের একটা দরজা খোলা হবে। তাকে বলা হবে এসো, সে তার দুঃখ কষ্টসহই আসবে। আর আসামাত্রই তার মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দেয়া হবে। তারপর পুনরায় আরো একটা দরজা খোলা হবে এবং বলা হবে এসো, এসো। সে তার দুঃখ যাতনা সহই আসবে। আর আসা মাত্রই তার মুখের ওপর দরজা বন্ধ করা হবে। এভাবে চলতেই থাকবে। অবশেষে আর একটা দরজা খুলে যখন তাকে ডাকা হবে, তখন হতাশা বশতঃ সে আর যাবে না। (বায়হকী)

ব্যাখ্যা ঃ মানুষের সাথে ঠাট্টা বিদ্রূপের বদলা হিসেবে আল্লাহ তায়ালা তার সাথে এভাবে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করবেন।

١٥٣٠- وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «إِنَّ أَنْسَابَكُمْ هٰذِهِ لَيْسَتْ بِسِبَابٍ

عَلٰى أَحَدٍ، وَإِنَّمَا أَنْتُمْ وُلْدُ آدَمَ طَفُّ الصَّاعِ لَمْ تَمْلَؤُهُ. لَيْسَ لِأَحَدٍ فَضْلٌ عَلٰى أَحَدٍ إِلَّا بِالدِّيْنِ، أَوْ عَمَلٍ صَالِحٍ » رواه أحمد، والبيهقي كلاهما من رواية ابن لهيعة، ولفظ البيهقي قال : «لَيْسَ لِأَحَدٍ عَلٰى أَحَدٍ فَضْلٌ إِلَّا بِالدِّيْنِ، أَوْ عَمَلٍ صَالِحٍ، حَسْبُ الرَّجُلِ أَنْ يَكُوْنَ فَاحِشًا بَذِيًّا بَخِيْلًا».

১৫৩০। হযরত উকবা ইবনে আমের (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ পৃথিবীতে তোমাদের যে বংশ পরিচিতি রয়েছে, তা কারো বিরুদ্ধে গালি হিসেবে ব্যবহৃত হবার জন্য নয়। আসলে তোমরা সমগ্র মানবজাতি আদমের (আ) সন্তান। তোমরা সবাই পরস্পরের আপনজন। তোমরা নিজেরা এই ঘনিষ্ঠতা সৃষ্টি করনি। তোমাদের কারো ওপর কারো শ্রেষ্ঠত্ব যদি হয়, তবে তা একমাত্র দীনদারী বা সৎকর্মশীলতার ভিত্তিতেই হতে পারে। (আহমাদ ও বায়হাকী) বায়হাকীর বর্ণনায় আরো বলা হয়েছে ঃ দীনদারী অথবা খোদাভীতি ছাড়া আর কোন দিক দিয়ে একজন আরেকজনের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হয়না। আর কোন ব্যক্তির অশ্লীলভাষী, কটুভাষী ও কৃপণ হওয়াই তার নিকৃষ্ট হবার জন্য যথেষ্ট।

١٥٣١- وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ أَوْسَطِ أَيَّامِ التَّشْرِيْقِ خُطْبَةَ الْوَدَاعِ فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ، وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ، أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلٰى عَجَمِيٍّ، وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلٰى عَرَبِيٍّ، وَلَا لِأَحْمَرَ عَلٰى أَسْوَدَ، وَلَا لِأَسْوَدَ عَلٰى أَحْمَرَ : إِلَّا بِالتَّقْوٰى، إن قال : «فليبلغ الشاهد الغائب» ثم ذكر الحديث في تحريم الدماء، والأموال والأعراض. رواه البيهقي.

১৫৩১। হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) আইয়ামে তাশরীকের মধ্যভাগে বিদায়ী ভাষণে আমাদেরকে বলেছেন ঃ "হে মানবমন্ডলি, তোমাদের প্রভু এক এবং তোমাদের পিতা একজন। শুনে রাখ। কোন অনারবের

ওপর আরবের, আরবের ওপর অনারবের, লাল মানুষের ওপর কালো মানুষের এবং কালো মানুষের ওপর লাল মানুষের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই তাকওয়া ব্যতীত। নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে যে যত বেশী সংযত ও খোদাভীরু, সে ততবেশী সম্মানিত। আমি কি পৌঁছিয়ে দিয়েছি? সবাই বললো ঃ জ্বী হে আল্লাহর রাসূল। তিনি বললেন ঃ তাহলে যারা উপস্থিত, তারা যেন অনুপস্থিতদের কাছে এই কথাগুলো পৌঁছে দেয়।"(বায়হাকী)

الترغيب فى إماطة الأذى عن الطريق

রাস্তার উপর থেকে আবর্জনা সরানোর ফযীলত

١٥٣٢- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اَلْإِيْمَانُ بِضْعٌ وَسِتُّوْنَ - أَوْ سَبْعُوْنَ - شُعْبَةً أَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذٰى عَنِ الطَّرِيْقِ، وَأَرْفَعُهَا قَوْلُ : لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ» رواه البخارى، ومسلم، وأبو داود، والترمذى، والنسائى، وابن ماجه.

১৫৩২। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ ঈমানের ষাটটির চেয়েও কিছু বেশী বা সত্তরটার চেয়েও কিছু বেশী শাখা রয়েছে, তন্মধ্যে সবচেয়ে নগণ্য শাখা হলো, রাস্তার ওপর থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরানো। আর সর্বোচ্চ শাখা হলো, আল্লাহ ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই বলে ঘোষণা দেয়া। (বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী ও ইবনে মাযাহ)

ব্যাখ্যা ঃ কষ্টদায়ক বস্তু অর্থ পথচারীর অসুবিধা সৃষ্টিকারী পাথর, কাটা, হাড়গোড়, ও ময়লা ইত্যাকার যাবতীয় জিনিস।

١٥٣٣- وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِىْ بِطَرِيْقٍ وَجَدَ غُصْنَ شَوْكٍ فَأَخَّرَهُ، فَشَكَرَ اللّٰهُ لَهُ، فَغَفَرَ اللّٰهُ لَهُ». رواه البخارى، ومسلم.

وفى رواية المسلم قال : «لَقَدْ رَأَيْتَ رَجُلاً يَتَقَلَّبُ فِى الْجَنَّةِ فِىْ شَجَرَةٍ قَطَعَهَا مِنْ ظَهْرِ الطَّرِيْقِ كَانَتْ تُؤْذِى الْمُسْلِمِيْنَ».

১৫৩৩। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ এক ব্যক্তি একটা রাস্তা ধরে চলার সময় একটা কাঁটায় ভরা গাছের ডাল পেয়ে তা দূরে ফেলে দিল। আল্লাহ তায়ালা তার এই কাজের জন্য তাকে পুরস্কৃত করলেন এবং তাকে ক্ষমা করে দিলেন। (বুখারী ও মুসলিম)

মুসলিমের আরেক বর্ণনায়:আমি এক ব্যক্তিকে বেহেশতে একটা গাছের নিচে বিচরণ করতে দেখেছি। ঐ গাছটা পথের মাঝখানে থেকে মুসলমানদেরকে কষ্ট দিচ্ছিল। তাই সে গাছটাকে কেঁটে ফেলেছিল।

الترغيب فى قتل الوزغ

وما جاء فى قتل الحيات، و،غيرها مما يذكر

টিকটিকি সাপ ও অন্যান্য কষ্টদায়ক সরিসৃপ হত্যার ফযীলত

١٥٣٤- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قَتَلَ وَزَغَةً فِىْ أَوَّلِ ضَرْبَةٍ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً وَمَنْ قَتَلَهَا فِى الضَّرْبَةِ الثَّانِيَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً دُوْنَ الْحَسَنَةِ الْأُوْلٰى وَمَنْ قَتَلَهَا فِى الضَّرْبَةِ الثَّانِيَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً لِدُوْنَ الثَّانِيَةِ» رواه مسلم، وأبود داود، والترمذى، وابن ماجه.

وفى رواية المسلم : «مَنْ قَتَلَ وَزَغًا فِى أَوَّلِ ضَرْبَةٍ كُتِبَتْ لَهٗ مِائَةَ حَسَنَةٍ، وَفِى الثَّانِيَةِ دُوْنَ ذٰلِكَ، وَفِى الثَّالِثَةِ دُوْنَ ذٰلِكَ».

১৫৩৪। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কোন টিকটিকি এক আঘাতে মেরে ফেলবে, সে প্রচুর সওয়াব পাবে, আর দ্বিতীয় আঘাতে মারলে প্রথম আঘাতে মারার চেয়ে কম এবং তৃতীয় আঘাতে মারলে দ্বিতীয় আঘাতে মারার চেয়ে কম সওয়াব পাবে। (মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজা)

মুসলিমের অপর বর্ণনা মতে ঃ প্রথম আঘাতে টিকটিকি মারলে একশো, দ্বিতীয় আঘাতে আরো কম এবং তৃতীয় আঘাতে আরো কম সওয়াব হবে। আবু দাউদ ও মুসলিমের অপর বর্ণনা মতে প্রথম আঘাতে মারলে ৭০ সওয়াব হবে।

١٥٣٥- وَعَنْ سَائِبَةَ مَوْلَاةِ الْفَاكِهِ بْنِ الْمُغِيْرَةِ أَنَّهَا دَخَلَتْ عَلَى عَائِشَةَ رضى الله عنها، فَرَأَتْ فِى بَيْتِهَا رُمْحًا مَوْضُوْعًا، فَقَالَتْ : يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ، مَا تَصْنَعِيْنَ بِهٰذَا؟ قَالَتْ : أَقْتُلُ بِهِ الْأَوْزَاغَ، فَإِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَنَا أَنَّ إِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمَّا أُلْقِىَ فِى النَّارِ لَمْ تَكُنْ دَابَّةٌ فِى الْأَرْضِ إِلَّا أَطْفَأَتِ النَّارَ عَنْهُ، غَيْرَ الْوَزَغِ، فَإِنَّهُ كَانَ يَنْفُخُ عَلَيْهِ، فَأَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِهِ.

رواه ابن حبان فى صحيحه، والنسائى بزيادة.

১৫৩৫। হযরত ফাকেহ ইবনুল মুগীরার মুক্ত দাসী সায়েরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি হযরত আয়েশার কাছে গিয়ে দেখলেন, তার বাড়ীতে একটা বর্শা রয়েছে। তিনি বললেন ঃ হে উম্মুল মুমিনীন, এ দ্বারা আপনি কী করেন? হযরত আয়েশা (রা) বললেন ঃ আমি এর দ্বারা টিকটিকি মারি। কেননা রাসূল (সা) আমাদেরকে বলেছেন, যখন হযরত ইবরাহিমকে (আ) আগুনে ফেলা হয়, তখন টিকটিকি ছাড়া পৃথিবীর সকল প্রাণী তার আগুন নেভাতে চেষ্টা করেছিল। টিকটিকি বরং আগুনে ফুক দিচ্ছিল। তাই রাসূল (সা) টিকটিকি হত্যা করার আদেশ দিয়েছেন। (ইবনে হাব্বান, নাসায়ী)

١٥٣٦- وَعَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «مَنْ قَتَلَ حَيَّةً فَلَهُ سَبْعُ حَسَنَاتٍ،

وَمَنْ قَتَلَ وَزَغًا فَلَهُ حَسَنَةٌ، وَمَنْ تَرَكَ حَيَّةً مَخَافَةَ عَاقِبَتِهَا فَلَيْسَ مِنَّا». رواه أحمد، وابن حبان في صحيحه.

১৫৩৬। হযরত ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি একটা সাপ মারবে, সে সাতটা সওয়াব পাবে, আর যে ব্যক্তি একটা টিকটিকি মারবে, সে একটা সওয়াব পাবে। আর যে ব্যক্তি সাপের প্রতিশোধের আশংকায় সাপকে হত্যা না করে ছেড়ে দেয়, সে আমাদের কেউ নয়।" (আহমাদ, ইবনে হাব্বান)

١٥٣٧- وَعَنْ أَبِي لَيْلَى رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ جِنَانِ الْبُيُوْتِ، فَقَالَ : إِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهُنَّ شَيْئًا فِيْ مَسَاكِنِكُمْ فَقُوْلُوْا : أَنْشُدُكُمُ الْعَهْدَ الَّذِيْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ نُوْحٌ، أَنْشُدُكُمُ الْعَهْدَ الَّذِيْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ سُلَيْمَانُ أَنْ لاَ تُؤْذُوْنَا، فَإِنْ عُدْنَ فَاقْتُلُوْهُنَّ» رواه أبو داود، والترمذي، والنسائي.

১৫৩৭। হযরত আবু লায়লা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) কে ঘরে বাসকারী সাপ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বললেন ঃ তোমাদের বাসগৃহে এ সব সাপ দেখতে পেলে বলবে ঃ হযরত নূহ তোমাদের কাছ থেকে যে অংগীকার নিয়েছিলেন, তা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। হযরত সুলায়মান (আ) তোমাদের কাছ থেকে যে অংগীকার নিয়েছিলেন তার কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। তোমরা আমাদেরকে কষ্ট দিও না। এরপরও যদি তারা আসে, তাহলে তাদেরকে হত্যা কর। (আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী)

দ্রষ্টব্যঃ গ্রন্থকার হাফেয মুনযিরী বলেন ঃ এক দল আলেমের মতে, সাপ ঘরে বা বাইরে যেখানেই থাকুক, এবং তা যে ধরণের ও যে জাতেরই হউক না কেন, তা হত্যা করতে হবে। অপর দল বলেন ঃ মদিনা শরীফের ঘরে বাসকারী সাপ ছাড়া আর সমস্ত সাপকে হত্যা করতে হবে। তৃতীয় দলের মতে, মদিনা শরীফের ঘরে বাসকারী সাপকে প্রথমে হুঁশিয়ারী দিতে হবে! এরপর তাদের দেখা পেলে হত্যা করতে হবে। ঘরের বাইরে অবস্থানকারী সকল সাপকে বিনা হুঁশিয়ারীতেই হত্যা করা হবে।

١٥٣٨- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «أَنَّ نَمْلَةً قَرَصَتْ نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ، فَأَمَرَ

بِقَرْيَةِ النَّمْلِ فَأَحْرِقَتْ، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ فِى أَنْ قَرَصَتْكَ نَمْلَةٌ أَحْرَقْتَ أُمَّةً مِنَ الْأُمَمِ تُسَبِّحُ» زاد فى رواية : «فهلا نملة واحدة» رواه البخارى، ومسلم، وأبو داود، والنسائى، وابن ماجه.

১৫৩৮। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ একটা পিপঁড়ে একজন নবীকে কামড় দিয়েছিল। তিনি এরপর পিপঁড়ের সমগ্র পল্লী জ্বালিয়ে দিলেন। তৎক্ষণাত আল্লাহ তাঁকে ওহি করলেন ঃ তোমাকে একটা পিপঁড়ে কামড় দিয়েছিল। আর তুমি কি-না আল্লাহর তাসবীহ পাঠকারী পুরো একটা জাতিকে জ্বালিয়ে দিলে! অপর বর্ণনা মতে সংযোজিত হয়েছে মাত্র একটা পিপঁড়াকে পোড়ালেন না কেন? (বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজা)

দ্রষ্টব্য ঃ হাফেজ মুনযিরী বলেন ঃ বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায়, এই নবী হযরত উযায়ের আলাইহিস সালাম। এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, হযরত উযায়ের শরীয়তে পিপঁড়েকে পুড়িয়ে মারা বৈধ ছিল। অপর হাদীস থেকে জানা যায়, তিনি এমন একটা শহরের কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন, যাকে আল্লাহ আযাব দিয়ে ধ্বংস করে দিয়েছেন। তিনি বললেন ঃ হে আল্লাহ, যে শহরকে তুমি ধ্বংস করেছ, তার ভেতরে তো শিশু, জীবজন্তু এবং যারা গুনাহ করেনি, তারাও ছিল। তাদেরকে কেন ধ্বংস করলে? এরপর ঐ নবী একটা গাছের নীচে বিশ্রাম গ্রহণ করলেন। তারপর তার হাতে এই ঘটনা ঘটলো। এর মাধ্যমে আল্লাহ তাকে হুঁশিয়ার করলেন যে, আল্লাহর সৃষ্টি সম্পর্কে তিনি যা কিছুই ফায়সালা করেন, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলা অন্যায়। আল্লাহ প্রকারান্তরে তাকে জবাব দিলেন যে, একটা পিপড়েই তো অপরাধ করেছিল তুমি কেন সেই একটা পিপঁড়েকে হত্যা করলে না? এ হাদীস থেকে এ কথাও জানা যাচ্ছে যে, কোন জনপদে আল্লাহর নাফরমানী হলে যে আযাব আসে, তা থেকে কেউ নিস্তার পায় না।

١٥٣٩- وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : نَهٰى عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنَ الدَّوَابِّ : اَلنَّمْلَةَ وَالنَّحْلَةَ، وَالْهُدْهُدَ، وَالصُّرَدَ» رواه ابوُ داود، وابن ماجه، وابن حبان فى صحيحه.

১৫৩৯। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) চার রকমের প্রাণী হত্যা করা নিষিদ্ধ করেছেন ঃ পিপঁড়ে, মৌমাছি, হুদ হুদ ও সুরাদ পাখি। (আবু দাউদ, ইবনে মাজা, ইবনে হাব্বান)

ব্যাখ্যা ঃ সুরাদ এক ধরনের বড় পাখি। এর মাথা ও চক্ষু বড় আকারের হয়ে থাকে। পাখনা হয়ে থাকে লম্বা। এর অর্ধাংশ সাদা ও অর্ধাংশ কালো।

ইমাম খাত্তাবী বলেন ঃ যে পিপঁড়েকে হত্যা করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে, তা একটা বিশেষ ধরনের বড় বড় পিপঁড়ে। এ গুলোর পা লম্বা হয়ে থাকে। এ গুলোকে হত্যা করা নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ এই যে, এরা খুব কমই কষ্ট দেয় ও কম ক্ষতিসাধন করে। মৌমাছির হত্যা নিষিদ্ধ এ জন্য যে, এ দ্বারা মানুষের অনেক উপকার সাধিত হয়। আর হুদ হুদ ও সুরাদ পাখি নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ এই যে, এদের গোশত খাওয়া হারাম।

الترغيب فى إنجاز الوعد، والأمانة

والترهيب من إخلافه

ومن الخيانة والغدر، وقتل المعاهد أوظلمه

ওয়াদা পালন ও আমানত রক্ষার গুরুত্ব এবং ওয়াদা খেলাপি ও আমানতের খেয়ানতের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী

١٥٤٠- وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهِ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال لمن حوله من أمته : « اُكْفُلُوْا لِىْ بِسِتٍّ أَكْفُلْ لَكُمْ بِالْجَنَّةِ » قُلْتُ : مَاهُنَّ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ : « اَلصَّلَاةَ، وَالزَّكَاةَ، وَالْأَمَانَةَ، وَالْفَرَجَ، وَالْبَطْنَ، وَاللِّسَانَ »

رواه الطبرانى فى الأوسط بأسناد لا بأس به.

১৫৪০। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ তোমরা আমাকে ছয়টা জিনিসের গ্যারান্টি দাও। আমি তোমাদেরকে জান্নাতের গ্যারান্টি দেব ঃ নামায, যাকাত, আমানত, লজ্জাস্থান পেট ও জিহ্বা। (তাবরানী) অর্থাৎ লজ্জাস্থান, জিহ্বা ও পেটের গুনাহ থেকে নিবৃত থাকার গ্যারান্টি দিও।

١٥٤١- وَعَنْ عَلِيِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «إِذَا فَعَلَتْ أُمَّتِىْ خَمْسَ عَشَرَةَ خَصْلَةً فَقَدْ حَلَّ

بِهَا الْبَلاَءُ» قِيْلَ : وَمَا هِيَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ؟ قَالَ : «إِذَا كَانَ الْمَغْنَمُ دولاً، وإِذَا كَانَتِ الأَمَانَةُ مَغْنَماً، وَالزَّكَاةُ مَغْرَماً، وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ، وعَقَّ أُمَّهُ، وَبَرَّ صَدِيْقَهُ، وَجَفَا أَبَاهُ، وَارْتَفَعَتِ الأَصْوَاتُ فِي الْمَسْجِدِ، وَكَانَ زَعِيْمُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ، وأَكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، وَشُرِبَتِ الْخَمْرُ، وَلُبِسَ الْحَرِيْرُ، وَاتُّخِذَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ، وَلَعَنَ آخِرُ هٰذِهِ الأُمَّةِ أَوَّلَهَا، فَلْيَرْتَقِبُوْا عِنْدَ ذٰلِكَ رِيْحًا حَمْرَاءَ، أَوْ خَسْفًا، أَوْمَسْخًا»

رواه الترمذى، وقال : لا نعلم أحدا روى هذا الحديث عن يحيى بن سعيد الأنصارى غير الفرج ابن فضالة.

১৫৪১। হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ যখন আমার উম্মাত ১৫টা কাজ করবে, তখন তাদের ওপর বিপদ নেমে আসবে। রাসূল (সা) কে জিজ্ঞেস করা হলো ঃ হে রাসূল, কী কী? তিনি বললেন ঃ যখন রাষ্ট্রীয় সম্পদকে ব্যক্তিগত সম্পত্তি মনে করা হবে, যখন আমানত হিসাবে রক্ষিত সম্পদকে লুটের মাল হিসাবে গ্রহণ করা হবে (অর্থাৎ আত্মসাৎ করা হবে) যাকাতকে জরিমানার মত মনে করা হবে, স্বামী যখন স্ত্রীর আনুগত্য করবে এবং মায়ের অবাধ্য হবে, বন্ধুর প্রতি সদাচারী ও পিতার সাথে দুর্ব্যবহারকারী হবে, মসজিদে হৈ চৈ হবে, জনগণের নেতা হবে সেই ব্যক্তি যে, তাদের মধ্যেকার সবচেয়ে নিকৃষ্ট চরিত্রের অধিকারী, মানুষকে তার ক্ষতির আশংকায় সম্মান করা হবে, গায়িকা ও বাদ্যযন্ত্রের হিড়িক পড়ে যাবে, এবং উম্মাতের পরবর্তীরা পূর্ববর্তীদেরকে অভিশাপ দেবে, তখন আগুনে বাতাস আসবে, মাটির ধস, ও দেহের বিকৃতি ঘটবে। (তিরমিযী)

তিরমিযীর অন্য বর্ণনা মতে ঃ আগুনে বাতাস আসবে, মাটির ধস ও দেহের বিকৃতি ঘটবে, আকাশ থেকে পাথর বৃষ্টি হবে, এবং পুরানো মালার সুতো ছিড়ে গেলে যেমন একটার পর একটা দানা নীচে পড়ে যেতে থাকে, তেমনি একটার পর একটা দুর্যোগ নামতে থাকবে।"

١٥٤٢- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : مَا خطبنا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلاَّ قَالَ : «لاَ إِيْمَانَ لِمَنْ لاَ أَمَانَةَ لَهُ،

وَلاَ دِيْنَ لِمَنْ لاَ عَهْدَ لَهُ» رواه أحمد، والبزار، والطبرانى فى الأوسط، وابن حبان فى صحيحه.

১৫৪২। হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) যখনই কোন বক্তব্য রাখতেন, তাতে একথাটা অবশ্যই বলতেন ঃ যার আমানতদারী নেই তার ঈমান নেই, যার ওয়াদা পালনের অভ্যাস নেই, তার ভেতরে দীনদারী নেই। (আহমাদ, বাযযার, তাবরানী, ইবনে হাব্বান)

١٥٤٣- وَعَنْ عَمْرِ بْنِ اَلْحَمِقِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ :« أَيَّمَا رَجُلٍ أَمَّنَ رَجُلاً عَلٰى دَمِهِ ثُمَّ قَتَلَهُ، فَانَا مِنَ الْقَاتِلِ بَرِئٌ، وَإِنْ كَانَ الْمَقْتُوْلُ كَافِرًا » رواه ابن ماجه، وابن حبان فى صحيحه، واللفظ له، وقال ابن ماجه «فإنه يحمل لواء غدر يوم القيامة».

১৫৪৩। হযরত আমর ইবনুল হাকিম (রা) বলেন ঃ আমি রাসূল (সা) কে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি কোন ব্যক্তিকে জীবনের নিরাপত্তার আশ্বাস দেয়, অতঃপর তাকে হত্যা করে, আমি সেই হত্যাকারীর কোন দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করবো না। যদিও নিহত ব্যক্তি কাফির হয়। (ইবনে মাজা, ইবনে হাব্বান) ইবনে মাজার বর্ণনায় এ কথাও রয়েছে ঃ "সে কিয়ামতের দিন বিশ্বাসঘাতকতার পতাকা বহণ করবে।"

الترغيب فى الحب فى الله تعالى
والترهيب من حب الأشرار، وأهل البدع
لأن المرء مع من يحب

আল্লাহর উদ্দেশ্যে বন্ধুত্ব ও ভালোবাসায় উৎসাহ প্রদান এবং অসৎলোকদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপনে সর্তকবাণী

١٥٤٤- عَنْ أَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «ثَلاَثٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلاَوَةَ الْإِيْمَانِ : مَنْ كَانَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَمَنْ أَحَبَّ

عَبْدًا لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، وَمَنْ يَكْرَهُ أَنْ يَعُوْدَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ».

১৫৪৪। হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। যে ব্যক্তি তিনটে গুণ অর্জন করবে, সে ঈমানের স্বাদ পাবে ঃ আল্লাহ ও তার রাসূলকে অন্য সকলের চেয়ে বেশী ভালোবাসা, একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কোন বান্দাকে ভালোবাসা এবং আল্লাহ কুফরি থেকে রক্ষা করার পর পুনরায় কুফরিতে লিপ্ত হওয়াকে আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়ার মত অপছন্দ করা। অন্য বর্ণনায় আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কোন বান্দাকে ভালোবাসা ও আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কাউকে ঘৃণা করা বলা হয়েছে। (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী ও নাসায়ী)

١٥٤٥- وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي -ابْنِ مَسْعُوْدٍ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « إِنَّ مِنَ الْإِيْمَانِ أَنْ يُحِبَّ الرَّجُلُ رَجُلًا لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ مِنْ غَيْرِ مَالٍ أَعْطَاهُ، فَذٰلِكَ الْإِيْمَانُ» رواه الطبراني في الأوسط.

১৫৪৫। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ হলো, এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে শুধুমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে তাকে কোন অর্থ বা সম্পদ দেয়া ছাড়াই ভালোবাসবে। এটাই ঈমানের লক্ষণ। (তাবরানী)

١٥٤٦- وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « مَا تَحَابَّ رَجُلَانِ فِي اللَّهِ إِلَّا كَانَ أَحَبُّهُمَا إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَشَدُّهُمَا حُبًّا لِصَاحِبِهِ». رواه الطبراني، وأبو يعلى، ورواته الصحيح إلا مبارك بن فضالة.

১৫৪৬। হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ যে দুই ব্যক্তি পরস্পরকে আল্লাহর জন্য ভালোবাসে, তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তার বন্ধুকে অধিকতর ভালোবাসে, আল্লাহর কাছে সে-ই অধিকতর প্রিয়। (তাবরানী, আবু ইয়ালা)

ব্যাখ্যা ঃ আল্লাহর উদ্দেশ্যে ভালোবাসার অর্থ এই যে, সে ভালোবাসা আল্লাহর সন্তুষ্টির

মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকা চাই। দু'জনের একজন যদি আল্লাহর নিষিদ্ধ কাজে লিপ্ত হয়, তবে অপরজন তাকে সৎপথে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করবে। একটা যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে সে সুপথে ফিরে না এলে তার সাথে ভালোবাসার সম্পর্ক রাখবে না। বরং পাপ কাজের তারতম্য অনুসারে তার প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করবে।

١٥٤٧- وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللّٰهِ عِبَادًا لَيْسُوْا بِأَنْبِيَاءَ يَغْبِطُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ وَالشُّهَدَاءُ» قِيْلَ : مَنْ هُمْ لَعَلَّنَا نُحِبُّهُمْ ؟ قَالَ : «هُمْ قَوْمٌ تَحَابُّوْا بِنُوْرِ اللّٰهِ، مِنْ غَيْرِ أَرْحَامٍ وَالْأَنْسَابِ، وُجُوْهُهُمْ نُوْرٌ، عَلٰى مَنَابِرَ مِنْ نُوْرٍ، لَا يَخَافُوْنَ إِذَا خَافَ النَّاسُ، وَلَا يَحْزَنُوْنَ إِذَا حَزِنَ النَّاسُ، ثُمَّ قَرَأَ : (إِلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللّٰهِ لَاخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ) رواه النسائى، وابن حبان فى صحيحه، واللفظ له، وهو أتم.

১৫৪৭। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে কিছু বান্দা এমন থাকবে, যারা নবী নন, কিন্তু নবীগণ ও শহীদগণ তাদেরকে ঈর্ষা করবেন। জিজ্ঞেস করা হলো ঃ তারা কারা? হয়তো আমরা তাদেরকে ভালোবাসবো। তিনি বললেন ঃ তারা এমন একটা দল, যারা আল্লাহর আলোয় আলোকিত হয়ে এবং কোন ধরণের পৈতৃক বা মাতৃক আত্মীয়তা না থাকা সত্ত্বেও পরস্পরকে ভালোবাসবে। তাদের মুখমন্ডল থাকবে জ্যোতিময় এবং তারা জ্যোতিময় মিম্বর সমূহে আসীন হবে। সকল মানুষ যখন ভীত থাকবে তখন তাদের কোন ভয় থাকবে না। সকল মানুষ যখন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত থাকবে, তখন তাদের কোন দুশ্চিন্তা থাকবে না। এরপর তিনি সূরা ইউনুসের ৬২ নং আয়াত পড়লেন ঃ আল্লাহর বন্ধুদের কোন ভয় থাকবে না এবং তারা কোন দুশ্চিন্তা করবে না। (নাসায়ী, ইবনে হাব্বান)

١٥٤٨- وَرُوِىَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وسلم عَنْ أَفْضَلِ الْإِيْمَانِ؟ قَالَ :

«أَنْ تُحِبَّ لِلَّهِ، وَتُبْغِضَ لِلَّهِ، وَتعْمِلَ لِسَانَكَ فِيْ ذِكْرِ اللَّهِ» قَالَ : وَمَاذَا يَا رَسُوْلَ اللَّهِ ؟قَالَ : وَأَنْ تُحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبَّ لِنَفْسِكَ، وَتَكْرَهُ لَهُمْ مَا تَكْرَهُ لِنَفْسِكَ» رواه أحمد.

১৫৪৮। হযরত মুযায় ইবনে আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূল (সা) কে জিজ্ঞেস করলেন ঃ কোন্ কাজটি উত্তম? রাসূল (সা) বললেন ঃ আল্লাহর জন্য ভালোবাসা, আল্লাহর জন্য বিরাগ পোষণ করা, এবং জিহ্বাকে আল্লাহর জিকিরে নিয়োজিত রাখা। তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন ঃ হে রাসূল, আর কী কী? রাসূল (সা) বললেন ঃ তুমি নিজের জন্য যা পছন্দ কর তা অন্যের জন্যও পছন্দ করবে এবং নিজের জন্য যা অপছন্দ কর, অন্যের জন্যও তা অপছন্দ করবে। (আহমাদ)

١٥٤٩- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوْحِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : « لاَيَجِدُ الْعَبْدُ صَرِيْحَ الْإِيْمَانِ حَتَّى يُحِبَّ لِلَّه تَعَالَى، وَيُبْغِضَ لِلَّه، فَإِذَا أَحَبَّ لِلَّه تَبَارَكَ وَتَعَالَى، وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، فَقَدِ اسْتَحَقَّ الْوَلاَيَةَ لِلَّه تَعَالَى»

رواه أحمد، والطبراني، وفيه رشدين بن سعد.

১৫৪৯। হযরত ইবনুল জামুহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ বান্দা প্রকৃত ঈমানের অধিকারী হবে না, যতক্ষণ তার অনুরাগ ও বিরাগ কেবল আল্লাহর জন্য নিবেদিত না হবে। যখন সে শুধু আল্লাহর জন্য ভালোবাসবে এবং আল্লাহর জন্য ঘৃণা করবে, তখন আল্লাহর বন্ধু হবার যোগ্যতা অর্জন করবে। (আহমাদ ও তাবরানী)

١٥٥٠- وَعَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «مَنْ أَحَبَّ لِلَّهِ، وَأَبْغَضَ لِلَّه، وَأَعْطَى لِلَّه، وَمَنَعَ لِلَّهِ، فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْإِيْمَانَ» رواه أبو داود.

১৫৫০। হযরত আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি শুধু আল্লাহর জন্য ভালোবাসে ও আল্লাহর জন্য ঘৃণা করে এবং শুধু আল্লাহর জন্য দান করে এবং আল্লাহর জন্য দান থেকে বিরত থাকে, সে নিজের ঈমানকে পূর্ণতা দান করে।

١٥٥١- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَتَى السَّاعَةُ؟ قَالَ : «وَمَا أَعْدَدْتَ لَهَا؟ » قَالَ : لَا شَيْئَ إِلَّا أَنِّيْ أُحِبُّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ، قَالَ : « أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ» قَالَ أَنَسٌ : فَمَا فَرِحْنَا بِشَيْئٍ فَرِحْنَا بِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ» قَالَ أَنَسٌ : «فَأَنَا أُحِبُّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبَابَكْرٍ وَعُمَرَ، وَأَرْجُوْ أَنْ أَكُوْنَ مَعَهُمْ بِحُبِّيْ إِيَّاهُمْ» رواه البخاري، ومسلم،

১৫৫১। হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূল (সা) কে জিজ্ঞেস করলো ঃ কিয়ামত কবে! রাসূল (সা) বললেন ঃ কিয়ামতের জন্য কী প্রস্তুত করেছ? সে বললো ঃ কিছুই নয় তবে আল্লাহ ও তার রাসূলকে ভালোবাসি। রাসূল (সা) বললেন ঃ তুমি যাকে ভালোবাস কিয়ামতের দিন তার সাথেই থাকবে। আনাস (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহর তুমি যাকে ভালোবাস, তার সাথেই থাকবে এই কথাটা শুনে আমরা যত খুশী হয়েছিলাম, তত খুশী আর কখনো হইনি। আমি রাসূল (সা) এবং আবু বরক ও ওমরকে ভালোবাসি এবং আশা করি তাদেরকে ভালোবাসি বলে তাদের সাথেই থাকবো। (বুখারী ও মুসলিম)

١٥٥٢- وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، كَيْفَ تَرَى فِيْ رَجُلٍ أَحَبَّ قَوْمًا وَلَمْ يَلْحَقْ بِهِمْ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ» رواه البخاري، ومسلم.

১৫৫২। হযরত ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূল (সা)-এর কাছে

এসে বললো ঃ হে রাসূলুল্লাহ, এক ব্যক্তি একটা দলকে ভালোবাসে, কিন্তু তাদের সাথে যুক্ত হয়নি। তার পরিণাম কী হবে। রাসূল (সা) বললেন ঃ সে যাকে বা যাদেরকে ভালোবাসে তাদের সাথেই থাকবে। (বুখারী ও মুসলিম)

١٥٥٣- وَعَنْ أَبِىْ ذَرٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : «يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، اَلرَّجُلُ يُحِبُّ الْقَوْمَ، وَلَا يَسْتَطِيْعُ أَنْ يَعْمَلَ بِعَمَلِهِمْ، قَالَ : «أَنْتَ يَا أَبَا ذَرٍّ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ» قَالَ : فَإِنْ أُحِبُّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ؟ قَالَ : « فَإِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ» قَالَ : فَأَعَادَهَا أَبُوْ ذَرٍّ، فَأَعَادَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- رواه أبو داود.

১৫৫৩। হযরত আবু যর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বললেন ঃ হে রাসূলুল্লাহ, কোন ব্যক্তি কোন বিশেষ দল বা গোষ্ঠীকে ভালোবাসে, কিন্তু তাদের মত কাজ (ভালো কাজ অথবা মন্দ কাজ) করতে পারলো না। তার কী হবে? রাসূল (সা) বললেন ঃ ওহে আবু যর, তুমি যাকে বা যাদেরকে ভালোবাস, তার বা তাদের সাথেই থাকবে। আবু যর বললেন ঃ আমি আল্লাহ ও তার রাসূলকে ভালোবাসি। রাসূল (সা) বললেন ঃ তুমি যাকে ভালোবাসো, তার সাথেই থাকবে। আবু যর আবারো তার প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করলেন। রাসূলও (সা) তার জবাবের পুনরাবৃত্তি করলেন। (আবু দাউদ)

١٥٥٤- وَعَنْ أَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : «لَا تُصَاحِبْ إِلَّا مُؤْمِنًا، وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِىٌّ» رواه ابن حبان فى صحيحه.

১৫৫৪। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ মুমিন ছাড়া আর কারো সাহচর্যে থেকনা এবং পরহেজগার লোক ছাড়া কেউ যেন তোমার খাবার না খায়। (ইবনে হাব্বান)

١٥٥٥- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اَلشِّرْكُ أَخْفَى مِنْ دَبِيْبِ الذَّرِّ عَلَى الصَّفَا فِى

اللَّيْلَةِ الظَّلْمَاءِ وَأَدْنَاهُ أَنْ تُحِبَّ عَلَى شَيْءٍ مِنَ الْجَوْرِ، وَتُبْغِضَ عَلَى شَيْءٍ مِنَ الْعَدْلِ، وَهَلِ الدِّيْنُ إِلاَّ الْحُبُّ وَالْبُغْضُ، قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ : (قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوْنِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ)

رواه الحاكم، وقال : صحيح الإسناد.

১৫৫৫। হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ অন্ধকারাচ্ছন্ন রাতে ক্ষুদ্রতম বালুকণার চলাচল যত গোপনীয় শিরক তার চেয়েও গোপনীয় বস্তু। সুক্ষ্মতম ও ক্ষুদ্রতম শিরক হলো, কিছু না কিছু অত্যাচার করা সত্ত্বেও কাউকে ভালোবাসা এবং কিছু না কিছু সুবিচার করা সত্ত্বেও কাউকে ঘৃণা করা। বস্তুত দ্বীনদারী আল্লাহর জন্য ভালোবাসা ও আল্লাহর জন্য ঘৃণা করা ছাড়া আর কিছুই নয়। আল্লাহ বলেছেন ঃ তুমি বলে দাও তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাস, তাহলে আমারা অণুসরণ কর। আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন। (আয়াত-৩১, আল-ইমরান) (হাকেম)

ব্যাখ্যা ঃ "কিছু না কিছু অত্যাচার করা সত্ত্বেও কাউকে ভালোবাসা এবং কিছু না কিছু সুবিচার করা সত্ত্বেও কারো বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ও শত্রুতা পোষন করা অর্থাৎ যে ব্যক্তি কিছু না কিছু অত্যাচার করে, তাকে ভালোবাসা ক্ষুদ্রতম পর্যায়ের শিরকের পর্যায়ভুক্ত। কেননা আল্লাহ অত্যাচারীকে ভালোবাসেন না। সুতরাং যাকে আল্লাহ ভালোবাসেন না তাকে ভালোবাসা আল্লাহর প্রতি ধৃষ্টতা দেখানোর শামিল। আর যে ব্যক্তি কিছু না কিছু সুবিচার করে তার বিরুদ্ধে শত্রুতা পোষণ করাও শিরকের আওতাভুক্ত। কেননা এতে তার ভেতরে যেটুকু সদগুণ রয়েছে, তার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করা হয়। উভয় ক্ষেত্রেই বান্দা নিজের প্রবৃত্তির খেয়াল-খুশীর আনুগত্য করে আল্লাহর হুকুমের আনুগত্য করে না। তাই এটা ক্ষুদ্রতম ও সুক্ষ্মতম শিরক। অনুবাদক

الترهيب من السحر

জাদু ও জ্যোতি বিদ্যার চর্চার বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী

١٥٥٦- وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَطَيَّرَ، أَوْ تُطُيِّرَ لَهُ، أَوْتَكَهَّنَ، أَوْ تُكُهِّنَ لَهُ، أَوْ سَحَرَ، أَوْ سُحِرَ لَهُ، وَمَنْ

أَتَى كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُوْلُ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » رواه البزار بإسناد جيد.

১৫৫৬। হযরত ইমরান বিন হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কোন জিনিসকে নিজের জন্য অশুভ লক্ষণ মনে করে অথবা কাউকে দিয়ে ভাগ্য গণনা করিয়ে কোন জিনিসকে অশুভ লক্ষণ সাব্যস্ত করায়, ভবিষ্যদ্বানী করে অথবা করায়, জাদু করে কিংবা করায়, যে ব্যক্তি কোন ভবিষ্যদ্বক্তার কাছে যায় এবং সে যা বলে তা বিশ্বাস করে সে মুহাম্মাদ (সা)-এর ওপর যে বিধান নাযিল হয়েছে, তাকে অস্বীকার করে। (বাযযার)

١٥٥٧- وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « مَنْ أَتَى كَاهِنًا فَصَدَّقَ بِمَا قَالَ فَقَدْ بَرِئَ مِمَّا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَنْ أَتَاهُ غَيْرَ مُصَدِّقٍ لَهُ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً » رواه الطبراني.

১৫৫৭। হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কোন জ্যোতষীর কাছে আসে এবং সে যা বলে তা বিশ্বাস করে, মুহাম্মাদ (সা)-এর ওপর নাযিল হওয়া বিধানের সাথে তার কোন সম্পর্ক থাকে না। আর যে ব্যক্তি কোন জ্যোতিষীর কাছে আসে, কিন্তু তার কথা বিশ্বাস করে না। তার চল্লিশ দিনের নামায কবুল হবে না। (তাবরানী)

বিঃ দ্রঃ "জ্যোতিষী" বলতে সেই ব্যক্তিকে বুঝানো হয়, যে কিছু কিছু গোপন বিষয়ে সংবাদ দেয়, অতঃপর এ সব সংবাদের কিছু কিছু সঠিক প্রমাণিত হয়, কিন্তু বেশীর ভাগই ভুল প্রমাণিত হয়। সে দাবী করে যে, তাকে জ্বিনেরা এ সব খবর জানায়। গ্রন্থকার

١٥٥٨- وَرُوِيَ عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: « مَنْ أَتَى كَاهِنًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ حُجِبَتْ عَنْهُ التَّوْبَةُ أَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً، فَإِنْ

صَدَّقَهُ بِمَا قَالَ كَفَرَ» رواه الطبراني.

১৫৫৮। হযরত ওয়াছেলা বিন আল-আসকা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কোন জ্যোজিষীর কাছে এসে কিছু জিজ্ঞেস করে চল্লিশ দিন পর্যন্ত তার তওবা কবুল হবে না। তারপর জ্যোতিষী যা বলে, তা যদি সে বিশ্বাস করে, তাহলে সে কাফির হয়ে যায়। (তাবরানী)

١٥٥٩- وَعَنْ صُفِيَّةَ بِنْتِ أَبِيْ عُبَيْدٍ عن بعض أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ فَصَدَّقَهُ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا» رواه مسلم.

১৫৫৯। হযরত সুফিয়া বিনতে আবি উবাইদ রাসূল (সা)-এর কোন এক স্ত্রী থেকে বর্ণনা করেছেন। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কোন ভবিষ্যদ্বক্তার কাছে এলো, তাকে কোন বিষয়ে প্রশ্ন করলো এবং সে যা বললো, তাতে বিশ্বাস স্থাপন করলো, তার চল্লিশ দিনের নামায কবুল হবে না। (মুসলিম)

١٥٦٠- وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «مَنِ اقْتَبَسَ عِلْمًا مِنَ النُّجُوْمِ اِقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ السِّحْرِ زَادَ مَازَادَ» رواه أبو داود، وابن ماجه وغيرهما.

قال الحافظ : والمنهى عنه من علم النجوم هو ما يدعيه أهلها من معرفة الحوادث الاتية فى مستقبل الزمان، كمجى المطر، ووقوع الثلج، وهبوب الريح، وتغير الأسعار، نحو ذلك، ويزعمون أنهم يدر كون ذلك بسير الكواكب واقترانها وافتراقها وظهورها فى بعض الأزمان، وهذا علم

استأثر الله به لا يعلمه أحدغيره؛ فأما ما يدرك من طريق المشاهدة من علم النجوم الذى يعرف به الزوال وجهة القبلة، وكم مضى من الليل والنهار وكم بقى، فإنه غير داخل فى النهى، والله أعلم.

১৫৬০। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি গ্রহ-নক্ষত্র থেকে কোন বিদ্যা আহরণ করলো, সে যেন জাদু বিদ্যার একটা অংশ শিখলো। তারপর গ্রহ-নক্ষত্র থেকে যত বেশী বিদ্যা আহরণ করলো, জাদু বিদ্যাও যেন ততবেশী শিখলো। (আবু দাউদ ও ইবনে মাজা)

দ্রষ্টব্য ঃ গ্রন্থকার হাফেয মুনযিরী বলেন ঃ যে জ্যোতিবিদ্যা নিষিদ্ধ তা হলো, ভবিষ্যতের কোন ঘটনা যথা বৃষ্টি হওয়া, বরফ পড়া, ঝড় হওয়া, বাজার দরের পরিবর্তন ইত্যাদি সম্পর্কে নিশ্চিত তথ্য জানার দাবী করা এবং এই তথ্যগুলো গ্রহ-নক্ষত্রের আবর্তন মিলন, বিচ্ছেদ ও বিশেষ বিশেষ সময়ে বিশেষ বিশেষ গ্রহ-নক্ষত্রের আবির্ভাব (যেমন ধুমকেতু ইত্যাদি) থেকে জানা গেছে বলে দাবী করা। তবে গ্রহ নক্ষত্রের পর্যবেক্ষণ থেকে যেসব বিষয়ে যেমন কেবলা কোন্ দিকে দিন বা রাতের কতটুকু অতিক্রান্ত হলো ও কতটুকু বাকী আছে, ইত্যাদি সম্পর্কে ধারণা জন্মে, সেটা নিষিদ্ধ নয়।

١٥٦١- وَعَنْ قَطَنِ بْنِ قُبَيْصَةَ عَنْ أَبِيْهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: « اَلْعِيَافَةُ وَالطِّيَرَةُ وَالطَّرْقُ مِنَ الْجِبْتِ» رواه أبو داود، والنسائى، وابن حبان فى صحيحه.

১৫৬১। হযরত কুতন বিন কুবাইসা (রা) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন। রাসূল (সা বলেছেন ঃ পাথরের টুকরো দিয়ে আঘাত করে ভবিষ্যদ্বানী করা, দাগ দিয়ে নকশা বানিয়ে ভবিষ্যদ্বানী করা এবং যে কোন জিনিসকে কু-লক্ষণ মনে করা শিরকের পর্যায় ভুক্ত। (আবু দাউদ, নাসায়ী, ইবনে হাব্বান)

الترهيب من تصونصرير الحيوانات والطيور

প্রাণীর ছবি আঁকা বা তোলার বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী

١٥٦٢- عَنْ عُمَرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ الَّذِيْنَ يَصْنَعُوْنَ هٰذِهِ الصُّوَرَ يُعَذَّبُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يُقَالُ لَهُمْ : أَحْيُوْا مَا خَلَقْتُمْ» رواه البخارى، ومسلم.

১৫৬২। হযরত উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ যারা এসব ছবি তৈরী করে, কিয়ামতের দিন তাদেরকে কঠোর শাস্তি দেয়া হবে। তাদেরকে বলা হবে ঃ তোমরা যা তৈরী করেছিলে, তাকে জীবন দাও। (বুখারী, মুসলিম)

١٥٦٣- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : قَدِمَ رَسُوْلُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ سَفَرٍ، وَقَدْ سَتَرْتُ سَهْوَةً لِيْ بِقِرَامٍ فِيْهِ تَمَاثِيْلُ، فَلَمَّا رَآهُ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَلَوَّنَ وَجْهُهُ وَقَالَ : « يَا عَائِشَةُ، أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِيْنَ يُضَاهُوْنَ بِخَلْقِ اللَّهِ». قَالَتْ : فَقَطَعْنَاهُ فَجَعَلْنَا مِنْهُ وِسَادَةً أَوْوِسَادَتَيْنِ.

وفى رواية قالت : دَخَلَ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِى الْبَيْتِ قِرَامٌ فِيْهِ صُوَرٌ، فَتَلَوَّنَ وَجْهُهُ، ثُمَّ تَنَاوَلَ السِّتْرَ فَهَتَكَهُ، وَقَالَ : « إِنَّ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِيْنَ يُصَوِّرُوْنَ هٰذِهِ الصُّوَرَ ».

وَفِىْ أُخْرَى أَنَّهَا اشْتَرَتْ نُمْرُقَةً فِيْهَا تَصَاوِيْرُ ، فَلَمَّا رَآهَا رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ عَلَى الْبَابِ فَلَمْ يَدْخُلْ،

فَعَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ الْكَرَاهِيَةَ، قَالَتْ : فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتُوبُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ، مَاذَا أَذْنَبْتُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : «مَا بَالُ هٰذِهِ النُّمْرُقَةِ؟» فَقُلْتُ : أَشْتَرَيْتُهَا لَكَ لِتَقْعُدَ عَلَيْهَا وَتَتَوَسَّدَهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : «إِنَّ أَصْحَابَ هٰذِهِ الصُّوَرِ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُقَالُ لَهُمْ : أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ، وَقَالَ : إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الصُّوَرُ لَا تَدْخُلُهُ الْمَلَائِكَةُ » رواه البخاري، ومسلم.

১৫৬৩। হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) এক সফর থেকে বাড়ী ফিরলেন। আমার দেয়ালের একটা তাকে কিছু ছবি ছিল। সেটা আমি একটা পর্দা দিয়ে ঢেকে রেখেছিলাম, পরে যখন রাসূল (সা) ওগুলো দেখলেন, তখন তার মুখমন্ডল বিবর্ণ হয়ে গেল। তিনি বললেন ঃ হে আয়েশা, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালার কঠিনতম আযাব ভোগ করবে সেই সব লোক, যারা নিজেদের সৃষ্টি কে আল্লাহর সৃষ্টির সদৃশ বানাতে চায়। হযরত আয়েশা (রা) বলেন, এরপর আমি ওগুলো কেটেকুটে তা দিয়ে একটা কি দুটো বালিশ বানালাম।

অপর বর্ণনায় আছে ঃ হযরত আয়েশা (রা) বলেন ঃ রাসূল (সা) যখন বাড়ীতে প্রবেশ করলেন, তখন বাড়ীতে কিছু ছবি ছিল। তা দেখে তার মুখমন্ডল বিবর্ণ হয়ে গেল। তারপর তিনি পর্দা সরিয়ে তা বের করে বললেন, যারা এই সব ছবি বানায় তাদের কিয়ামতের দিন সবচেয়ে কঠিন আযাব ভোগ করবে।

অপর এক বর্ণনা মতে, হযরত আয়েশা বলেন ঃ আমি ছবি সম্বলিত একটা বালিশ কিনলাম। ঘরের বাইরে থেকে বালিশটা দেখতে পেয়ে রাসূল (সা) ঘরে না ঢুকে দরজায় দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁর মুখন্ডলে বিরক্তির চিহ্ন ফুটে উঠতে দেখলাম। আমি বললাম ঃ হে রাসূলুল্লাহ, আল্লাহ ও তার রাসূলের কাছে আমি তওবা করছি। আমি কী অন্যায় করেছি? রাসূল (সা) বললেন ঃ এই বালিশ কোথায় থেকে এলো? আমি বললাম আমি কিনেছি, যাতে আপনি ওর ওপর হেলান দিয়ে বসতে পারেন। রাসূল (সা) বললেন ঃ এই সব যারা বানিয়েছে, তারা কিয়ামতের দিন আযাব ভোগ করবে। তাদেরকে বলা হবে, তোমরা যা বানিয়েছ তাতে প্রাণ সঞ্চারিত কর। তিনি আরো বললেন ঃ যে ঘরে ছবি বা প্রতিকৃতি আছে, সে ঘরে ফেরেশতারা প্রবেশ করে না। (বুখারী ও মুসলিম)

١٥٦٤- وَعَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِى الْحَسَنِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا، فَقَالَ: إِنِّىْ رَجل أُصَوِّرُ هٰذِهِ الصُّوَرَ فَأَفْتِنِىْ فِيْهَا، فَقَالَ لَهُ : ادْنُ مِنِّىْ، فَدَنَا،ثُمَّ قَالَ : ادْنُ مِنِّىْ، فَدَنَا، حَتّٰى وَضَعَ يَدَهُ عَلٰى رَأْسِهِ، وَقَالَ : أُنَبِّئُكَ بِمَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : «كُلُّ مُصَوِّرٍ فِى النَّارِ، يَجْعَلُ لَهُ بِكُلِّ صُوْرَةٍ صَوَّرَهَا نَفْسًا، فَيُعَذِّبُهُ فِى جَهَنَّم». قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «فَإِنْ كُنْتَ لَابُدَّ فَاعِلًا، فَاصْنَعِ الشَّجَرَ وَمَا لَا نَفْسَ لَهُ». رواه الخارى، ومسلم.

وفى رواية اللبخارى قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ إِذْا جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا ابْنَ عَبَّاسٍ، إِنِّىْ رَجل إِنَّمَا مَعِيْشَتِىْ مِنْ صَنْعَةِ يَدِىَّ، وَأَنِّىْ أَصْنَعُ هٰذِهِ التَّصَاوِيْرَ، فَقَالَ أبْنُ عَبَّاس: لَا أُحَدِّثُكَ إِلَّا مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰه عَلَيْهِ وَسَلَّم سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ : «مَنْ صَوَّرَ صُوْرَةً، فَإِنَّ اللّٰه مُعَذِّبُهُ حَتّٰى يَنْفُخَ فِيْهَا الرُّوْحَ، وَلَيْسَ بِنَافِخٍ فِيْهَا أَبَدًا». فَرَبَا الرَّجُلُ رَبْوَةً شَدِيْدَةً، فَقَالَ وَيْحَكَ إِنْ أَبَيْتَ إِلَّا أَنْ تَصْنَعَ، فَعَلَيْكَ بِهٰذَ الشَّجَرِ، وَكُلِّ شَيْءٍ لَيْسَ فِيْهِ رُوْحٌ.

১৫৬৪। হযরত সা'ঈদ বিন আবিল হাসান (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর কাছে এসে বললো ঃ আমি একজন চিত্রকর। ছবি আঁকা আমার পেশা। আপনি এ ব্যাপরে আমাকে ফতোয়া (শরীয়তের বিধান) জানান।

হযরত ইবনে আব্বাস বললেন। "তুমি আমার কাছে এসো।" সে কাছে এলো। তিনি পুনরায় বললেন ঃ কাছে এস। সে পুনরায় কাছে এলো। তখন তিনি ঐ ব্যক্তির মাথার উপর হাত রেখে বললেন ঃ আমি রাসূল (সা)-এর কাছ থেকে যা শুনেছি, তা তোমাকে জানাচ্ছি। আমি রাসূল (সা) কে বলতে শুনেছি ঃ প্রত্যেক চিত্রকর দোযখে যাবে। তার প্রতিটি চিত্রে একটা প্রাণ সঞ্চার করতে তাকে আদেশ দেয়া হবে। অতঃপর তাকে জাহান্নামে শাস্তি দেয়া হবে। ইবনে আববাস বললেন ঃ ছবি যদি আঁকতেই চাও, তবে গাছ অথবা অন্য কোন নিষ্প্রাণ বস্তুর ছবি আঁক। (বুখারী ও মুসলিম)

বুখারী অপর এক বর্ণনায় রয়েছে ঃ "আমি ইবনে আব্বাসের কাছে ছিলাম। সহসা এক ব্যক্তি এসে বললো ঃ হে ইবনে আব্বাস, আমি এমন এক ব্যক্তি, যার জীবিকা শুধু তার হাতের কাজের মধ্য দিয়েই আসে। আমার পেশা হলো ছবি আঁকা। ইবনে আব্বাস বললেন। আমি রাসূল (সা)-এর মুখ থেকে যা শুনেছি, তা ছাড়া তোমাকে আর কিছু বলবো না। আমি তাকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি কোন ছবি আকবে, তাঁকে আল্লাহ আযাব দিতে থাকবেন যতক্ষণ সে ঐ ছবির ভেতরে প্রাণ সঞ্চার না করে। অথচ সে কস্মিন কালেও তাতে প্রাণ সঞ্চার করতে পারবে না। "এ কথা শুনে লোকটা খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করলো। তা দেখে ইবনে আব্বাস বললেন ঃ তোমার ওপর আল্লাহ অনুগ্রহ করুন। তুমি যদি ছবি আঁকতেই বদ্ধপরিকর হয়ে থাকো, তাহলে এই গাছ এবং যে কোন নিষ্প্রাণ বস্তুর ছবি আঁক।"

١٥٦٥- وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : «وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِىْ، فَلْيَخْلُقُوْا ذَرَّةً، وَلْيَخْلُقُوْا حَبَّةً، وَلْيَخْلُقُوْا شَعِيْرَةً». رواه البخارى، ومسلم.

১৫৬৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেন ঃ আল্লাহ বলেছেন ঃ সেই ব্যক্তির চেয়ে বড় যালেম আর কে, যে আমার সৃষ্টির মত সৃষ্টি করার ধৃষ্টতা দেখায়? ওরা একটা কণা সৃষ্টি করুক তো দেখি, একটা শস্য কণা সৃষ্টি করুক তো, একটা ভুট্টার দানা সৃষ্টি করুক তো। (বুখারী মুসলিম)

الترهيب من اللعب بالنرد

তাস খেলার বিরুদ্ধে সতর্কবাণী

١٥٦٦- وَعَنْ أَبِيْ مُوْسَى رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ لَعِبَ بِنَرْدٍ - أَوْ نَرْدَشِيْرٍ - فَقَدْ عَصَى اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ » رواه مالك، واللفظ له، وأبو داود، وابن ماجه، والحاكم، والبيهقي.

« قال الحافظ » :قدذهب جمهور العلماء إلى أن اللعب بالنرد حرام، ونقل بعض مشايخنا الإجماع على تحريمه، واختلفوا في اللعب بالشطرنج؛ فذهب بعضهم إلى إباحته، لأنه يستعان به في أمور الحرب ومكائده، لكن بشروط ثلاثة : أحدها : أن لا يؤخربسببه صلاة عن وقتها، والثاني : أن لا يكون فيه قمار، والثالث : أن يحفظ لسانه حال اللعب عن الفحش والخناء، ورودىء الكلام؛ فمتى لعب به، أو فعل شيئا من هذه الأمور كان ساقط المروءة مردود الشهادة، وممن ذهب إلى إباحته سعيد بن جبير، والشعبي، وكرهه الشافعي كراهة تزيه، وذهب جماعات من العلماء إلى تحريمه كالنرد، وقد ورد ذكر الشطرنج في أحاديث لا أعلم لشئ منها إسنادا صحيحا ولاحسنا، والله أعلم.

১৫৬৬। হযরত আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি তাস খেলে, সে আল্লাহ ও তার রাসূলের নাফরমানী করে। (মালেক, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, হাকেম, বায়হাকী)

গ্রন্থকার বলেন ঃ অধিকাংশ আলেমের মতে তাস খেলা হারাম। কারো কারো মতে এটা সর্বসম্মতভাবে হারাম। তবে দাবা খেলা নিয়ে মতভেদ আছে। কারো কারো মতে, এ দ্বারা সামরিক কৌশলে দক্ষতা জন্মে বিধায় এটা বৈধ। তবে এ জন্য তিনটে শর্ত রয়েছে ঃ প্রথমত খেলায় এতটা মত্ত হওয়া চলবে না যে, নামাযের সময়ের দিকে খেয়াল থাকে না এবং নামায কাযা হয়ে যায়। দ্বিতীয় এ খেলা যেন জুয়া খেলায় রূপান্তরিত না হয়। তৃতীয়ত ঃ খেলা চলাকালে অশ্লীল ও অশোভন কথাবার্তা এড়িয়ে চলতে হবে। এই শর্তগুলো না মেনে যারা দাবা খেলবে তারা সৎ মানুষরূপে গণ্য হবে না এবং তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। সা'ঈদ ইবনে জুবায়ের ও ইমাম শায়াবীর মতে এসব শর্ত সাপেক্ষে দাবা খেলা জায়েয। তবে ইমাম শাফেয়ীর মতে মাকরূহ তানযিহী। অর্থাৎ মাকরূহ হলেও হালালের কাছাকাছি। হারামের কাছাকাছি নয়। বহুসংখ্যক আলেম তাদের মতে দাবা খেলাকেও হারাম ঘোষণা করেছেন। যেসব হাদীসে দাবার উল্লেখ পাওয়া যায়, আমি তার বিশুদ্ধতার প্রমাণ পাই না। তবে প্রকৃত ব্যাপার আল্লাহই ভালো জানেন।

الترغيب فى الجليس الصالح

والترهيب من الجليس السىء، وما جاء فيمن جلس وسط الحلقة وأدب المجلس، وغير ذلك

সৎলোকের সঙ্গ গ্রহণ, অসৎলোকের সঙ্গ বর্জন ও বেঠকাদির আদব ও শিষ্টাচার সংক্রান্ত উপদেশ

١٥٦٧- وَعَنْ أَبِىْ مُوْسٰى رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلَ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «إِنَّمَا مَثَلُ الْجَلِيْسِ الصَّالِحِ، وَالْجَلِيْسِ السَّوْءِ كَحَامِلِ الْمِسْكِ، وَنَافِخِ الْكِيْرِ، فَحَامِلُ الْمِسْكِ إِمَّا أَنْ يُحْذِيَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيْحًا طَيِّبَةً، وَنَافِخُ الْكِيْرِ إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيْحًا خَبِيْثَةً» رواه البخارى، ومسلم.

১৫৬৭। হযরত আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ সৎসঙ্গী সুগন্ধী দ্রব্য বহনকারীর মত। আর অসৎসঙ্গী কামারের মত। সুগন্ধী বহনকারী হয় তোমাকে কিছু সুগন্ধী দেবে, নচেৎ তুমি তার কাছ থেকে কিছু কিনবে। অন্তত পক্ষে তুমি তার কাছ থেকে এমনিতেই কিছু না কিছু সুঘ্রাণ পাবে। আর কামার তার চুলোয় বাতাস দেয়ার সময় তোমার কাপড় জ্বালিয়ে দিতে পারে। অথবা কমের পক্ষে তুমি তার কাছ থেকে কিছু না কিছু দুর্গন্ধ পাবেই। (বুখারী ও মুসলিম)

١٥٦٨- وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ أَيْضًا رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لاَ يُقِيْمَنَّ أَحَدُكُمْ رَجُلاً مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيْهِ، وَلٰكِنْ تَوَسَّعُوْا وَتَفَسَّحُوْا يَفْسَحِ اللّٰهُ لَكُمْ».

وفى رواية قال : « وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا قَامَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ مَجْلِسِهِ لَمْ يَجْلِسْ فِيْهِ » رواه البخارى، ومسلم.

১৫৬৮। হযরত ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যেন কখনো কোন ব্যক্তিকে তার আসন থেকে উঠিয়ে দিয়ে সেখানে নিজে না বসে। বরঞ্চ তোমরা নিজেদের মধ্যে প্রশস্ততা সৃষ্টি কর এবং সবাইকে বৈঠকে অংশ গ্রহণের অবকাশ দাও। তাহলে আল্লাহ ও তোমাদের মধ্যে প্রশস্ততার সৃষ্টি করে দেবেন। অপর বর্ণনা মতে ঃ কোন ব্যক্তি যদি নিজের আসন ছেড়ে উঠে গিয়ে ইবনে উমার (রা)কে বসতে দিত, তবে তিনি তার সেই পরিত্যক্ত আসনে বসতেন না। (বুখারী ও মুসলিম)

١٥٦٩- وَعَنْ عَمْرِوبْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لاَ يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ اثْنَيْنِ إِلاَّ بِإِذْنِهِمَا » رواه أبو داود، والترمذى، وقال : حديث حسن.

১৫৬৯। হযরত আমর বিন শুয়াইব (রা) স্বীয় পিতা থেকে এবং তার পিতা তা দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল (সা) বলেছেন ঃ ঘনিষ্ঠভাবে বসে থাকা দুই ব্যক্তির মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানো তাদের অনুমতি ছাড়া জায়েয নয়। (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

আবু দাউদের অন্য বর্ণনা মতে ঃ দুই ব্যক্তির মাঝখানে বসা তাদের অনুমতি ছাড়া জায়েয নয়।

١٥٧٠- وَعَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ أَيْضًا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوْسَ بِالطُّرُقَاتِ» قَالُوْا : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا لَنَا بُدٌّ مِنْ مَجَالِسِنَا نَتَحَدَّثُ فِيْهَا، فَقَالَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنْ أَبَيْتُمْ فَأَعْطُوْا الطَّرِيْقَ حَقَّهُ» قَالُوْا : وَمَا حَقُّ الطَّرِيْقِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ؟ قَالَ : «غَضُّ الْبَصَرِ، وَكَفُّ الْأَذٰى، وَرَدُّ السَّلَامِ، وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوْفِ، وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ» رواه البخارى، ومسلم، وأبو داود.

১৫৭০। হযরত আবু সা'ঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ সাবধান, তোমরা পথে ঘাটে বসো না। সাহাবায়ে কিরাম বললেন ঃ হে রাসূল, আমরা তো খোলামেলা জায়গায় বসে কথাবার্তা না বলেই পারি না। রাসূল (সা) বললেন ঃ তা যদি করতেই হয়, তাহলে রাস্তাকে তার অধিকার দিও। তারা জিজ্ঞেস করলেন ঃ রাস্তার আবার কী অধিকার! রাসূল (সা) বললেন ঃ রাস্তায় চলাচলকারী মহিলাদের দিক তাকানো থেকে চোখকে সংযত রাখবে, রাস্তা থেকে আবর্জনা ও কষ্টদায়ক সবকিছু সরিয়ে ফেলবে, সালামের জবাব দেবে এবং সৎকাজের আদেশ দেবে ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ করবে। (বুখারী, মুসলিম ও আবু দাউদ)

الترهيب أن ينام المرء على سطح لا تحجير له

أويركب البحر عند ارتجاجه

বিপজ্জনক ছাদে ঘুমানো বা উত্তাল সমুদ্রে সফর করা অনুচিত

١٥٧١-وَعَنْ أَبِيْ عِمْرَانَ الْجَوْنِي قَالَ : كُنَّا بِفَارِس، وَعَلَيْنَا أَمِيْرٌ يُقَالُ لَهُ : زُهَيْرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ، فَأَبْصَرَ إِنْسَانًا فَوْقَ بَيْتٍ أَوْ إِجَّارٍ لَيْسَ حَوْلَهُ شَيْءٌ، فَقَالَ لِيْ : سَمِعْتَ فِيْ هٰذَا شَيْئًا ؟

قُلْتَ : لَا، قَالَ : حَدَّثَنِي رَجُلٌ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «مَنْ بَاتَ فَوْقَ إِجَّارٍ - أَوْ فَوْقَ بَيْتٍ لَيْسَ حَوْلَهُ شَيْءٌ يَرُدُّ رِجْلَهُ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ، وَمَنْ رَكِبَ الْبَحْرَ بَعْدَ مَا يَرْتَجُّ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ» رواه أحمد مرفوعا هكذا، وموقوفا، ورواتهما ثقات، والبيهقي مرفوعا.

১৫৭১। হযরত আবু ইমরান আল-জাওনী (রা) বলেন ঃ আমরা পারস্যে জনৈক আমীরের নেতৃত্বে ছিলাম। আমীরের নাম ছিল যুহায়ের বিন আব্দুল্লাহ। তিনি এক ব্যক্তিকে একটা বাড়ীর ছাদের ওপর অবস্থানরত দেখলেন। সেই ছাদের চার পাশে কোন দেয়াল বা বেষ্টনী ছিল না। যুহায়ের তা দেখে আমাকে বললেন ঃ তুমি কি এ ধরণের পরিস্থিতি সম্পর্কে কিছু (অর্থাৎ কোন হাদীস) শুনেছ? আমি বললাম ঃ না। তিনি বললেন ঃ এক ব্যক্তি আমাকে জানিয়েছে যে, সে রাসূল (সা) কে বলতে শুনেছে ঃ যে ব্যক্তি এমন কোন ছাদে রাত কাটায় যার চার পাশে এমন কিছু নেই, যা তার পদস্খলন ঠেকাতে পারে (অর্থাৎ কোন নিরাপত্তা বেষ্টনী, তবে তার পরিণতির জন্য কেউ দায়ী হবে না। আর যে ব্যক্তি সমুদ্র উত্তাল হওয়ার পর সমুদ্র ভ্রমণে বের হবে তার জন্যও কেউ দায়ী হবে না।) অর্থাৎ তদরূপ পরিস্থিতিতে তার পরিণতি যা-ই হউক না কেন, ইসলামী সরকার বা সংশ্লিষ্ট দেশের সরকার বা কর্তৃপক্ষ তার মৃত্যুর জন্য তার উত্তরাধিকারীদের কে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবে না। (আহমাদ ও বায়হাকী)

দ্রষ্টব্য ঃ যেসব রেলওয়ে ব্রীজে আলাদা ফুটপাথ নেই এবং রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ ঐ ব্রীজের ওপর দিয়ে পারাপার নিষিদ্ধ করেছে, সেখানও এই হাদীস প্রযোজ্য হবে। অনুবাদক।

الترهيب أن ينام الإنسان على وجهه

من غيره عذر

বিনা ওযরে উবুড় হয়ে শোয়া নিষেধ

١٥٧٢- وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : مَرَّ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ مُضْطَجِعٍ عَلٰى بَطْنِهِ، فَغَمَزَهُ بِرِجْلِهِ، وَقَالَ : «إِنَّ هٰذِهِ ضِجْعَةٌ لاَ يُحِبُّهَا اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ» رواه أحمد، وابن حبان فى صحيحه، واللفظ له، وقد تكلم البخارى فى هذا الحديث.

১৫৭২। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। একবার রাসূল (সা) উবুড় হয়ে শোয়া এক ব্যক্তির কাছে দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি তাকে পা দিয়ে নাড়া দিয়ে বললেন ঃ এ ধরনের শোয়াকে আল্লাহ পছন্দ করেন না। (আহমাদ ইবনে হাব্বান)

الترهيب من الجلوس بين الظل والشمس

والترغيب فى الجلوس مستقبل القبلة

শরীরের একাংশ ছায়ায় ও একাংশ রোদে রেখে বসা অনুচিত এবং কেবলা মুখী হয়ে বসা উত্তম

١٥٧٣- عَنْ أَبِىْ عِيَاضٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نَهٰى أَنْ يَجْلِسَ الرَّجُلُ بَيْنَ الضَّحِّ وَالظِّلِّ» وَقَالَ : «مَجْلِسُ الشَّيْطَانِ» رواه أحمد بإسناد جيد، والبزار بنحوه من حديث جابر، وابن ماجه بالنهى وحده من حديث بريدة.

১৫৭৩। হযরত আবু ইয়ায রাসূল (সা)-এর জনৈক সাহাবী থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল (সা) রোদ ও ছায়ায় মাঝে বসতে নিষেধ করেছেন। তিনি আরো বলেছেন ঃ এভাবে বসা শয়তানের স্বভাব। (আহমাদ, বাযযার, ইবনে মাজা)

١٥٧٤- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الْفَيْئِ وفى رواية : فِي الشَّمْسِ - فَقَلَصَ عَنْهُ الظِّلُّ، فَصَارَ بَعْضُهُ فِي الشَّمْسِ وَبَعْضُهُ فِي الظِّلِّ فَلْيَقُمْ» رواه أبو داود

১৫৭৪। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ তোমাদের কোন ব্যক্তি যখন রোদের মধ্যে থাকে, তারপর তার কাছ থেকে ছায়া সংকুচিত হয়ে যায়, এবং তার (দেহের) একাংশ রোদে ও একাংশ ছায়ায় থাকে, তখন তারা সেখান থেকে চলে যাওয়া উচিত। (আবু দাউদ)

١٥٧٥- وَرُوِيَ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «أَكْرَمُ الْمَجَالِسِ مَا اسْتُقْبِلَ بِهِ الْقِبْلَةُ» رواه الطبرانى فى الأوسط.

১৫৭৫। হযরত ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ সবচেয়ে সম্মানজনক বৈঠক হচ্ছে কেবলামুখী হয়ে বসা। (তাবরানী)

الترغيب فى سكنى الشام

وما جاء فى فضلها

সিরিয়ায় বসবাস করার ফযীলত

١٥٧٦- وَعَنْ اِبْنِ حَوَالَةَ أَنَّ قَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ، خِرْلِيْ بَلَدًا أَكُوْنُ فِيْهِ، فَلَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ تَبْقَى لَمْ أَخْتَرْ عَنْ قُرْبِكَ شَيْئًا، فَقَالَ : «عَلَيْكَ بِالشَّام» فلما رأى كَرَاهِيَتِيْ لِلشَّام قَالَ : «أَتَدْرِيْ مَا يَقُوْلُ اللّٰهُ فِي الشَّامِ؟ إِنَّ اللّٰهَ جَلَّ وَعَزَّ يَقُوْلُ :

يَاشَامُ أَنْتَ صَفْوَتِىْ مِنْ بِلَادِى، أُدْخِلُ فِيكَ خِيَرَتِى مِنْ عِبَادِىْ، إِنَّ اللَّهَ تَكَفَّلَ لِىْ بِالشَّامِ وَأَهْلِهِ » رواه الطبرانى من طريقين إحداهما جيدة.

১৫৭৬। হযরত ইবনে হাওয়ালা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূল (সা) কে বললেন ঃ হে রাসূল, আমার বসবাসের জন্য একটা দেশ নির্বাচন করে দিন। কেননা আপনি যদি চিরকালে বেঁচে থাকতেন, তাহলে আমি আপনার কাছে ছাড়া অন্য কোন জায়গায় থাকা পছন্দ করতাম না। রাসূল (সা) বললেন ঃ তুমি সিরিয়াকে গ্রহণ কর। তিনি যখন আমার ভেতরে সিরিয়াকে অপছন্দ করার লক্ষণ দেখলেন, তখন বললেন ঃ তুমি কি জান, আল্লাহ্ সিরিয়া সম্পর্কে কি বলেন? মহান আল্লাহ্ বলেনে হে সিরিয়া, আমার দেশগুলোর মধ্যে তুমিই আমার মনোনীত দেশ। তোমার ভিতরে আমি আমার শ্রেষ্ঠতম বান্দাদেরকে প্রবেশ করাই। বস্তুত আল্লাহ্ তায়ালা সিরিয়া ও সিরিয়াবাসীকে দিয়ে আমার যাবতীয় অভাব পূরণ করেছেন। (তাবরানী)

ব্যাখ্যা ঃ সিরিয়া সর্বাধিক সংখ্যক নবীর জন্ম, মৃত্যু ও বসবাসের স্থান। প্রথম কেবলা বাইতুল মাকদাস প্রাচীনকালে সিরিয়ারই অংশ ছিল। আর রাসূল (সা) বাল্যকালে চাচার সাথে এবং যৌবনে হযরত খাদীজার ব্যবসায়ের কাজে সিরিয়া সফর করেছিলেন। সিরিয়ার এই মর্যদার পেছনে এ সব কারণই নিহিত রয়েছে বলে মনে হয়। নচেৎ আল্লাহর পৃথিবী মূলতঃ সবটাই একরকম। যেস্থানে আল্লাহর এবাদত ও আনুগত্য করা হয়, সেই স্থানই আল্লাহর প্রিয়। অনুবাদক

١٥٧٧- وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ونحن عنده : «طُوْبَى لِلشَّامِ، إِنَّ مَلَائِكَةَ الرَّحْمٰنِ بَاسِطَةٌ أَجْنِحَتَهَا عَلَيْهِ» رواه الترمذى وصححه، وابن حبان فى صحيحه، والطبرانى.

১৫৭৭। হযরত যায়দ বিন ছাবেত (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ সিরিয়ার জন্য সুসংবাদ/ দয়াময়ের ফেরেশতারা তাদের ডানা তার ওপর বিছিয়ে রাখেন। (তিরমিযী, ইবনে হাব্বান, তাবরানী)

١٥٧٨- وَعَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدُ اللَّهِ عَنْ أَبِيْهِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ :

قَالَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «سَيَخْرُجَ عليكُمْ فِى أخِرِ الزَّمَانِ نَار مِنْ حَضَر مَوْت تَحْشُرُ النَّاس»، قَال : قلنا : بما تَأْمُرنا يا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَال : «عليكمْ بالشَّام». رواه أحمد، والترمذى، وابن حبان فى صحيحه، وقال الترمذى : حديث حسن صحيح.

১৫৭৮। হযরত সালেম বিন আব্দুল্লাহ তার পিতা থেকে বর্ণিত করেন। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ শেষ যুগে তোমাদের ওপর হাযরা মভিত থেকে একটা আগুন ধেয়ে আসবে, যা মানুষকে সমবেত করবে। আমরা জিজ্ঞেস করলাম ঃ হে রাসূল, আমাদেরকে কী করতে আদেশ দিচ্ছেন? রাসূল সা বললেন ঃ তোমরা সিরিয়াকে গ্রহণ কর। (অর্থাৎ আগুনটা যখন ধেয়ে আসবে, তখন তোমরা সিরিয়া অভিমুখে চলে যেও। (আহমাদ, তিরমিযী, ইবনে হাব্বান)

الترهيب من الطيرة

কোন কিছুকে কু-লক্ষণ মনে করার বিরুদ্ধে সর্তকবাণী

١٥٧٩- عَنْ إِبْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «اَلطِّيَرَةُ شِرْكٌ، وَالطِّيَرَةُ شِرْكٌ، وَالطِّيَرَةُ شِرْكٌ، وَمَا مِنَّا إِلاَّ، وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ» رواه أبو داود، واللفظ له، والترمذى، وابن حبان فى صحيحه، وقال الترمذى : حديث حسن صحيح.

১৫৭৯। হযরত ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ কোন কিছুকে কূ-লক্ষণ মনে করা শির্‌ক। (তিনবার) তবে আল্লাহ তায়ালা তাওাক্কুল (আল্লাহর ওপর নির্ভরশীলতা) দ্বারা এই মনোভাব দূর করে দিয়ে থাকেন। (আবুদ দাউদ, তিরমিযী ও ইবনে হাব্বান)

ব্যাখ্যা ঃ কোন কিছুকে অশুভ লক্ষণ মনে করে একটা অজানা বিপদ আসন্ন এরূপ ধারণা করে শংকিত হওয়া শির্‌ক। আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুলের গুণ অর্জন করতে পারলে এই মনোভাব দূর করা সহজ হয়ে যায়।

الترهيب من اقتناء الكلب

إلا لصيد أوماشية

শিকারী বা গৃহপালিত পশু সম্পদ হিসাবে ব্যতীত কুকুর পালনের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী

١٥٨٠- عَنْ إِبْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : «سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : «مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا، إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ، فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيْرَاطَانِ».

رواه مالك، والبخاري، ومسلم، والترمذي، والنسائي.

১৫৮০। হযরত ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ শিকার ধরার উদ্দেশ্যে ব্যতীত অথবা গৃহপালিত পশু সম্পদ হিসেবে ব্যতীত আর কোন উদ্দেশ্যে যে ব্যক্তি কুকুর পালন করে, তার (সৎকাজগুলোর) সওয়াব প্রতিদিন দুই কিরাত হিসাবে কমতে থাকবে। (মালেক, বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী ও নাসায়ী)

١٥٨١- وعن عبد الله بن مغفل رضى الله عنه قال : إنى لممن يرفع أغصان الشجرة عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو يخطب فقال : «لَوْ لَا أَنَّ الْكِلَابَ أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَمِ لَا مَرْتُ بِقَتْلِهَا، فَاقْتُلُوْا مِنْهَا كُلَّ أَسْوَدَ بَهِيْمٍ وَمَا مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ يَرْتَبِطُوْنَ كَلْبًا إِلَّا نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِمْ كُلَّ يَوْمٍ قِيْرَاطٌ إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ، أَوْ كَلْبَ حَرْثٍ، أَوْ كَلْبَ غَنَمٍ»، رواه الترمذي.

১৫৮১। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাগাফফাল (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ কুকুরেরা যদি আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টি জগতের জীব সমূহের একটা জীবন না হতো, তাহলে আমি তাদেরকে হত্যা করার আদেশ দিতাম। তোমরা ঘোর কালো বর্ণের প্রত্যেকটা কুকুরকে হত্যা কর। কোন বাড়ীর অধিবাসীরা কুকুর পালন করলে প্রতিদিন তাদের এক কিরাত পরিমাণ সওয়াব কমে যাবে। তবে শিকার ধরা, কৃষি ও মেষ পালনে প্রহরার কাজে ব্যবহৃত কুকুরের কথা ভিন্ন (তিরমিযী)

١٥٨٢- وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَتَانِىْ جِبْرِيْلُ فَقَالَ: إِنِّىْ كُنْتُ أَتَيْتُكَ الْبَارِحَةَ، فَلَمْ يَمْنَعْنِىْ أَنْ أَكُوْنَ دَخَلْتُ عَلَيْكَ الْبَيْتَ [الَّذِىْ كُنْتَ فِيْهِ] إِلَّا أَنَّهُ كَانَ فِىْ بَابِ الْبَيْتِ تِمْثَالُ الرِّجَالِ، وَكَانَ فِى الْبَيْتِ قِرَامُ سِتْرٍ فِيْهِ تَمَاثِيْلُ، وَكَانَ فِى الْبَيْتِ كَلْبٌ، فَمُرْ بِرَأْسِ التِّمْثَالِ الَّذِىْ فِى الْبَابِ فَلْيُقْطَعْ، فَيَصِيْرَ كَهَيْئَةِ الشَّجَرَةِ، وَمُرْ بِالسِّتْرِ فَلْيُقْطَعْ وَيُجْعَلْ مِنْهُ وِسَادَتَيْنِ، مُنْتَبَذَتَيْنِ تُوْطَآنِ، وَمُرْ بِالْكَلْبِ فَيُخْرَجْ» فَفَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ ذٰلِكَ الْكَلْبُ جَرْوًا لِلْحُسَيْنِ ـ أَوْ لِلْحَسَنِ ـ تَحْتَ نَضَدٍ لَهُ، فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ. رواه أبو داود، والترمذى، واللفظ له، وقال: حديث حسن صحيح، والنسائى، وابن حبان فى صحيحه.

১৫৮২। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ একবার জিবরীল আমার কাছে এসে বললো, "আমি আপনার কাছে গতরাতে এসেছিলাম, কিন্তু আপনি যে বাড়ীতে থাকেন সেই বাড়ীর দরজায় একটা মানুষের মূর্তি ছিল। বাড়ীর ভিতরে একটা পর্দায়ও ছবি ছিল। আর বাড়ীতে একটা কুকুরও ছিল। কাজেই বাড়ীর দরজায় অবস্থিত মূর্তিটার মাথা কেটে ফেলার আদেশ দিন। এতে ওটার আকৃতি হবে গাছের মত। আর পর্দাটা কেটে তা দিয়ে দুটো বালিশ বানানোর আদেশ দিন, যা প্রতিনিয়ত দলিত হবে, আর কুকুরটাকে তাড়িয়ে দেয়ার আদেশ দিন। কুকুরটা ছিল হাসান বা হুসাইনের সাথী এবং তার খাটের নীচে থাকতো। তাকে তাড়িয়ে দেয়ার আদেশ দিলেন এবং তাড়িয়ে দেয়া হলো। (আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী ও ইবনে হাব্বান)

الترهيب من سفر الرجل وحده

أومع اخر فقط، وماجاء فى خير الأصحاب عدة

কোন ব্যক্তির একাকী বা দু'জনে সফর করা অনুচিত

١٥٨٣- عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «لَوْ أَنَّ النَّاسَ يَعْلَمُوْنَ مِنَ الْوَحْدَةِ مَا أَعْلَمُ مَاسَارَرَاكِبٌ بِلَيْلٍ وَحْدَهُ» رواه البخارى، والترمذى، وابن خزيمة فى صحيحه.

১৫৮৩। হযরত ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেনে ঃ একাকীত্ব সম্পর্কে আমি যা জানি, তা যদি লোকেরা জানতো তাহলে কোন মুসাফির রাতের বেলা একাকী সফর করতো না। (বুখারী, তিরমিযী ও ইবনে খুযায়মা)

١٥٨٤- وَعَنْ عَمَرِوبْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَجُلاً قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ، فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «مَنْ صَحِبْتَ» قَالَ : مَا صَحِبْتُ أَحَداً، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «اَلرَّاكِبُ شَيْطَانٌ، وَالرَّاكِبَانِ شَيْطَانَانِ، وَالثَّلاَثَةُ رَكْبٌ» رواه الحاكم وصححه، وروى المرفوع منه مالك.

১৫৮৪। হযরত আমর বিন শুয়াইব(রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি সফর থেকে ফিরে এল। রাসূল (সা) তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি কার সাথে সফর করলে? সে বললো ঃ আমার সাথে কেউ ছিল না। রাসূল (সা) বললেন ঃ যে ব্যক্তি একাকী সফর করে সে একটা শয়তান। যারা দু'জনে সফর করে তারা দুটো শয়তান। আর যে তিনজন একত্রে সফর করে, তারা একটা কাফেলা। (হাকেম মালেক, তিরমিযী, নাসায়ী ও ইবনে খুযায়মা)

দ্রষ্টব্য ঃ ইবনে খুযায়মা বলেছেন ঃ এখানে শয়তান অর্থ আল্লাহর অবাধ্য বা গুনাহগার।

উল্লেখ্য যে, এ হাদীসে দিন বা রাতের সফরের উল্লেখ না থাকায় বুঝা যায়, যে সফর দিন বা রাত যখনই করা হউক, বিনা ওযরে তিনজনের কম লোকের সফরে যাওয়া ঠিক নয়।

١٥٨٥- وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «خَيْرُ الصَّحَابَةِ أَرْبَعَةٌ، وَخَيْرُ السَّرَايَا أَرْبَعَمِائَةٍ، وَخَيْرُ الْجُيُوْشِ أَرْبَعَةُ الافٍ، وَلَنْ يُغْلَبَ اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا مِنْ قِلَّةٍ» رواه أبو داود، والترمذى، وابن خزيمة، وابن حبان فى صحيحيهما.

১৫৮৫। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ (সফরে) সর্বোত্তম সহী হচ্ছে চারজন। আর সর্বোত্তম সেনাদল চারশো জন সর্বোত্তম বাহিনী চার হাজার জন। আর বারো হাজার লোক বাহিনী কখনো সংখ্যা স্বল্পতর কারণে পরাজিত হবে না। (আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে খুযয়ামা ও ইবনে হাব্বান)

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসে যে বিভিন্ন সংখ্যার উল্লেখ রয়েছে, তা সৎকর্মশীল মুমিনদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

ترهيب المرأة أن تسافر وحدها يغير محرم

মুহাররম আত্মীয় ছাড়া একাকী সফর করা মহিলাদের জন্য অবৈধ

١٥٨٦- عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ سَفَرًا يَكُوْنُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا إِلَّا وَمَعَهَا أَبُوْهَا، أَوْ أَخُوْهَا، أَوْ زَوْجُهَا، أَوْ ابْنُهَا، أَوْ ذُوْ مَحْرَمٍ مِنْهَا» رواه البخارى، ومسلم، وأبو داود والترمذى، وابن ماجه.

وفى رواية البخارى ومسلم : «لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ يَوْمَيْنِ مِنَ الدَّهْرِ إِلَّا وَمَعَهَا ذُوْ مَحْرَمٍ مِنْهَا أَوْ زَوْجُهَا».

১৫৮৬। হযরত আবু সা'ঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ যে মহিলা আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাস করে, তার পক্ষে বাবা, ভাই, স্বামী, ছেলে বা অন্য কোন মুহাররম (যার সাথে বিয়ে চিরদিনের জন্য নিষিদ্ধ) আত্মীয়কে সাথে নিয়ে ছাড়া তিন দিন বা তার চেয়ে বেশী সময়ের জন্য সফরে বের হওয়া বৈধ নয়। (বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজা) বুখারী ও মুসলিমের বর্ণনা তিনদিনের পরিবর্তে দু'দিনের উল্লেখ রয়েছে।

١٥٨٧- وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لاَ يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُسَافِرُ مَسِيْرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلاَّ مَعَ ذِىْ مَحْرَمٍ عَلَيْهَا».

وفى رواية : «مسيرة يوم» وفى أخرى : «مسيره ليلة إلا ومعها رجل ذوحرمة منها» رواه مالك، والبخارى، ومسلم، وأبو داود، والترمذى، وابن ماجه، وابن خزيمة فى صحيحه.

১৫৮৭। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাস করে এমন কোন মহিলার পক্ষে কোন মুহাররম আত্মীয়কে সাথে নেয়া ছাড়া একদিন ও একরাত মেয়াদের সফর হালাল নয়। অন্য বর্ণনা মতে শুধু "একদিন" এবং অন্য বর্ণনায় শুধু "একরাতের" সফর মুহাররম পুরুষ সঙ্গী ছাড়া বৈধ নয়। (মালেক, বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজা, ইবনে খুযায়মা)

الترغيب فى ذكر الله
لمن ركب دابته
বাহন জন্তু পিঠে আরোহনকারীকে আল্লাহর যিকির করার উপদেশ

١٥٨٨- عَنْ أَبِىْ لاَسٍ الْخُزَاعِىْ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : حَمَلَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِبِلٍ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ بُلْحٍ، فَقُلْنَا : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا نَرَى أَنْ تَحْمِلَنَا هٰذِهِ؟ فَقَالَ :

«مَا مِنْ بَعِيْرٍ إِلا فِى ذُرْوَتِهِ شَيْطَانٌ، فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ إِذَا رَكِبْتُمُوهَا كَمَا أَمَرَكُمُ اللَّهُ، ثُمَّ امْتَهِنُوهَا لِأَنْفُسِكُمْ، فَإِنَّمَا يَحْمِلُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ» رواه أحمد، والطبراني، وابن خزيمة فى صحيحه.

১৫৮৮। হযরত আবু লাস আল-খিযায়ী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূল (সা) একবার আমাদেরকে সদকা স্বরূপ প্রাপ্ত একটা অচল উটের পিঠে আরোহণ করালেন। আমরা বললাম ঃ হে রাসূলুল্লাহ, একি দেখতে পাচ্ছি, আপনি আমাদেরকে এই উটের পিঠে (অর্থাৎ এই অচল উটের পিঠে) আরোহণ করাচ্ছেন? রাসূল (সা) বললেন ঃ প্রত্যেক উটের ওপর একটা শয়তান থাকে। সুতরাং তোমরা যখন তার পিঠে আরোহণ কর, তখন আল্লাহর হুকুম অনুসারে তার নাম স্মরণ ও উচ্চারণ কর। তারপর তাকে নিজের কাজে নিয়োজিত কর। কারণ একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই তোমাদেরকে আরোহণ করান। অর্থাৎ আল্লাহই কোন জন্তুকে তোমাদেরকে বহন করার ক্ষমতা দিয়ে থাকেন। তাই তাঁর নাম স্মরণ ও উচ্চারণ করলে তিনি অচল উটকেও সচল করে দিতে পারেন। মন দিয়ে স্মরণ ও মুখ দিয়ে উচ্চারণের নামই যিকির। (আহমাদ, তাবরানী ও ইবনে খুযায়মা) অনুবাদক

١٥٨٩- وَرُوِىَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «أَرْدَفَهُ على دابَّتِهِ، فَلَمَّا اسْتَوَى عَلَيْهَا كَبَّرَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاثًا، وَحَمِدَ اللَّهَ ثَلاثًا، وَسَبَّحَ اللَّهَ ثَلاثًا، وَهَلَّلَ اللَّهَ وَاحِدَةً، ثُمَّ اسْتَلْقَى عليه فَضَحِكَ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْهِ فَقَالَ : مَا مِنْ امْرِئٍ يَرْكَبُ دابَّتَهُ، فَيَصْنَعُ مَا صَنَعْتُ إِلا أَقْبَلَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ إِلَيْهِ، فَضَحِكَ إِلَيْهِ» رواه أحمد.

১৫৮৯। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (সা) তাঁকে তাঁর জন্তুর পিঠে নিজের পেছনে আরোহণ করালেন। যখন যাত্রার জন্য প্রস্তুত হয়ে বসলেন, তখন তিনবার আল্লাহু আকবর, তিনবার আলহামদু লিল্লাহ, তিনবার সুবহানাল্লা ও একবার লাইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়লেন। তারপর তার ওপর শুয়ে পড়লেন ও হাসলেন। তারপর ইবনে আব্বাসের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন ঃ কোন ব্যক্তি যদি স্বীয় বাহনে আরোহণ করার পর আমি যা যা করেছি তা করে, তবে আল্লাহ তায়ালা তার দিকে মুখ ফেরান ও হাসেন। (আহমাদ)

١٥٩٠- وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «مَا مِنْ رَاكِبٍ يَخْلُوْ فِىْ مَسِيْرِهِ بِاللّٰهِ وَذِكْرِهِ إِلَّا رَدِفَهُ مَلَكٌ، وَلَا يَخْلُوْ بِشِعْرٍ وَنَحْوِهِ إِلَّا رَدِفَهُ شَيْطَانٌ» رواه الطبراني بإسناد حسن .

১৫৯০। হযরত উকবা ইবনে আমের (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে ভ্রমনে যায়, একজন ফেরেশতা তার সহযাত্রী হয়। আর যে ব্যক্তি কোন কবিতা ইত্যাদি গেয়ে ভ্রমনে বের হয়, একটা শয়তান তার সঙ্গী হয়। (তাবরানী)

দ্রষ্টব্য ঃ শেষে হাদীসটিতে কোন জন্তুর উল্লেখ নাই। এ দ্বারা বুঝা যায় যে, শুধু উট ঘোড়া বা অন্য কোন জন্তুর পিঠে সফরের মধ্যেই আল্লাহর যিকির সীমাবদ্ধ নয়, বরং এ যুগের যাবতীয় যান্ত্রিক বা অযান্ত্রিক যানবাহনের ক্ষেত্রেও এটা প্রযোজ্য। অধিকাংশ হাদীসে উট ঘোড়া ইত্যাদির উল্লেখ থাকার কারণ এই যে, রাসূল (সা)-এর জীবদ্দশায় এগুলোই সমাহিক প্রচলিত ছিল। এ হাদীসগুলো থেকে এও জানা যায় যে, আজকাল বিভিন্ন যানবাহনে গানের ক্যাসেট বাজিয়ে চলাচল করার যে রেওয়ায চালু হয়েছে, তা শরীয়তের দৃষ্টিতে মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়।

الترهيب من استصحاب الكلب والجرس

فى سفر وغيره

সফরে অথবা অন্য কোথাও কুকুর ও ঘণ্টা নিয়ে চলার বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী

١٥٩١- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا تَصْحَبُ الْمَلائِكَةُ رِفْقَةً فِيهَا كَلْبٌ أَوْ جَرَسٌ» رواه مسلم وأبو داود، والترمذى.

১৫৯১। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ফেরেশতারা এমন কোন দলের সঙ্গী হন না যাদের ভেতরে কুকুর অথবা ঘণ্টা থাকে। (মুসলিম, আবুদাউদ ও তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ পথিকদেরকে হুঁশিয়ার করে দেয়ার জন্য প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গের ঘণ্টা বাজিয়ে পথ চলার রীতি তৎকালে প্রচলিত ছিল। মূলতঃ এটা অহংকারের প্রতীক বলে এর বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করা হয়েছে। তবে নিরাপত্তার খাতিরে কোন বাঁশী বা হুইসেল বাজানো দুষণীয় নয়। অনুবাদক

١٥٩٢- وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «اَلْجَرَسُ مَزَامِيْرُ الشَّيْطَانِ» رواه مسلم، وأبو داود، والنسائى وابن خزيمة فى صحيحه.

১৫৯২। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে আরো বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ "ঘণ্টা হচ্ছে শয়তানের বাদ্যযন্ত্র বিশেষ।" (মুসলিম, আবুদাউদ, নাসায়ী ও ইবনে খুযায়মা)

١٥٩٣- وَعَنْ أُمِّ سَلْمَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : سَمِعْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : «لا تَدْخُلُ الْمَلائِكَةُ بَيْتًا فِيْهِ جَرَسٌ، وَلا تَصْحَبُ الْمَلائِكَةُ رِفْقَةً فِيْهَا جَرَسٌ» رواه أبو داود والنسائى.

১৫৯৩। হযরত উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ যে বাড়ীতে ঘণ্টা আছে, তাতে ফেরেশেতারা প্রবেশ করে না। আর যে কাফেলায় ঘণ্টা আছে, সে কাফেলায়ও ফেরেশতারা প্রবেশ করেন না। (আবু দাউদ ও নাসায়ী)

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসে ফেরেশতা দ্বারা কল্যাণ ও রহমতের ফেরেশতা বুঝানো হয়েছে। মৃত্যু ও আল্লাহ অন্যান্য সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে নিয়োজিত ফেরেশতারা যে কোন জায়গায় যে কোন সময় প্রবেশ করেন এবং ভালো মন্দ কৃতকর্ম লেখার দায়িত্ব প্রাপ্ত ফেরেশতারা সর্বাবস্থায় মানুষের সাথে থাকেন। অনুবাদক

الترغيب فى الدلجة، وهو السفر بالليل

রাতের বেলা সফরে উৎসাহ প্রদান ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য উপদেশ

١٥٩٤- عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَيْكُمْ بِالدُّلْجَةِ؛ فَإِنَّ الأَرْضَ تُطْوَى بِلَيْلٍ» رواه أبو دودا.

১৫৯৪। হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ তোমরা রাত্রিকালে সফর কর। কেননা রাতের বেলায় পৃথিবীকে সংকুচিত করা হয়। (আবু দাউদ)

١٤٩٥- وَعَنْ جَابِرٍ-وَهُوَ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تُرْسِلُوْا مَوَاشِيَكُمْ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ حَتَّى تَذْهَبَ فَحْمَةُ الْعِشَاءِ؛ فَإِنَّ الشَّيَاطِيْنَ تَبْعَثُ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ حَتَّى تَذْهَبَ فَحْمَةُ الْعِشَاءِ» رواه مسلم، وأبو داود، والحاكم، ولفظه : « احْبِسُوْا صِبْيَانَكُمْ حَتَّى تَذْهَبَ فَوْعَةُ الْعِشَاءِ؛ فَإِنَّهَا سَاعَةٌ تَخْتَرِقُ فِيْهَا الشَّيَاطِيْنُ»

وقال : صحيح على شرط مسلم.

১৫৯৫। হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ সূর্য অস্ত যাওয়ার পর রাতের প্রথম ভাগের ঘন অন্ধকার না যাওয়া পর্যন্ত তোমাদের গৃহপালিত পশুগুলোকে বাড়ীর বাইরে পাঠিও না। কেননা এই সময়ে শয়তানদের

চলাচল শুরু হয়। (মুসলিম, আবু দাউদ ও হাকেম) হাকেমে বলা হয়েছে। সূর্যাস্তের পর রাতের প্রথম ভাগের ঘন অন্ধকার দূর না হওয়া পর্যন্ত তোমাদের ছেলে মেয়েদেরকে আটকে রাখ। কেননা এই সময়ে শয়তানদের আনা গোনা হয়।

١٥٩٦- وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدُ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِيَّاكُمْ وَالتَّعْرِيْسَ عَلَى جَوَادِ الطَّرِيْقِ، وَالصَّلاَةَ عَلَيْهَا؛ فَإِنَّهَا مَأْوَى الْحَيَّاتِ وَالسِّبَاعِ، وَقَضَاءَ الْحَاجَةِ عَلَيْهَا؛ فَإِنَّهَا الْمَلاَعِنُ». رواه ابن ماجه، ورواته ثقات.

১৫৯৬। হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ প্রধান সড়কের ওপর রাত্রি যাপন ও নামায পড়া থেকে সাবধান থাক। কেননা ওটা তখন সাপ ও হিংস্র জন্তুর আশ্রয়স্থল হয়ে থাকে। সড়কের ওপর পেশাব-পায়খানাও করো না। কেননা তা অভিশাপের কারণ হতে পারে। (অর্থাৎ ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ বদদোয়া ও অভিশাপ দিতে পারে।)

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীস দ্বারা বুঝানো হয়েছে, রাত হওয়ার আগে যাতে গন্তব্যে বা লোকালয়ে পৌঁছা যায়, এবং সড়কের ওপর রাত কাটাতে না হয়, সে জন্য দ্রুত চলা কর্তব্য। গ্রন্থকার

١٥٩٧- وَعَنْ أَبِيْ ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ النَّاسُ إِذَا نَزَلُوْا تَفَرَّقُوْا فِى الشِّعَابِ وَالْأَوْدِيَةِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ تَفَرُّقَكُمْ فِى الشِّعَابِ وَالْأَوْدِيَةِ إِنَّمَا ذٰلِكُمْ مِنَ الشَّيْطَانِ» فَلَمْ يَنْزِلُوْا بَعْدَ ذٰلِكَ مَنْزِلاً إِلَّا انْضَمَّ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، رواه أبو داود، والنسائى.

১৫৯৭। হযরত আবু ছা'লাবা আল খুশানী (রা) বলেন ঃ লোকেরা সফর করার সময় যখন কোথাও যাত্রাবিরতি করতো, তখন পাহাড়ের ওপর ও উম্মুক্ত প্রান্তরে বিক্ষিপ্তভাবে অবস্থান করতো। এ কথা জেনে রাসূল (সা) বললেন ঃ "তোমাদের বিক্ষিপ্তভাবে অবস্থান শয়তানের প্ররোচণাক্রমে হওয়া থাকে।" রাসূল (সা) এ কথা বলার পর আর মুসলমানরা বিক্ষিপ্তভাবে অবস্থান করতো না। যখনই যাত্রা বিরতি করতো সবাই এক জায়গায় মিলে মিশে থাকতো। (আবু দাউদ ও নাসায়ী)

الترغيب فى ذكر الله لمن عثرت دابته

বাহন জন্তুর পদস্খলন ঘটলে আল্লাহকে স্মরণ করা উচিত

١٥٩٨- عَنْ أَبِىْ الْمُلَيْحِ عَنْ أَبِيْهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : كُنْتُ رَدِيْفَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَعَثَرَ بَعِيْرُنَا، فَقُلْتُ : تَعِسَ الشَّيْطَانُ، فَقَالَ لِىْ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَقُلْ تَعِسَ الشَّيْطَانُ؛ فَإِنَّهُ يَعْظُمُ حَتَّى يَصِيْرَ مِثْلَ الْبَيْتِ وَيَقُوْلُ : بِقُوَّتِىْ، وَلٰكِنْ قُلْ : بِسْمِ اللّٰهِ؛ فَإِنَّهُ يَصْغُرُ حَتَّى يَصِيْرَ مِثْلَ الذُّبَابِ». رواه النسائى، والطبرانى، والحاكم، وقال : صحيح الإسناد.

১৫৯৮। হযরত আবুল মুলাইহ (রা) বলেন ঃ আমি একই উটের পিঠে রাসূল (সা)-এর পেছনে বসে চলছিলাম। সহসা উটটার পা পিছলে গেল। আমি বললাম ঃ "শয়তান ধ্বংস হোক।" রাসূল (সা) বললেন ঃ 'শয়তান ধ্বংস হউক' বলো না, কেননা এতে শয়তান উৎফুল্ল হয় ও গর্বিত হয়। সে বলে ঃ আমি নিজের শক্তির জোরে উটকে ফেলে দিয়েছি। বরং বল, বিছমিল্লাহ (আল্লাহর নামে), এতে সে একটা মাছির মত ছোট হয়ে যাবে। (নাসায়ী, তাবরানী ও হাকেম) অর্থাৎ অপমানিত হবে। উল্লেখ্য যে, এখানে 'শয়তান' শব্দটা দ্বারা ইবলীস ও তার সহযোগীদেরকে বুঝানো হয়েছে। যদি কোন দুরাচারী বলদপী মানুষ কাউকে নির্যাতন ও ক্ষতিগ্রস্ত করে, তাহলে সে ক্ষেত্রেও রাসূলের (সা) এই উপদেশ কার্যকরী করা যেতে পারে এবং নির্যাতনকারীকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলা যেতে পারে যে, "আমাকে আল্লাহ পরীক্ষায় ফেলেছেন, এ পরীক্ষায় আমাকে পাশ করতেই হবে।" এতে এই মানুষ রূপী শয়তানও এই ভেবে বিব্রত ও হতাশা বোধ করতে পারে যে, তারা এত নির্যাতন তাকে দমিয়ে দিতে পারলো না। ভারবাহী জন্তুর পদস্খলনে যা করার উপদেশ দেয়া হয়েছে, আধুনিক যানবাহনের দুর্ঘটনার সময়ও তা প্রযোজ্য। অনুবাদক

الترغيب في كلمات بقولهن

যাত্রাবিরতি কালে যা পড়া উচিত

١٥٩٩- عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيْمٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا، قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : «مَنْ نَزَلَ مَنْزِلًا، ثُمَّ قَالَ : أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ حَتَّى يَرْتَحِلَ مِنْ مَنْزِلِهِ ذٰلِكَ» رواه مالك، ومسلم، والترمذي، وأبن خزيمة في صحيحه.

১৫৯৯। হযরত খাতলা বিনতে হাকীম (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি পথিমধ্যে কোথাও যাত্রা বিরতি করে, এবং পড়ে, "আউযু বিকালিমাতিল্লাহিত তাম্মাতি মিন শাররি মা খালাকা।" (আল্লাহর স্বয়ং সম্পূর্ণ বাণীসমূহের আশ্রয় প্রার্থনা করছি তার সৃষ্টির অকল্যাণ থেকে) সে ঐ স্থান থেকে চলে না যাওয়া পর্যন্ত কোন কিছুই তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। (মালেক, মুসলিম, তিরমিযী ও ইবনে খুযায়মা)

الترغيب في دعاء المرء الأخيه

بظهر الغيب، سيما المسافر

এক মুসলমানকে অপর মুসলমানের জন্য অসাক্ষাতে দোয়া করার উপদেশ

١٦٠٠- عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا، قَالَتْ : حَدَّثَنِيْ سيدى أنه سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : إِذَا دَعَا الرَّجُلُ لِأَخِيْهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ : وَلَكَ بِمِثْلٍ». رواه مسلم، وأبو داود واللفظ له.

১৬০০। হযরত উম্মুদ দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমার মনিব আমাকে জানিয়েছেন, রাসূল (সা) বলেছেন ঃ যখন কোন ব্যক্তি তার মুসলমান ভাইয়ের কল্যাণের জন্য তার অসাক্ষাতে দোয়া করে, তখন ফেরেশতারা বলেন, "তোমারও অনুরূপ কল্যাণ হউক।" (মুসলিম ও আবু দাউদ)

١٦٠١- وَرُوِىَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «دَعْوَتَانِ لَيْسَ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ اللّٰهِ حِجَابٌ : دَعْوَةُ الْمَظْلُوْمِ، وَدَعْوَةُ الْمَرْءِ لِأَخِيْهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ» رواه الطبرانى.

১৬০১। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ দুইটি দোয়া এমন যে, তার মাঝে ও আল্লাহর মাঝে কোন আড়াল থাকে না। অত্যাচারীর বিরুদ্ধে মযলূমের বদ দোয়া, এবং এক মুসলমান কর্তৃক অপর মুসলমানের কল্যাণের জন্য তার অসাক্ষাতে দোয়া। (তাবরানী)

(١٦٠٢- وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «ثَلَاثُ دعوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ لَاشَكَّ فِيْهِنَّ : دَعْوَةُ الْوَالِدِ، وَدَعْوَةُ الْمَظْلُوْمِ، وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ» رواه أبو داود، والترمذى فى موضعين وحسنه فى أحدهما، والبزر، ولفظه قال : «ثلاث حق على الله أن لا يرد لهم دعوة : الصائم حتى يفطر، والمظلوم حتى ينتصر، والمسافر حتى يرجع».

১৬০২। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ তিনটে দোয়া কবুল হওয়া অবধারিত ঃ সন্তানের জন্য বাবার দোয়া, মযলূমের দোয়া, প্রবাসীর দোয়া। (আবু দাউদ, তিরমিযী ও বাযযার) বাযযারের বর্ণনা এরূপ ঃ "তিন ব্যক্তির অধিকার রয়েছে যে, আল্লাহ তাদের দোয়া ফিরিয়ে দেবেন না ঃ রোযাদার যতক্ষণ ইফতার না করে, মযলূম যতক্ষণ প্রতিশোধ না নেয় বা বিজয়ী না হয় এবং প্রবাসী যতক্ষণ নিজ বাড়ীতে ফিরে না আসে।

الترغيب فى الموت فى الغربة

প্রবাসকালীন মৃত্যুর ফযীলত

١٦٠٣- وَرُوِىَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «مَوْتُ غُرْبَةٍ شَهَادَةٌ» رواه ابن ماجه.

১৬০৩। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ প্রবাসকালীন মৃত্যু শহীদী মৃত্যু। (ইবনে মাজা)

كتاب التوبة والزهد

তওবা ও যুহদ সংক্রান্ত অধ্যায়

الترغيب في التوبة

তওবার প্রতি উৎসাহ প্রদান

١٦٠٤- عَنْ أَبِيْ مُوْسٰى رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «إِنَّ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ يَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوْبَ مُسِيْءُ النَّهَارِ، وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوْبَ مُسِيْءُ اللَّيْلِ، حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا» رواه مسلم، والنسائي.

১৬০৪। হযরত আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহ তায়ালা রাত্রিকালে তাঁর হাত প্রসারিত করে রাখেন যেন দিনের বেলায় যারা গুনাহ করেছে, তারা তওবা করে। আর দিনের বেলায় হাত প্রসারিত করে রাখেন, যাতে রাতের বেলায় যারা গুনাহ করেছে তারা তওবা করে। (মুসলিম ও নাসায়ী) হাত প্রসারিত করার অর্থ তওবা করতে আহবান করা ও তওবা গ্রহণের জন্য প্রস্তুত থাকা।–অনুবাদক

١٦٠٥- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «مَنْ تَابَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا تَابَ اللّٰهُ عَلَيْهِ»

১৬০৫। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয়ের আগে তওবা করবে, আল্লাহ তাকে মাফ করবেন। (মুসলিম)

١٦٠٦- وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : «مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ أَنْ يَطُوْلَ عُمُرُهُ، وَيَرْزُقَهُ اللّٰهُ الْإِنَابَةَ» رواه الحاكم، وقال : صحيح الإسناد.

১৬০৬। হযরত জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ এটা যে কোন

মানুষের জন্য সৌভাগ্যের ব্যাপার যে, তার জীবন দীর্ঘ হবে এবং আল্লাহ তাকে তওবা করার সুযোগ দেবেন। (হাকেম)

١٦٠٧- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَسْبِقَ الدَّائِبَ الْمُجْتَهِدَ فَلْيَكُفَّ عَنِ الذُّنُوْبِ» رواه أبو يعلى، ورواته رواة الصحيح إلا يوسف بن ميمون.

১৬০৭। হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ নিয়মিতভাবে কঠোর পরিশ্রম সহকারে আল্লাহর এবাদাতে নিয়োজিত ব্যক্তির চেয়েও মর্যাদাবান হওয়া যদি কারো পক্ষে আনন্দদায়ক হয়, তবে সে যেন গুনাহর কাজগুলো থেকে বিরত থাকে। (আবু ইয়ালা) অর্থাৎ যাবতীয় গুনাহর কাজ থেকে বিরত থাকাই সবচেয়ে বড় এবাদাত। অনুবাদক

١٦٠٨- وَرُوِىَ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اَلْمُؤْمِنُ وَاهٍ رَاقِعٌ فَسَعِيْدٌ مَنْ هَلَكَ عَلٰى رَقْعِهِ» رواه البزار، والطبرانى.

১৬০৮। হযরত জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ মুমিন কখনো গুনাহ করে, কখনো তওবা করে। যে মুমিন তওবা করা অবস্থায় মারা যায়, সে সৌভাগ্যশালী। (বাযযার ও তাবরানী)

١٦٠٩- وَعَنْ أَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «مَثَلُ الْمُؤْمِنِ وَمَثَلُ الْاِيْمَانِ كَمَثَلِ الْفَرَسِ فِىْ آخِيَّتِهِ يَجُوْلُ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلٰى آخِيَّتِهِ، وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ يَسْهُوْ ثُمَّ يَرْجِعُ، فَأَطْعِمُوْا طَعَامَكُمُ الْأَتْقِيَاءَ، وَأَوْلُوْا مَعْرُوْفَكُمُ الْمُؤْمِنِيْنَ» رواه ابن حبان فى صحيحه.

১৬০৯। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ মুমিনের উদাহরণ ও ঈমানের উদাহরণ খুটোর সাথে রশী দিয়ে বাঁধা ঘোড়ার মত।

ঘুর পাক খেতে খেতে অবশেষে সে তার খুটোর কাছে ফিরে আসে। মুমিনও ভুল করে আবার ফিরে আসে। অতএব তোমরা পরহেজগার লোকদেরকে খানা খাওয়াও। পরোপকারের সময় মুমিনদেরকে অগ্রাধিকার দাও। (ইবনে হাব্বান)

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসের মর্মার্থ এই যে, সব লোক পরহেজগার অর্থাৎ গুনাহর কাজ থেকে বিরত থাকে ও ঈমানদার, খানা খাওয়ানো ও উপকার করার সময় তাদেরকে অগ্রাধিকার দেয়া উচিত। যদিও অসৎলোক ও কাফিরদেরকেও খানা খাওয়ানো ও উপকার করা অবৈধ নয়। এমনকি দারিদ্র ও দুস্থ কাফির ও ফাসিকদেরকে যাকাত সাদকা থেকেও কিছু অংশ দেয়া যাবে। অনুবাদক

١٦١٠ - وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «كُلُّ ابْنِ آدَمَ خَطَّاءٌ، وَخَيْرُ الْخَطَّائِيْنَ التَّوَّابُوْنَ»

رواه الترمذي، وابن ماجه، والحاكم، كلهم من رواية علي بن مسعدة، وقال الترمذي : حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث علي بن مسعدة عن قتادة، وقال الحاكم : صحيح الإسناد.

১৬১০। হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ প্রত্যেক আদম সন্তানই কম বেশী গুনাহর কাজ করে থাকে। তবে গুনাহগারদের মধ্যে তওবাকারীরা উত্তম। (তিরমিযী, ইবনে মাজা ও হাকেম)

١٦١١- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : «إِنَّ عَبْدًا أَصَابَ ذَنْبًا، فَقَالَ : يَارَبِّ إِنِّي أَذْنَبْتُ ذَنْبًا فَاغْفِرْهُ، فَقَالَ لَهُ رَبُّهُ : عَلِمَ عَبْدِيْ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ، وَيَأْخُذُ بِهِ، فَغَفَرَ لَهُ، ثُمَّ مَكَثَ مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ أَصَابَ ذَنْبًا، ويأخذ به، فغفر له، ثم مكث ماشاء الله، ثم أصاب ذنبا اخر - وربما قال : ثُمَّ أَذْنَبَ ذَنْبًا أَخَرَ - فَقَالَ : يَارَبِّ إِنِّيْ أَذْنَبْتُ ذَنْبًا آخَرَ فَاغْفِرْهُ لِيْ، قَالَ رَبُّهُ : عَلِمَ عَبْدِيْ

أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ، فَغَفَرَلَهُ، ثُمَّ مَكَثَ مَاشَاءَ اللّٰهُ، ثُمَّ أَصَابَ ذَنْبًا اٰخَرَ ـ وَرُبَّمَا قَالَ: ثُمَّ أَذْنَبَ ذَنْبًا اٰخَرَ ـ فَقَالَ : يَارَبِّ إِنِّىْ أَذْنَبْتُ ذَنْبًا فَاغْفِرْهُ لِىْ، فَقَالَ رَبُّهُ : عَلِمَ عَبْدِىْ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ، وَيَأْخُذُ بِهِ، فَقَالَ رَبُّهُ : غَفَرْتُ لِعَبْدِىْ فَلْيَعْمَلْ مَاشَاءَ» رواه بخارى، ومسلم.

১৬১১। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ এক ব্যক্তি একটা গুনাহর কাজ করে বসলো। তারপর তৎক্ষণাত বললো ঃ হে আমার প্রতিপালক, আমি একটা গুনাহ করে ফেলেছি। আপনি এটা মাফ করে দিন। তখন তার প্রতিপালক বলেন ঃ আমার বান্দা জানে, তার একজন প্রতিপালক রয়েছেন, যিনি গুনাহ মাফও করতে পারেন, গুনাহর জন্য পাকড়াও করে শাস্তি দিতে পারেন। তাই তিনি তাকে গুনাহ মাফ করে দেন। এরপর কিছুকাল অতিবাহিত হয়। তারপর পুনরায় সে অন্য একটা গুনাহ করে বসে। তারপর অনতিবিলম্বে আবারো, সে বলে ঃ হে আমার প্রতিপালক, আমি আরো একটা গুনাহ করে ফেলেছি। অতএব আমার এ গুনাহটাও মাফ করে দিন। তার প্রতিপালক বলেন ঃ আমার বান্দা জানে তার একজন প্রতিপালক আছেন, যিনি গুনাহ মাফও করতে পারেন, আবার গুনাহর জন্য পাকড়াও করে শাস্তিও দিতে পারেন। তাই তিনি তাকে গুনাহ মাফ করে দেন। এরপর কিছুকাল অতিবাহিত হয়। তারপর আবার অন্য একটা গুনাহ করে বসে। অতঃপর অনতিবিলম্বে বলে ঃ হে আমার প্রতিপালক, আমি আর একটা গুনাহ করে ফেলেছি। আমাকে মাফ করে দিন। তখন তার প্রতিপালক বলেন ঃ আমার বান্দা জানে, তার একজন প্রতিপালক রয়েছেন, যিনি গুনাহ মাফ করতে পারেন, আবার গুনাহর জন্য শাস্তিও দিতে পারেন। তারপর তিন বলেন ঃ আমার বান্দাকে মাফ করে দিলাম। কাজেই সে যা ইচ্ছে, করুক। (বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ "কাজেই সে যা ইচ্ছে করুক" কথাটার প্রকৃত তাৎপর্য তো আল্লাহই ভালো জানেন। তবে আমার যা বুঝে আসে তা এই যে, যতদিন সে এভাবে চলতে থাকবে যে, গুনাহর কাজ করার অব্যবহিত পর ক্ষমা চায় ও তওবা করে, এবং ঐ গুনাহর কাজটার পুনরাবৃত্তি করে না, ততদিন সে যা ইচ্ছে করতে থাকুক। কেননা সে যখনই গুনাহর পর পরই তওবা করে, তখন তার তওবা ও ইস্তিগফার দ্বারা তার গুনাহর কাফফারা হয়ে যায় এবং গুনাহ মাফ হয়ে যায়। তাই ঐ গুনাহ তার ক্ষতি সাধান করে না। এর অর্থ কখনো এরূপ মনে করা চাই না যে, সে গুনাহ করে, আবার মুখ দিয়ে

ক্ষমা চায় ও তওবা করে এবং পুনরায় একই গুনাহর পুনরাবৃত্তি করে ও তা বর্জন করে না, তথাপি তার গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে। কেননা এটা সত্যিকার তওবা নয় বরং মিথ্যা তওবা। হাদীসের বলা হয়েছে, "সে পুনরায় অন্য একটা গুনাহ করে।" এ দ্বারা প্রমাণিত হয়, সে একই গুনাহর পুনরাবৃত্তি করে না এবং সে জন্যই প্রতিকার তার তওবা কবুল হয়। –গ্রন্থকার (প্রসঙ্গত উল্লেখ্য তওবা ও ইসতিগফারের মধ্যে পার্থক্য এই যে, ইসতিগফারের শাব্দিক অর্থ হলো ক্ষমা প্রার্থনা। তাই ইসতিগফার শুধু ক্ষমা প্রার্থনারই নাম। আর তওবার শাব্দিক অর্থ হলো, প্রত্যাবর্তন। অর্থাৎ যে গুনাহ করা হয়েছে তার আর পুনরাবৃত্তি না করা, তা বর্জন করার প্রতিজ্ঞা করা ও বাস্তবে বর্জন করার নাম তওবা। সুতরাং একই গুনাহ বারবার করতে থাকা ও ক্ষমা চাইতে থাকাকে তওবা বলা যাবে না এবং এ ধরণের ক্ষমা প্রার্থনায় ক্ষমা লাভের আশাও করা যায় না। তবে ক্ষমা প্রার্থনার পর পুনরায় পাপ করেনি এবং সুযোগ পেলেই পুনরায় তা করবে এমন লালসাও পোষণ করেনি, আবার আর করবে না বলে প্রতিজ্ঞাও করেনি এমন অবস্থায় কেউ মারা গেলে তার গুনাহ মাফ হওয়া সম্পূর্ণ আল্লাহর ইচ্ছাধীন। কিন্তু ১৬০৬ নং হাদীসে এরূপ ব্যক্তিকে সৌভাগ্যশালী বলা দ্বারা ক্ষমা লাভের কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়। আর সূরা যুমারের এ আয়াত দ্বারা ক্ষমা লাভের আশা আরো খানিকটা জোরদার হয় ঃ

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلَى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا اِنَّهُ هُوَا الْغَفُوْرُالرَّحِيْمُ

"বল, হে আমার বান্দারা, যারা নিজেদের ওপর বাড়াবাড়ি করেছ, আল্লাহর রহমত থেকে হতাশ হয়ো না। আল্লাহ সকল গুনাহ মাফ করেন। তিনিই একমাত্র অতিশয় ক্ষমাশীল, পরম দায়ালু।" অনুবাদক)

١٦١٢- وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا أَذْنَبَ ذَنْبًا كَانَتْ نُكْتَةً سَوْدَاءَ فِىْ قَلْبِهِ، فَإِنْ تَابَ وَنَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ صُقِلَ مِنْهَا، وَإِنْ زَادَتْ حَتَّى يَغْلَفَ [بِهَا] قَلْبَهُ، فَذٰلِكَ الرَّانُ الَّذِىْ ذَكَرَ اللّٰهُ فِىْ كِتَابِهِ : (كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوْبِهِمْ) رواه الترمذى، وصححه، والنسائى، وابن ماجه، وابن حبان فى صحيحه،

والحاكم واللفظ له، من طريقين قال فى أحدهما : صحيح على شرط مسلم، ولفظ ابن حبان، وغيره : «إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَخْطَأَ خَطِيئَةً يَنكتَ فِى قَلْبِه نكتَةٌ، فَإِنْ هُوَ نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ وَتَابَ، صُقِلَتْ، فَإِنْ عَادَ زِيْدَ فِيهَا حَتَّى تَعْلُوَ قَلْبَهُ» الحديث.

১৬১২। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ কোন মুমিন যখন একটা গুনাহ করে, তখন তার মনে একটা কালো বিন্দুর সৃষ্টি হয়। সে যদি অনিতিবিলম্বে তওবা করে, পাপ থেকে ফিরে আসে ও ক্ষমা চায়, তাহলে ঐ কালো বিন্দুটা অপসারিত হয়। আর যদি গুনাহ বাড়াতেই থাকে, তবে কালো বিন্দুও বাড়তে থাকে। বাড়তে বাড়তে তার মনটা পুরাপুরিভাবে কালো রং এ আচ্ছণ্ন হয়ে যায়। এটাই হচ্ছে, সেই মরিচা, যার কথা কুরআনে বলা হয়েছে ঃ “বরঞ্চ তাদের মনে মরিচা ধরে গেছে।” (সূরা মুতাফফিফীন, আয়াত -১৪) (তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজা, ইবনে হাব্বান ও হাকেম)

١٦١٣- وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَتْ قُرَيْشٌ لِلنَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُدْعُ لَنَا رَبَّكَ يَجْعَلْ لَنَا الصَّفَاذَهَبًا، فَإِنْ أَصْبَحَ ذَهَبًا اتَّبَعْنَاكَ، فَدَعَا رَبَّهُ فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ : «إِنَّ رَبَّكَ يَقْرَئُكَ السَّلَامَ، وَيَقُولُ لَكَ : إِنْ شِئْتَ أَصْبَحَ لَهُمُ الصَّفَا ذَهَبًا، فَمَنْ كَفَرَ مِنْهُمْ عَذَّبْتُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ، وَإِنْ شِئْتَ فَتَحْتُ لَهُمْ بَابَ التَّوْبَةِ وَالرَّحْمَةِ» قَالَ : «بَلْ بَابَ التَّوْبَةِ وَالرَّحْمَةِ» رواه الطبرانى، ورواته رواة الصحيح.

১৬১৩। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। কুরাইশ সম্প্রদায় রাসূল (সা) কে বললো ঃ তুমি তোমার প্রতিপালককে বল, সাফা পাহাড়কে আমাদের জন্য সোনায় পরিণত করে দিক। সাফা যদি সোনা হয়ে যায়, তাহলে আমরা তোমার অনুসরণ করবো। তাৎক্ষণাৎ তিনি আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন (সাফাকে সোনায় পরিণত

করা হউক) তৎক্ষণাৎ জিবরীল (আ) তার কাছে এলেন। এসে বললেন ঃ আপনার প্রতিপালক আপনাকে সালাম জানাচ্ছেন এবং বলেছেন ঃ আপনি যদি ইচ্ছা করেন, সাফা পাহাড়কে সোনা বানিয়ে দেব। তবে এরপরও যদি কেউ কুফরি অব্যাহত রাখে, তাহলে তাকে এমন শাস্তি দেব, যা বিশ্ব দরবারে আর কাউকে দেয়া হবে না। আর যদি আপনি চান, তাদের জন্য তওবা ও রহমতের দরজা খুলে দিতে পারি।" রাসূল (সা) বললেন ঃ "বরঞ্চ তওবা ও রহমতের দরজা খুলে দিন।" (তাবরানী)

١٦١٤- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «إِنَّ اللّٰهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَالَمْ يُغَرْغِرْ». رواه ابن ماجه، والترمذي.

১৬১৪। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ বান্দার আত্মা তার কণ্ঠণালীতে চলে আসার পূর্ব পর্যন্ত তার তওবাকে আল্লাহর গ্রহণ করেন। (ইবনে মাজা, তিরমিযি)

١٦١٥- وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ أَوْصِنِيْ؟ قَالَ : «عَلَيْكَ بِتَقْوَى اللّٰهِ مَا اسْتَطَعْتَ، وَاذْكُرِ اللّٰهَ عِنْدَ كُلِّ حَجَرٍ وَشَجَرٍ وَمَا عَمِلْتَ مِنْ سُوْءٍ فَأَحْدِثْ لَهُ تَوْبَةً، اَلسِّرُّ بِالسِّرِّ، وَالْعَلَانِيَةُ بِالْعَلَانِيَةِ» رواه الطبراني بإسناد حسن، إلا أن عطاء لم يدرك معاذا، ورواه البيهقي، فأدخل بينهما رجلا لم يسم.

১৬১৫। হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূল (সা) কে বললাম ঃ হে আল্লাহর রাসূল, আমাকে কিছু উপদেশ দিন। তিনি বললেন ঃ যতদূর পার, আল্লাহকে ভয় করে চল, প্রত্যেক গাছ ও পাথরের কাছে গিয়ে (অর্থাৎ সেখানেই যাও) আল্লাহকে মনে রাখ ও মুখে তার নাম উচ্চারণ কর, এবং যে গুনাহর কাজই করে থাকনা কেন, অবিলম্বে তা থেকে তওবা কর। গোপন গুনাহর তওবা গোপনে, প্রকাশ্য গুনাহর তওবা প্রকাশ্যে। (তাবরানী)

١٦١٦- وَرُوِيَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا تَابَ الْعَبْدُ مِنْ ذُنُوْبِهِ أَنْسَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ حَفَظَتَهُ ذُنُوْبَهُ، وَأَنْسَى ذٰلِكَ جَوَارِحَهُ، وَمَعَالِمَهُ مِنَ الْأَرْضِ، حَتَّى يَلْقَى اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَيْسَ عَلَيْهِ شَاهِدٌ مِنَ اللَّهِ بِذَنْبٍ». رواه الأصبهاني.

১৬১৬। হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ যখন কোন বান্দা তার গুনাহ থেকে তওবা করে তখন মহান আল্লাহ তার আমলনামা সংরক্ষণকারী (ফেরেশতা) দেরকে তার কৃত গুনাহ লিখা থেকে বিরত রাখেন, তার অংগ-প্রত্যংগকে গুনাহর কথা ভুলিয়ে দেন (যাতে কিয়ামতের দিন সাক্ষ্য না দিতে পারে) মাটি থেকেও তার চিহ্ন মুছে ফেলেন, (যাতে মাটি সাক্ষ্য না দিতে পারে) অবশেষে সে যখন কিয়ামতের দিন আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করে, তখন তার কোন গুনাহর কোন সাক্ষী থাকে না। (ইসবাহানী)

١٦١٧- وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اَلنَّادِمُ يَنْتَظِرُ مِنَ اللَّهِ الرَّحْمَةَ، وَالْمُعْجَبُ يَنْتَظِرُ الْمَقْتَ، وَاعْلَمُوْا عِبَادَ اللَّهِ أَنَّ كُلَّ عَامِلٍ سَيَقْدَمُ عَلَى عَمَلِهِ، وَلَا يَخْرُجُ مِنَ الدُّنْيَا حَتَّى يَرَى حُسْنَ عَمَلِهِ، وَسُوْءَ عَمَلِهِ، وَإِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِخَوَاتِيْمِهَا، وَاللَّيْلُ وَالنَّهَارُ مَطِيَّتَانِ، فَأَحْسِنُوْا السَّيْرَ عَلَيْهِمَا إِلَى الْآخِرَةِ، وَاحْذَرُوْا التَّسْوِيْفَ، فَإِنَّ الْمَوْتَ يَأْتِيْ بَغْتَةً، وَلَا يَغْتَرَّنَّ أَحَدُكُمْ بِحِلْمِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ؛ فَإِنَّ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ أَقْرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ، ثُمَّ قَرَأَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ). رواه

الأصبهانى من رواية ثابت بن محمد الكوفى العابد.

১৫১৭। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ (নিজের কৃত পাপের জন্য) যে ব্যক্তি অনুতপ্ত, সে আল্লাহর পক্ষ থেকে দয়া তথা ক্ষমার আশা করতে পারে। আর যে গুনাহ করার পরও দম্ভ ও অহংকার অব্যাহত রাখে, সে কেবল আল্লাহর ক্রোধের শিকার হওয়ারই আশা করতে পারে। আর হে আল্লাহর বান্দারা শোনো, যে যে কাজই করুক না কেন, তা সে অবশ্যই দেখতে পাবে। সে তার কৃত ভালো কাজ ও মন্দ কাজ না দেখা পর্যন্ত পৃথিবী থেকে বের হবে না। জীবনের সর্বশেষ কাজের আলোকেই মানুষের পরিনাম নির্ধারিত হবে। রাত ও দিন দুটো বাহন। কাজেই এই বাহন দ্বয়ের ওপর চড়ে ভালোভাবে জান্নাত পর্যন্ত সফর কর। আর শীঘ্রই তওবা করবো, শীঘ্রই তওবা করবো এরূপ বলো না। কেননা মৃত্যু আকস্মিকভাবে এসে থাকে। কেউ যেন তার পাপকাজগুলোর ওপর আল্লাহর সহনশীলতা দেখে উৎফুল্ল না হয়। কেননা তোমাদের জুতোর ফিতে তোমাদের যত নিকটে, বেহেশত ও দোযখ তোমাদের তার চেয়েও নিকটে। এরপর তিনি সূরা যিলযালের শেষ আয়াত দুটো পড়লেন ঃ "যে ব্যক্তি বিন্দু পরিমাণ ভালো কাজ করবে, তা সে দেখবে, আর যে ব্যক্তি বিন্দু পরিমাণ মন্দ কাজ করবে, তাও সে দেখবে।"(ইসবাহানী)

١٦١٨- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «اَلتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لاَ ذَنْبَ لَهُ». رواه ابن ماجه. والطبرانى، كلاهما من رواية أبى عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه، ولم يسمع منه، ورواة الطبرانى رواة الصحيح، ورواه ابن أبى الدنيا، والبيهقى مرفوعا أيضا من حديث ابن عباس، وزاد : «وَالْمُسْتَغْفِرُ مِنَ الذَّنْبِ وَهُوَ مُقِيْمٌ عَلَيْهِ كَالْمُسْتَهْزِئْ بِرَبِّهِ».

وقد روى بهذه الزيادة موقوفا، ولعله أشبه.

১৬১৮। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ গুনাহ থেকে তওবাকারী সেই ব্যক্তির মত যে, মোটেই গুনাহ করেনি। (ইবনে মাজা, তাবরানী ইবনে আবিদ দুনিয়া ও বায়হাকী) বায়হাকীতে হযরত ইবনে আব্বাস থেকে

বর্ণিত একটি হাদীসে এ কথাও সংযোজিত হয়েছে ঃ "আর যে ব্যক্তি গুনাহ মাফ চায় এবং সাথে সাথে গুনাহ অব্যাহতও রাখে, সে যেন আল্লাহর সাথে ঠাট্টা বিদ্রূপ করে।

١٦١٩ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا عَنْ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «مَا عَلِمَ اللّٰهُ مِنْ عَبْدٍ نَدَامَةً عَلَى ذَنْبٍ إِلَّا غَفَرَ لَهُ قَبْلَ أَنْ يَسْتَغْفِرَهُ مِنْهُ». رواه الحاكم من رواية هشام بن زياد، وهو ساقط، وقال : صحيح الإسناد.

১৬১৯। হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত রাসূল (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহ যে মুহূর্তে জানতে পারেন যে, বান্দা তার কৃত গুনাহর জন্য অনুতপ্ত, সেই মুহূর্তেই তার ক্ষমা চাওয়ার আগেই তাকে ক্ষমা করে দেন। (হাকেম)

١٦٢٠- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَوْ لَمْ تُذْنِبُوْا لَذَهَبَ اللّٰهُ بِكُمْ، وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُوْنَ، فَيَسْتَغْفِرُوْنَ اللّٰهَ فَيَغْفِرَ لَهُمْ». رواه مسلم، وغيره.

১৬২০। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ মহান আল্লাহর কসম, যার হাতে আমার প্রাণ, তোমরা যদি গুনাহ না করতে, তবে আল্লাহ তোমাদেরকে পৃথিবী থেকে তুলে নিতেন, এবং অন্য একটা জাতিকে এখানে আনতেন, যারা গুনাহ করতো আল্লাহর কাছে মাফ চাইত এবং আল্লাহ তাদেরকে মাফ করতেন। (মুসলিম)

١٦٢١- وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ أَتَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهِيَ حُبْلَى مِنَ الزِّنَا، فَقَالَتْ : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ أَصَبْتُ حَدًّا، فَأَقِمْهُ عَلَيَّ، فَدَعَا نَبِيُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِيَّهَا، فَقَالَ : «أَحْسِنْ

إِلَيْهَا فَإِذَا وَضَعَتْ فَأْتِنِىْ بِهَا » فَفَعَلَ، فَأَمَرَبِهَا نَبِىُّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَشُدَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ، ثُمَّ صَلّٰى عَلَيْهَا، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : تُصَلِّىْ عَلَيْهَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَقَدْ زَنَتْ؟ قَالَ : «لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِّمَتْ بَيْنَ سَبْعِيْنَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ لَوَ سِعَتْهُمْ، وَهَلْ وَجَدْتَ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا لِلّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ؟ » رواه مسلم.

১৬২১। হযরত ইমরান ইবনুল হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। জুহাইনা গোত্রের এক মহিলা ব্যভিচারের ফলে গর্ভবতী হয়ে রাসূল (সা)-এর কাছে এলো। সে বললো ঃ হে রাসূল, আমি শাস্তির যোগ্য হয়েছি। আমার ওপর শাস্তি কার্যকরী করুন। রাসূল (সা) তার অভিভাবককে ডেকে বললেন ঃ "ওর সাথে ভালো ব্যবহার করতে থাক। সন্তান প্রসব করার পর ওকে আমার কাছে নিয়ে এসো।" অভিভাবক তাঁর নির্দেশমত কাজ করলো। রাসূল (সা) তার পোশাক পরিচ্ছদ শক্ত করে বেঁধে দিতে আদেশ দিলেন (যাতে শাস্তি কার্যকর করার সময় তার শরীর অনাবৃত না হয়) তারপর তাকে 'রযম' (পাথর মেরে হত্যা) করার নির্দেশ দিলেন এবং রজম করা হলো। তারপর রাসূল (সা) তার জানাযার নামায পড়লেন। হযরত ওমর (রা) রাসূল (সা) কে বললেন, হে রাসূলুল্লাহ আপনি তার জানাযার নামায পড়লেন? অথচ সে ব্যভিচার করেছে। রাসূল (সা) বললেন ঃ সে এমন তওবা করেছে, যা মদীনার সত্তরজনের মধ্যে বন্টন করলেও তা তাদের জন্য যথেষ্ট হবে। সে যে আল্লাহর উদ্দেশ্যে নিজের জীবন বিলিয়ে দিল, এর চেয়ে ভালো কি কিছু তুমি দেখেছ? (মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ "মদীনার সত্তরজন" দ্বারা একই ধরণের সত্তরজন অপরাধী অর্থাৎ ব্যভিচারীকে বুঝানো হয়েছে। "সে যে আল্লাহর উদ্দেশ্য নিজের জীবন বিলিয়ে দিল ..." অর্থাৎ যে অপরাধের জন্য কেউ অভিযোগ দায়ের করেনি এবং কোন সাক্ষীও ছিল না তা স্বেচ্ছায় প্রকাশ ও স্বীকারোক্তি করে প্রাণদন্ড গ্রহণ করার মত মহৎ কাজ আর হতে পারে না। এভাবে সেচ্ছায় জীবন বিলিয়ে দিতে তিনি আইনত বাধ্য ছিলেন না এবং স্বীকারোক্তি না করলে কেউ তার জীবন কেড়ে নিতে পারতো না। তবুও তিনি কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ও তার বিধান বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নিজের জীবন বিলিয়ে দিয়ে সমগ্র উম্মতের জন্য এমন এক নজীরবিহীন দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন, যা পূর্ববর্তী কোন নবীর উম্মাতের কেউ করেছে বলে জানা যায় না। অনুবাদক

١٦٢٢- وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَدِّثُ حَدِيْثًا لَوْ لَمْ أَسْمَعْهُ إِلاَّ مَرَّةً أَوْمَرَّتَيْنِ - حَتّٰى عَدَّ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَلٰكِنْ - سَمِعْتُهُ أَكْثَرُ، سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : «كَانَ الْكِفْلُ مِنْ بَنِىْ إِسْرَائِيْلَ لاَ يَتَوَرَّعُ مِنْ ذَنْبٍ عَمِلَهُ، فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَأَعْطَاهَا سِتِّيْنَ دِيْنَارًا عَلٰى أَنْ يَطَأَهَا، فَلَمَّا قَعَدَ مِنْهَا مَقْعَدَ الرَّجُلِ مِنْ امْرَأَتِه، أَرْعِدَتْ وَبَكَتْ، فَقَالَ : مَا يُبْكِيْكِ؟ أَكْرَهْتُكِ؟ قَالَتْ : لاَ، وَلٰكِنَّهُ عَمَلٌ مَا عَمِلْتُهُ قَطُّ، وَمَا حَمَلَنِىْ عَلَيْهِ إِلاَّ الْحَاجَةُ، فَقَالَ : تَفْعَلِيْنَ أَنْتِ هٰذَا، وَمَا فَعَلْتِهِ قَطُّ، اِذْهَبِىْ فَهِىَ لَكِ، وَقَالَ : لاَ وَاللّٰهِ لاَ أَعْصِىْ اللّٰهَ بَعْدَهَا أَبَدًا فَمَاتَ مِنْ لَيْلَتِهِ فَأَصْبَحَ مَكْتُوْبًا عَلٰى بَابِه : إِنَّ اللّٰهَ قَدْ غَفَرَ لِلْكِفْلِ». رواه الترمذى وحسنه، واللفظ له، وابن حبان فى صحيحه إلا أنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من عشرين مرة يقول، فذكره بنحوه، والحاكم، والبيهقى من طريقه، وغيرها، وقال الحاكم : صحيح الإسناد.

১৬২২। হযরত ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূল (সা)-এর কাছে থেকে সাতবারেরও বেশী এই কাহিনীটা শুনেছি ঃ কিফল নামক বনী ইসরাইলের এক ব্যক্তি একবার যে গুনাহ করতো, তা থেকে আর সে বিরত হতো না। একবার তার কাছে এক মহিলা এলো। সে ঐ মহিলাকে ষাট দীনার দান করলো এই শর্তে যে, সে তাকে তার সাথে ব্যভিচার করতে দেবে। পরক্ষণেই যখন কিফল মহিলার সাথে ব্যভিচার করতে উদ্যত হলো, অমনি মহিলা ভয়ে কেঁপে উঠলো এবং কেঁদে দিল। কিফল বললো, তোমার কাঁদার কারণ কী? আমি কি তোমার ওপর শক্তি

প্রয়োগ করে তোমাকে বাধ্য করেছি? মহিলা বললো ঃ বাধ্য করনি। তবে এটা এমন একটা কাজ, যা আমি কখনো করিনি। কেবল অভাবই আমাকে এটা করতে বাধ্য করেছে।" কিফল বললো ঃ "বল কী? তুমি যা কখনো করনি, তাই করতে যাচ্ছিলে? যাও এ দিনারগুলো তোমাকে এমনিই দান করলাম। আল্লাহর কসম, আমি আর কখনো আল্লাহর নাফরমানী করবো না।" ঐ রাতেই কিফল মারা গেল। সকাল বেলা তার দরজার ওপর লিখিত দেখা গেল ঃ "আল্লাহ তায়ালা কিফলকে ক্ষমা করেছেন।" (তিরমিযী, ইবনে হাব্বান, হাকেম ও বায়হাকী) ইবনে হাব্বানের বর্ণনা মতে, ইবনে উমার (রা) দাবী করেছেন যে, তিনি এ কাহিনী রাসূল (সা)-এর কাছ থেকে ২০ বারেরও বেশী বার শুনেছেন।

١٦٢٣ - وَعَنْ أَبِيْ عَبْدِرَبِّهِ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِىْ سُفْيَانِ عَلَى الْمِنْبَرِ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : «إِنَّ رَجُلاً أَسْرَفَ عَلٰى نَفْسِهِ فَلَقِىَ رَجُلاً فَقَالَ : إِنَّ الآخَرَ قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِيْنَ نَفْسًا كُلَّهُمْ ظُلْمًا، فَهَلْ تَجِدُ لِىْ مِنْ تَوْبَةٍ؟ فَقَالَ : إِنْ حَدَّثْتُكَ أَنَّ اللّٰهَ لاَ يَتُوْبُ عَلٰى مَنْ تَابَ كَذَبْتُكَ، هٰهُنَا قَوْمٌ يَتَعَبَّدُوْنَ، فَأْتِهِمْ تَعْبُدِ اللّٰهَ مَعَهُمْ، فَتَوَجَّهَ إِلَيْهِمْ، فَمَاتَ عَلٰى ذٰلِكَ فَاجْتَمَعَتْ مَلاَئِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلاَئِكَةُ الْعَذَابِ، فَبَعَثَ اللّٰهُ إِلَيْهِمْ مَلَكًا فَقَالَ : قِيْسُوْا مَا بَيْنَ الْمَكَانَيْنِ، فَأَيُّهُمْ كَانَ أَقْرَبَ فَهُوَ مِنْهُمْ، فَوَجَدُوْهُ أَقْرَبَ إِلٰى دَيْرِ التَّوَّابِيْنَ بِأَنْمُلَةٍ، فَغَفَرَلَهُ» رواه الطبرانى بإسنادين أحدهما جيد.

১৬২৩। হযরত আবু আবদি রব্বিহি থেকে বর্ণিত। তিনি হযরত মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান (রা) কে মিম্বরে বসে অথবা দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছে, রাসূল (সা) বলেছেন ঃ এক ব্যক্তি নিজের ওপর অনেক অত্যাচার করেছিল। (অর্থাৎ অনেক গুনাহ করেছিল) অবশেষে এক ব্যক্তির সাথে তার সাক্ষাৎ হলো। সে তাকে বললো ঃ এক ব্যক্তি নিরানব্বই জনকে হত্যা করেছে এবং সবাইকেই অন্যায়ভাবে হত্যা করেছে। তুমি কি আমার জন্য তওবার কোন উপায় আছে বলে মনে কর? (সম্ভবত লোকটি প্রথমে

নিজেকে প্রকাশ করতে চায়নি। কিন্তু পরক্ষণেই সিদ্ধান্ত পাল্টে নিজেকে প্রকাশ করেছে।) লোকটা বললো ঃ আমি যদি তোমাকে বলি যে আল্লাহ গুনাহ বর্জনকারীকে ক্ষমা করেন না, তাহলে সেটা আমার মিথ্যা বলা হবে। এখানে এক দল লোক রয়েছে, যারা আল্লাহর এবাদাত করে। তুমি তাদের কাছে এসো এবং তাদের সাথে আল্লাহ এবাদাত কর। লোকটি আল্লাহর এবাদতকারী সেই দলটির কাছে রওনা হলো। পথিমধ্যেই সে মারা গেল। তৎক্ষণাৎ রহমতের ফেরেশতারা ও আযাবের ফেরেশতারা সমবেত হলো। তখন আল্লাহ তাদের কাছে একজন ফেরেশতাকে পাঠালেন। ঐ ফেরেশতা বললো ঃ দুই জায়গার (অর্থাৎ লোকটি যেখান থেকে এসেছে এবং যেখানে যাচ্ছিল) দূরত্ব মাপ। যে জায়গা অধিকতর নিকটে, মৃত ব্যক্তি সেই জায়গার অধিবাসী বিবেচিত হবে। ফেরেশতারা মেপে দেখলো, সে আল্লাহর অনুগত বান্দাদের বাসস্থানের দিকে এক আঙ্গুল পরিমাণ এগিয়ে আছে। তাই তাকে ক্ষমা করা হলো।" (তাবরানী)

١٦٢٤- وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «قَالَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ : أَنَا عِنْدَ عَبْدِىْ بِىْ، وَأَنَا مَعَهُ حَيْثُ يَذْكُرُنِىْ، وَاللّٰهِ لَلّٰهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ يَجِدُ ضَالَّتَهُ بِالْفَلَاةِ، وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَىَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَىَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا، وَإِذَا أَقْبَلَ إِلَىَّ يَمْشِىْ أَقْبَلْتُ إِلَيْهِ أُهَرْوِلُ» رواه مسلم، واللفظ له، والبخارى بنحوه.

১৬২৪। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহ তায়ালা বলেছেন ঃ আমার বান্দা আমার সম্পর্কে যেমন ধারণা করে, আমি তেমনি। সে যেখানেই আমাকে স্মরণ করে, সেখানেই আমি তার সাথে থাকি। আল্লাহর কসম, যে ব্যক্তি মরু ভূমিতে তার যথাসর্বস্ব হারিয়ে আবার ফিরে পায়, সে যত খুশী হয়, কোন বান্দা গুনাহ করার পর সৎপথে ফিরে এলে আল্লাহ তার চেয়েও বেশী খুশী হন। আর যে ব্যক্তি আমার দিকে এক বিঘত অগ্রসর হয়, আমি তার দিকে একহাত অগ্রসর হই। আর যে ব্যক্তি আমার দিকে এক হাত অগ্রসর হয়, আমি তার দিকে এক গজ অগ্রসর হই। আর সে যখন আমার দিকে হেটে হেটে এগিয়ে আসে, আমি তখন তার দিকে দৌড়ে দৌড়ে এগিয়ে যাই। (মুসলিম ও বুখারী)

١٦٢٥- وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اَللّٰهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ سَقَطَ عَلٰى بَعِيْرِهِ وَقَدْ أَضَلَّهُ بِأَرْضِ فَلَاةٍ» رواه البخارى، ومسلم.

وفى رواية لمسلم : «لَللّٰهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ حِيْنَ يَتُوْبُ إِلَيْهِ مِنْ أَحَدِكُمْ كَانَ عَلٰى رَاحِلَتِهِ بِأَرْضِ فَلَاةٍ، فَانْفَلَتَتْ عَنْهُ، وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ، فَأَيِسَ مِنْهَا، فَأَتٰى شَجَرَةً، فَاضْطَجَعَ فِىْ ظِلِّهَا قَدْ أَيِسَ مِنْ رَاحِلَتِهِ، فَبَيْنَمَا هُوَ كَذٰلِكَ إِذَا هُوَ بِهَا قَائِمَةً عِنْدَهُ، فَأَخَذَ بِخِطَامِهَا، ثُمَّ قَالَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ : اَللّٰهُمَّ أَنْتَ عَبْدِىْ، وَأَنَا رَبُّكَ، أَخْطَأَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ.

১৬২৫। হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি মরুভূমিতে তার উট হারানোর পর তা ফিরে পায়, সে যতটা খুশী হয়, আল্লাহ তার বিপথগামী বান্দা তওবা করে সৎপথে ফিরে এলে তা চেয়ে বেশী খুশী হন। (বুখারী ও মুসলিম)

মুসলিমের অপর বর্ণনায় বলা হয়েছে ঃ "আল্লাহর কোন বান্দা তওবা করে আল্লাহর দিকে ফিরে এলে তিনি সেই ব্যক্তির চেয়েও বেশীখুশী হন, যে মরু ভূমির অভ্যন্তরে তার উট হারিয়ে ফেলে। অথচ সেই উটের ওপর তার খাদ্য ও পানীয় ছিল। তারপর সে হতাশ হয়ে একটা গাছের নীচে শুয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় সহসা সে দেখতে পায়, তার উট তার কাছেই দাঁড়িয়ে আছে। সে তৎক্ষণাত তার লাগাম ধরে বসে। তারপর আনন্দের আতিশয্যে সে বলে ওঠে "হে আল্লাহ, তুমি আমার বান্দা ও আমি তোমার মনিব।" আনন্দে আতমহারা হয়ে সে ভুল বলে।

١٦٢٦- وَعَنْ أَبِىْ ذَرٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَحْسَنَ فِيْمَا بَقِيَ غُفِرَ لَهُ مَا مَضٰى، وَمَنْ أَسَاءَ فِيْمَا بَقِيَ أُخِذَ بِمَا مَضٰى وَمَا بَقِيَ» رواه

الطبرانى بأسناد حسن.

১৬২৬। হযরহ আবু যর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি তার জীবনের অবশিষ্টাংশে ভালো কাজ করে, তার অতীত জীবনের সকল গুনাহ মাফ করা হয়। আর যে ব্যক্তি জীবনের অবশিষ্টাংশে অন্যায় ও অসৎকাজে লিপ্ত হয়, তাকে তার অতীত ও অবশিষ্ট জীবনের সকল গুনাহর জন্য একত্রে পাকড়াও করা হবে। (তাবরানী)

١٦٢٧ - وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ مَعَاذَ بْنَ جَبَلٍ أَرَادَ سَفَرًا فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، أَوْصِنِىْ، قَالَ : «اُعْبُدِ اللّٰهَ وَلاَ تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا» قَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ زِدْنِىْ، قَالَ : «إِذَا أَسَأْتَ فَأَحْسِنْ، وَلْيَحْسُنْ خُلُقُكَ» رواه ابن حبان فى صحيحه، والحاكم، وقال : صحيح الإسناد.

وراه الطبرانى بإسناد رواته ثقات : عن أبى سلمة عن معاذ قال : قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَوْصِنِىْ ، قَالَ : «اُعْبُدِ اللّٰهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، وَاعْدُدْ نَفْسَكَ فِى الْمَوْتٰى، وَاذْكُرِ اللّٰهَ عِنْدَ كُلِّ حَجَرٍ، وَعِنْدَ كُلِّ شَجَرٍ، وَإِذَا عَمِلْتَ سَيِّئَةً فَاعْمَلْ بِجَنْبِهَا حَسَنَةً، اَلسِّرُّ بِالسِّرِّ، وَالْعَلَانِيَةَ بِالْعَلَانِيَةِ» وأبو سلمة لم يدرك معاذا.

ورواه البيهقى فى كتاب الزهد من رواية أسماعيل بن رافع المدنى عن ثعلبة بن صالح عن سليمان بن موسى عن معاذ قال : أَخَذَ بِيَدِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم، فَمَشٰى قَلِيْلًا، ثُمَّ قَالَ : «يَا مُعَاذُ، أُوْصِيْكَ بِتَقْوَى اللّٰهِ، وَصِدْقِ الْحَدِيْثِ، وَوَفَاءِ الْعَهْدِ، وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ، وَتَرْكِ الْخِيَانَةِ، وَرُحْمِ

الْيَتِيمِ، وَحِفْظِ الْجِوَارِ، وَكَظْمِ الْغَيْظِ، وَلِينِ الْكَلَامِ، وَبَذْلِ السَّلَامِ، وَلُزُومِ الإِمَامِ، وَالتَّفَقُّهِ فِي الْقُرْآنِ، وَحُبِّ الآخِرَةِ، وَالْجَزَعِ مِنَ الْحِسَابِ، وَقَصْرِ الأَمَلِ، وَحُسْنِ الْعَمَلِ، وَأَنْهَاكَ أَنْ تَشْتِمَ مُسْلِمًا، أَوْ تُصَدِّقَ كَاذِبًا، أَوْتُكَذِّبَ صَادِقًا، أَوْ تَعْصِيَ إِمَامًا عَدْلًا، وَأَنْ تُفْسِدَ فِي الأَرْضِ، يَا مُعَاذُ اذْكُرِ اللّٰهَ عِنْدَ كُلِّ شَجَرٍ وَحَجَرٍ، وَأَحْدِثْ لِكُلِّ ذَنْبٍ تَوْبَةً، السِّرَّ بِالسِّرِّ، وَالْعَلَانِيَةَ بِالْعَلَانِيَةِ».

১৬২৭। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল একবার বিদেশ ভ্রমনে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি রাসূল (সা) কে বললেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল আমাকে কিছু উপদেশ দিন। রাসূল (সা) বললেন ঃ আল্লাহর আনুগত্য কর এবং তার সাথে কোন কিছুকে শরীক করো না। তিনি বললেন ঃ হে রাসূল, আরো কিছু উপদেশ দিন। রাসূল (সা) বললেন ঃ যখনই কোন অন্যায় কাজ করে ফেল, তৎক্ষণাত (কিছু না কিছু) ভালো কাজ কর। আর সেই সাথে তোমার স্বভাব চরিত্র ও আচার-ব্যবহার যেন ভালো হয়ে যায়। (ইবনে হাব্বান ও হাকেম)

তাবরানীর বর্ণনা এরূপ ঃ

মুয়ায বললেন ঃ হে রাসূল , আমাকে কিছু উপদেশ দিন। রাসূল (সা) বললেন ঃ আল্লাহর এবাদাত এমন ভাবে কর, যেন তাঁকে তুমি দেখতে পাচ্ছ। নিজেকে মৃত ব্যক্তিগণের মধ্যে গণ্য কর। প্রত্যেক গাছের নিকট এবং প্রত্যেক পাথরের নিকট (অর্থাৎ সর্বত্র) আল্লাহকে স্মরণ কর। আর যখনই কোন পাপ কাজ করে ফেল, তৎক্ষণাত তার সাথে সাথেই একটা ভালো কাজ কর। গোপন পাপের বিনিময়ে গোপন সৎ কাজ, আর প্রকাশ্য পাপের বিনিময়ে প্রকাশ্য সৎ কাজ।

বায়হাকীর বর্ণনা এরূপঃ

হযরত মুয়ায বলেন ঃ রাসূল (সা) আমার হাত ধরে অল্প কিছু দূর হাটলেন। তারপর বললেন ঃ হে মুয়ায তুমি সব সময় আল্লাহকে ভয় করবে, সত্য কথা বলবে, ওয়াদা পালন করবে, আমানত রক্ষা করবে, বিশ্বাসঘাতকতা বর্জন করবে। এতীমের প্রতি দয়া করবে, প্রতিবেশীকে রক্ষা করবে, ক্রোধ দমন করবে, কোমল ও বিনম্রভাবে কথা বলবে, বেশী করে সালাম করবে, নেতার আনুগত্য করবে ও তার কাছাকাছি থাকবে, কুরআনে পারদর্শিতা অর্জন করবে, আখিরাতকে ভালোবাসবে ও দুনিয়ার ওপর

অগ্রাধিকার দেবে, ও সৎকাজ করবে। কখনো কোন মুসলমানকে গাল দেবে না। কোন মিথ্যাবাদীর কথা বিশ্বাস করবে না। কোন সত্যবাদীর কথা অবিশ্বাস করবে না। ন্যায়পরায়ন নেতার অবাধ্য হবে না। দেশে অরাজকতা ও বিশৃংখলা সৃষ্টি করবে না। হে মুয়ায, প্রত্যেক গাছ ও পাথরে কাছে আল্লাহকে স্মরণ করবে। প্রত্যেক গুনাহর পর তওবা করবে। গোপন গুনাহর জন্য গোপনে তওবা, আর প্রকাশ্য গুনাহর জন্য প্রকাশ্যে তওবা।

١٦٢٨- وَعَنْ أَبِىْ ذَرٍّ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «اِتَّقِ اللّٰهَ حَيْثُمَا كُنْتَ، وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ». رواه الترمذى، وقال : حديث حسن.

১৬২৮। হযরত আবু যর ও হযরত মুযায় ইবনে জাবাল বর্ণনা করেন, রাসূল (সা) বলেছেন ঃ তুমি যেখানেই থাকো, আল্লাহকে ভয় কর। মন্দ কাজের অব্যবহিত পর ভালো কাজ কর। তাহলে ভালো কাজ মন্দ কাজকে নষ্ট করে দেবে। আর মানুষের সাথে ভালো কাজ মন্দ কাজকে নষ্ট করে দেবে। আর মানুষের সাথে ভালো ব্যবহার কর। (তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ "তুমি যেখানেই থাকো আল্লাহকে ভয় কর" অর্থাৎ তুমি জীবনের সকল ক্ষেত্রে পরিহার কর ও ভালো কাজ কর। পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন, অর্থনৈতিক জীবন, রাজনৈতিক জীবন এক কথায় জীবনের যে কোন দিকে ও বিভাগে, এবং যে কোন পেশায় ও পদে থাকনা কেন, সর্বত্র আল্লাহর হুকুম মেনে চল, ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা কর, অন্যায় ও অসত্যকে বর্জন ও প্রতিহত কর। অনুবাদক

١٦٢٩ - وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : إِنَّ رَجُلاً أَصَابَ مِنْ اِمْرَأَةٍ قُبْلَةً - وفى رواية : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، إِنِّىْ عَالَجْتُ اِمْرَأَةً فِىْ أَقْصَى الْمَدِيْنَةِ، وَإِنِّىْ أَصَبْتُ مِنْهَا مَا دُوْنَ أَنْ أَمَسَّهَا، فَأَنَا هٰذَا فَاقْضِ فِىَّ مَاشِئْتَ، فَقَالَهُ عُمَرُ : لَقَدْ سَتَرَكَ اللّٰهُ لَوْ سَتَرْتَ نَفْسَكَ قَالَ : وَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ النَّبِىُّ صلى الله عليه

وسلم شَيْئًا، فَقَالَم الرَّجُلُ فَانْطَلَقَ، فَأَتْبَعَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم رَجُلًا فَدَعَاهُ، فَتَلَا عَلَيْهِ هٰذِهِ الْآيَةَ :(أَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ؛ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ، ذٰلِكَ ذِكْرٰى لِلذَّاكِرِيْنَ) فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ : يَا نَبِيَّ اللّٰهِ، هٰذَا لَهُ خَاصَّةً؟ قَالَ : «بَلْ لِلنَّاسِ كَافَّةً» رواه مسلم وغيره.

১৬২৯। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি এক মহিলাকে চুমু খেল। অতঃপর রাসূল (সা)-এর কাছ এলো। অন্য বর্ণনা অনুসারে, এক ব্যক্তি রাসূল (সা)-এর কাছে এসে বললো ঃ হে রাসূলুল্লাহ, আমি মদীনার শেষ প্রান্তে এক মহিলার চিকিৎসা করেছি এবং তার সাথে ব্যভিচারের চেয়ে ক্ষুদ্র কিছু অন্যায় কাজ করেছি। এখন আমি আপনার কাছে হাযির হয়েছি। আমার ব্যাপারে যা ফায়সালা করতে চান করুন। হযরত ওমর (রা) তাকে বললেন ঃ আল্লাহ তো তোমাকে গোপনই রেখেছিলেন। তুমিও নিজেকে গোপন রাখলেই পারতে। রাসূল (সা) তার কথার কোন জবাব দিলেন না। অতঃপর লোকটা উঠে দাঁড়ালো ও চলে যেতে লাগলো। তখন রাসূল (সা) তার পিছু পিছু এক ব্যক্তিকে পাঠিয়ে দিয়ে ডেকে আনালেন। লোকটি এলে তাকে সূরা হুদের ১১৪ নং আয়াত পড়ে শোনালেন। আয়াতটা হচ্ছে ঃ "দিনের দুই প্রান্ত ভাগে ও রাতের এক প্রহর শেষে নামায আদায় কর। ভালো কাজ মন্দ কাজকে বিলুপ্ত করে, স্মরণকারীদের জন্য এ হচ্ছে স্মারক।" উপস্থিত জনতার মধ্য থেকে একজন বললো ঃ হে আল্লাহর নবী, এ ব্যবস্থাটা কি শুধু এই ব্যক্তির জন্য নির্দিষ্ট? রাসূল (সা) বললেন ঃ না, সকল মানুষের জন্য। (মুসলিম)

١٦٣٠– وعن أبى طويل شطب الممدود أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : أَرَأَيْتَ مَنْ عَمِلَ الذُّنُوْبَ كُلَّهَا، وَلَمْ يَتْرُكْ مِنْهَا شَيْئًا، وَهُوَ فِيْ ذٰلِكَ لَمْ يَتْرُكْ حَاجَةً وَلَا دَاجَةً إِلَّا أَتَاهَا، فَهَلْ لِذٰلِكَ مِنْ تَوْبَةٍ؟ قَالَ : «فَهَلْ أَسْلَمْتَ؟» قَالَ : أَمَّا أَنَا فَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ، وَأَنَّكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ. قَالَ : «تَفْعَلُ الْخَيْرَاتِ، وَتَتْرُكُ السَّيِّئَاتِ، فَيَجْعَلُهُنَّ اللّٰهُ لَكَ خَيْرَاتٍ كُلَّهُنَّ،

قَالَ : وَغَدَرَاتِىْ وَفَجَرَاتِى؟ قَالَ : «نَعَمْ» قَالَ : اَللّٰهُ أَكْبَرُ، فَمَا زَالَ يُكَبِّرُ حَتَّى تَوَارَى - رواه البزار، والطبرانى.

১৬৩০। হযরত আবু তাওয়ীল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূল (সা)-এর কাছে এসে বললেন ঃ এক ব্যক্তি সব ধরনের গুনাহ করেছে, কোন গুনাহই বাদ রাখেনি, ছোট-বড় সব গুনাহই করেছে এমন ব্যক্তির কি তওবার সুযোগ আছে? রাসূল (সা) বললেন ঃ তুমি মুসলমান না? সে বললো ঃ আমি তো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই এবং আপনি আল্লাহর রাসূল। রাসূল (সা) বললেন ঃ সবরকমের ভালো কাজ করবে এবং সবরকমের খারাপ কাজ বর্জন করবে। তাহলে তুমি যা কিছু করেছ, তার সবকিছুকে আল্লাহ ভালো কাজে রূপান্তরিত করবেন। সে বললো ঃ আমার সমস্ত ওয়াদা খেলাপি এবং সমস্ত পাপাচার? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, সে বললো ঃ আল্লাহু আকবর। তারপর আল্লাহু আকবর বলতে বলতেই সে অদৃশ্য হয়ে গেল। (বাযযার ও তাবরানী)

الترغيب فى الفراغ للعبادة
والإقبال على الله تعالى
والترهيب من الأهتمام بالدنيا، والانهماك عليها

আল্লাহর এবাদাতের পরিপূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ ও দুনিয়ার মোহ ত্যাগের উপদেশ

١٦٣١- عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَقُوْلُ رَبُّكُمْ : يَا ابْنَ آدمَ، تَفَرَّغْ لِعِبَادَتِىْ أَمْلَأْ قَلْبَكَ غِنًى، وَأَمْلَأْ يَدَكَ رِزْقًا. يَا ابْنَ أدَمَ لاَ تَبَاعَدْ مِنِّىْ أَمْلَأْ قَلْبَكَ فَقْرًا، وَأَمْلَأْ يَدَكَ شُغْلاً» رواه الحاكم، وقال: صحيح الإسناد.

১৬৩১। হযরত মকিল ইবনে ইয়াসার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ তোমাদের প্রতিপালক বলেন ঃ হে আদম সন্তান তুমি আমার এবাদতের জন্য

একাগ্রচিত্ত হও, তাহলে আমি তোমার মনকে অভাবহীনতার অনুভূতি দেব এবং তোমার হাতকে জীবিকায় পূর্ণ করে দেব। হে আদম সন্তান, আমার কাছ থেকে দূরে সরে যেও না। সরে গেলে আমি তোমার মনকে অভাব দিয়ে ও তোমার হাতকে কাজ দিয়ে ভরে দেব।। (হাকেম)

١٦٣٢- وَرُوِىَ عَنْ أَبِىْ الدَّرْدَاءِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم: «تَفَرَّغُوا مِنْ هُمُوْمِ الدُّنْيَا مَا اسْتَطَعْتُمْ؛ فَإِنَّهُ مَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّهِ أَفْشَى اللّٰهُ ضَيْعَتَهُ، وَجَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، وَمَنْ كَانَتِ الآخِرَةُ أَكْبَرَهَمِّهِ جَمَعَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ لَهُ أُمُوْرَهُ، وَجَعَلَ غِنَاهُ فِى قَلْبِهِ، وَمَا أَقْبَلَ عَبْدٌ بِقَلْبِهِ إِلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا جَعَلَ اللّٰهُ قُلُوْبَ الْمُؤْمِنِيْنَ تَفِدُ إِلَيْهِ بِالْوُدِّ وَالرَّحْمَةِ، وَكَانَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ إِلَيْهِ بِكُلِّ خَيْرًا أَسْرَعَ» رواه الطبرانى فى الكبير والأوسط، والبيهقى فى الزهد.

১৬৩২। হযরত আবুদ দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ দুনিয়ার চিন্তা থেকে যতদূর পার মুক্ত হয়ে যাও। যে ব্যক্তি দুনিয়ার স্বার্থকে সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব ও অগ্রাধিকার দেয়। আল্লাহ তার অভাবকে আরো প্রকট করে দেবেন, তার দারিদ্রকে তার দু'চোখের মাঝখানে স্থাপন করবেন। আর যে ব্যক্তি আখিরাতের চিন্তা ও চেতনাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়, আল্লাহ তার সব কাজকে গুছিয়ে সুশৃংখল করে দেবেন, এবং তার মনকে তৃপ্তিতে ভরে দেবেন। কোন বান্দা যখনই আল্লাহর প্রতি একাগ্রচিত্ত হয়, আল্লাহ মুমিনদের মনকে তার প্রতি মমত্ববোধ ও প্রীতির অনুভতি নিয়ে আকৃষ্ট করে দেন এবং আল্লাহ যাবতীয় কল্যাণ নিয়ে তার দিকে দ্রুততম গতিতে আগুয়ান হন। (তাবরানী)

١٦٣٣- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ كَانَتِ الآخِرَةُ هَمَّهُ، جَعَلَ اللّٰهُ غِنَاهُ فِىْ قَلْبِهِ، وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِىَ رَاغِمَةٌ، وَمَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ جَعَلَ اللّٰهُ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، وَفَرَّقَ عَلَيْهِ شَمْلَهُ،

وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلاَّ مَا قُدِّرَ لَهُ»، رواه الترمذى عن يزيد الرقاشى عنه، ويزيد قد وثق، ولا بأس به فى المتابعات.

১৬৩৩। হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ আখিরাত যার সমস্ত চিন্তার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়, আল্লাহ তার মনকে তৃপ্তি ও অভাবহীনতার অনুভূতি দিয়ে পূর্ণ করে দেন। তার সবকাজ তিনি গুছিয়ে দেন এবং দুনিয়া তার কাছে বিনীতভাবে আসে। আর যার মাঝখানে অভাব কে রেখে দেবেন, তার সমস্ত কাজ অগোছালো করে দেন, এবং দুনিয়ার সম্পদ থেকে তার ততটুকুই অর্জিত হয়, যা তার জন্য নির্ধারিত হয়ে রয়েছে। (তিরমিযী)

١٦٣٤- وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «مَنْ جَعَلَ الْهَمَّ هَمًّا وَاحِدًا كَفَاهُ اللّٰهُ هَمَّ دُنْيَاهُ، وَمَنْ تَشَعَّبَتْهُ الْهُمُوْمُ لَمْ يُبَالِ اللّٰهُ فِى أَيِّ أَوْدِيَةِ الدُّنْيَا هَلَكَ». رواه الحاكم، والبيهقى.

১৬৩৪। হযরত ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ যার আখিরাতের চিন্তাই একমাত্র চিন্তা হয়, আল্লাহ নিজেই তার দুনিয়ার জন্য যথেষ্ট হয়ে যান। আর যে ব্যক্তি দুনিয়ার চিন্তায় ডুবে থাকে, সে দুনিয়ার কোন আস্তাকুড়ে পড়ে ধ্বংস হয়, আল্লাহ তার কোন ধার ধারেন না। (হাকেম, বায়হাকী)

الترغيب فى العمل الصالح عند فساد الزمان

অরাজকতা ও গোলযোগপূর্ণ সময়ে সৎকাজে উৎসাহ প্রদান

١٦٣٥- عن أبى أمية الشعبانى قال : سألت أبا ثعلبة الخشنى قال : قلت : يا أبا ثعلبة كيف تقول فى هذه الآية : (عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ) ؟ قال : أما والله لقد سألت عنها خبرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : «اِئْتَمِرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ، وَانْتَهُوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، حَتَّى إِذَا رَأَيْتَ

شُحًّا مُطَاعًا، وَهَوًى مُتَّبَعًا، وَدُنْيَا مُؤْثَرَةً، وَإِعْجَابَ كُلِّ ذِي رَأْيٍ بِرَأْيِهِ، فَعَلَيْكَ بِنَفْسِكَ، وَدَعْ عَنْكَ الْعَوَامَّ، فَإِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ أَيَّامَ الصَّبْرِ، وَالصَّبْرُ فِيهِنَّ مِثْلُ الْقَبْضِ عَلَى الْجَمْرِ، لِلْعَامِلِ فِيهِنَّ مِثْلُ أَجْرِ خَمْسِينَ رَجُلاً يَعْمَلُونَ مِثْلَ عَمَلِهِ». رواه ابن ماجه، والترمذي، وقال : حديث حسن غريب، وأبو داود.

১৬৩৫। হযরত আবু উমাইয়া আশ-শা'বানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি আবু ছা'লাবা আল-খাশানীকে জিজ্ঞেস করলাম ঃ কুরআন শরীফের এই আয়াতটা সম্পর্কে আপনার মত কী? "হে মুমিনগণ, তোমরা নিজেদেরকে সামলাও। তোমরা যখন সৎপথে চলবে, তখন যারা বিপথে চলে, তারা তোমাদের ক্ষতি করতে পারবে না।" আবু ছা'লাবা বললেন ঃ শোন, এ আয়াত সম্পর্কে আমি একজন সুদক্ষ ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করেছি। আমি রাসূল (সা) কে জিজ্ঞেস করেছি। তিনি বললেন ঃ তোমরা ভালো কাজ করতে থাক এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত থাক। এ সব সত্ত্বেও যখন দেখবে, মানুষ দুনিয়ার মোহের আনুগত্য করে চলেছে, প্রবৃত্তির লালসার অনুকরণ করে চলেছে, দুনিয়াকে আখিরাতের ওপর অগ্রাধিকার দিচ্ছে, এবং প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের মতামতেই সন্তুষ্ট থাকছে অন্যের মতামতের কোন মূল্য দিচ্ছে না তখন তুমি নিজেকে সামাল দিও এবং জনসাধারণ থেকে নিজেকে দূরে রেখ। কেননা এর অনতি দূরেই ধৈর্যের দিন পড়ে রয়েছে, যখন ধৈর্যধারণ করা জ্বলন্ত আগুন ধরে রাখার মত হবে। সে সময়ে যে ব্যক্তি সৎকাজের ওপর অবিচল থাকবে, সে অনুরূপ সৎকাজ সম্পাদনকারী পঞ্চাশজনের সমান সওয়াব পাবে। (ইবনে মাজা, তিরমিযী, আবু দাউদ)

ব্যাখ্যা ঃ উল্লিখিত আয়াত ও হাদীসটিতে এমন এক পরিস্থিতির কথা বলা হয়েছে যখন সমাজে অধিকাংশ মানুষ নামে মুসলমান হয়েও কুরআন হাদীসের বিরুদ্ধে চলবে এবং তাদেরকে সৎ কাজ করা ও অসৎ কাজ থেকে বিরত থাকার উপদেশ দেয়ার মত পরিবেশও থাকবে না। এরূপ পরিবেশে প্রত্যেক মুসলমানকে নিজ নিজ আমল-আখলাকের হিফাযত করতে বলা হয়েছে। এ ধরনের পরিস্থিতি যে কোন সময়ে যে কোন দেশে দেখা দিতে পারে। সাধারণত কোন যালেম শাসক ক্ষমতার মসনদে আসীন হবার কারণেই এ ধরনের পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়ে থাকে, যেমন এযীদের শাসনামলে হয়েছিল। উমাইয়া ও আব্বাসীয় শাসকদের অধিকাংশের শাসনামলেই হয়েছিল, কম্যুনিষ্ট শাসনাধীন মধ্য এশিয়ার মুসলিম দেশগুলোতে হয়েছিল, বর্তমানে তুরস্কে ও এরূপ পরিস্থিতি রয়েছে এবং কোন কোন স্বৈরাচারী মুসলিম দেশেও

রয়েছে। এ ধরনের পরিস্থিতিতে সাময়িকভাবে ইসলাম প্রচার ও ইসলামী সংস্কারের কাজ বাধাগ্রস্ত হতে পারে। সৎকাজে উৎসাহ দান ও অসৎকাজ থেকে বিরত থাকার উপদেশ দানকে স্থগিত রাখা হতে পারে। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে যাবতীয় ফরয ওয়াজিব আদায় করা ও হারাম থেকে বিরত থাকা যতদূর সম্ভব অব্যাহত রাখতে হবে। সাধারণত ব্যক্তিগত কাজে বাঁধা আসে না বলেই নিজেকে সামাল দেয়ার আদেশ দেয়া হয়েছে। এটা যে একমাত্র চরম প্রতিকূল ও অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতেই প্রযোজ্য, সে কথা ভুলে যাওয়া চাই না। অনুবাদক

الترغيب فى المداومة على العمل وإن قل

অল্প হলেও নিয়মিতভাবে সৎকাজ চালু রাখা উচিত

١٦٣٦- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَصِيْرٌ، وَكَانَ يَحْجُرُهُ بِاللَّيْلِ، فَيُصَلِّي عَلَيْهِ، وَيَبْسُطُهُ بِالنَّهَارِ فَيَجْلِسُ عَلَيْهِ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَثُوْبُوْنَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُصَلُّوْنَ بِصَلَاتِهِ حَتَّى كَثُرُوْا، فَأَقْبَلَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ : «يَا أَيُّهَا النَّاسُ خُذُوْا مِنَ الْأَعْمَالِ مَا تُطِيْقُوْنَ؛ فَإِنَّ اللّٰهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوْا، وَإِنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَلِ إِلَى اللّٰهِ مَا دَامَ وَإِنْ قَلَّ».

وفى رواية : وَكَانَ آلُ مُحَمَّدٍ إِذَا عَمِلُوْا عَمَلًا أَثْبَتُوْهُ».

وفى رواية قالت : إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللّٰهِ؟ قَالَ : «أَدْوَمُهُ وَإِنْ قَلَّ».

وفى رواية : أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «سَدِّدُوْا وَقَارِبُوْا، وَاعْلَمُوْا أَنَّهُ لَنْ يُدْخِلَ أَحَدَكُمْ عَمَلُهُ الْجَنَّةَ،

وَإِنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ». رواه البخاري، ومسلم.

১৬৩৬। হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ রাসূল (সা)-এর একটা চাটাই ছিল, যা রাত্রিকালে তাঁর নামায পড়ার জন্য নির্দিষ্ট থাকতো; আর দিনে সেটা বিছিয়ে তিনি তার ওপর বসতেন। লোকেরা রাসূল (সা)-এর কাছে সমবেত হতে লাগলো ও তাঁর নামাযে শামিল হতে লাগলো। এভাবে বিপুল সংখ্যক লোক সমবেত হতে থাকলো। একদিন রাসূল (সা) তাদের দিকে মুখ করে বললেন ঃ হে জনতা, তোমরা যে কাজ করতে সমর্থ, সে কাজই বেছে নাও। তোমরা যতক্ষণ ক্লান্ত না হও, ততক্ষণ আল্লাহ বিরক্ত হন না। (অর্থাৎ তোমরা যতক্ষণ সৎকাজে ক্লান্ত না হও ততক্ষণ আল্লাহ তোমাদের সৎকাজ গ্রহণে বিরক্ত হন না। তাই যে কাজ স্থায়ীভাবে করতে পার এবং ক্লান্ত না হও, সেই কাজই বেছে নাও। ক্লান্তির কারণে অনিয়মিতভাবে করলে আল্লাহ তা গ্রহণেও বিরক্ত হতে পারেন। আল্লাহর কাছে সেই কাজই অধিক প্রিয়, যা স্থায়ীভাবে করা হয়, তা যতই কম হোক না কেন।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে ঃ মুহাম্মাদ (সা)-এর অনুসারীরা যখন কোন কাজ করতেন, তখন তার ওপর অবিচল থাকতেন। (বুখারী ও মুসলিম)

الترغيب في الفقر، وقلة ذات اليد

দরিদ্র ও দুস্থ মানুষকে ভালোবাসার ফযীলত

١٦٣٧- وَعَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيَحْمِيْ عَبْدَهُ الْمُؤْمِنَ الدُّنْيَا وَهُوَ يُحِبُّهُ، كَمَا تَحْمُوْنَ مَرِيْضَكُمُ الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ» رواه الحاكم، وقال: صحيح الإسناد.

১৬৩৭। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহ তায়ালা তার বান্দাকে ভালোবাসা সত্ত্বেও তাকে দুনিয়া থেকে রক্ষা করেন, যেমন তোমরা তোমাদের রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে খাদ্য ও পানীয় থেকে রক্ষা করে থাক। (হাকেম)

١٦٣٨- وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «اِطَّلَعْتُ فِي الْجَنَّةِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا

الْفُقَرَاءَ، وَاطَّلَعْتُ فِي النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ» رواه البخاري، ومسلم، ورواه أحمد بإسناد جيد من حديث عبد الله بن عمرو إلا أنه قال فيه : «وَاطَّلَعْتُ فِي النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الأَغْنِيَاءَ وَالنِّسَاءَ».

১৬৩৮। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ আমি জান্নাতের দিকে তাকালাম, দেখলাম দরিদ্র লোকেরা তার অধিকাংশ অধিবাসী। আবার আমি দোযখের দিকে তাকালাম, দেখলাম তার অধিকাংশ অধিবাসী নারী। (বুখারী ও মুসলিম ও আহমাদ) তবে আহমাদের বর্ণনায় রয়েছে ঃ আমি দোযখের দিকে তাকালাম দেখলাম তার অধিকাংশ অধিবাসী ধনী ও নারী।

١٦٣٩- وَعَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : «إِنَّ مُوْسَى صلوات الله وسلامه عليه قَالَ : أَيْ رَبِّ عَبْدُكَ الْمُؤْمِنُ تُقَتِّرُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا؟ قَالَ : فَيُفْتَحُ لَهُ بَابٌ مِّنَ الْجَنَّةِ فَيَنْظُرُ إِلَيْهَا، قَالَ لَهُ : يَامُوْسَى هٰذَا مَا أَعْدَدْتُ لَهُ، فَقَالَ مُوْسَى : أَيْ رَبِّ وَعِزَّتِكَ وَجَلَالِكَ لَوْ كَانَ أَقْطَعَ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ يُسْحَبُ عَلَى وَجْهِهِ مُنْذُ [يَوْمِ] خَلَقْتَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَكَانَ هٰذَا مَصِيْرُهُ لَمْ يَرَ بُؤْسًا قَطُّ، قَالَ : ثُمَّ قَالَ مُوْسَى : أَيْ رَبِّ عَبْدُكَ الْكَافِرُ تُوَسِّعُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا؟ قَالَ فَيُفْتَحُ لَهُ بَابٌ مِنَ النَّارِ، فَيُقَالُ لَهُ : يَامُوْسَى! هٰذَا مَا أَعْدَدْتُ لَهُ، فَقَالَ مُوْسَى : أَيْ رَبِّ وَعِزَّتِكَ وَجَلَالِكَ لَوْ كَانَ لَهُ الدُّنْيَا مُنْذُ يَوْمِ خَلَقْتَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَكَانَ هٰذَا مَصِيْرُهُ كَأَنْ لَمْ يَرَ خَيْرًا قَطُّ» رواه أحمد من طريق ابن لهيعة عن دراج.

১৬৩৯। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ হযরত মূসা (আ) বলেছিলেন ঃ হে আমার প্রভু, আপনি আপনার মুমিন বান্দার ওপর দুনিয়ায় কার্পণ্য করেন কেন? এরপর তাঁর সামনে বেহেশতের একটা দরজা খুলে দেয়া হয় এবং তিনি বেহেশতের দিকে তাকান। আল্লাহ বলেন ঃ হে মূসা, আমি মুমিন বান্দার জন্য এসব জিনিস প্রস্তুত করে রেখেছি। মূসা (আ) বললেন ঃ হে আমার প্রভু, আপনার মর্যাদা ও মহত্ত্বের শপথ, কোন মুমিন বান্দাকে যদি দু'হাত দুপা কেটে তার সৃষ্টি দিন থেকে কিয়ামত পর্যন্ত মাথা নীচের দিকে রেখে ঝুলিয়ে রাখা হয়, তারপর এরূপ জান্নাত যদি হয় তার শেষ পরিণতি, তাহলে সে এত আনন্দিত হবে যেন কোন দিন সে কোন দুঃখ দুর্দশা ভোগ করেনি। এরপর মূসা (আ) বললেন ঃ হে প্রভু, তোমার কাফির বান্দাকে তো তুমি পৃথিবীতে বিপুল ধনসম্পত্তি দিয়ে রেখেছ। ব্যাপারটা কী? এর জবাবে আল্লাহ তাঁর সামনে দোযখের একটা দরজা খুলে দেবেন। তারপর তাকে বলা হবে হে মূসা, কাফিরের জন্য আমি এই জিনিসগুলো প্রস্তুত করে রেখেছি। মূসা (আ) বললেন ঃ হে আমার প্রভু, তোমার মর্যাদা ও মহত্ত্বের শপথ, তোমার কাফির বান্দাকে যেদিন তুমি সৃষ্টি করেছে, সেদিন থেকে কিয়ামত পর্যন্ত যদি সে সমগ্র দুনিয়াকে ভোগ দখল করার সুযোগ পায়, এবং তার পরিণতি এরূপ হয়, তাহলে সে এমন হবে যেন সে কোন দিন কোন সুখ-শান্তি দেখেনি। (আহমদ)

١٦٤٠- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْعَاصِي رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قَالَ : «هَلْ تَدْرُوْنَ أَوَّلَ مَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ مِنْ خَلْقِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ ؟ قَالُوْا : اَللّٰهُ وَرَسُوْلُه أَعْلَمُ، قَالَ : اَلْفُقَرَاءُ الْمُهَاجِرُوْنَ الَّذِيْنَ تُسَدُّ بِهِمُ الثُّغُوْرُ، وَتُتَّقَى بِهِمُ الْمَكَارِهُ، وَيَمُوْتُ أَحَدُهُمْ وَحَاجَتُهُ فِيْ صَدْرِهِ لَا يَسْتَطِيْعُ لَهَا قَضَاءً، فَيَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ مَلَائِكَتِهِ : اِئْتُوْهُمْ فَحَيُّوْهُمْ، فَتَقُوْلُ الْمَلَائِكَةُ : رَبَّنَا نَحْنُ سُكَّانُ سَمَائِكَ وَخِيَرَتُكَ مِنْ خَلْقِكَ، أَفَتَأْمُرُنَا أَنْ نَأْتِيَ هٰؤُلَاءِ فَنُسَلِّمَ عَلَيْهِمْ؟ قَالَ إِنَّهُمْ كَانُوْا عِبَادًا يَعْبُدُوْنِيْ، وَلَا يُشْرِكُوْنَ بِيْ شَيْئًا، وَتُسَدُّ بِهِمُ الثُّغُوْرُ، وَتُتَّقَى بِهِمُ الْمَكَارِهُ، وَيَمُوْتُ

أَحَدُهُمْ وَحَاجَتُهُ فِي صَدْرِهِ لَا يَسْتَطِيعُ لَهَا قَضَاءً. قَالَ : فَتَأْتِيهِمُ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ ذٰلِكَ، فَيَدْخُلُوهُ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ » رواه أحمد، والبزار، ورواتهما ثقات، وابن حبان في صحيحه.

১৬৪০। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আ'স (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ তোমরা কি জান, আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে কে সর্বপ্রথম বেহেশতে প্রবেশ করবে? লোকেরা বললো ঃ আল্লাহ ও তার রাসূল (সা) ভালো জানেন। তিনি বললেন ঃ সেই সব দরিদ্র মোহাজের যাদের দ্বারা সমস্ত শুন্যতা পুরণ করা হয়, যাদের সাহায্যে সমস্ত বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়, এবং যারা তাদের সকল প্রয়োজন অপূর্ণ থাকা অবস্থায় মারা যায়। আল্লাহ তায়ালা তাঁর ফেরেশতাদেরকে ডেকে বলেন ঃ তোমরা এদের কাছে এসো এবং এদেরেকে অভিনন্দন জানাও। ফেরেশতারা বলেন ঃ হে আমাদের প্রতিপালক, আমরা তোমার আকাশের অধিবাসী, এবং তোমার বাছাইকৃত সৃষ্টি, তথাপি তুমি আমাদেরকে আদেশ দিচ্ছ যেন ওদের কাছে যাই অভিনন্দন জানাই? আল্লাহ বলেন ঃ তারা এমন বান্দা ছিল, যারা আমার এবাদাত করতো, এবং আমার সাথে কাউকে শরীক করতো না। তাদেরকে দিয়ে সকল শূন্যতা পুরণ করা হতো, তাদেরকে দিয়ে সকল দুর্যোগ প্রতিরোধ করা হতো, এবং তারা তাদের কোন বাসনা পূরণ করতে না পেরে অন্তরের ভেতরে পুষে রেখেই মারা গেছে। তখন ফেরেশতারা তাদের কাছে আসে আর বলে ঃ "তোমরা যে ধৈর্য ধারণ করেছো, তার জন্য তোমাদের ওপর সালাম। তোমাদের পরকালীন প্রতিদান কতই না সুন্দর!" (সূরা রা'দ, আয়াত -২৪, আহমাদ, বাযযার ইবনে হাব্বান)

١٦٤١- وَعَنْ ثَوْبَانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِنَّ حَوْضِي مَا بَيْنَ عَدَنٍ إِلَى عَمَّانَ أَكْوَابُهُ عَدَدُ النُّجُوْمِ، مَاؤُهُ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ الثَّلْجِ وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ، وأَكْثَرُ النَّاسِ وُرُوْدًا عَلَيْهِ فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِيْنَ » قُلْنَا : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صِفْهُمْ لَنَا، قَالَ : «شُعْثُ الرُّءُوْسِ، دُنْسُ الثِّيَابِ، وَالَّذِيْنَ لَا يَنْكِحُوْنَ الْمُتَنَعِّمَاتِ، وَلَا تُفْتَحُ لَهُمُ السُّدَدُ،

وَالَّذِيْنَ يُعْطُوْنَ مَا عَلَيْهِمْ، وَلاَ يُعْطَوْنَ مَالَهُمْ» رواه الطبراني، ورواته رواة الصحيح، وهو في الترمذي وابن ماجه بنحوه.

১৬৪১। হযরত ছাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ আমার হাউয (কাউছার) এডেন থেকে আম্মান পর্যন্ত (অর্থাৎ আয়াতনে এই এলাকার সমান) এর পেয়ালাগুলোর সংখ্যা নক্ষত্র পুঞ্জের সংখ্যার সমান। এর পানি বরফের চেয়েও সাদা এবং মধুর চেয়েও মিষ্টি। এর পানি যারা পান করবে তাদের মধ্যে দরিদ্র মুহাজিরদের সংখ্যাই বেশী। আমরা বললাম, হে রাসূল, তারা কেমন, বর্ণনা করুন। রাসূল (সা) বললেন ঃ যাদের মাথার চুল এলোমেলো, পোশাক মলীন, যারা ধনী মেয়েদেরকে বিয়ে করে না। যাদের জন্য দরজা খোলা হয় না (অর্থাৎ যারা সম্মানজনক অতিথ্য পায় না) যারা তাদের কাছে প্রাপ্য সব কিছু পরিশোধ করে কিন্তু তাদের প্রাপ্য অন্যরা পরিশোধ করে না। (তাবরানী, তিরমিযী ও ইবনে মাজা)

١٦٤٢- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «يَجْتَمِعُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُقَالُ : أَيْنَ فُقَرَاءُ هٰذِهِ الأُمَّةِ؟ قَالَ : فَيُقَالُ لَهُمْ : مَاذَا عَمِلْتُمْ؟ فَيَقُوْلُوْنَ : رَبَّنَا ابْتَلَيْتَنَا فَصَبَرْنَا، وَوَلَّيْتَ الأَمْوَالَ وَالسُّلْطَانَ غَيْرَنَا، فَيَقُوْلُ اللّٰهُ جَلَّ وَعَلاَ : صَدَقْتُمْ، قَالَ : فَيَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ قَبْلَ النَّاسِ، وَيَبْقَى شِدَّةُ الْحِسَابِ عَلَى ذَوِي الأَمْوَالِ وَالسُّلْطَانِ، قَالُوْا : فَأَيْنَ الْمُؤْمِنُوْنَ يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ : يُوْضَعُ لَهُمْ كَرَاسِيُّ مِنْ نُوْرٍ، وَيُظَلَّلُ عَلَيْهِمُ الْغَمَامُ، يَكُوْنُ ذٰلِكَ الْيَوْمُ أَقْصَرَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ سَاعَةٍ مِنْ نَهَارٍ» رواه الطبراني، وابن حبان في صحيحه.

১৬৪২। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন সকল মানুষ সমবেত হবে। তখন বলা হবে ঃ এই উম্মাতের দরিদ্র লোকেরা কোথায়? (তারা নিজেদের পরিচয় তুলে ধরবে।) তখন বলা হবে ঃ তোমরা

কী করেছো? তারা বলবে ঃ হে আমাদের প্রভু, আমরা বহু দুঃখ দুর্দশা ভোগ করেছি তবে ধৈর্যধারণ করেছি। আর আপনি আমাদের প্রতিপক্ষীয়দেরকে ধনসম্পত্তি ও ক্ষমতা প্রতিপত্তি দান করেছেন। আল্লাহ বলবেন ঃ তোমরা ঠিকই বলেছ। এরপর তারা অন্য সকল মানুষের আগে বেহেশতে প্রবেশ করবে। আর কঠিন হিসাব-নিকাশের পালা নির্ধারিত থাকবে সম্পদশালী ও ক্ষমতাশালীদের জন্য। লোকেরা জিজ্ঞেস করলো ঃ সেদিন মুমিনরা কোথায় অবস্থান করবে? রাসূল (সা) বললেন ঃ তাদের জন্য জ্যোতির্ময় চেয়ার স্থাপন করা হবে, তাদের ওপর মেঘমালা ছায়া বিস্তার করবে এবং সেই দিনটা (বিচারের দিন) মুমিনদের কাছে দিনের এক ঘণ্টার চেয়েও ক্ষুদ্রতর মনে হবে। (তাবরানী, ইবনে হাব্বান)

١٦٤٣ – وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِيْ أَوْفَى رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى أَصْحَابِه أَجْمَعَ مَا كَانُوْا، فَقَالَ : «إِنِّيْ رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ مَنَازِلَكُمْ فِى الْجَنَّةِ، وَقُرْبَ مَنَازِلِكُمْ» ثُمَّ إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبَلَ عَلٰى أَبِيْ بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، فَقَالَ : «يَاأَبَا بَكْرٍ، إِنِّيْ لَاَعْرِفُ رَجُلًا أَعْرِفُ اسْمَهُ، وَاسْمَ أَبِيْهِ وَأُمِّهِ، لَا يَأْتِيْ بَابًا مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ إِلَّا قَالُوْا : مَرْحَبًا مَرْحَبًا» فَقَالَ سَلْمَانُ : إِنَّ هٰذَا الْمُرْتَفِعَ شَأْنُهُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ : «فَهُوَ أَبُوْ بَكْرِ بْنِ أَبِيْ قُحَافَةَ» ثُمَّ أَقْبَلَ عَلٰى عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَقَالَ : «يَا عُمَرُ لَقَدْ رَأَيْتُ فِى الْجَنَّةِ قَصْرًا مِنْ دُرَّةٍ بَيْضَاءَ، لُؤْلُؤُهُ أَبْيَضُ، مُشَيَّدٌ بِالْيَاقُوْتِ، فَقُلْتُ : لِمَنْ هٰذَا؟ فَقِيْلَ : لِفَتًى مِنْ قُرَيْشٍ، فَظَنَنْتُ أَنَّهُ لِيْ، فَذَهَبْتُ لِأَدْخُلَهُ، فَقَالَ : يَامُحَمَّدُ، هٰذَا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَمَا مَنَعَنِيْ مِنْ دُخُوْلِهِ إِلَّا غَيْرَتُكَ يَاأَبَا حَفْصٍ» فَبَكٰى عُمَرُ وَقَالَ : بِأَبِيْ وَأُمِّيْ! عَلَيْكَ أَغَارُ يَا رَسُوْلَ

اللّٰه ؟ ثم أقبل على عثمان رضى الله عنه، فقال : «يا عثمان إن لكل نبى رفيقا فى الجنة، وأنت رفيقى فى الجنة» ثم أخذ بيد على رضى الله عنه، فقل : «يا على، أو ماترضى أن يكون منزلك فى الجنة مقابل منزلى» ثم أقبل على طلحة والزبير رضى الله عنهما، فقال : «ياطلحة ويا زبير : أن لكل نبى حوارى، وأنتما حواربى» ثم أقبل على عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه ، فقال : «لقد بطأ بك عنا من بين أصحابى حتى خشيت أن تكون هلكت، وعرقت عرقا شديدا، فقلت : ما بطأ بك؟ فقلت : يا رسول الله من كثرة ما لى ما زلت موقوفا محاسبا أسأل عن ما لى : من أين اكتسبته، وفيما أنفقته» فبكى عبد الرحمن، وقال : يا رسول الله هذه مائة راحلة جاءتنى الليلة من تجارة مصر، فإنى أشهدك أنها على فقراء أهل المدينة وأيتامهم، لعل الله يخفف عنى ذلك اليوم، رواه البزار، واللفظ له، والطبرانى، ورواته ثقات، إلا عمار بن سيف، وقد وثق.

قال الحافظ : وقد ورد من غير ما وجه، ومن حديث جماعة من الصحابة عن النبى صلى الله عليه وسلم: «أن عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه يدخل الجنة حبوا الكثرة ماله» ولا يسلم أجودها من مقال، ولا يبلغ منها شئ

بِانْفِرَادِهِ دَرَجَةَ الْحُسْنِ، وَلَقَدْ كَانَ مَالُهُ بِالصِّفَةِ الَّتِي ذَكَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نِعْمَ الْمَالُ الصَّالِحُ لِلرَّجُلِ الصَّالِحِ» فَأَنَّى تَنْقُصُ دَرَجَتُهُ فِي الْآخِرَةِ، أَوْ يَقْصُرُ بِهِ دُوْنَ غَيْرِهِ مِنْ أَغْنِيَاءِ هٰذِهِ الْأُمَّةِ؟ فَإِنَّهُ لَمْ يَرِدْ هٰذَا فِي حَقِّ غَيْرِهِ، إِنَّمَا صَحَّ سَبْقُ فُقَرَاءِ هٰذَا الْأُمَّةِ هُمْ عَلَى الْإِطْلَاقِ، وَاللّٰهُ أَعْلَمُ.

১৬৪৩। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আবি আওফা (রা) বলেন ঃ একবার রাসূল (সা) বহু সংখ্যক সাহাবীর সামনে আবির্ভূত হলেন। তিনি বললেন ঃ আমি আজ রাতে স্বপ্নযোগে তোমাদের অবস্থান এবং তোমাদের অবস্থানের নৈকট্য দেখতে পেয়েছি। (অর্থাৎ বেহেশতে কে কোথায় ও কার কাছাকাছি থাকবে তা দেখেছি।) এরপর রাসূল (সা) হযরত আবু বকরের (রা) সামনে এগিয়ে গেলেন। তারপর বললেন ঃ হে আবু বকর, আমি এক ব্যক্তিকে চিনি, তার নাম এবং তার মা-বাবার নামও জানি। বেহেশতের যে দরজার কাছেই সে যাবে, তাকে মারহাবা, মারহাবা (স্বাগতম, স্বাগতম) বলে অভ্যর্থনা জানানো হবে। হযরত সালমান বললেন ঃ হে রাসূলুল্লাহ, এই লোকটি তো খুবই উচ্চ মর্যাদার সম্পন্ন! রাসূল (সা) বললেন ঃ এই লোকটি হচ্ছে আবু বকর বিন আবু কুহাফ (রা)। এরপর তিনি হযরত ওমরের কাছে গেলেন এবং বললেন ঃ হে ওমর বেহেশতে সা'দা মনি ও মুক্তা দ্বারা নির্মিত একটা প্রসাদ রয়েছে, যাকে ইয়াকুত দিয়ে শক্তিশালী করা হয়েছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এটা করার জন্য? আমাকে বলা হলো ঃ ওটা জনৈক কুরায়শী যুবকের জন্য। আমি ভাবলাম ওটা হয়তো আমারই জন্য। তাই আমি তার ভেতরে প্রবেশ করার জন্য এগিয়ে গেলাম। তখন আমাকে বলা হলো ঃ হে মুহাম্মাদ ! এটা উমার ইবনুল খাত্তাবের জন্য। হে আবু হাফস, হযরত ওমরের ডাক নাম) তুমি ঈর্ষান্বিত হবে শুধু এই কথা ভেবেই আমি ঐ প্রাসাদের ঢুকিনি। হযরত ওমর (রা) এ কথা শুনে কেঁদে দিলেন। তিনি বললেন ঃ হে রাসূল আপনার ওপর আমার মা-বাবা উৎসর্গ হউক। আপনাকেও কি আমি ঈর্ষা করতে পারি? এরপর তিনি হযরত উসমানের (রা) দিকে এগিয়ে গেলেন। তারপর বললেন ঃ হে উসমান, বেহেশতে প্রত্যেক নবীর একজন সহচর থাকে। তুমি বেহেশতে আমার সহচর। এরপর হযরত আলীর হাত ধরে বললেন ঃ হে আলী, বেহেশতে তোমার বাড়ীটা আমার বাড়ীর সামনে হলে কি তুমি খুশী হবে না? এরপর হযরত তালহা ও যুবায়েরের (রা) কাছে গিয়ে বললেন ঃ হে তালহা ও হে যুবায়ের, প্রত্যেক নবীর কিছু নিবেদিত প্রাণ সহযোগী থাকে। তোমরা দু'জন আমর নিবেদিত

প্রাণ সহযোগী। তারপর হযরত আবুদর রহমান বিন আউফের কাছে গিয়ে বললেন ঃ আমার সাহাবীদের মধ্যে থেকে তোমাকে এত বিলম্বে বেহেস্তে প্রবেশ করতে দেখলাম যে, আমি ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম তোমার বুঝি সর্বনাশ হয়ে গেল। ভয়ে আমি ভীষণভাবে ঘর্মাক্ত হয়ে গিয়েছিলাম। আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করলাম ঃ তোমাদের দেরী হলো কেন? তুমি বললে ঃ হে রাসূলুল্লাহ আমার অধিক ধন-সম্পদের কারণে আমার হিসাব নেয়ার জন্য থামিয়ে রাখা হয়েছি। আমাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, আমি কোথায় থেকে সম্পদ উপার্জন করেছি এবং কোথায় তা ব্যয় করেছি। এ কথা শুনে আবদুর রহমান কেঁদে দিলেন। তিনি বললেন ঃ হে রাসূলুল্লাহ এই যে একশো উটের কাফিলা আজ রাতে আমার কাছে মিশর থেকে এসেছে। আমি আপনাকে সাক্ষী করে বলছি, এগুলো সব মদীনার দরিদ্র ও এতীমদের উদ্দেশ্যে দান করলাম। হয়তো আল্লাহ কিয়ামতের দিন আমার বোঝা হালকা করে দেবেন। (বাযযার, তাবরানী)

উল্লেখ্য যে, একাধিক সাহাবী থেকে বর্ণিত এক হাদীসের রাসূল (সা) বলেছেন ঃ আবদুর রহমান ইবনে আওফ তার সম্পদের আধিক্যের কারণে হামাগুড়ি দিয়ে বেহেশতে প্রবেশ করবে। ওদিকে তার সম্পদের প্রশংসায় রাসূল (সা) বলেছেন ঃ সৎলোকটির চমৎকার হালাল সম্পদ। সুতরাং আলোচ্য ১৬৪৩ নং হাদীস থেকে এ কথা বুঝা ঠিক হবে না যে, আখিরাতে হযরত আব্দুর রহমান বিন আওফের মর্যাদা কোন অংশে খাটো হবে। কেবল সাধারণভাবে এ কথাই সঠিক যে, এই উম্মাতের ধনিকদের আগে দরিদ্ররা বেহেশতে যাবে। গ্রন্থকার (সংক্ষিপ্ত)

١٦٤٤- وَرُوِىَ عَنْ أَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «اَللّٰهُمَّ أَحْيِنِىْ مِسْكِيْنًا، وَأَمِتْنِىْ مِسْكِيْنًا، وَاحْشُرْنِىْ فِىْ زُمْرَةِ الْمَسَاكِيْنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» فَقَالَتْ عَائِشَةُ : لِمَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ : «إِنَّهُمْ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ قَبْلَ أَغْنِيَائِهِمْ بِأَرْبَعِيْنَ خَرِيْفًا، يَا عَائِشَةُ لَا تَرُدِّىْ مِسْكِيْنًا، وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، يَا عَائِشَةُ أَحِبِّى الْمَسَاكِيْنَ وَقَرِّبِيْهِمْ؛ فَإِنَّ اللّٰهَ يُقَرِّبُكِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» رواه الترمذى، وقال : حديث غريب.

১৬৪৪। হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ হে আল্লাহ, আমাকে দরিদ্র অবস্থায় বাচিয়ে রাখ, দরিদ্রাবস্থায় মৃত্যু দিও, এবং কিয়ামতের দিন

আমাকে দরিদ্রদের সাথে সমবেত কর। হযরত আয়েশা (রা) জিজ্ঞেস করলেন, হে রাসূলুল্লাহ, এরূপ দোয়া কেন করছেন? রাসূল (সা) বললেন ঃ ওরা ধনীদের চেয়ে চল্লিশ বছর আগে বেহেশতে প্রবেশ করবে। হে আয়েশা কোন মিসকীনকে ফিরিয়ে দিও না, একটা খোরমার একাংশ হলেও তাকে দিও। হে আয়েশা, দরিদ্র লোকদেরকে ভালোবাস এবং তাদেরকে নিজের ঘনিষ্ঠ করে নিও। তাহলে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তোমাকে ঘনিষ্ঠ করে নেবেন। (রিমিযী)

١٦٤٥- وَعَنْ أَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : «اَللّٰهُمَّ أَحْيِنِىْ مِسْكِيْنًا، وَتَوَفَّنِىْ مِسْكِيْنًا، وَاحْشُرْنِىْ فِىْ زُمْرَةِ الْمَسَاكِيْنِ، وَإِنَّ أَشْقَى الْأَشْقِيَاءِ مَنِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ فَقْرُ الدُّنْيَا وَعَذَابُ الْآخِرَةِ» رواه ابن ماجه إلى قوله : المساكين، والحاكم بتمامه.

১৬৪৫। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ হে আল্লাহ আমাকে দরিদ্রাবস্থায় বাচিয়ে রাখ, দরিদ্রবস্থায় মৃত্যু দিও, এবং দারিদ্রদের সাথে সমবেত কর। সবচেয়ে হতভাগা হচ্ছে সেই ব্যক্তি যে দুনিয়ায় দারিদ্র আখিরাতে আযাব ভোগ করে। (ইবনে মাজা ও হাকেম)

١٦٤٦- وَعَنْ حُذَيْفَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ جَنَازَةٍ فَقَالَ : «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِشَرِّ عِبَادِ اللّٰهِ؟ اَلْفَظُّ الْمُسْتَكْبِرُ. أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ عِبَادِ اللّٰهِ؟ اَلضَّعِيْفُ الْمُسْتَضْعَفُ ذُو الطِّمْرَيْنِ لَا يُؤْبَهُ لَهُ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللّٰهِ لَأَبَرَّهُ»

رواه أحمد، ورواته رواة الصحيح، إلا محمد بن جابر.

১৬৪৬। হযরত হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা রাসূল (সা)-এর সাথে একটা জানাযায় ছিলাম। তিনি বলেছেন ঃ আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে নিকৃষ্টতম কে, বলবো? সে হচ্ছে নির্দয় ও অহংকারী। আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে কে সর্বোত্তম বলবো? সে হচ্ছে, দূর্বল, বঞ্চিত, দুটো পুরানো কাপড় পরিহিত এমন উপেক্ষিত ব্যক্তি, যে আল্লাহর নামে কসম খেলো তা অবশ্যই পূরণ করে। (আহমাদ)

١٦٤٧- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : « اِبْغُوْنِيْ فِي ضُعَفَائِكُمْ، فَإِنَّمَا تُرْزَقُوْنَ وَتُنْصَرُوْنَ بِضُعَفَائِكُمْ» رواه أبو داود، والترمذي، والنسائي.

১৬৪৭। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ আমাকে তুমি তোমাদের দূর্বল লোকদের ভেতরে খুঁজে নিও। কেননা তোমরা তোমাদের দূর্বল লোকদের ওছিলাতেই জীবিকা ও সাহায্য পেয়ে থাক। (আবুদ দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী)

١٦٤٨- وَعَنْ مَحْمُوْدِ بْنِ لَبِيْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «اِثْنَتَانِ يَكْرَهُهُمَا ابْنُ آدَمَ : «اَلْمَوْتَ، وَالْمَوْتُ خَيْرٌ مِنَ الْفِتْنَةِ، وَيَكْرَهُ قِلَّةَ الْمَالِ، وَقِلَّةُ الْمَالِ أَقَلُّ لِلْحِسَابِ». رواه أحمد.

১৬৪৮। হযরত মাহমুদ বিন লাবীদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ আদম সন্তান দুটো জিনিসকে অপছন্দ করেঃ মৃত্যু ও সম্পদের স্বল্পতা। অথচ মৃত্যু ঈমানের পরীক্ষার চেয়ে ভালো। আর সম্পদের স্বল্পতা হিসাব নিকাশের ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত হালকা। (আহমাদ)

١٦٤٩- وَرُوِيَ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قَلَّ مَالُهُ، وَكَثُرَتْ عِيَالُهُ، وَحَسُنَتْ صَلَاتُهُ، وَلَمْ يَغْتَبِ الْمُسْلِمِيْنَ، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ مَعِيْ كَهَاتَيْنِ» رواه أبو يعلى، والأصبهاني.

১৬৪৯। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ যার সম্পদ কম, সন্তান বেশী, সুষ্ঠুভাবে নামায পড়ে, এবং কোন মুসলমানের গীবত করে না, সে কিয়ামতের দিন আমার সাথে দু'আঙ্গুলেরমত মিলিত থাকবে। (আবু ইয়ালা, ইসবাহানী)

١٦٥٠- وَعَنْ زَيدَ بْنِ أَسْلَمَ أَبِيْهِ أَنَّ عَمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَوَجَدَ مُعَاذًا عِنْدَ قَبْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْكِيْ، فَقَالَ : مَا يُبْكِيْكَ؟ قَالَ : حَدِيْثٌ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اَلْيَسِيْرُ مِنَ الرِّيَاءِ شِرْكٌ، وَمَنْ عَادٰى أَوْلِيَاءَ اللّٰهِ [فَقَدْ] بَارَزَ اللّٰهَ بِالْمُحَارَبَةِ، إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْأَبْرَارَ الْأَتْقِيَاءَ، الْأَخْفِيَاءَ، الَّذِيْنَ إِنْ غَابُوْا لَمْ يُفْتَقِدُوْا، وَأَنْ حَضَرُوْا لَمْ يُعْرَفُوْا قُلُوْبُهُمْ مَصَابِيْحُ الدُّجٰى، يَخْرُجُوْنَ مِنْ كُلِّ غَبْرَاءَ مُظْلِمَةٍ» رواه ابن ماجه، والحاكم واللفظ له، وقال : صحيح، ولا علة له.

১৬৫০। হযরত যায়িদ বিন আসলাম (রা) স্বীয় পিতা থেকে বর্ণনা করেন হযরত ওমর (রা) একদিন মসজিদে বেরিয়ে গেলেন। সেখানে রাসূল (সা)-এর কবরের কাছে হযরত মুয়াযকে ক্রন্দনরত দেখলেন। হযরত ওমর (রা) বললেন ঃ তুমি কাঁদছ কেন? মুযায় বললেন ঃ রাসূল (সা)-এর একটা হাদীস মনে পড়ার কারণে। তিনি বলেছেন ঃ সামান্যতম রিয়াও শিরকের পর্যায়ভূক্ত। যে ব্যক্তি আল্লাহর ওলীদের বিরুদ্ধে শত্রুতা করে, সে যেন আল্লাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। আল্লাহ তায়ালা সেইসব সৎকর্মশীল পরহেজগার লোকদেরকে ভালোবাসেন, যারা লোক চক্ষুর আড়ালে থাকে, তারা অনুপস্থিত থাকলে তাদেরকে খোঁজা হয় না, উপস্থিত থাকলেও অপরিচিতই থাকে, তাদের হৃদয় অন্ধকার ঘুচানো প্রদীপ, তারা প্রত্যেক অন্ধকার প্রকোষ্ঠ থেকে বের হয়। (ইবনে মাজা, হাকেম)

ব্যাখ্যা ঃ ওলী শব্দের অর্থ বন্ধু। আল্লাহর ওলীর সংজ্ঞা কুরআনে দেয়া হয়েছে তবে ঃ "যারা আল্লাহকে ভয় করে তারাই তার ওলী বা বন্ধু।" (সূরা আনফাল) আল্লাহর বন্ধুদের কোন ভয় নেই, চিন্তাও নেই, যারা ঈমান এনেছে ও আল্লাহকে ভয় করে চলে। (সূরা ইউনুস) রাসূল (সা) আল্লাহর ওলীদের কিছু গুণাবলী এ হাদীসে বর্ণনা করেছেন। যেমন ঃ তারা অনুপস্থিত থাকলে লোকেরা তাদের কথা জিজ্ঞেস করে না। কেননা তারা মানুষের সাথে বেশী মেলামেশা করে না, তাদের সভা সমিতিতে যায় না, তারা নিজেদের সমস্যাবলী নিয়ে চিন্তায় বিভোর থাকে। তবে তারা সমাজের

প্রদীপ স্বরূপ। নিজের চারিত্রিক মহত্বের দৃষ্টান্ত স্থাপন করে তারা সমাজ থেকে গোমরাহী অনাচার দূর করার চেষ্টায় নিয়োজিত থাকেন, যদিও খ্যাতি অর্জনের মোহ তাদের থাকে না এবং সমাজের অধিকাংশ মানুষের কাছে তারা অজানাই থেকে যান। এ ছাড়া আল্লাহর ওলীদের সম্পর্কে অন্য যেসব ধারণা প্রচলিত আছে, যেমন তারা অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী, যথা তারা রোগ সেরে দিতে পারেন, অদৃশ্য হয়ে যেতে পারেন, অদৃশ্যের খবরাদি বলতে পারেন, ভবিষ্যত বাণী করতে পারেন, তাদের নামায রোযার দরকার হয় না ইত্যাদির কোন ভিত্তি নেই। আর কোন নিদিষ্ট ব্যক্তিকে আল্লাহর ওলী বলে ঘোষণা বা দাবী করাও অযৌক্তিক। কেননা খোদাভীতির যে মান অর্জিত হলে আল্লাহর ওলী হওয়া যায়, তা কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি অর্জন করেছে কি-না সেটা কেবল আল্লাহ তায়ালাই জানেন। কোন মানুষের পক্ষে তা জানা সম্ভব নয়। অনুবাদক

الترغيب فى الزهد فى الدنيا والا كتفاء منها بالقليل

'যুহদ' তথা দুনিয়ার প্রতি নিরাসক্ত হওয়া ও অল্প সম্পদে তুষ্ট হওয়ার ফযীলত

١٦٥١- عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِى رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، دُلَّنِىْ عَلٰى عَمَلٍ إِذَا عَمِلْتُهُ أَحَبَّنِىَ اللّٰهُ، وَأَحَبَّنِىَ النَّاسُ؟ فَقَالَ :«ازْهَدْ فِى الدُّنْيَا يُحِبَّكَ اللّٰهُ، وَازْهَدْ فِيْمَا فِىْ أَيْدِىْ النَّاسِ يُحِبَّكَ النَّاسُ» رواه ابن ماجه.

১৬৫১। হযরত সাহল বিন সা'দ আস-সায়েদী (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূল (সা)-এর কাছে এসে বললো ঃ হে রাসূলুল্লাহ, আমাকে এমন একটা কাজের সন্ধান দিন, যা করলে আমাকে আল্লাহও ভালোবাসবেন, জনগণও ভালোবাসবে? রাসূল (সা) বললেন ঃ দুনিয়ার সহায়-সম্পদের মোহ ত্যাগ কর, তাহলে আল্লাহ তোমাকে ভালোবাসবেন। আর জনগণের কাছে যে সহায়-সম্পদ রয়েছে, তার জন্য লালায়িত হয়ো না, তাহলে জনগণ তোমাকে ভালোবাসবে। (ইবনে মাজা)

١٦٥٢- وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «الزُّهْدُ فِى الدُّنْيَا يُرِيْحُ الْقَلْبَ وَالْجَسَدَ» رواه الطبرانى، وإسناده مقارب.

১৬৫২। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ পৃথিবীতে 'যুহদ' অবলম্বন করা (অর্থাৎ পৃথিবীর ধন-সম্পদের প্রতি আসক্তি ও লোভ পরিহার করা) মন ও দেহ উভয়কেই শান্তি দেয়। (তাবরানী)

١٦٥٣- وَعَنِ الضَّحَاكِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : أَتَى النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، مَنْ أَزْهَدُ النَّاسِ؟ قَالَ : «مَنْ لَمْ يَنْسَ الْقَبْرَ وَالْبِلٰى، وَتَرَكَ فَضْلَ زِيْنَةِ الدُّنْيَا، وَآثَرَ مَا يَبْقٰى عَلٰى مَا يَفْنٰى، وَلَمْ يَعُدَّ غَدًا فِى أَيَّامِهِ، وَعَدَّ نَفْسَهُ مِنَ الْمَوْتٰى» رواه ابن أبى الدنيا مرسلا، وستأتى له نظائر فى ذكر الموت إن شاء الله تعالى.

১৬৫৩। হযরত যাহহাক (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূল (সা)-এর কাছে এসে জিজ্ঞেস করলো, হে রাসূলুল্লাহ, সবচেয়ে বড় 'যাহদ' কে? রাসূল (সা) বললেন ঃ যে ব্যক্তি কবর ও মৃত্যুর কথা ভুলে না, দুনিয়ার বাড়তি সাজসজ্জা ও বিলাসিতা পরিহার করে, চিরস্থায়ী জীবনকে ক্ষণস্থায়ী জীবনের ওপর অগ্রাধিকার দেয়, আগামী কালকে নিজের আয়ুষ্কালের মধ্যে গণ্য করে না এবং নিজেকে মৃত গণ্য করে, সেই সবচেয়ে বড় যাহদ। (অর্থাৎ দুনিয়ার প্রতি সর্বাধিক বিরাগী ও নিরাসক্ত।) (ইবনু আবিদ দুনিয়া)

١٦٥٤- وَرُوِىَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «إِنَّ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ نَاجٰى مُوْسٰى بِمِائَةِ أَلْفٍ وَأَرْبَعِيْنَ أَلْفَ كَلِمَةٍ فِىْ ثَلَاثَةِ ايَّامٍ، فَلَمَّا سَمِعَ مُوْسٰى كَلَامَ الْآدَمِيِّيْنَ مَقَتَهُمْ لِمَا وَقَعَ فِىْ مَسَامِعِهِ مِنْ

كَلَامِ الرَّبِّ عَزَّ وَجَلَّ، وَكَانَ فِيْمَا نَاجَاهُ رَبُّهُ أَنْ قَالَ : يَا مُوْسٰى إِنَّهُ لَمْ يَتَصَنَّعْ لِيَ الْمُتَصَنِّعُوْنَ بِمِثْلِ الزُّهْدِ فِي الدُّنْيَا، وَلَمْ يَتَقَرَّبْ إِلَيَّ الْمُتَقَرِّبُوْنَ بِمِثْلِ الْوَرَعِ عَمَّا حَرَّمْتُ عَلَيْهِمْ، وَلَمْ يَتَعَبَّدْ إِلَيَّ الْمُتَعَبِّدُوْنَ بِمِثْلِ الْبُكَاءِ مِنْ خَشْيَتِي، قَالَ مُوْسٰى : يَا رَبَّ الْبَرِيَّةِ كُلِّهَا، وَيَا مَالِكَ يَوْمِ الدِّيْنِ، وَيَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، مَاذَا أَعْدَدْتَ لَهُمْ، وَمَاذَا جَزَيْتَهُمْ؟ قَالَ : أَمَّا الزُّهَّادُ فِي الدُّنْيَا فَإِنِّي أَبَحْتُهُمْ جَنَّتِي يَتَبَوَّءُوْنَ مِنْهَا حَيْثُ شَاءُوْا، وَأَمَّا الْوَرِعُوْنَ عَمَّا حَرَّمْتُ عَلَيْهِمْ فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ لَمْ يَبْقَ عَبْدٌ إِلَّا نَاقَشْتُهُ وَفَتَّشْتُهُ، إِلَّا الْوَرِعُوْنَ فَإِنِّي أَسْتَحْيِيْهِمْ وَأُجِلُّهُمْ وَأُكْرِمُهُمْ، فَأُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ، وَأَمَّا الْبَكَّاءُوْنَ مِنْ خَشْيَتِي فَأُولٰئِكَ لَهُمُ الرَّفِيْقُ الْأَعْلٰى لَا يُشَارِكُوْنَ فِيْهِ» رواه الطبراني، والأصبهاني.

১৬৫৪। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহ তায়ালা হযরত মূসার সাথে তিন দিনে এক লক্ষ্য চল্লিশ হাজার শব্দ দিয়ে কথা বলেছেন। পরে যখন মূসা মানুষের কথা শুনলেন, তখন তিনি বিরক্ত হলেন। কেননা ইতিপূর্বে তিনি মহান আল্লাহর কথা শুনেছেন। মূসার সাথে তার প্রতিপালক যে কথাগুলো বলেছিলেন, তার মধ্যে ছিল ঃ পৃথিবীর প্রতি নিরাসক্তি প্রদর্শনের মত আচরণ আমার সাথে আর কোন আচরণকারী করেনি, আমার নিষিদ্ধকৃত জিনিসগুলো পরিহার করার মধ্য দিয়ে আমার যতখানি নৈকট্য অর্জন করা যায়, ততখানি নৈকট্য আর কেউ অর্জন করেনি এবং আমার ভয়ে কাঁদার মাধ্যমে আমার যেরূপ এবাদত করা হয়, আমার সেরূপ এবাদত আর কেউ করেনি। মূসা (আ) বললেন ঃ হে বিশ্বজগতের প্রতিপালক, হে বিচার দিবসের মালিক, হে মহিমাময় ও মর্যাদাবান প্রভু, আপনি তাদের জন্য কী প্রস্তুত করে রেখেছেন এবং তাদেরকে কী প্রতিদান দিয়েছেন? আল্লাহ বলেন ঃ যারা দুনিয়ায় যুহদ অবলম্বন করেছে,তাদের জন্য আমি বেহেশতে

তারা যেখানে বসবাস করতে চায়, সেখানেই বসবাস করার অনুমতি দিয়েছি। যারা আমার নিষিদ্ধ জিনিসগুলো থেকে বিরত থেকেছে, কিয়ামতের দিন আমি প্রত্যেক বান্দার সূক্ষ্ম হিসাব-নিকাশ নিলেও নিষিদ্ধ জিনিসগুলো বর্জনকারীদের হিসেব নিতে আমি লজ্জা পাই, তাদেরকে সম্মান ও মর্যাদা দেই এবং তাদেরকে বিনা হিসাবে বেহেশতে প্রবেশ করাই। আর যারা আমার ভয়ে কাঁন্নাকাটি করে, তাদের জন্য রয়েছে সর্বোচ্চ বন্ধু। এ ব্যাপারে কেউ তাদের শরীক নয়। (অর্থাৎ আল্লাহ স্বয়ং তাদের ঘনিষ্ঠতম বন্ধুতে পরিণত হন এবং তারা ছাড়া আর কোন সাধারণ মানুষ এই মর্যাদা লাভ করে না। (তাবরানী, ইসবাহানী)

١٦٥٦- وَرُوِىَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَعْفَرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَزْهَدُ فِى الدُّنْيَا فَادْنُوا مِنْهُ، فَإِنَّهُ يَلَقَّى الْحِكْمَةَ » رواه أبو يعلى.

১৬৫৫। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জা'ফর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ দুনিয়ার প্রতি 'যুহদ' (নিরাসক্ত থাকা) এর নীতি অবলম্বন করেছে, এমন কোন ব্যক্তিকে দেখলে তার নিকটে যাও। কেননা তাকে হিকমত (নিগুঢ় তত্ত্ব) শিক্ষা দেয়া হয়। (আবু ইয়ালা) অর্থাৎ তাকে এমন সব জ্ঞানগর্ভ তত্ত্ব আল্লাহর পক্ষ থেকে শিক্ষা দেয়া হয়, যা সাধারণ দুনিয়াদার মানুষকে শিক্ষা দেয়া হয় না।

١٦٥٦- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا - لا أعلمه إلا رفعه - قال : «صَلَاحُ أَوَّلِ هٰذِهِ الْأُمَّةِ بِالزَّهَادَةِ وَالْيَقِيْنِ، وَهَلَاكُ آخِرِهَا بِالْبُخْلِ وَالْأَمَلِ» رواه الطبرانى، وإسناده محتمل للتحسين، ومتنه غريب.

১৬৫৬। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বলেন ঃ এই উম্মাতের শুরুতে উন্নয়ণ ও সমৃদ্ধি ঘটেছিল দুনিয়ার লোভ-লালসা থেকে মুক্ত থাকা ও দৃঢ় ঈমানী শক্তিতে বলীয়ান থাকার কারণে। আর এ উম্মাতের শেষভাগে পতন দেখা দেবে কৃপণতা ও দুনিয়ার মোহান্ধতার দরুন। (তাবরানী)

١٦٥٧ - وَرُوِىَ عَنْ أَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَرْفَعُهُ قَالَ : «يُنَادِىْ مُنَادٍ : دَعُوْا الدُّنْيَا لِأَهْلِهَا، دَعُوْا الدُّنْيَا لِأَهْلِهَا، دَعُوْا الدُّنْيَا

لِأَهْلِهَا، مَنْ أَخَذَ مِنَ الدُّنْيَا أَكْثَرَ مِمَّا يَكْفِيهِ أَخَذَ حَتْفَهُ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ» رواه البزار، وقال : لا يروى عن النبى صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه.

১৬৫৭। হযরত আনাস (রা) বলেন ঃ একজন ঘোষক প্রতিনিয়ত ঘোষণা করে থাকে ঃ দুনিয়াকে দুনিয়াদারদের জন্য রেখে দাও, দুনিয়াকে দুনিয়াদারদের জন্য রেখে দাও, দুনিয়াকে দুনিয়াদারদের জন্য রেখে দাও। দুনিয়ার সম্পদ যতটুকু লাভ করা কোন মানুষের জন্য অত্যাবশ্যক (খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসা, শিক্ষা ও বাসস্থান এই পাঁচটা মৌলিক প্রয়োজন পুরণের জন্য যথেষ্ঠ) তার চেয়ে বেশী যে ব্যক্তি অর্জন করে, সে নিজের অজান্তে নিজের মৃত্যুই (অর্থাৎ নিজের অপুরনীয় নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ক্ষতি) অর্জন করে। (বাযযার)

١٦٥٨- وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِيْ وَقَّاصٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : « خَيْرُ الذِّكْرِ الْخَفِيُّ، وَخَيْرُ الرِّزْقِ - أَوِ الْعَيْشِ - مَا يَكْفِيْ» الشك من ابن وهب، رواه أبو عوانة، وابن حبان فى صحيحيهما، والبيهقى.

১৬৫৮। হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ সর্বোত্তম যিকির হচ্ছে গোপন (অর্থাৎ অনুচ্চ স্বরে অথবা মনে মনে উচ্চারিত) যিকির। আর সর্বোত্তম জীবিকা হলো, যা (মৌলিক প্রয়োজন পূরণে) যথেষ্ট। (ইবনে হাব্বান ও বায়হাকী)

١٦٥٩- وَعَنْ عُمَرَةِ بِنْتِ الْحَارِثِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (اَلدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ، فَمَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا بَارَكَ اللّٰهُ لَهُ فِيْهَا، وَرُبَّ مُتَخَوِّضٍ فِيْ مَالِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ لَهُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» رواه الطبرانى بإسنا حسن.

১৬৫৯। হযরত উমার বিনতে হারেছ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ দুনিয়া বড়ই মজাদার ও চিত্তাকর্ষক। যে ব্যক্তি ন্যায়সংগতভাবে দুনিয়াকে (অর্থাৎ তার

সম্পদকে) আহরণ করবে, আল্লাহ তাকে তাতে কল্যাণ ও সমৃদ্ধি দেবেন। আর যারা আল্লাহ ও তার রাসূলের সম্পত্তির প্রতি অত্যাধিক উচ্চাভিলাষী হবে, তাদের অনেকেই কিয়ামতের দিন দোযখবাসী হবে। (তাবরানী) অর্থাৎ মাত্রাতিরিক্ত লোভ ও উচ্চাভিলাষের কারণে হালাল-হারাম বাযবিচার করতে না পেরে দোযখে যাবে। অনুবাদক

١٥٦٠- وَعَنْ الْبَرَاءَ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَضَى نَهْمَتَهُ فِى الدُّنْيَا حِيْلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ شَهْوَتِهِ فِى الْآخِرَةِ، وَمَنْ مَدَّ عَيْنَيْهِ إِلَى زِيْنَةِ الْمُتْرَفِيْنَ كَانَ مَهِيْنًا فِىْ مَلَكُوْتِ السَّمٰوَاتِ، وَمَنْ صَبَرَ عَلَى الْقُوْتِ الشَّدِيْدِ صَبْرًا جَمِيْلًا أَسْكَنَهُ اللّٰهُ مِنَ الْفِرْدَوْسِ حَيْثُ شَاءَ» رواه الطبرانى فى الأوسط والصغير، من رواية إسماعيل بن عمر والبجلى، وبقية رواته رواة الصحيح.

১৬৬০। হযরত বারা ইবনে আযেব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি তার দুনিয়ার লোভ-লালসা পূর্ণ করবে, আখিরাতে তার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে না। যে ব্যক্তি ভোগবিলাসে মত্ত লোকদের মত জাকজমক ও আড়ম্বরে আগ্রহী হবে, সে আল্লাহর সাম্রাজ্যে সকলের কাছে ধিকৃত ও অপমাণিত হবে। আর যে ব্যক্তি কষ্টকর (ন্যূনতম) জীবিকা লাভ করে ধৈর্যধারণ করবে, আল্লাহ তাকে ফিরদাউসে (সর্বশ্রেষ্ঠ বেহেশতে) যেখানেই সে বাস করতে চাইবে, বাস করাবেন। (তাবরানী)

١٦٦١- وَرُوِىَ عَنْ ثَوْبَانَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ: يَارَسُوْلَ اللّٰهِ، مَا يَكْفِيْنِىْ مِنَ الدُّنْيَا؟ قَالَ: «مَاسَدَّ جَوْعَتَكَ، وَوَارَى عَوْرَتَكَ، وَإِنْ كَانَ لَكَ بَيْتٌ يُظِلُّكَ فَذَاكَ، وَإِنْ كَانَتْ لَكَ دَابَّةٌ فَبَخٍ» رواه الطبرانى فى الأوسط.

১৬৬১। হযরত ছাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূল (সা)কে

জিজ্ঞেস করলাম ঃ হে রাসূল, কতটুকু দুনিয়াবী সম্পদ আমার জন্য যথেষ্ঠ? তিনি বললেন ঃ যতটুকু খাদ্য তোমার ক্ষুধা নিবারণ করে এবং যে পোশাক তোমার দেহের গোপনীয় অংশ আবৃত করে। এরপর যদি তোমার একটা ঘর থাকে যা তোমাকে ছায়া দেয়। তাহলে বেশ। আর যদি একটা পশু থাকে (পরিবহন অথবা দুধ ও গোশতের প্রয়োজন মেটানোর যোগ্য) তাহলে তো চমৎকার। (তাবরানী)

١٦٦٢- وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «لَيْسَ لِابْنِ آدمَ حَقٌّ فِيْ سِوَى هٰذِهِ الْخِصَالِ : بَيْتٌ يُكِنُّهُ، وَثَوْبٌ يُوَارِيْ عَوْرَتَهُ، وَجِلْفُ الْخُبْزِ وَالْمَاءِ» رواه الترمذي، والحاكم، وصححاه، والبيهقي.

১৬৬২। হযরত উসমান ইবনে আফ্ফান (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ আদম সন্তানের জন্য এই ক'টা জিনিসের অতিরিক্ত কোন সম্পদ প্রাপ্য নেই ঃ একটা ঘর যা তাকে আশ্রয় দেবে, কিছু কাপড় যা তার ছতর ঢেকে দেবে এবং সাধারণ মানের খাদ্য ও পানি। (তিরমিযী হাকেম ও বায়হাকী)

١٦٦٣- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «إِنْ أَرَدْتِ اللُّحُوْقَ بِيْ فَلْيَكْفِكِ مِنَ الدُّنْيَا كَزَادِ الرَّاكِبِ، وَإِيَّاكِ وَمُجَالَسَةَ الْأَغْنِيَاءِ، وَلَا تَسْتَخْلِقِيْ ثَوْبًا حَتّٰى تُرَقِّعِيْهِ» رواه الترمذي، والحاكم، والبيهقي.

১৬৬৩। হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূল (সা) আমাকে বলেছেন ঃ তুমি যদি আমার সাথে মিলিত হতে চাও (অর্থাৎ বেহেশতে) তাহলে পথিকের সম্বল পরিমাণ সম্পদকে তোমার যথেষ্ট মনে করতে হবে, ধনিকদের সাথে ওঠাবসা ও মেলামেশা ত্যাগ করতে হবে এবং কোন পোশাকে তালি না লাগানো পর্যন্ত তাকে পুরানো মনে করে ত্যাগ করা চলবে না। (তিরমিযী, হাকেম ও বায়হকী)

দ্রষ্টব্য ঃ এখানে যে ধনিকদের সাথে ওঠাবসা ও মেলামেশা বর্জন করতে বলা হয়েছে, এ দ্বারা সেই সব ধনিকরেদকে বুঝানো হয়েছে যারা সম্পদ উপার্জনে ও ব্যয়ে

শরীয়তের বিধানের অনুসারী নয়, নিজেদের ধনাঢ্যতার জন্য দম্ভ করে ও কেবল দরিদ্র হওয়ার কারণে দরিদ্রদেরকে যথোপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করে না। কেননা রাসূল (সা) নিজের জীবদ্দশায় যে ইসলামী সমাজ গড়ে তুলেছিলেন, সেখানে ধনী ও দরিদ্র উভয় শ্রেণীর মুমিনগণ একত্রে মিলে মিশে বসবাস করতেন, দরিদ্ররা ও ধনীরা কেউ কাউকে এড়িয়ে চলতেন না। বস্তুত একমাত্র ইসলামই ধনী ও দরিদ্রদের শান্তিপূর্ণ ও হৃদ্রতাপূর্ণ সহাবস্থানের পরিবেশ সৃষ্টি করে যা সমাজতন্ত্র ধর্মনিরপেক্ষতা, পুঁজিবাদ বা অন্য কোন অনৈসলামিক মতবাদের পক্ষে কখনো সম্ভব নয়। তবে এ কথা সত্য যে, প্রকৃত ইসলামী চরিত্র গড়ে না ওঠার কারণে আজকাল কোথাও কোথাও মুসলমানদের ধনী ও দরিদ্র শ্রেণীর মধ্যে ব্যবধান ও তিক্ততার সৃষ্টি হতে দেখা যাচ্ছে। মুসলমানদের দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জগতের বৃহত্তর কল্যাণের স্বার্থে, পৃথিবীতে মুসলিম জাতিকে শ্রেষ্ঠ জাতিরূপে প্রতিষ্ঠিত করার মহত্তর লক্ষ্যে এবং সর্বোপরি বাতিলের ওপর সত্যের বিজয় সূচিত করার অনিবার্য প্রয়োজনে এই অবাঞ্ছিত ব্যবধান ঘুচানো অবশ্য কর্তব্য। অনুবাদক

١٦٦٤- وَعَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :«يَتْبَعُ الْمَيِّتَ ثَلَاثٌ : أَهْلُه، وَمَالُهُ، وَعَمَلُه، فَيَرْجِعُ اثْنَانِ وَيَبْقَى وَاحِدٌ، يَرْجِعُ أَهْلُه وَمَالُه، وَيَبْقَى عَمَلُهُ» رواه البخارى، ومسلم.

১৬৬৪। হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ মৃত ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজন, ধন-সম্পদ ও কৃতকর্ম তার সাথে সাথে কবর পর্যন্ত যায়। তারপর তার ধন-সম্পদ ও আত্মীয়-স্বজন ফিরে আসে। কেবল তার কৃতকর্ম তার সাথে যায়। (বুখারী ও মুসলিম)

١٦٦٥- وَعَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : مَرَّ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عليه وَسَلَّمَ بِدِمْنَةِ قَوْمٍ فِيْهَا سَخْلَةٌ مَيِّتَةٌ، فَقَالَ : «مَا لِأَهْلِهَا فِيْهَا حَاجَةٌ؟» قَالُوْا : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ لَوْ كَانَ لِأَهْلِهَا فِيْهَا حَاجَةٌ مَا نَبَذُوْهَا، فَقَالَ : «وَاللّٰهِ لَلدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللّٰهِ مِنْ هٰذِهِ السَّخْلَةِ عَلَى أَهْلِهَا؛ فَلَا أُلْفِيَنَّهَا أَهْلَكَتْ أَحَدًا مِنْكُمْ».

رواه البزار، والطبراني في الكبير، من حديث ابن عمر بنحوه، ورواتهما ثقات.

১৬৬৫। হযরত আবুদ দারদা (রা) বর্ণনা করেন ঃ একবার রাসূলুল্লাহ (সা) এক গোত্রের আস্তাকুড়ের কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় সেখানে একটা মৃত মেষ শাবক পড়ে থাকতে দেখলেন। তিনি উপস্থিত সাহাবীদেরকে জিজ্ঞেস করলেন। এই মেষ শাবকটির মালিকের কি এ শাবকের আর কোন প্রয়োজন আছে? তারা বললেন ঃ হে রাসূলুল্লাহ মালিকের যদি এর প্রয়োজন থাকতো, তাহলে সে এটাকে আস্তাকূড়ে ফেলে দিত না। রাসূল (সা) বললেন ঃ আল্লাহর কসম, এই মৃত মেষ শাবকটি এর মালিকের কাছে যতটা মূল্যহীন, দুনিয়াটা আল্লাহর কাছে তার চেয়ে ও বেশী মূল্যহীন। তারপর আমি যেন দেখি না, এই দুনিয়া তোমাদের কাউকে ধ্বংস করে দিয়েছে। (অর্থাৎ দুনিয়ার লোভে পড়ে তোমরা যেন নিজেদেরকে ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ না কর। (বাযযার, তাবরানী)

١٦٦٦- وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللّٰهِ جَنَاحَ بَعُوْضَةٍ مَا سَقَى كَافِرًا مِنْهَا شَرْبَةَ مَاءٍ». رواه ابن ماجه، والترمذي، وقال : حديث حسن صحيح.

১৬৬৬। হযরত সাহল বিন সা'দ (রা) বলেন ঃ রাসূল (সা) বলেছেন ঃ দুনিয়া যদি আল্লাহর দৃষ্টিতে একটা মশার ডানার সমানও হতো, তবে এর একঢোক পানিও তিনি কোন কাফিরকে খাওয়াতেন না। (ইবনে মাজা ও তিরমিযী)

١٦٦٧- وَعَنِ الضَّحَاكَ بْنِ سُفِيَانٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ : «يَاضَحَّاكُ، مَا طَعَامُكَ؟ قَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اللَّحْمُ وَاللَّبَنُ، قَالَ : «ثُمَّ يَصِيْرُ إِلٰى مَاذَا؟» قَالَ : إِلٰى مَاقَدْعَلِمْتَ، قَالَ : «فَإِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى ضَرَبَ مَا يَخْرُجُ مِنْ ابْنِ آدَمَ مَثَلاً لِلدُّنْيَا». رواه أحمد.

১৬৬৭। হযরত যাহহাক বিন সুফিয়ান (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) তাকে বললেন ঃ ওহে যাহহাক, তুমি সাধারণত কী কী খাবার খেয়ে থাক? যাহহাক বললেন ঃ হে রাসূলুল্লাহ, দুধ ও গোশত। রাসূল (সা) বললেন ঃ খাওয়ার পর ওগুলো কিসে পরিণত হয়? যাহহাক বললেন ঃ সেটা আপনি ভালো করেই জানেন। রাসূল (সা) বললেন ঃ আল্লাহর দৃষ্টিতে দুনিয়াটা আদম সন্তানের পেট থেকে যা বের হয় (অর্থাৎ মলমূত্র) তার মতই। (আহমাদ)

١٦٦٨- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : «إِنَّ الدُّنْيَا مَلْعُونَةٌ، مَلْعُوْنٌ مَا فِيْهَا، إِلَّا ذِكْرَ اللّٰهِ، وَمَا وَالَاهُ، وَعَالِمٌ أَوْ مُتَعَلِّمٌ». رواه ابن ماجه، والبيهقي، والترمذي.

১৬৬৮। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন দুনিয়া অভিশপ্ত। দুনিয়ায় যা কিছু আছে তাও অভিশপ্ত। কেবল আল্লাহর স্মরণ, আল্লাহর স্মরণের সাথে সংশ্লিষ্ট জিনিসগুলো, যে ব্যক্তি আল্লাহর বিধান জানে এবং যে ব্যক্তি আল্লাহর বিধান শিখে এরা অভিশপ্ত নয়। (ইবনে মাজা, বায়হাকী ও তিরমিযী)

١٦٦٩- وعن المستورد أخي بني فهر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «مَا الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا كَمَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ أُصْبُعَهُ هٰذه في الْيَمِّ»، وأشار يحيى بْنُ يحيى بالسبابه، «فَلْيَنْظُرْ بِمَ يَرْجِعُ؟». رواه مسلم.

১৬৬৯। বনু ফেহের গোত্রোদ্ভূত মুসতাওবিদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ তোমাদের কোন ব্যক্তি সমুদ্রে আংগুল ডুবিয়ে তুলে আনার পর আংগুলের সাথে যতটুকু পানি লেগে আসে, সমুদ্রের তুলনায় সেই পানি যতটুকু, আখিরাতের তুলনায় দুনিয়াও ততটুকু। (মুসলিম)

١٦٧٠- وَعَنْ أَبِيْ مُوْسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «مَنْ أَحَبَّ دُنْيَاهُ أَضَرَّ

بِآخِرَتِهِ، وَمَنْ أَحَبَّ آخِرَتَهُ أَضَرَّ بِدُنْيَاهُ فَآثِرُوا مَا يَبْقَى عَلَى مَا يَفْنَى» رواه أحمد، ورواته ثقات، والبزار، وابن حبان في صحيحه، والحاكم، والبيهقي.

১৬৭০। হযরত আবু মূসা আল-আশয়ারী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি তার দুনিয়াকে ভালোবাসে, সে তার আখিরাতকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। আর যে ব্যক্তি তার আখিরাতকে ভালোবাসে, সে তার দুনিয়ার ক্ষতি সাধান করে। অতএব, যা চিরস্থায়ী, তাকে ক্ষণস্থায়ীর ওপর অগ্রাধিকার দাও। (আহমাদ, বায়যার, ইবনে হাব্বান, হাকেম ও বায়হাকী)

١٦٧١- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أُشْرِبَ حُبَّ الدُّنْيَا الْتَاطَ مِنْهَا بِثَلَاثٍ: شَقَاءٍ لَا يَنْفَدُ عَنَاهُ، وَحِرْصٍ لَا يَبْلُغُ غِنَاهُ، وَأَمَلٍ لَا يَبْلُغُ مُنْتَهَاهُ، فَالدُّنْيَا طَالِبَةٌ وَمَطْلُوْبَةٌ، فَمَنْ طَلَبَ الدُّنْيَا طَلَبَتْهُ الْآخِرَةُ حَتَّى يُدْرِكَهُ الْمَوْتُ فَيَأْخُذَهُ، وَمَنْ طَلَبَ الْآخِرَةَ طَلَبَتْهُ الدُّنْيَا حَتَّى يَسْتَوْفِيَ مِنْهَا رِزْقَهُ» رواه الطبراني بإسناد حسن.

১৬৭১। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ যার অন্তরে দুনিয়ার ভালোবাসা ঢুকে যাবে, সে তা থেকে তিনটে কুফল ভোগ করবে ১) ক্রমাগত দুর্দশায় জর্জরিত হতে থাকবে কিন্তু তার ক্লান্তির কখনো অবসান হবে না। ২) তার লোভ-লালসা অব্যাহত থাকবে। অথচ তার অভাব কখনো দূর হবে না। ৩) তার আশা-আকাঙ্ক্ষা ও উচ্চাভিলাষের কোন সীমা পরিসীমা থাকবে না। মানুষ যেমন দুনিয়াকে চায়, দুনিয়াও তেমনি মানুষকে চায়। যে ব্যক্তি দুনিয়াকে চায়, আখিরাত তাকে চায়। শেষ পর্যন্ত সে মৃত্যুমুখে পতিত হয় ও মৃত্যু তাকে পাকড়াও করে। আর যে ব্যক্তি আখিরাতকে চায়, দুনিয়া তাকে চায় এবং সে দুনিয়া থেকে তার জীবিকা আদায় করে নেয়। (তাবরানী)

١٦٧٢- وروى عن أنس يرفعه قال : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «هَلْ مِنْ أَحَدٍ يَمْشِيْ عَلَى الْمَاءِ إِلَّا ابْتَلَّتْ قَدَمَاهُ؟» قَالُوْا : لَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، قَالَ : «كَذٰلِكَ صَاحِبُ الدُّنْيَا لَا يَسْلَمُ مِنَ الذُّنُوْبِ». رواه البيهقى فى كتاب الزهد.

১৬৭২। হযরত আনাস বর্ণনা করেন। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ পানির ভেতর দিয়ে হেঁটে চললে তার পা কি না ভিজে পারে? উপস্থিত লোকেরা বললো ঃ হে রাসূল, না। তিনি বললেন ঃ তদ্রূপ কোন দুনিয়াবাসী গুনাহ থেকে মুক্ত থাকতে পারে না। (বায়হাকী)

١٦٧٣- وَعَنْ كَعْبِ بْنِ عِيَاضٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : «إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةً، وَفِتْنَةُ أُمَّتِى الْمَالُ» رواه الترمذى، وقال : حديث حسن صحيح، وابن حبان فى صحيحه، والحاكم، وقال صحيح الإسناد.

১৬৭৩। হযরত কা'ব বিন ইয়ায (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ প্রত্যেক উম্মাতের একটা না একটা পরীক্ষা থাকে। আমার উম্মাতের পরীক্ষা হলো ধন-সম্পদ। (তিরমিযী, ইবনে হাব্বান ও হাকেম)

١٦٧٤- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اَلدُّنْيَا دَارُ مَنْ لَا دَارَ لَهُ، وَلَهَا يَجْمَعُ مَنْ لَا عَقْلَ لَهُ» رواه أحمد، والبيهقى، وزاد : «ومال من لا مال له» وإسنادهما جيد.

১৬৭৪। হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ যার কোন বাড়ী-ঘর নেই, (অর্থাৎ যার আরামদায়ক বাড়ী-ঘর নেই) দুনিয়া তার বাড়ী-ঘর, আর যার বুদ্ধি নেই, সে দুনিয়ার জন্য সম্পদ সঞ্চয় করে। (অর্থাৎ দুনিয়া কারো স্থায়ী আবাস নয় জেনেও তার জন্য সঞ্চয় করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়।) (আহমাদ, বায়হাকী)

١٦٧٥- وَرُوِىَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «مَنْ أَصْبَحَ حَزِيْنًا عَلَى الدُّنْيَا أَصْبَحَ سَاخِطًا عَلَى رَبِّهِ تَعَالَى، وَمَنْ أَصْبَحَ يَشْكُوْ مُصِيْبَةً نَزَلَتْ بِهِ فَإِنَّمَا يَشْكُو اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ، وَمَنْ تَضَعْضَعَ لِغَنِيٍّ لِيَنَالَ مِمَّا فِىْ يَدَيْهِ أَسْخَطَ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ، وَمَنْ أُعْطِىَ الْقُرْآنَ فَدَخَلَ النَّارَ فَأَبْعَدَهُ اللّٰهُ» رواه الطبرانى فى الصغير.

১৬৭৫। হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি দুনিয়ার চিন্তায় মত্ত থাকে, সে আল্লাহর ওপর অসন্তুষ্ট হয়। (কেননা আল্লাহ কারো ইচ্ছা মোতাবেক সুখ-শান্তি দেন না।) আর যে ব্যক্তি তার ওপর আপতিত বিপদ-মুসিবতে মনোক্ষুণ্ন হয়, সে স্বয়ং আল্লাহর ওপরই মনোক্ষুণ্ন হয়। আর যে ব্যক্তি কোন ধনী ব্যক্তির যে ধন-সম্পদ রযেছে, তার কিছু ছিটেফোটা পাওয়ার লোভে তার সামনে নতি স্বীকার করে, সে আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে। (অর্থাৎ ধনীর অন্যায় আচরণের প্রতিবাদ করে না) আর যে ব্যক্তিকে কুরআন দেয়া হয়েছে, অথচ তারপরও সে দোযখে প্রবেশ করেছে, তার ওপর আল্লাহ অভিশম্পাত করেছেন। (তাবরানী)

ব্যাখ্যা ঃ অর্থাৎ যে ব্যক্তি কুরআনের জ্ঞান লাভ করার পরও দোযখে প্রবেশ করে, সে আল্লাহ কর্তৃক অভিশপ্ত। কুরআনের জ্ঞান অনুসারে কাজ না করার কারণে সে অভিশপ্ত হয়ে দোযখবাসী হয়েছে। অনুবাদক

١٦٧٦- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الأَنْصَارِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ إِلَى الْبَحْرَيْنِ يَأْتِىْ بِجِزْيَتِهَا، فَقَدِمَ بِمَالٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ، فَسَمِعَتِ الأَنْصَارُ بِقُدُوْمِ أَبِىْ عُبَيْدَةَ، فَوَافَوْا صَلَاةَ الْفَجْرِ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْصَرَفَ، فَتَعَرَّضُوْا لَهُ، فَتَبَسَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ رَآهُمْ، ثُمَّ قَالَ:

«أَظُنُّكُمْ سَمِعْتُمْ أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ قَدِمَ بِشَيْءٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ؟» قَالُوْا : أَجَلْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، قَالَ : «أَبْشِرُوْا وَأَمِّلُوْا مَا يَسُرُّكُمْ، فَوَاللّٰهِ مَا الْفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ، وَلٰكِنْ أَخْشَى أَنْ تُبْسَطَ الدُّنْيَا عَلَيْكُمْ كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَتَنَافَسُوْهَا كَمَا تَنَافَسُوْهَا فَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ» رواه البخاري، مسلم.

১৬৭৬। হযরত আমর ইবনে আওফ আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) আবু উবায়দা ইবনুল জাবরাহ (রা) কে জিযিয়া আনতে বাহরাইন পাঠালেন। তিনি সেখান থেকে বেশ কিছু দ্রব্য সামগ্রী নিয়ে এলেন। আনসারগণ আবু উবায়দার আগমন সম্পর্কে জানতে পারলেন। তাঁরা রাসূল (সা)-এর সাথে ফজরের নামায পড়ার পর তাঁর সামনে হাজির হলেন। তাদেরকে দেখে রাসূল (সা) মুচকি হাসলেন। তারপর বললেন ঃ মনে হয়, তোমরা শুনেছ যে, আবু উবায়দা বাহরাইন থেকে কিছু নিয়ে এসেছে। সবাই বললো ঃ জ্বী, হে রাসূলুল্লাহ। রাসূল (সা) বললেন ঃ তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর এবং আশ্বস্ত হও। তবে আল্লাহর কসম, আমি তোমাদের ওপর দারিদ্রের আশংকা করি না। আমি আশংকা করি, দুনিয়ার যাবতীয় সম্পদ তোমাদের সামনে উদঘাটিত করা হবে, যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীদের সামনে করা হয়েছিল। আর তাদের মত তোমরাও এই সম্পদ অর্জনের প্রতিযোগিতা করতে গিয়ে ধ্বংস হবে। (বুখারী ও মুসলিম)

١٦٧٧- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «مَا أَخْشَى عَلَيْكُمُ الْفَقْرَ، وَلٰكِنْ أَخْشَى عَلَيْكُمُ التَّكَاثُرَ، وَمَا أَخْشَى عَلَيْكُمُ الْخَطَأَ، وَلٰكِنْ أَخْشَى عَلَيْكُمُ التَّعَمُّدَ» رواه أحمد، ورواته محتج بهم في الصحيح، وابن حبان في صحيحه، والحاكم، وقال : صحيح على شرط مسلم.

১৬৭৭। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ আমি তোমাদের দারিদ্রে আক্রান্ত হবার আশংকা করি না। বরঞ্চ তোমরা পরস্পরে বেশী বেশী অর্থোপার্জনের প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হবে বলে আশংকা করি। তোমরা ভুলক্রমে

গুনাহর কাজ করবে এ আশংকা করি না। বরং ইচ্ছাকৃত ভাবে জেনে শুনে পাপ কাজে লিপ্ত হবে বলে আশংকা করি। (আহমাদ, ইবনে হাব্বান, হাকেম)

١٦٧٨- وَرُوِىَ عَنْ أَبِىْ مَالِكٍ الأَشْعَرِىْ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «لَيْسَ عَدُوَّكَ الَّذِىْ إِنْ قَتَلْتَه كَانَ لَكَ نُوْرًا، وَإِنْ قَتَلَكَ دَخَلْتَ الْجَنَّةَ، وَلٰكِنْ أَعْدٰى عَدُوٍّ لَكَ وَلَدُكَ الَّذِىْ خَرَجَ مِنْ صُلْبِكَ، ثُمَّ أَعْدٰى عَدُوٍّ لَكَ مَالُكَ الَّذِىْ مَلَكَتْ يَمِيْنُكَ». رواه الطبرانى.

১৬৭৮। হযরত আবু মালেক আশয়ারী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ সেই ব্যক্তি তোমার শত্রু নয় যাকে হত্যা করলে তা তোমার জন্য জ্যোতিতে পরিণত হবে এবং সে তোমাকে হত্যা করলে তুমি বেহেশতে যাবে। (অর্থাৎ মুসলমানদের ওপর আক্রমণকারী কাফির) বরং তোমার সবচেয়ে মারাত্মক শত্রু হলো তোমার ঔরসজাতি সন্তান (যদি অবাধ্য ও ইসলাম বিরোধী হয়) এবং তোমার ধন-সম্পত্তি। (যা অবৈধভাবে উপার্জিত) (তাবরানী)

١٦٧٩- وَعَنْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :«قَالَ الشَّيْطَانُ لَعَنَهُ اللّٰهُ : لَنْ يَسْلِمَ مِنِّىْ صَاحِبُ الْمَالِ مِنْ إِحْدٰى ثَلاَثٍ أَغْدُوْ عَلَيْهِ بِهِنَّ وَأَرُوْحُ : أَخْذُهُ مِنْ غَيْرِ حِلِّهِ، وَإِنْفَاقُهُ فِىْ غَيْرِ حَقِّهِ، وَأُحَبِّبُهُ إِلَيْهِ، فَيَمْنَعُهُ مِنْ حَقِّهِ» رواه الطبرانى بإسناد حسن.

১৬৭৯। হযরত আব্দুর রহমান বিন আওফ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহর অভিশপ্ত শয়তান বলেছে ঃ প্রত্যেক ধনী ব্যক্তিকে আমি সকাল-বিকাল প্ররোচণা দিতে থাকবো, ফলে সে তিনটে গুনাহের কোন না ঃ কোনটায় লিপ্ত না হয়ে পারেব না অবৈধভাবে সম্পদ উপার্জন করবে, অন্যায় পথে তা ব্যয় করবে, অথবা তার কাছে ধন-সম্পদকে এতটা প্রিয় করে দেবো যে, তা যথাস্থানে ব্যয় করবে না। (তাবরানী)

١٦٨٠- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «اِطَّلَعْتُ فِى الْجَنَّةِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ، وَاطَّلَعْتُ فِى النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْأَغْنِيَاءَ وَالنِّسَاءَ» رواه أحمد بإسناد جيد.

১৬৮০। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ আমি বেহেশতের অভ্যন্তরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছি। দেখেছি, তার অধিকাংশ অধিবাসী দরিদ্র। আর দোযখের অভ্যন্তরে দৃষ্টি দিয়েছি। দেখেছি তার অধিকাংশ অধিবাসী ধনী ও নারী। (আহমাদ)

١٦٨١- وعن أبى سنان الدؤلى أنه دَخَلَ عَلٰى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وعِنْدَهُ نَفَرٌ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ الْأَوَّلِيْنَ. فَأَرْسَلَ عُمَرُ إِلٰى سِفَطٍ أُتِىَ بِهِ مِنْ قَلْعَةِ الْعِرَاقِ، فَكَانَ فِيْهِ خَاتَمٌ، فَأَخَذَهُ بَعْضُ بَنِيْهِ، فَأَدْخَلَهُ فِىْ فِيْهِ، فَانْتَزَعَهُ عُمَرُ مِنْهُ، ثُمَّ بَكٰى عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، فَقَالَ لَهُ مَنْ عِنْدَهُ : لِمَ تَبْكِىْ؛ وَقَدْ فَتَحَ اللّٰه عَلَيْكَ، وَأَظْهَرَكَ عَلٰى عَدُوِّكَ، وَأَقَرَّ عَيْنَكَ؟ فَقَالَ عُمَرُ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : «لاَ تُفْتَحُ الدُّنْيَا عَلٰى أَحَدٍ إِلا أَلْقَى اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَأَنَا أَشْفِقُ مِنْ ذٰلِكَ». رواه أحمد بإسناد حسن، والبزار، وأبو يعلى.

১৬৮১। হযরত আবু সিনান দুয়ালী থেকে বর্ণিত। তিনি একবার হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাবের কাছে গেলেন। তখন তার কাছে প্রথম যুগের কতিপয় মুহাজির ছিলেন। হযরত ওমর ইরাকের দূর্গ থেকে পাওয়া মূল্যবান ধনরত্নের একটা ব্যাগ নিয়ে আসতে লোক পাঠালেন। ঐ ব্যাগে একটা আংটি ছিল। হযরত ওমরের এক ছেলে প্রথমে তা

হাতে নিল এবং পরক্ষণেই তা মুখে ঢুকালো। তিনি তার কাছ থেকে আংটিটা কেড়ে নিলেন। তারপর কাঁদতে লাগলেন। তাঁর সামনে যারা উপস্থিত ছিল, তারা বললো ঃ আপনি কেন কাঁদছেন? আল্লাহ তো আপনাকে প্রচুর দেশ জয়ের তৌফিক দিয়েছেন, আপনার শত্রুদের ওপর আপনাকে বিজয়ী করেছেন এবং আপনার চোখকে শীতল করেছেন। হযরত ওমর (রা) বললেন ঃ আমি রাসূল (সা) কে বলতে শুনেছি ঃ আল্লাহ তায়ালা কোন জাতিকে দুনিয়ার ধন-সম্পদ দান করলে তাদের ভিতরে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করে দেন এবং তা কিয়ামত পর্যন্ত বহাল রাখেন। আমি সেই আশংকাই অনুভব করছি। (আহমাদ)

١٦٨٢- وَعَنْ سَعَدِ بْنِ أَبِيْ وَقَّاصٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «لَأَنَا لِفِتْنَةِ السَّرَّاءِ أَخْوَفُ عَلَيْكُمْ مِنْ فِتْنَةِ الضَّرَّاءِ، إِنَّكُمْ اُبْتُلِيْتُمْ بِفِتْنَةِ الضَّرَّاءِ فَصَبَرْتُمْ، وَإِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ». رواه أبو يعلى والبزار، وفيه راولم يسم، وبقية رواته رواة الصحيح.

১৬৮২। হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ আমি তোমাদের ওপর বিপদ-মুসিবত ও দুঃখ দারিদ্রের পরীক্ষার চেয়ে সুখ ও প্রাচুর্যের পরীক্ষার বেশী আশংকা করি। তোমরা দুঃখ ও দারিদ্রের পরীক্ষায় পতিত হয়েছ ও ধৈর্যধারণ করেছ। কিন্তু দুনিয়া বড়ই মজাদার ও চিত্তকর্ষক। (আবু ইয়ালা ও বাযযার)

ব্যাখ্যা ঃ অর্থাৎ দুঃখ ও দারিদ্রের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর এখন দুনিয়া তোমাদের সামনে নতুন সাজে উপস্থিত হবে। অনেক সুখ ও প্রাচূর্য নিয়ে মজাদার ও চিত্তাকর্ষক রূপ নিয়ে আসবে। সেই পরীক্ষায় তোমরা উত্তীর্ণ হবে কিনা, সে ব্যাপারে আমি শংকিত। অনুবাদ

١٦٨٣- وَعَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «عَرَضَ عَلَيَّ رَبِّيْ لِيَجْعَلَ لِيْ بَطْحَاءَ مَكَّةَ ذَهَبًا، قُلْتُ : لَا يَارَبِّ، وَلٰكِنْ أَشْبَعُ يَوْمًا، وَأَجُوْعُ يَوْمًا أَوْقَالَ ثَلَاثًا، أَوْنَحْوَ هٰذَا. فَإِذَا جُعْتُ تَضَرَّعْتُ إِلَيْكَ وَذَكَرْتُكَ، وَإِذَا

شَبِعْتُ شَكَرْتُكَ وَحَمِدْتُكَ » رواه الترمذى من طريق عبيد الله بن زحر عن على بن يزيد عن القاسم عنه، وقال : حديث حسن.

১৬৮৩। হযরত আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ আমার প্রতিপালক আমার জন্য মক্কার সমগ্র সমভূমিকে স্বর্ণে পরিণত করে দিতে চেয়েছিলেন। আমি বললাম ঃ হে আমার প্রতিপালক, তা করবেন না। আমি একদিন তৃপ্ত হয়ে খাবো, আর একদিন ক্ষুধার্ত থাকবো। যখন ক্ষুধার্ত থাকবো, তখন আপনার সামনে কাকুতিমিনতি করবো ও আপনকে স্মরণ করবো। আর যখন তৃপ্ত হব, তখন আপনার শোকর ও প্রশংসা করবো। (তিরমিযী)

١٦٨٤- وَعَنْ عَمْرٍو بْنِ الْحَارِثِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : « مَاتَرَكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ مَوْتِه دِرْهَمًا، وَلَا دِيْنَارًا، وَلَا عَبْدًا، وَلَا أَمَةً، وَلَا شَيْئًا إِلَّا بَغْلَتَهُ الْبَيْضَاءَ الَّتِىْ كَانَ يَرْكَبُهَا، وَسَلَاحَهُ، وَأَرْضًا جَعَلَهَا لِابْنِ السَّبِيْلِ صَدَقَةً » رواه البخارى.

১৬৮৪। হযরত আমর ইবনুল হারেস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) যখন ইন্তিকাল করেন, তখন তিনি একটিও দিরহাম দিনার দাসদাসী বা অন্য কোন জিনিস রেখে যাননি। রেখে গেছেন কেবল তার সাদা খচ্চরটি, যাতে তিন আরোহণ করতেন, তাঁর অস্ত্র, এবং তার এক খন্ড যমী, যা তিনি পথিকের জন্য সদকা করে গেছেন। (বুখারী)

١٦٨٥- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : « تُوُفِّىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدِرْعُهُ مَرْهُوْنَةٌ عِنْدَ يَهُوْدِىٍّ فِىْ ثَلَاثِيْنَ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ » رواه البخارى، ومسلم، والترمذى.

১৬৮৫। হরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূল (সা) যখন মারা যান, তখন তাঁর বর্মটি জনৈক ইহুদীর নিকট ত্রিশ সা' যবের বিনিময়ে বন্ধক ছিল। (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী)

١٦٨٦- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ أَوْلَيْلَةٍ، فَإِذَا هُوَ بِأَبِيْ بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا، فَقَالَ «مَا أَخْرَجَكُمَا مِنْ بُيُوْتِكُمَا هٰذِهِ السَّاعَةَ؟» قَالَا : اَلْجُوْعُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، قَالَ : «وَأَنَا وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ أَخْرَجَنِيْ الَّذِيْ أَخْرَجَكُمَا، قُوْمُوْا» فَقَامُوْا مَعَهُ، فَأَتَوْا رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ فَإِذَا هُوَ لَيْسَ فِيْ بَيْتِهِ، فَلَمَّا رَأَتْهُ الْمَرْأَةُ قَالَتْ : مَرْحَبًا وَأَهْلًا، فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم : «أَيْنَ فَلَانٌ؟» قَالَتْ : ذَهَبَ يَسْتَعْذِبُ لَنَا الْمَاءَ، إِذْا جَاءَ الْأَنْصَارِيُّ فَنَظَرَ إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَاحِبَيْهِ، ثُمَّ قَالَ : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ مَا أَحَدٌ اَلْيَوْمَ أَكْرَمُ أَضْيَافًا مِنِّيْ، فَانْطَلَقَ فَجَاءَهُمْ بِعِذْقٍ فِيْهِ بُسْرٌ وَتَمْرٌ وَرُطَبٌ، وَقَالَ : كُلُوْا، وَأَخَذَ الْمُدْيَةَ، فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «إِيَّاكَ وَالْحَلُوْبَ» فَذَبَحَ لَهُمْ فَأَكَلُوْا مِنَ الشَّاةِ وَمِنْ ذٰلِكَ الْعِذْقِ وَشَرِبُوْا، فَلَمَّا أَنْ شَبِعُوْا وَرَوُّوْا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِيْ بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا : «وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَتُسْئَلُنَّ عَنْ هٰذَا النَّعِيْمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

ورواه مالك بلاغا باختصار، ومسلم، واللفظ له، والترمذى بزيادة، والأنصارى المبهم : هو أبو الهيثم بن التيهان ـ بفتح المثناة فوق وكسر المثناة تحت وتشديدها ـ كذا جاء مصرحا به فى الموطأ، والترمذى، وفى مسند أبى يعلى

ومعجم الطبرانى من حديث ابن عباس أنه أبو الهيثم، وكذا فى المعجم أيضا من حديث ابن عمر؛ وقد رويت هذه القصة من حديث جماعة من الصحابة مصرح فى أكثرها بأنه أبو الهيثم، وجاء فى معجم الطبرانى الصغير والاأوسط وصحيح ابن حبان من حديث ابن عباس وغيره أنه أبو أيوب الأنصارى، والظاهر أن هذه القصة اتفقت مرة مع أبى الهيثم، ومرة مع أبى أيوب، والله أعلم.

১৬৮৬। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। একদিন রাতে কিংবা দিনে রাসূল (সা) বাইরে গেলেন। কিছুক্ষণ পরেই হযরত আবু বকর ও ওমরের সাথে তার সাক্ষাৎ হলো। রাসূল (সা) জিজ্ঞেস করলেন ঃ এ সময়ে তোমরা কোন কারণে বাইরে এসেছ? তারা বললেন ঃ হে রাসূল, ক্ষুধার কারণে। রাসূল (সা) বললেন ঃ আল্লাহর কসম তোমরা যে কারণে বাইরে এসেছ আমিও সেই একই করণে বাইরে এসেছি চল। তিনজনে চলতে লাগলেন, চলতে চলতে তারা জনৈক আনসারীর বাড়ীতে এলেন। ঐ আনসারী তখন বাড়ীতে ছিলেন না। তার স্ত্রী যখন রাসূল (সা) কে দেখলো, তখন সে বললো ঃ মারহাবা আহলান! (স্বাগতম) রাসূল (সা) জিজ্ঞেস করলেন অমুক (তোমার স্বামী) কোথায়? সে বললো ঃ আমাদের জন্য পানি আনতে গেছে। সহসা আনসারী উপস্থিত হলেন এবং রাসূল (সা) ও তার সাথীদ্বয়ের দিকে তাকিয়েই বললেন ঃ আলহামদুলিল্লাহ, আমি আজ এমন মর্যাদাবান মেহমান পেয়েছি, যা আর কেউ পায়নি। তারপর তিনি এক কাঁদি খেজুর নিয়ে এলেন। সেই কাঁদিতে পাকা খেজুর কাচা খেজুর ও খোরমা (শুকানো খেজুর) সবই ছিল। আনসারী বললেন ঃ আপনারা খেতে থাকুন। তারপর তিনি ছুরি হাতে নিলেন (ছাগল বা ভেড়া জবাই করার জন্য) রাসূল (সা) তাঁকে বললেন ঃ সাবধান, দুধেল জন্তু জবাই করো না। তারপর তিনি একটা ছাগল জবাই করলেন। সবাই তার গোশত ও খেজুর খেলেন এবং পান করলেন। সবাই যখন তৃপ্তি সহকারে খাওয়া-দাওয়া সম্পন্ন করলেন, তখন রাসূল (সা) হযরত আবু বকর (রা) ও ওমর (রা) কে বললেন ঃ যে আল্লাহর হাতে আমার প্রাণ তার কসম, কিয়ামাতের দিন তোমরা এই নিয়ামত সম্পর্কেও জিজ্ঞাসিত হবে। (মালেক, মুসলিম, তিরমিযী) মুয়াত্তা, তিরমিয়ী ও মুসনাদে আবু ইয়ালা ও

মুজামেতাবরানীতে এই আনসারী সাহাবীর নাম আবুল হাইছাম বিন আত–তুবহান এবং সহীহে ইবনে হাব্বানে আবু আইয়ূব আনসারী উল্লেখ করা হয়েছে। সম্ভবত এ ধরণের ঘটনা একাবার আবুল হাইচামের সাথে এবং আর একবার আবু আইয়ূব আনসারীর সাথে সংঘটিত হয়েছে। তবে প্রকৃত ব্যাপার আল্লাহই ভালো জানেন। গ্রন্থকার

١٦٨٧- وعن محمد بن سيرين قال : قَالَ كُنَّا عِنْدَ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضى الله عنه، وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ مُمَشَّقَانِ مِنْ كَتَانٍ، فَمَخَطَ فِيْ أَحَدِهِمَا، ثُمَّ قَالَ : بَخٍ بَخٍ، يَمْتَخِطُ أَبُوْ هُرَيْرَةَ فِيْ الْكَتَانِ، لَقَدْ رَأَيْتَنِيْ وَإِنِّيْ لَأَخِرُّ فِيْمَا بَيْنَ مِنْبَرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحُجْرَةِ عَائِشَةَ مِنَ الْجُوْعِ مَغْشِيًّا عَلَيَّ، فَيَجِيْئُ الْجَائِيْ فَيَضَعُ رِجْلَهُ عَلٰى عُنُقِيْ يَرٰى أَنَّ بِيَ الْجُنُوْنَ، وَمَا هُوَ إِلَّا الْجُوْعِ. رواه البخارى، والترمذى وصححه.

১৬৮৭। হযরত মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন (রা) বলেন ঃ আমরা হযরত আবু হুরায়রার (রা) কাছে বসেছিলাম। তখন তার গায়ে দুটো কাতানের রংগীন পোশাক (তৎকালীন মূল্যবান পোশাক) ছিল। তার একটাতে তিনি নাক মুছলেন। তারপর বললেন ঃ আশ্চার্য, আজ আবু হুরায়রা কাতানের পোশাকে নাক মুছলো। অথচ এক সময় আমরা এমন অবস্থাও দেখেছি যে, রাসূল (সা)-এর মিম্বর ও হযরত আয়েশার গৃহের মাঝখানে ক্ষুধার জ্বালায় বেহুঁশ হয়ে পড়ে গিয়েছি। এ সময় কেউ কেউ এসে আমার ঘাড়ের ওপর পা রাখতো এবং মনে করতো, আমি পাগল হয়ে গিয়েছি। অথচ আমি পাগল ছিলাম না ক্ষুধার চোটে আমার অমন দশা হয়েছিল। (বুখারী, তিরমিযী)

١٦٨٨- وَعَنْ فُضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا صَلَّى بِالنَّاسِ يَخِرُّ رِجَالٌ مِنْ قَامَتِهِمْ فِي الصَّلَاةِ مِنَ الْخَصَاصَةِ، وَهُمْ أَصْحَابُ الصُّفَّةِ، حَتّٰى يَقُوْلَ الْأَعْرَابُ : هٰؤُلَاءِ مَجَانِيْنُ- أو مجانون- فَإِذَا صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْصَرَفَ إِلَيْهِمْ، فَقَالَ : «لَوْ

تَعْلَمُوْنَ مَالَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ لَأَحْبَبْتُمْ أَنْ تَزْدَادُوْا فَاقَةً وَحَاجَةً»

رواه الترمذي، وقال : حديث صحيح، وابن حبان في صحيحه.

১৬৮৮। হযরত ফুযালা বিন উবাইদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ যখন রাসূল (সা) নামাযের জামায়াতের ইমামতি করতেন। তখন অনেকেই নামাযের ভেতর ক্ষুধার জ্বালায় বেহুশ হয়ে পড়ে যেত। এরা ছিল আসহাবে সুফ্‌ফা। (সাহাবীদের মধ্যে যারা সবচেয়ে দরিদ্র ছিলেন এবং সর্বক্ষণ মসজিদে নববীর পাশে পড়ে থাকতেন। মুসলমানদের দান সদকার ওপর তারা নির্ভরশীল ছিলেন। (অনুবাদক) বেদুঈনরা তাদেরকে পাগল বলতো। নামায শেষে রাসূল (সা) তাদের দিকে মুখ করে বসতেন এবং বলতেন ঃ আল্লাহর কাছে তোমাদের জন্য কী আছে তা যদি তোমরা জানতে, তাহলে তোমরা আরো বেশী দারিদ্র ও ক্ষুধা কামনা করতে। (তিরমিযী ও ইবনে হাব্বান)

١٦٨٩- وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : «إِنْ كَانَ الرَّجُلُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِيْ عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ لَا يَجِدُ شَيْئًا يَأْكُلُهُ، فَيَأْخُذُ الْجِلْدَةَ فَيَشْوِيْهَا فَيَأْكُلُهَا، فَإِذَا لَمْ يَجِدْ شَيْئًا أَخَذَ حَجَرًا فَشَدَّ صُلْبَهُ» رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الجوع بإسناد جيد.

১৬৮৯। হযরত মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন (রহ) বলেন ঃ রাসূল (সা)-এর সাহাবীদের অনেকে তিন দিন অতিবাহিত হওয়ার পরও খাবার কিছু পেতেন না। ফলে চামড়া ভেজে খেতেন। যখন কিছুই পেতেন না, তখন পেটে পাথর বেঁধে নিতেন। (ইবনে আবিদ দুনিয়া)

١٦٩٠- وَعَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِيْ وَقَّاصٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : «إِنِّيْ لَأَوَّلُ الْعَرَبِ رَمٰى بِسَهْمٍ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ، وَلَقَدْ كُنَّا نَغْزُوْ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَنَا طَعَامٌ إِلَّا وَرَقُ الْحَبْلَةِ، وَهٰذَا السَّمُرُ حَتّٰى إِنْ كَانَ أَحَدُنَا لَيَضَعُ كَمَا تَضَعُ الشَّاةُ مَا لَهُ خِلْطٌ» رواه البخاري، ومسلم.

১৬৯০। হযর সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা) বলেন ঃ আমিই প্রথম আরব, যে আল্লাহর পথে তীর নিক্ষেপ করেছে। আমরা রাসূল (সা)-এর সাথে যখন লড়াই করতাম তখন কখনো কখনো জংলী গাছের পাতা ছাড়া আমাদের কোন খাবারের সংস্থান হতো না। ফলে আমাদের মল ছাগলের মলের মত হতো, তাতে মোটেই শ্লেস্মার মিশ্রণ থাকতো না। (বুখারী ও মুসলিম)

١٦٩١- وَعَنْ خَبَّابِ بْنِ الْأَرْتِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : «هَاجَرْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَلْتَمِسُ وَجْهَ اللّٰهِ، فَوَقَعَ أَجْرُنَا عَلَى اللّٰهِ؛ فَمِنَّا مَنْ مَاتَ لَمْ يَأْكُلْ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا، مِنْهُمْ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ، قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ، فَلَمْ نَجِدْ مَا نُكَفِّنُهُ بِهِ إِلَّا بُرْدَةً إِذَا غَطَّيْنَا بِهَا رَأْسَهُ خَرَجَتْ رِجْلَاهُ، وَإِذَا غَطَّيْنَا رِجْلَيْهِ خَرَجَ رَأْسُهُ، فَأَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُغَطِّيَ رَأْسَهُ، وَأَنْ نَجْعَلَ عَلَى رِجْلَيْهِ مِنَ الْإِذْخِرِ، وَمِنَّا مَنْ أَيْنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ فَهُوَ يَهْدِبُهَا» رواه البخاري، ومسلم، والترمذي، وأبو داود باختصار.

১৬৯১। হযরত খাব্বাব ইবনুল আরত (রা) বলেন ঃ আমরা রাসূল (সা) এর সাথে কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই হিজরত করেছিলাম। আমাদের প্রতিদান কেবল আল্লাহর কাছেই পাওনা রয়েছে। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ এমন অবস্থায় ও মারা গেছে যে, তার প্রতিদানের কোন অংশই সে দুনিয়ার জীবনে ভোগ করেনি। এদের মধ্যে মুসয়াব বিন উমাইর (রা) অন্যতম। তিনি ওহুদের যুদ্ধে শহীদ হন। কিন্তু তাকে কাফন পরানোর মত পর্যাপ্ত কাপড়ও আমরা যোগাড় করতে পারিনি, কেবল একটা পশমী কম্বল পেয়েছিলাম। তা দিয়ে যখন তার মাথা ঢাকি, পা বেরিয়ে যায়। যখন পা ঢাকি, তখন মাথা বেরিয়ে যায়। এ অবস্থা দেখে রাসূল (সা) আমাদেরকে তার মাথা ঢাকার ও পায়ের ওপর ইযখির নামক গাছের পাতা রেখে দেয়ার নির্দেশ দিলেন। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ এমনও আছে যার ফল পেকে যায় এবং সে তা কাটে ও ভোগ করে। (অর্থাৎ দুনিয়ার জীবনেই বিজয়, দেখতে পায় ও তার সুফল ভোগ করে। অনুবাদক) (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী ও আবু দাউদ)

١٦٩٢- وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : «لَقَدْ رَأَيْتُ سَبْعِيْنَ مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ مَا مِنْهُمْ رَجُلٌ عَلَيْهِ رِدَاءٌ : إِمَّا إِزَارٌ، وَإِمَّا كِسَاءٌ، قَدْ رَبَطُوْا فِىْ أَعْنَاقِهِمْ مِنْهَا مَا يَبْلُغُ نِصْفَ السَّاقَيْنِ، وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ الْكَعْبَيْنِ، فَيَجْمَعُهُ بِيَدِهِ كَرَاهِيَةَ أَنْ تُرٰى عَوْرَتُهُ». رواه البخارى، والحاكم مختصرا، وقال : صحيح على شرطهما.

১৬৯২। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি সুফ্ফাবাসীর মধ্যে থেকে সত্তর জনকে দেখেছি, তাদের দেহের ওপরের অংশ আবৃত করার জন্য কোন চাদর ছিল না। কেবল পাজামা অথবা কম্বল দিয়ে নিম্নাংশ আবৃত করতো। কম্বলকে ঘাড়ের সাথে বেঁধে রাখতো এবং তা টাখনুর মাঝখান অথবা গিরে পর্যন্ত ঝুলে পড়তো। ছতর খুলে যাওয়ার আশংকায় তারা কম্বলের দুই প্রান্ত সব সময় হাত দিয়ে ধরে রাখতো। (বুখারী ও হাকেম)

الترغيب فى البكاء من خشية الله تعالى

আল্লাহর ভয়ে কাঁন্নাকাটি করার ফযীলত

١٦٩٣- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «مَنْ ذَكَرَ اللّٰهَ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ حَتّٰى يُصِيْبَ الْأَرْضَ مِنْ دُمُوْعِهِ لَمْ يُعَذَّبْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» رواه الحاكم، وقال : صحيح الإسناد.

১৬৯৩। হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহকে এত বেশী স্মরণ করেছে যে, তাঁর ভয়ে তার দুচোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে মাটিতে পড়েছে, তাকে কিয়ামতের দিন শাস্তি দেয়া হবে না। (হাকেম)

١٦٩٤- وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : سَمِعْتُ

رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : « عَيْنَانِ لاَ تَمَسُّهُمَا النَّارُ : عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ، وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرُسُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ» رواه الترمذى، وقال حديث حسن غريب.

১৬৯৪। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ দুটো চোখকে আগুন স্পর্শ করে না ঃ যে চোখ আল্লাহর ভয়ে কাঁদে এবং যে চোখ আল্লাহর পথে পাহারা দিয়ে নিদ্রাহীন রাত কাটায়। (তিরমিযী)

١٦٩٥- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «حُرِّمَ عَلٰى عَيْنَيْنِ أَنْ تَنَالَهُمَا النَّارُ : عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ، وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرُسُ الْإِسْلاَمَ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكُفْرِ» رواه الحاكم، وفى سند انقطاع.

১৬৯৫। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ দুটো চোখকে স্পর্শ করা আগুনের ওপর হারাম করা হয়েছে ঃ যে চোখ আল্লাহর ভয়ে কাঁদে এবং যে চোখ ইসলাম ও মুসলমানদেরকে কুফরের আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য রাত জেগে পাহারা দেয়। (হাকেম)

١٦٩٦- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لاَ يَلِجُ النَّارَ رَجُلٌ بَكٰى مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ، حَتّٰى يَعُوْدَ اللَّبَنُ فِى الضَّرْعِ، وَلاَ يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ» رواه الترمذى، وقال : حديث حسن صحيح، والنسائى، والحاكم، وقال :صحيح الإسناد.

১৬৯৬। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে কাঁদে, সে দোযখে যাবে না যতক্ষণ না ওলান থেকে নির্গত দুধ আবার ওলানে ফিরে না যায়। আর আল্লাহর পথের ধুলো ও জাহান্নামের ধোঁয়া কখনো একত্রিত হবে না। (তিরমিযী, নাসায়ী ও হাকেম)

ব্যাখ্যাঃ অর্থাৎ ওলান থেকে একবার যে দুধ বের হয়, তা যেমন পূণরায় ওলানে ঢোকা অসম্ভব, ঠিক তেমনি যে ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে কাঁদে, তার দোযখে যাওয়া অসম্ভব।

١٦٩٧- وَرُوِىَ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ : (أَفَمِنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ تَعْجَبُوْنَ، وَتَضْحَكُوْنَ وَلاَ تَبْكُوْنَ) بَكَى أَصْحَابُ الصُّفَّةِ حَتّٰى جَرَتْ دُمُوْعُهُمْ عَلٰى خُدُوْدِهِمْ، فَلَمَّا سَمِعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِسَّهُمْ بَكٰى مَعَهُمْ، فَبَكَيْنَا بِبُكَائِهِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ يَلِجُ النَّارَ مَنْ بَكٰى مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ، وَلاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مُصِرٌّ عَلٰى مَعْصِيَةٍ، وَلَوْ لَمْ تُذْنِبُوْا لَجَاءَ اللّٰهُ بِقَوْمٍ يُذْنِبُوْنَ فَيَغْفِرُ لَهُمْ» رواه البيهقى.

১৬৯৭। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ যখন সূরা নযমের ৫৯ ও ৬০ নং আয়াত "তবে কি তোমরা এই বাণী শুনে অবাক হচ্ছ, এবং হাসছ ও কাঁদছ না?" নাযিল হলো, তখন সুফফাবাসী সাহাবীগণ এত কাঁদলেন যে, তাদের চোখের পানি গালের ওপর দিয়ে গড়িয়ে পড়লো। তাদের কাঁন্নার কথা শুনে রাসূল ও (সা) কাঁদতে লাগলেন। তাঁর কাঁন্নায় প্রভাবিত হয়ে আমরাও কাঁদতে লাগলাম। তখন রাসূল (সা) বললেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে কাঁদে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে না, যে ব্যক্তি ক্রমাগত পাপ কাজ করে যেতে থাকে, সে বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না। তোমরা যদি গুনাহ একেবারেই না করতে, তাহলে আল্লাহ এমন একটা জাতিকে সৃষ্টি করতেন, যারা গুনাহ করতো এবং আল্লাহ তাদেরকে মাফ করতেন। (বায়হাকী)

١٦٩٨- وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «ثَلاَثَةٌ لاَ تَرٰى أَعْيُنُهُمُ النَّارَ : عَيْنٌ حَرَسَتْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ، وَعَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ، وَعَيْنٌ كَفَّتْ عَنْ مَحَارِمِ اللّٰهِ» رواه الطبرانى، ورواته ثقات، إلا أن أبا حبيب العنقرى لا يحضرنى الان حاله.

১৬৯৮। হযরত মুয়াবিয়া বিন হায়দা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ তিন ব্যক্তির চোখ আগুনকে দেখবে না ঃ যে চোখ আল্লাহর পথে পাহারা দিয়ে রাত কাটায়, যে চোখ আল্লাহর ভয়ে কাঁদে এবং যে চোখ আল্লাহর নিষিদ্ধ জিনিসগুলো থেকে নিবৃত থাকে। (তাবরানী)

١٦٩٩- وَعَنْ أَبِىْ أُمَامَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «لَيْسَ شَئٌ أَحَبَّ إِلَى اللّٰهِ مِنْ قَطْرَتَيْنِ وَأَثَرَيْنِ : قَطْرَةُ دُمُوْعٍ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ، وَقَطْرَةُ دَمٍ تُهْرَاقُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ، وَأَمَّا الْأَثَرَانِ فَأَثَرٌ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ، وَأَثَرٌ فِىْ فَرِيْضَةٍ مِنْ فَرَائِضِ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ» رواه الترمذى، وقال : حديث حسن.

১৬৯৯। হযরত আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহর কাছে দুটো ফোঁটা ও দুটো পদক্ষেপ সবচেয়ে প্রিয় ঃ আল্লাহর ভয়ে গড়ানো অশ্রুর ফোঁটা ও আল্লাহর পথে ঝরানো রক্তের ফোঁটা। আর পদক্ষেপ দুটো হলো ঃ আল্লাহর পথে চলার পদক্ষেপ এবং আল্লাহর কোন ফরয আদায় করতে যাওয়ার পদক্ষেপ। (তিরমিযী)

١٧٠٠- وَعَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «مَا اغْرَوْرَقَتْ عَيْنٌ بِمَائِهَا إِلَّا حَرَّمَ اللّٰهُ سَائِرَ ذٰلِكَ الْجَسَدِ عَلَى النَّارِ، وَلَا سَالَتْ قَطْرَةٌ عَلٰى خَدِّهَا فَيَرْهَقُ ذٰلِكَ الْوَجْهَ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ، وَلَوْ أَنَّ بَاكِيًا بَكٰى فِىْ أُمَّةٍ مِنَ الْأُمَمِ رُحِمُوْا، وَمَا مِنْ شَئٍ إِلَّا لَهُ مِقْدَارٌ وَمِيْزَانٌ إِلَّا الدَّمْعَةَ، فَإِنَّهُ تُطْفَأُ بِهَا بِحَارٌ مِّنْ نَارٍ» رواه البيهقى.

১৭০০। হযরত মুসলিম ইবনে ইয়াসার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ যার চোখ অশ্রুসিক্ত হয়, তার সমগ্র দেহকে আল্লাহ আগুনের জন্য হারাম করেছেন, যে মুখে চোখের পানি গড়িয়ে পড়ে, সেই মুখকে অপমান ও লাঞ্ছনা স্পর্শ করবে না। কোন জাতির ভেতরে কোন একজন মানুষও যদি (আল্লাহর ভয়ে) কাঁদতো তবে তার

ওছিলায় সমগ্র জাতির ওপর দয়া করা হতো, পৃথিবীতে সকল জিনিসেরই একটা পরিমাণ ও পরিমাপ আছে, কিন্তু একমাত্র অশ্রুর তা নেই। কেননা এর এক ফোঁটা দিয়ে আগুনের বড় বড় সাগর নেভানো যায়। (বায়াকী)

١٧٠١- وَعَنْ اِبْنِ أَبِىْ مُلَيْكَةَ قَالَ : جَلَسْنَا إِلٰى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا فِى الْحِجْرِ فَقَالَ : «اِبْكُوْا، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوْا بُكَاءً فَتَبَاكَوْا، لَوْ تَعْلَمُوْا الْعِلْمَ لَصَلّٰى أَحَدُكُمْ حَتّٰى يَنْكَسِرَ ظَهْرُه، وَلَبَكٰى حَتّٰى يَنْقَطِعَ صَوْتُه» رواه الحاكم مرفوعا وقال : صحيح على شرطهما.

১৭০১। হযরত ইবনে আবি মুলায়কা (রা) বলেন ঃ আমরা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রা)-এর কাছে বসেছিলাম। তিনি আমাকে উপদেশ দিচ্ছিলেন যে, আল্লাহর কাছে যত বেশী পার কাঁদো। যদি কাঁন্না না আসে, তবে কৃত্রিমভাবে কাঁদো। তোমরা যদি প্রকৃত জ্ঞানের অধিকারী হতে, তা হলে নামায পড়তে পড়তে তোমাদের পিঠ ভেঙ্গে যেত এবং কাঁদতে কাঁদতে গলা ভেঙ্গে যেত। (হাকেম)

١٧٠٢- وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا النَّجَاةُ؟ قَالَ : «أَمْسِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ، وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، وَابْكِ عَلٰى خَطِيْئَتِكَ» رواه الترمذى، وابن الدنيا، والبيهقى.

১৭০২। হযরত উকবা ইবনে আমের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূল (সা) কে বললেন ঃ হে রাসূল কিভাবে মুক্তি পাওয়া যাবে? তিনি জবাব দিলেন ঃ জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রণ কর, নিজের গৃহের সীমানা অতিক্রম কারো না; (অর্থাৎ অন্যের যমীর প্রতি লালায়িত হয়ো না।) এবং নিজের গুনাহর জন্য কাঁন্নাকাটি কর। (অর্থাৎ ক্ষমা চাও।) (তিরমিযী, ইবনে আবিদ দুনিয়া ও বায়হাকী)

١٧٠٣- وَعَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ : خَطَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبَكٰى رَجُلٌ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ النَّبِىُّ

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «لَوْ شَهِدَكُمُ الْيَوْمَ كُلُّ مُؤْمِنٍ عَلَيْهِ مِنَ الذُّنُوْبِ كَأَمْثَالِ الْجِبَالِ الرَّوَاسِى لَغُفِرَ لَهُمْ بِبُكَاءِ هٰذَا الرَّجُلِ، وَذٰلِكَ أَنَّ الْمَلَائِكَةَ تَبْكِىْ وَتَدْعُوْلَهُ، وَتَقُوْلُ : اَللّٰهُمَّ شَفِّعِ الْبَكَّائِيْنَ فِيْمَنْ لَمْ يَبْكِ». رواه البيهقى، وقال : هكذا جاء هذا الحديث مرسلا.

১৭০৩। হযরত হাইছাম ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একবার রাসূল (সা) ভাষণ দিলেন। ভাষণ শুনে এক ব্যক্তি তার সামনে কাঁদতে লাগলো.। রাসূল (সা) বললেন ঃ পাহাড় সমান গুনাহ করেছে– এমন মুমিনদের সবাই যদি আজ এখানে হাজির হতো, তাহলে এই লোকটির কান্নার ওছিলায় তাদের সকলের গুনাহ মাফ হয়ে যেত। কেননা ফেরেশতারাও তার সাথে সাথে কাঁদছে, তার জন্য দোয়া করছে এবং বলছে ঃ হে আল্লাহ, যারা এখানে উপস্থিত হয়নি, তাদেরকেও তুমি উপস্থিত লোকদের কান্নার ওছিলায় ক্ষমা করে দাও। (বায়হাকী)

١٧٠٤- وَرُوِىَ عَنْ أَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : تَلَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هٰذِهِ الْآيَةَ : (وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ) فَقَالَ : «أُوْقِدَ عَلَيْهَا أَلْفَ عَامٍ حَتّٰى احْمَرَّتْ، وَأَلْفَ عَامٍ حَتّٰى ابْيَضَّتْ، وَأَلْفَ عَامٍ حَتّٰى اسْوَدَّتْ؛ فَهِىَ سَوْدَاءُ مُظْلِمَةٌ لَا يُطْفَأُ لَهَبُهَا» قَالَ : وَبَيْنَ يَدَىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ أَسْوَدُ، فَهَتَفَ بِالْبُكَاءِ، فَنَزَلَ عَلَيْهِ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ: مَنْ هٰذَا الْبَاكِىْ بَيْنَ يَدَيْكَ؟ قَالَ : «رَجُلٌ مِّنَ الْحَبَشَةِ» وَأَثْنَى عَلَيْهِ مَعْرُوْفًا، قَالَ : فَإِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُوْلُ : وَعِزَّتِىْ وَجَلَالِىْ، وَارْتِفَاعِىْ فَوْقَ عَرْشِىْ، لَا تَبْكِىْ عَيْنُ عَبْدٍ فِى الدُّنْيَا مِنْ مَخَافَتِىْ إِلَّا أَكْثَرْتُ ضِحْكَهَا فِى الْجَنَّةِ» رواه البيهقى، والأصبهانى.

১৭০৪। হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূল (সা) সূরা তাহরীমের ৬নং আয়াত "হে মুমিনগণ, তোমরা নিজেদেরকে ও নিজেদের পরিবার-পরিজনকে সেই আগুন থেকে বাঁচাও যার কষ্ট হবে মানুষ পাথর" পাঠ করলেন এবং বললেন ঃ দোযখের আগুনকে প্রথমে এক হাজার বছর ব্যাপী উত্তপ্ত করা হয়েছিল। এতে তা লাল হয়ে গিয়েছিল। তারপর আরো এক হাজার বছর উত্তপ্ত করা হয়েছিল। তাতে তা সাদা হয়ে গিয়েছিল। তারপর আরো এক হাজার বছর উত্তপ্ত করা হয়েছিল। তাতে তা কালো হয়ে গিয়েছিল। এখন দোযখের আগুন সেই কালো ও অন্ধকারাচ্ছন্ন অবস্থায় রয়েছে। তার শিখা কখনো নিভে না। এ সময় রাসূল (সা) এর সামনে একজন কালো মানুষ ছিল। সে উচ্চস্বরে কেঁদে উঠলো, তখন জিবরীল (আ) এলেন। তিনি রাসূল (সা) কে জিজ্ঞেস করলেন ঃ আপনার সামনে এই কাঁন্নারত লোকটি কে? তিনি বললেন ঃ "জনৈক হাবশী।" তিনি লোকটির প্রশংসাও করলেন। জিবরীল (আ) বললেন ঃ আল্লাহ তায়ালা বলছেন ঃ আমার সম্মান, প্রতাপ ও আরশের ওপর আরোহণের শপথ, দুনিয়ায় আমার ভয়ে যে বান্দা কাঁদবে, আমি বেহেশতে তার হাসি (অর্থাৎ আনন্দ) বৃদ্ধি করবো। (বায়হাকী, ইসবাহানী)

الترغيب فى ذكر الموت وقصر الأمل

والمبادرة بالعمل، وفضل طول العمر لمن حسن عمله

والنهى عن تمنى الموت

মৃত্যুকে স্মরণ করা ও দুনিয়ার সুখের আশা কমানোর উপদেশ এবং মৃত্যু কামনা করার বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী

١٧٠٥- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «أَكْثِرُوْا ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ»- يَعْنِىْ الْمَوْتَ - رواه ابن ماجه، والترمذى، وحسنه.

ورواه الطبرانى فى الأوسط بإسناد حسن، وابن حبان فى صحيحه، وزاد : «فَإِنَّهُ مَا ذَكَرَهُ أَحَدٌ فِىْ ضِيْقٍ إِلاَّ وَسَّعَهُ، وَلاَ ذَكَرَهُ فِىْ سِعَةٍ إِلاَّ ضَيَّقَهَا عَلَيْهِ».

১৭০৫। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ যাবতীয় সুখ ও আনন্দের অবসানকারী মৃত্যুকে বেশী বেশী করে স্মরণ কর। (ইবনে মাজাহ, তিরমিযী তাববানী) ইবনে হাব্বানের বর্ণনায় আরো যুক্ত করা হয়েছে ঃ "যে ব্যক্তি সংকটকালে মৃত্যুকে স্মরণ করবে, তাঁর সংকট উত্তরণ সহজ হয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি সুখ সম্ভোগরত অবস্থায় মৃত্যুকে স্মরণ করবে, তার ভোগবিলাসের আকাঙ্ক্ষা সংকীর্ণ হয়ে আসবে। (অর্থাৎ তার দুনিয়ার প্রতি আসক্তি কমে যাবে। অনুবাদক

١٧٠٦- وَعَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : دَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُصَلَّاه، فَرأى نَاسًا كَأَنَّهُمْ يَكْتَشِرُوْنَ، فَقَالَ : « أَمَا إِنَّكُمْ لَوْ أَكْثَرْتُمْ ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ أَشْغَلَكُمْ عَمَّا أَرٰى، الْمَوْتِ؛ فَأَكْثِرُوْا ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ الْمَوْتِ؛ فَإِنَّهُ لَمْ يَأْتِ عَلَى الْقَبْرِ يَوْمٌ إِلاَّ تَكلَّمَ فِيْهِ فَيَقُوْلُ : أَنَا بَيْتُ الْغُرْبَة، وَأَنَا بَيْتُ الْوَحْدَةِ وَأَنَا بَيْتُ التُّرَاب، وَأَنَا بَيْتُ الدُّوْد؛ فَإِذَا دُفِنَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ قَالَ لَهُ الْقَبْرُ : مَرْحَبًا وَأَهْلاً، أَمَا إِنْ كُنْتَ أَحَبَّ مَنْ يَمْشِيْ عَلٰى ظَهْرِيْ، أَيْ فَإِذَا وَلِيْتُكَ الْيَوْمَ فَسَتَرٰى صَنِيْعِيْ بِكَ، قَالَ : فَيَتَّسِعُ لَهُ مَدَّ بَصَرِه، وَيُفْتَحُ لَهُ بَابٌ إِلَى الْجَنَّة، وَإِذَا دُفِنَ الْعَبْدُ الْفَاجِرُ- أَوِ الْكَافِرُ- فَقَالَ لَهُ الْقَبْرُ : لاَ مَرْحَبًا وَلاَ أَهْلاً، أَمَا إِنْ كُنْتَ لاَ بْغَضَ مَنْ يَمْشِيْ عَلٰى ظَهْرِيْ إِلَيَّ، فَإِذَا وَلِيْتُكَ الْيَوْمَ وَصِرْتَ إِلَيَّ فَسَتَرٰى صَنِيْعِيْ بِكَ، قَالَ : فَيَلْتَئِمُ عَلَيْهِ حَتّٰى يَلْتَقِيَ عَلَيْهِ وَتَخْتَلِفَ أَضْلاَعُهُ» قَالَ : فَأَخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم بِأَصَابِعِه، فَأَدْخَلَ بَعْضَهَا فِيْ جَوْفِ بَعْضٍ قَالَ : «وَيُقَيَّضُ لَهُ سَبْعُوْنَ تِنِّيْنًا لَوْ أَنَّ وَاحِدًا مِنْهَا نَفَخَ فِي الْأَرْضِ مَا أَنْبَتَتْ شَيْئًا مَا

بَقِيَتِ الدُّنْيَا، فَتَهْشَهُ وَتَخْدِشَهُ حَتَّى يُفْضَى بِهِ إِلَى الْحِسَابِ » [ثُمَّ] قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « إِنَّمَا الْقَبْرُ رَوْضَةٌ مِّنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ أَوْ حُفْرَةٌ مِنْ حُفَرِ النَّارِ ». رواه الترمذى، واللفظ له، والبيهقى.

১৭০৬। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। একদিন রাসূল (সা) তাঁর নামাযের জায়গায় প্রবেশ করে দেখলেন, একদল লোক হাসাহাসি করছে। তা দেখে তিনি বললেন, দেখ, তোমরা যদি সকল সুখ ও আনন্দের অবসানকারী মৃত্যুকে স্মরণ করতে, তাহলে আমি যা দেখতে পাচ্ছি, তাতে তোমরা লিপ্ত হতে পারতে না। সুতরাং তোমরা সকল আনন্দ হরণকারী মৃত্যুকে স্মরণ কর। এমন একটা দিনও যায় না যেদিন কবর এ কথা না বলে ঃ আমি প্রবাসের ঘর, আমি একাকীত্বের ঘর, আমি মাটির ঘর, আমি কীটপতংগের ঘর।" কোন মুমিন বান্দা যখন কবরে সমাহিত হয়, তখন কবর বলে, তোমাকে শুভেচ্ছা, স্বাগতম! আমার ওপর দিয়ে যত লোক চলাফেরা করে, তাদের মধ্যে তুমিই আমার কাছে প্রিয়তম ছিলে। আজ যখন আমি তোমার দায়িত্ব পেয়েছি, তখন আমি তোমার সাথে কেমন আচরণ করি তা আচিরেই দেখতে পাবে। এরপর ঐ মুমিনের দৃষ্টি যতদূর যায়, কবরটা ততখানি প্রশস্ত হয় এবং সেখান থেকে তার জন্য বেহেশত পর্যন্ত একটা দরজা খুলে দেয়া হয়। আর যখন কোন কাফির বা গুনাহগার বান্দা সমাহিত হয় তখন তাকে কবর বলে ঃ কোনই শুভেচ্ছা নয়, কোনই স্বাগতম নয়, তুমি দূর হও। আমার ওপর দিয়ে যত লোক চলাফেরা করতো, তাদের মধ্যে তুমিই আমার কাছে ঘৃণ্যতম ব্যক্তি ছিল। আজ যখন আমি তোমার দায়ত্ব পেয়েছি এবং তুমি আমার কাছে এসেছ, তখন তোমার সাথে আমি কেমন আচরণ করি তা তুমি অচিরেই দেখতে পাবে। তারপর কবর তার সাথে অত্যন্ত নিকৃষ্ট আচরণ করতে থাকে, তাকে দু'দিক থেকে এমন জোরে চেপে ধরে যে, তার হাড়গোড় ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যায় এবং তিনি দু'হাতের আঙ্গুলগুলোকে পরস্পরের ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়ে কবরের চেপে ধরার দৃশ্যটা দেখান। তিনি বলেন ঃ এরপর তাকে সত্তরটি আজগর সাপের হাতে সোপর্দ করা হয়। এর একটাও যদি পৃথিবীতে নিশ্বাস ছাড়তো পৃথিবীতে কিয়ামত পর্যন্ত কোন শস্য উৎপন্ন হতো না। এই অজগরগুলো কিয়ামত পর্যন্ত তাকে ক্রমাগত কামড়াতে থাকবে। তারপর রাসূল (সা) বলেন ঃ "কবর হয় বেহেশতে একটা বাগান নচেৎ দোযখের একটা গর্ত।" (তিরমিযী ও বায়হাকী)

١٧٠٧- وَعَنْ اِبْنِ عُمَرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : أَتَيْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَاشِرَ عَشَرَةٍ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ : يَا نَبِىَّ اللّٰهِ مَنْ أَكْيَسُ النَّاسِ، وَأَحْزَمُ النَّاسِ ؟ قَالَ : «أَكْثَرُ هُمْ ذِكْرًا لِلْمَوْتِ، وَأَكْثَرُ هُمْ اسْتِعْدَادًا لِلْمَوْتِ، أُولٰئِكَ الْأَكْيَاسُ، ذَهَبُوا بِشَرَفِ الدُّنْيَا وَكَرَامَةِ الْاٰخِرَةِ». رواه ابن أبى الدنيا فى كتاب الموت، والطبرانى فى الصغير بإسناد حسن.

১৭০৭। হযরত ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি একবার রাসূল (সা)-এর কাছে এলাম। দেখলাম, আগে থেকে আরো নয় ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত রয়েছে। আমি হলাম দশম ব্যক্তি। এই সময়ে জনৈক আনসারী বললেন ঃ হে রাসূল, কোন্ ব্যক্তি সবচেয়ে বুদ্ধিমান ও সবচেয়ে দৃঢ়চেতা? তিনি বললেন ঃ যে ব্যক্তি মৃত্যুকে সবচেয়ে বেশী স্মরণ করে এবং মৃত্যুর জন্য সবচেয়ে বশেী প্রস্তুতি গ্রহণ করে। এধরণের লোকেরা প্রকৃত বুদ্ধিমান লোক। তারা পৃথীবীতে গৌরবের অধিকারী আর আখিরাতেও মর্যাদাবান। (ইবনে আবিদ দুনিয়া, তাবরানী)

١٧٠٨- وَعَنِ الضَّحَاكِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : أَتَى النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَقَالَ : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ، مَنْ أَزْهَدُ النَّاس ؟ فَقَالَ: «مَنْ لَمْ يَنْسَ الْقَبْرَ وَالْبِلٰى، وَتَرَكَ فَضْلَ زِيْنَةِ الدُّنْيَا، وَآثَرَ مَا يَبْقٰى عَلٰى مَا يَفْنٰى، وَلَمْ يَعُدَّ غَدًا مِنْ أَيَّامِهِ، وَعَدَّ نَفْسَهُ مِنَ الْمَوْتٰى» رواه ابن أبى الدنيا، وهو مرسل.

১৭০৮। হযরত যুহহাক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ এক ব্যক্তি রাসূল (সা)-এর কাছে এসে জিজ্ঞেস করলো ঃ হে রাসূল, কোন্ ব্যক্তি দুনিয়ার লোভ-লালসা থেকে সর্বাধিক মুক্ত? রাসূল (সা) বললেন ঃ যে ব্যক্তি কবরের কথা ও সেখানে তার লাশ মাটির সাথে মিশে যাওয়ার কথা ভোলে না, দুনিয়ার বাড়তি জৌলুস ও আরাম আয়েশ ত্যাগ করে, নশ্বর দুনিয়ার সুখের চেয়ে চিরস্থায়ী আখিরাতের সুখকে

অগ্রাধিকার দেয়, আগামীকালকে নিজের আয়ূর মধ্যে গণ্য করে না, এবং নিজেকে মৃত ব্যক্তি গণ্য করে। (ইবনে আবিদ্ দুনিয়া)

١٧٠٩– وَرُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : كَفَى بِالْمَوْتِ وَاعِظًا، وَكَفَى بِالْيَقِيْنِ غِنَى » رواه الطبراني.

১৭০৯। হযরত উসমান (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ মৃত্যুর চেয়ে ভালো উপদেশদাতা আর নাই এবং দৃঢ় ঈমানের চেয়ে ভালো সম্পদ আর নাই। (তাবরানী)

١٧١٠– وَعَنْ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ جِنَازَةٍ، فَجَلَسَ عَلَى شَفِيْرِ الْقَبْرِ، فَبَكَى حَتَّى بَلَّ الثَّرَى، ثُمَّ قَالَ : «يَا إِخْوَانِيْ لِمِثْلِ هٰذَا فَأَعِدُّوا » رواه ابن ماجه بإسناد حسن.

১৭১০। হযরত বারা (রা) বলেন ঃ আমরা রাসূল (সা)-এর সাথে এক জানাযায় শরীক হয়েছিলাম। তিনি কবরের কিনারে বসে কাঁদতে লাগলেন। তার চোখের পানিতে কবরের নীচের মাটি ভিজে যাচ্ছিল। তিনি বললেন ঃ হে আমার ভাইয়েরা, এ ধরনের পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত হও। (ইবনে মাজা)

١٧١١– وَرُوِيَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَرْبَعَةٌ مِنَ الشَّقَاءِ : جُمُوْدُ الْعَيْنِ، وَقَسْوَةُ الْقَلْبِ، وَطُوْلُ الْأَمَلِ، وَالْحِرْصُ عَلَى الدُّنْيَا » رواه البزار.

১৭১১। হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ চারটি জিনিস দুর্ভাগ্যের আলামত ঃ ১) চোখে পানি না আসা, ২) অন্তরের কাঠিন্য, ৩) বড় বড় আশা, ৪) দুনিয়ার লালসা (বাযযার)

١٧١٢- وَرُوِىَ عَنْ أُمِّ الْوَلِيْدِ بِنْتِ عُمَرَ قَالَتْ : اِطَّلَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ عَشِيَّةٍ فَقَالَ : «يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَلاَ تَسْتَحْيُوْنَ؟ قَالُوْا : مِمَّ ذَاكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ؟ قَالَ : «تَجْمَعُوْنَ مَالاَ تَأْكُلُوْنَ، وَتَبْنُوْنَ مَالاَ تَعْمُرُوْنَ، وَتَأْمُلُوْنَ مَالاَ تُدْرِكُوْنَ، أَلاَ تَسْتَحْيُوْنَ مِنْ ذٰلِكَ؟» رواه الطبرانى.

১৭১২। হযরত উম্মুল ওলীদ বিনতে উমার (রা) বর্ণনা করেন ঃ একদিন সন্ধ্যার পর রাসূল (সা) বেরিয়ে এলেন। তারপর বললেন ঃ তোমরা কি লজ্জা পাও না? আমরা জিজ্ঞেস করলাম ঃ হে রাসূল, কোন্ জিনিস থেকে? তিনি বললেন ঃ তোমরা যে সম্পদ সঞ্চয় কর, তা ভোগ করতে পার না, যে বাড়ীঘর নির্মাণ কর, বাস করতে পার না এবং যা উচ্চাভিলাষ পোষণ কর, তাতে সফল হতে পার না। তথাপি এসব কাজ করতে তোমাদের কি লজ্জা হয় না? (তাবরানী)

ব্যাখ্যা ঃ অর্থাৎ তোমরা যে সম্পদ সঞ্চয় কর, তা ভোগ করার আগেই তোমাদের আয়ূ ফুরিয়ে যায়, যে বাড়ীঘর তৈরী কর, তাতে বেশী দিন বাস করতে পার না, সহসাই পরপারের ডাক এসে যায়, এবং যে বড় বড় আশা পোষণ কর, তা পূরণ হবার আগেই মৃত্যু এসে যায়। অন্যদের এই ব্যর্থতা দেখেও তার পুনরাবৃত্তি করতে তোমাদের লজ্জা হওয়া উচিত। অনুবাদক

١٧١٣- وَرُوِىَ عَنْ أَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ اِشْتَرٰى أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَلِيْدَةً بِمِائَةِ دِيْنَارٍ إِلٰى شَهْرٍ، فَسَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : «أَلاَ تَعْجَبُوْنَ مِنْ أُسَامَةَ الْمُشْتَرِىْ إِلٰى شَهْرٍ؛ إِنَّ أُسَامَةَ لَطَوِيْلُ الْأَمَلِ، وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ مَا طَرَفَتْ عَيْنَاىَ إِلاَّ ظَنَنْتُ أَنَّ شَفَرَىَّ لاَ يَلْتَقِيَانِ حَتّٰى يَقْبِضَ اللّٰهُ رُوْحِىْ، وَلاَ رَفَعْتُ قَدَحًا إِلٰى فِىَّ فَظَنَنْتُ أَنِّىْ وَاضِعُهٗ حَتّٰى أُقْبَضَ، وَلاَ لَقِمْتُ لُقْمَةً إِلاَّ ظَنَنْتُ أَنِّىْ لاَ أُسِيْغُهَا حَتّٰى أَغَصَّ بِهَا مِنَ الْمَوْتِ، وَالَّذِىْ

نَفْسِيْ بِيَدِهِ إِنَّمَا تُوْعَدُوْنَ لَآتٍ، وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ» رواه أبى الدنيا فى كتاب قصر الأمل، وأبو نعيم فى الحلية، والبيهقى، والأصبهانى.

১৭১৩। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূল (সা)-এর পালিত ছেলে যায়েদের ছেলে উসামা একটা হালাল জন্তুর সদ্যপ্রসূঁত মেয়ে বাচ্চা একশো দীনার দিয়ে এই আশায় খরিদ করলেন যে, একমাস পর তা যবাই করে খাওয়ার যোগ্য হবে। এ খবর শুনে রাসূল (সা) বললেন ঃ একমাসের মেয়াদে খরিদকারী উসামাকে দেখে তোমরা কি অবাক হচ্ছ না? উসামা তো দীর্ঘ আশা পোষণকারী। সেই আল্লাহর কসম, যার হাতে আমার জীবন, আমি চোখ মেলে তাকানোর পর ভাবি, হয়তো বা চোখের দুটো পাতা পুনরায় মিলিত হবার আগেই আল্লাহ আমার প্রাণ নিয়ে নেবেন, একটা পেয়ালা মুখে তুলবার পর ভাবি, পেয়ালাটা নামানোর আগেই হয়তো আমি মারা যাবো, এবং এক গ্রাস খাবার মুখে নেয়ার পর ভাবি, হয়তো ওটা গিলে খাওয়ার আগেই আমার মৃত্যু হয়ে যাবে। মহান আল্লাহর কসম, তোমাদেরকে যার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে (অর্থাৎ কৃতকর্মের ফল লাভ ও হিসাব-নিকাশের) তা অবশ্যই পূর্ণ হবে, তোমরা কোনভাবেই তা বন্ধ করতে পারবে না। (ইবনে আবিদ দুনিয়া, আবু নাঈম, বায়হাকী ও ইসবাহানী)

١٧١٤- وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرَجُلٍ وَهُوَ يَعِظُهُ : «اِغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ : شَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ، وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ». رواه الحاكم، وقال : صحيح على شرطهما.

১৭১৪। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) তাঁকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেছেন ঃ তুমি পাঁচটা জিনিসের আগে পাঁচটা জিনিস কে মর্যাদা দিও ঃ বার্ধক্য আসার আগে যৌবনকে, রোগাক্রান্ত হওয়ার আগে সুস্থতাকে, দারিদ্র আসার আগে সচ্ছলতাকে, ব্যস্ততা আসার আগে অবসরকে এবং মৃত্যুর আগে জীবনকে। (হাকেম)

١٧١٥- وعن شداد بن أوس رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : «اَلْكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ، وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ؛ وَالْعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا، وَتَمَنَّى عَلَى اللّٰهِ» رواه ابن ماجه، والترمذى، وقال حديث حسن.

১৭১৫। হযরত শাদদাদ ইবনে আওস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ বুদ্ধিমান হচ্ছে সেই ব্যক্তি, যে নিজের প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে, এবং মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের জন্য কাজ করে। আর অথর্ব হচ্ছে সেই ব্যক্তি, যে নিজের প্রবৃত্তির খেয়াল খুশীর অনুসরণ করে। অথচ আল্লাহর কাছে উত্তম প্রতিদান আশা করে। (ইবনে মাজা ও তিরমিযী)

١٧١٦- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «إِذَا أَرَادَ اللّٰهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا اسْتَعْمَلَهُ» قِيلَ : كَيْفَ يَسْتَعْمِلُهُ ؟ قَالَ : يُوَفِّقُهُ لِعَمَلٍ صَالِحٍ قَبْلَ الْمَوْتِ». رواه الحاكم،

১৭১৬। হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহ যখন তার কোন বান্দাহর কল্যাণ কামনা করেন, তখন তাকে কাজে লাগান। জিজ্ঞেস করা হলো ঃ কিভাবে কাজে লাগান? তিনি বললেন ঃ মৃত্যুর আগে তাকে সৎকাজের তাওফীক দেন। (হাকেম)

١٧١٨- وَعَنْ أَبِيْ بَكْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً قَالَ : يَا رَسُولَ اللّٰهِ، أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ؟ قَالَ : «مَنْ طَالَ عُمُرُهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ» قَالَ: فَأَيُّ النَّاسِ شَرٌّ؟ قَالَ : «مَنْ طَالَ عُمُرُهُ وَسَاءَ عَمَلُهُ» رواه الترمذى، وقال : حديث حسن صحيح، والطبرانى بإسناد صحيح، والحاكم، والبيهقى فى الزهد وغيره.

১৭১৭। হযরত আবু বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো ঃ হে রাসূলুল্লাহ, কোন ব্যক্তি সবচেয়ে ভালো? তিনি বললেন ঃ যার আয়ূ দীর্ঘ ও ভালো

কাজে পরিপূর্ণ। লোকটি জিজ্ঞেস করলো কে সবচেয়ে খারাপ? রাসূল (সা) বললেন ঃ যার আয়ূ দীর্ঘ ও খারাপ কাজে পরিপূর্ণ। (তিরমিযী, তাবরানী ও বায়হাকী)

١٧١٨- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «إِنَّ لِلّٰهِ عِبَادًا يَضِنُّ بِهِمْ عَنِ الْقَتْلِ، وَيُطِيْلُ أَعْمَارَهُمْ فِىْ حُسْنِ الْعَمَلِ، وَيُحْسِنُ أَرْزَاقَهُمْ، وَيُحْيِيْهِمْ فِىْ عَافِيَةٍ، وَيَقْبِضُ أَرْوَاحَهُمْ فِىْ عَافِيَةٍ عَلَى الْفُرُشِ، وَيُعْطِيْهِمْ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ». رواه الطبرانى، ولا يحضر نى الان إسناده.

১৭১৮। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহর কিছু বান্দা এমনও রয়েছে, যাদেরকে তিনি নিহত হতে দেন না, তাদেরকে সৎকর্মশীলতার সাথে দীর্ঘ জীবন দান করেন, তাদেরকে জীবিকার প্রাচূর্য দেন, সুখে ও শান্তিতে জীবন যাপন করান, শান্তিতে বিছানায় শায়িত থাকা অবস্থায় তাদেরকে মৃত্যু দেন এবং তাদেরকে শহীদের মর্যাদা দান করেন। (তাবরানী)

١٧١٩-وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَدَّادٍ أَنَّ نَفَرًا مِنْ بَنِىْ عُذْرَةَ ثَلَاثَةً أَتَوُا النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْلَمُوْا، قَالَ : فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «مَنْ يَكْفِيْهِمْ؟ » قَالَ طَلْحَةُ : أَنَا، قَالَ : فَكَانُوْا عِنْدَ طَلْحَةَ، فَبَعَثَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْثًا، فَخَرَجَ فِيْهِ أَحَدُهُمْ فَاسْتُشْهِدَ، ثُمَّ بَعَثَ بَعْثًا فَخَرَجَ فِيْهِ آخَرُ فَاسْتُشْهِدَ، ثُمَّ مَاتَ الثَّالِثُ عَلَى فِرَاشِهِ، قَالَ طَلْحَةُ : فَرَأَيْتُ هٰؤُلَاءِ الثَّلَاثَةَ الَّذِيْنَ كَانُوْا عِنْدِىْ فِى الْجَنَّةِ، فَرَأَيْتُ الْمَيِّتَ عَلَى فِرَاشِهِ أَمَامَهُمْ، وَرَأَيْتُ الَّذِى اسْتُشْهِدَ أَخِيْرًا يَلِيْهِ، وَرَأَيْتُ أَوَّلَهُمْ آخِرَهُمْ، قَالَ : فَدَاخَلَنِىْ مِنْ ذٰلِكَ، فَأَتَيْتُ النَّبِىَّ

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لَهُ، فَقَالَ : «وَمَا أَنْكَرْتَ مِنْ ذٰلِكَ ؟ لَيْسَ أَحَدٌ أَفْضَلَ عِنْدَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ مُؤْمِنٍ يُعَمَّرُ فِى الْإِسْلَامِ لِتَسْبِيْحِهِ وَتَكْبِيْرِهِ وَتَهْلِيْلِهِ» رواه أحمد، وأبو يعلى، ورواتهما رواة الصحيح، وفى أوله عند أحمد إرسال كبامر، ووصله أبو يعلى بذكر طلحة فيه.

১৭১৯। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে শাদ্দাদ (রা) থেকে বর্ণিত। বনু উযরা গোত্রের তিন ব্যক্তি রাসূল (সা)-এর কাছে এসে ইসলাম গ্রহণ করলো। রাসূল (সা) বললেন ঃ কে এদের তত্ত্বাবধান করবে? (অর্থাৎ আতিয়েস্তা করবে?) হযরত তালহা বললেন ঃ "আমি" এই সময় রাসূল (সা) একটা দলকে জিহাদে পাঠালেন। সদ্য ইসলাম গ্রহণকারী এই তিন জনের একজন ঐ দলের সাথে গেল এবং শহীদ হলো। এরপর আরেকটা দলকে জিহাদের পাঠানো হলো এবং সেই দলেও এই তিনজনের অপর জন গিয়ে শহীদ হলো। এর কয়েকদিন পর তৃতীয় ব্যক্তি রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেল। পরে আমি স্বপ্নে দেখলাম এই তিনজনই জান্নাতে রয়েছে। যে ব্যক্তি রোগে মারা গিয়েছিল, সে সবার আগে বসেছিল, আর সবার শেষে যে শহীদ হয়েছে সে তার পেছনে এবং সর্বপ্রথম যে শহীদ হয়েছিল সে সবার পেছনে। এই স্বপ্ন দেখে আমার মনে খট্‌কা লাগলো। আমি রাসূল (সা)-এর কাছে এসে স্বপ্নের বিবরণ দিলাম। তিনি বললেন ঃ তুমি এতে অস্বাভাবিক কী দেখলে? যে মুমিন দীর্ঘ আয়ূ লাভ করে ও ইসলামী জীবন যাপন করে, তার চেয়ে আল্লাহর কাছে ভালো কেউ নেই। কেননা সে তাকবীর, তাসবীহ ও তাহলীল করে। (অর্থাৎ সে দীর্ঘ আয়ূ লাভ করায় তার আগে মারা যাওয়া লোকদের চেয়ে বেশী পরিমাণে সুবহানাল্লাহ, আল্লাহু আকবার ও লাইলাহা ইল্লাল্লাহ প্রভৃতি যিকির আযকার করার সুযোগ পায়।) (আহমাদ, আবু ইয়ালা)

١٧٢٠- وَعَنْ أُمِّ الْفَضْلِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى الْعَبَّاسِ وَهُوَ يَشْتَكِى، فَتَمَنَّى الْمَوْتَ، فَقَالَ : «يَا عَبَّاسُ عَمَّ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَا تَتَمَنَّ الْمَوْتَ، إِنْ كُنْتَ مُحْسِنًا تَزْدَادُ إِحْسَانًا إِلَى أَحْسَانِكَ خَيْرٌ لَكَ، وَإِنْ كُنْتَ مُسِيْئًا، فَأَنْ تُؤَخَّرَ تَسْتَعْتِبُ مِنْ إِسَاءَتِكَ

خَيْرٌ لَكَ، لاَ تَتَمَنَّ الْمَوْتَ». رواه أحمد، والحاكم واللفظ له، وهو أتم، وقال : صحيح على شرطهما.

১৭২০। হযরত উম্মে ফযল (রা) থেকে বর্ণিত। একবার রাসূল (সা)-এর চাচা হযরত আব্বাস যখন রোগশয্যায় শায়িত, তখন রাসূল (সা) তাঁর কাছে গেলেন। আব্বাস (রা) নিজের জন্য দ্রুত মৃত্যু কামনা করলেন। তখন রাসূল (সা) বললেন ঃ হে চাচা, মৃত্যু কামনা করবেন না। কেননা আপনি যদি সৎকর্মশীল হয়ে থাকেন, তাহলে আপনার সৎকর্মের পরিমাণ আরো বৃদ্ধি পাক এটাই ভালো। আর যদি আপনি অসৎ হয়ে থাকেন, তাহলে আপনার মৃত্যু বিলম্বিত হওয়ায় আপনি নিজের অসৎকাজ থেকে তওবা করার সুযোগ পাবেন সেটাই ভাল। মৃত্যু কামনা করবেন না। (আহমাদ ও হাকেম)

١٧٢١- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «لاَيَتَمَنَّ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ لِضُرٍّ نَزَلَ بِهِ، فَإِنْ كَانَ وَلاَ بُدَّ فَاعِلاً فَلْيَقُلْ : اَللّٰهُمَّ أَحْيِنِيْ مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِيْ، وَتَوَفَّنِيْ إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِيْ» رواه البخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي.

১৭২১। হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যেন বিপদ-মুসিবতে বা দুঃখ-কষ্টে পড়ে মৃত্যু কামনা না করে। তবে এভাবে দোয়া করতে পারে ঃ

"হে আল্লাহ যতক্ষণ আমার বেচেঁ থাকা কল্যাণকর হয়, ততক্ষণ আমাকে বাঁচিয়ে রাখ, আর যখন আমার জন্য মৃত্যু কল্যাণকর হয়, তখন আমাকে মৃত্যু দিও।" (বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী)

الترغيب فى الخوف وفضله

আল্লাহকে ভয় করার ফযীলত

١٧٢٢- وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : كَانَ رَجُلٌ يَسْرِفُ عَلٰى نَفْسِهِ لَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ قَالَ لِبَنِيْهِ : إِذَا أَنَا مُتُّ فَاحْرِقُوْنِىْ، ثُمَّ اطْحَنُوْنِىْ، ثُمَّ ذَرُّوْنِىْ فِى الرِّيْحِ، فَوَاللّٰهِ لَئِنْ قَدَرَ اللّٰهُ عَلَىَّ لَيُعَذِّبَنِّىْ عَذَابًا مَا عَذَّبَهُ أَحَدًا، فَلَمَّا مَاتَ فُعِلَ بِهِ ذٰلِكَ، فَأَمَرَ اللّٰهُ الْأَرْضَ فَقَالَ : اِجْمَعِىْ مَا فِيْكِ، فَفَعَلَتْ، فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ، فَقَالَ : مَا حَمَلَكَ عَلٰى مَا صَنَعْتَ ؟ قَالَ : خَشْيَتُكَ يَارَبِّ، أَوْ قَالَ : مَخَافَتُكَ، فَغَفَرَلَهُ».

وفى رواية : أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «قَالَ رَجُلٌ لَمْ يَعْمَلْ حَسَنَةً قَطُّ لِأَهْلِهِ : إِذَا مُتُّ فَحَرِّقُوْهُ، ثُمَّ ذَرُوْا نِصْفَهُ فِى الْبَرِّ وَنِصْفَهُ فِى الْبَحْرِ، فَوَاللّٰهِ لَئِنْ قَدَرَ اللّٰهُ عَلَيْهِ لَيُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا لَا يُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِيْنَ فَلَمَّا مَاتَ الرَّجُلُ فَعَلُوْا بِهِ مَا أَمَرَهُمْ، فَأَمَرَ اللّٰهُ الْبَرَّ فَجَمَعَ مَا فِيْهِ، وَأَمَرَ الْبَحْرَ أَنْ يَجْمَعَ مَافِيْهِ، ثُمَّ قَالَ : لِمَ فَعَلْتَ هٰذَا؟ قَالَ : مِنْ خَشْيَتِكَ يَارَبِّ وَأَنْتَ أَعْلَمُ، فَغَفَرَ اللّٰهُ تَعَالٰى لَهُ». رواه البخارى، ومسلم، ورواه مالك والنسائى نحوه.

১৭২২। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেন ঃ এক ব্যক্তি অনেক পাপ করেছিল। যখন তার মৃত্যু ঘনিয়ে এলো, তখন সে তার ছেলেদেরকে ডেকে বললো ঃ আমার মৃত্যুর পর তোমরা আমার লাশটা পুড়িয়ে চূর্ণবিচূর্ণ করে বাতাসে উড়িয়ে দিও। কেননা আল্লাহ আমাকে ধরতে পারলে এমন শাস্তি দেবেন, যা

আর কাউকে দেবেন না। লোকটি মারা যাওয়ার পর তার ছেলেরা তার ওছিয়ত মোতাবেক কাজ করলো। ওদিকে আল্লাহ তৎক্ষণাত মাটিকে আদেশ দিলেন পোড়ানো লাশের ছাইগুলোকে একত্রিত কর। মাটি আদেশ পালন করলো। তৎক্ষনাত লোকটি আল্লাহর সামনে দন্ডায়মান হলো। আল্লাহ তাকে জিজ্ঞস করলেন ঃ তুমি তোমার ছেলেদেরকে এরূপ ওছিয়ত করেছিলে কেন? সে বললো ঃ হে আল্লাহ, আপনার ভয়ে। আল্লাহ তৎক্ষণাত তার গুনাহ মাফ করে দিলেন। অন্য বর্ণনায় যে কথাগুলো ভিন্নভাবে এসেছে তা এরূপ "লোকটি বললো ঃ আমি মারা গেলে আমার লাশ পুড়িয়ে তার অর্ধেক ছাই মাটিতে ও অর্ধেক পানিতে ছাড়িয়ে দিও।" "আল্লাহ মাটিকে আদেশ দিলেন তার ভেতরে যেটুকু ছাই রয়েছে তা একত্রিত করতে এবং পানিকে আদেশ দিলেন তার ভেতরে যেটুকু আছে তা একত্রিত করতে। লোকটি জবাবে আল্লাহকে বললো ঃ "হে আল্লাহ, তোমার ভয়ে এবং তা তুমি ভালোই জান।" (বুখারী, মুসলিম, মালেক, নাসায়ী)

١٧٢٣- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَقُوْلُ اللّٰه عَزَّ وَجَلَّ : أَخْرِجُوْا مِنَ النَّارِ مَنْ ذَكَرَنِىْ يَوْمًا، أَوْ خَافَنِىْ فِى مَقَامٍ». رواه الترمذى، والبيهقى، وقال الترمذى : حديث حسن غريب.

১৭২৩। হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেন ঃ আল্লাহ তার ফেরেশতাদেরকে বলবেন ঃ যে ব্যক্তি আমাকে একদিনও স্মরণ করেছে, কিংবা কোন একটা স্থানেও আমাকে ভয় করেছে; তাকে দোযখ থেকে বের করে নিয়ে এসো। (তিরমিযী বায়হাকী)

দ্রষ্টব্যঃ গুনাহর পাল্লা ভারী হওয়ায় একদল মুমিন দোযখের যাবে। তবে তারা সেখানে চিরস্থায়ী হবে না। কিছু দিন থাকার পর তাদের কৃত সৎকর্মগুলোর মূল্যায়ন করে এক এক করে বের করে এনে জান্নাতে ঢুকানো হবে। অনুবাদক

١٧٢٤- وعن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم فيما يروى عن ربه جل وعلا أنه قال : «وَعِزَّتِىْ لَا أَجْمَعُ عَلَى عَبْدِىْ خَوْفَيْنِ وَأَمْنَيْنِ : إِذَا خَافَنِى فِى الدُّنْيَا أَمَّنْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَإِذَا أَمِنَنِىْ فِى الدُّنْيَا أَخَفْتُهُ فِى

الآخِرَةِ». رواه ابن حبان فى صحيحه.

১৭২৪। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহ বলেন ঃ আমার বান্দার ওপর এক সাথে দুই ভীতি ও দুই নির্ভিকতা আমি একত্রিত করি না। সে যখন দুনিয়ায় আমাকে ভয় করে, তখন আখিরাতে তার আর কোন ভয় থাকবে না। আর সে যখন দুনিয়ায় আমাকে ভয় করে না, তখন আখিরাতে তাকে আমি ভীতিকর পরিস্থিতিতে নিক্ষেপ করবো। (ইবনে হাব্বান)

١٧٢٥- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : «مَنْ خَافَ أَدْلَجَ، وَمَنْ أَدْلَجَ بَلَغَ الْمَنْزِلَ، أَلا إِنَّ سَلْعَةَ اللّٰهِ غَالِيَةٌ، أَلا إِنَّ سَلْعَةَ اللّٰهِ الْجَنَّةُ».

رواه الترمذى وقال : حديث حسن.

১৭২৫। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, সে অবশ্যই বাঁধাবিঘ্ন অগ্রাহ্য করে (অর্থাৎ আখিরাতের মুক্তির জন্য সৎকাজ করতে কোন বাঁধা মানে না -গ্রন্থকার) আর যে বাঁধা বিঘ্ন অগ্রাহ্য করে, সে অবশ্যই লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হয়। শুনে রাখ আল্লাহর পণ্য খুবই মূল্যবান। শুনে রাখ, আল্লাহর পণ্য হচ্ছে জান্নাত। (তিরমিযী)

١٧٢٦- وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ فَتًى مِنَ الْأَنْصَارِ دَخَلَتْهُ خَشْيَةُ اللّٰهِ، فَكَانَ يَبْكِىْ عِنْدَ ذِكْرِ النَّارِ حَتّٰى حَبَسَهُ ذٰلِكَ فِى الْبَيْتِ، فَذُكِرَ ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَاءَهُ فِى الْبَيْتِ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ اعْتَنَقَهُ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَرَّ مَيِّتًا، فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «جَهِّزُوْا صَاحِبَكُمْ، فَإِنَّ الْفَرَقَ فَلَذَ كَبِدَهُ». رواه الحاكم، والبيهقى، من طريقه وغيره، وقال الحاكم : صحيح الإسناد، ورواه ابن أبى الدنيا فى كتاب الخائفين. والأصبهانى.

১৭২৬। হযরত সা'হল ইবনে সাদ (রা) থেকে বর্ণিত। জনৈক আনসারীর মনে আল্লাহর ভয় এমন তীব্রভাবে বদ্ধমূল হয় যে, দোযখের প্রসঙ্গ আলোচিত হলেই তিনি কাঁদতেন। এরূপ কাঁদাকাটির কারণে শেষ পর্যন্ত তিনি তার ঘরেই আবদ্ধ হয়ে পড়েন। রাসূল (সা)-এর কাছে বিষয়টি জানানো হলো। তিনি তার বাড়ীতে তার সাথে সাক্ষাৎ করলেন। বাড়ীতে প্রবেশ করেই রাসূল (সা) তাকে আলিঙ্গণ করলেন এবং ঐ সাহাবী তৎক্ষণাত ইন্তিকাল করলেন। রাসূল (সা) বললেন ঃ তোমরা তোমাদের সাথীর কাফন-দাফন সম্পন্ন কর। আল্লাহর ভয় তার কলিজাকে টুকরো টুকরো করে দিয়েছে। (হাকেম, বায়হাকী, ইবনে আবিদ দুনিয়া ও ইসবাহানী)

١٧٢٧- وَعَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيْمٍ قَالَ : أَمَّنَا زُوَارَةُ بْنُ أَوْفى رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فِىْ مَسْجِدِ بَنِىْ قُشَيْرٍ، فَقَرأَ الْمُدَّثِّرَ، فَلَمَّا بَلَغَ : (فَإِذَا نُقِرَ فِى النَّاقُوْرِ) خَرَّمَيِّتًا رواه الحاكم، وقال صحيح الإسناد.

১৭২৭। হযরত বাহয ইবনে হাকীম (রা) বলেন ঃ বনু কুশাইর গোত্রের মসজিদে যুরারা ইবনে আওফা (রা) আমাদের নামাযের ইমামতি করেন। তিনি নামাযে সূরা মুদ্দাসসির পড়ছিলেন। ৮নং আয়াত "যখন শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে" পড়া মাত্রই তিনি মারা গেলেন।

١٧٢٨- وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «لَوْ يَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ مَا عِنْدَ اللّٰهِ مِنَ الْعُقُوْبَةِ، مَا طَمِعَ بِجَنَّتِهِ أَحَدٌ، وَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ مَا عِنْدَ اللّٰهِ مِنَ الرَّحْمَةِ، مَا قَنَطَ مِنْ رَحْمَتِهِ» رواه مسلم.

১৭২৮। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ কোন মুমিন যদি জানতো আল্লাহ কি শাস্তির ব্যবস্থা করে রেখেছেন, তাহলে কেউ তার বেহেশতের প্রতি আশান্বিত হতো না। আর কোন কাফির যদি জানতো আল্লাহ কত দয়ালু, তাহলে সেও তাঁর দয়া থেকে নিরাশ হতো না। (মুসলিম)

١٧٢٩- وَعَنْ أَبِىْ كَاهِلٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «يَاأَبَا كَاهِلٍ أَلاَ أُخْبِرُكَ بِقَضَاءٍ

قَضَاهُ اللّٰهُ عَلٰى نَفْسِهِ؟ قُلْتُ : بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، قَالَ : أَحْيَا اللّٰهُ قَلْبَكَ؛ وَلاَ يُمِيْتُهُ يَوْمَ يَمُوْتُ بَدَنُكَ اِعْلَمْ يَا أَبَا كَاهِلٍ أَنَّهُ لَمْ يَغْضَبْ رَبُّ الْعِزَّةِ عَلٰى مَنْ كَانَ فِىْ قَلْبِهِ مَخَافَةٌ؛ وَلاَ تَأْكُلُ النَّارُ مِنْهُ هُدْبَةً اِعْلَمْ يَا أَبَاكَاهِلٍ أَنَّهُ مَنْ سَتَرَ عَوْرَتَهُ حَيَاءً مِنَ اللّٰهِ سِرًّا وَعَلاَنِيَةً كَانَ حَقًّا عَلَى اللّٰهِ أَنْ يَسْتُرَ عَوْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اِعْلَمْ يَا أَبَا كَاهِلٍ أَنَّهُ مَنْ دَخَلَ حَلاَوَةُ الصَّلاَةِ قَلْبَهُ حَتّٰى يَتِمَّ رُكُوْعَهَا وَسُجُوْدَهَا كَانَ حَقًّا عَلَى اللّٰهِ أَنْ يَرْضِيَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اِعْلَمْ يَا أَبَا كَاهِلٍ أَنَّهُ مَنْ صَلّٰى أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا وَأَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً فِىْ جَمَاعَةٍ يُدْرِكُ التَّكْبِيْرَةَ الْأُوْلٰى كَانَ حَقًّا عَلَى اللّٰهِ أَنْ يَكْتُبَ لَهُ بَرَاءَةً مِّنَ النَّارِ. اِعْلَمَنَّ يَا أَبَا كَاهِلٍ أَنَّهُ مَنْ صَامَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ مَعَ شَهْرِ رَمَضَانَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللّٰهِ أَنْ يَرْوِيَهُ يَوْمَ الْعَطَشِ. اِعْلَمَنَّ يَا أَبَا كَاهِلٍ أَنَّهُ مَنْ كَفَّ أَذَاهُ عَنِ النَّاسِ كَانَ حَقًّا عَلَى اللّٰهِ أَنْ يَكُفَّ عَنْهُ عَذَابَ الْقَبْرِ. اِعْلَمَنَّ يَا أَبَا كَاهِلٍ أَنَّهُ مَنْ بَرَّ وَالِدَيْهِ حَيًّا وَمَيِّتًا كَانَ حَقًّا عَلَى اللّٰهِ أَنْ يَرْضِيَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» قُلْتُ :كَيْفَ يَبَرُّ وَالِدَيْهِ إِذَا كَانَا مَيِّتَيْنِ؟ قَالَ : «بِرُّهُمَا أَنْ يَسْتَغْفِرَ لِوَالِدَيْهِ، وَلاَ يَسُبُّهُمَا، وَلاَ يَسُبُّ وَالِدَىْ أَحَدٍ فَيَسُبُّ وَالِدَيْهِ. اِعْلَمَنَّ يَا أَبَا كَاهِلٍ أَنَّهُ مَنْ أَدّٰى زَكَاةَ مَالِهِ عِنْدَ حُلُوْلِهَا كَانَ حَقًّا عَلَى اللّٰهِ أَنْ يَجْعَلَهُ مِنْ رُفَقَاءِ الْأَنْبِيَاءِ. اِعْلَمَنَّ يَا أَبَا كَاهِلٍ أَنَّهُ مَنْ

قَلَّتْ عِنْدَهُ حَسَنَاتُهُ، وَعَظُمَتْ عِنْدَهُ سَيِّئَاتُهُ؛ كَانَ حَقًّا عَلَى اللّٰهِ أَنْ يُثْقِلَ مِيزَانَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اِعْلَمَنْ يَا أَبَا كَاهِلٍ أَنَّهُ مَنْ يَسْعَى عَلَى امْرَأَتِهِ وَوَلَدِهِ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُهُ يُقِيمُ فِيهِمْ أَمْرَ اللّٰهِ يُطْعِمُهُمْ مِنْ حَلَالٍ كَانَ حَقًّا عَلَى اللّٰهِ أَنْ يَجْعَلَهُ مَعَ الشُّهَدَاءِ فِي دَرَجَاتِهِمْ. اِعْلَمَنَّ يَا أَبَا كَاهِلٍ أَنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ كُلَّ يَوْمٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - حُبًّا لِي - وَشَوْقًا إِلَيَّ - كَانَ حَقًّا عَلَى اللّٰهِ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ بِكُلِّ مَرَّةٍ ذُنُوبَ حَوْلٍ» رواه الطبراني.

১৭২৯। হযরত আবি কাহেল (রা) বলেন, রাসূল (সা) আমাকে বলেছেন ঃ "হে আবু কাহেল, আল্লাহ তায়ালা নিজের জন্য কী সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছেন, তা তোমাকে বলবো? আমি বললাম, হে রাসূল, বলুন। রাসূল (সা) বললেন ঃ "আল্লাহ তোমার হৃদয়কে উজ্জীবিত করুন এবং তোমার দেহ যে দিন মারা যাবে, সেদিন তোমার হৃদয়কে যেন মৃত না করেন। জেনে রেখ, হে আবু কাহেল, মহাপ্রতাপশালী আল্লাহ সেই ব্যক্তির ওপর রাগান্বিত হন না এবং তার দেহের একটি অংশও আগুনে খায় না, যার মনে আল্লাহর ভয় আছে। হে আবু কাহেল জেনে রাখ, যে ব্যক্তি আল্লাহ থেকে লজ্জা বশত গোপন ও প্রকাশ্য সর্বাবস্থায় নিজের গুপ্ত স্থান ঢেকে রাখে, কিয়ামতের দিন তার গোপনীয়তা ঢেকে রাখা আল্লাহর দায়িত্ব বলে গণ্য হবে। হে আবু কাহেল, জেনে রাখ, যে ব্যক্তি অন্তর দিয়ে নামাযের স্বাদ অনুভব করে, এবং সে জন্য যে রুকু ও সিজদা যথাযথভাবে পূর্ণ করে, তাকে কিয়ামতের দিন সন্তুষ্ট করা আল্লাহর দায়িত্ব হয়ে দাঁড়ায়। হে আবু কাহেল, জেনে রাখ, যে ব্যক্তি চল্লিশ দিন ও চল্লিশ রাত তাকবীরে তাহরীমায় অংশগ্রহণ সহ জামায়াতে নামায পড়ে, তার জন্য দোযখ থেকে মুক্তি লিখে দেয়া হয়। হে আবু কাহেল, যে ব্যক্তি প্রত্যেক মাসে তিন দিন রোযা রাখবে পিপাসার দিনে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে পানি পান করিয়ে দেবেন। হে আবু কাহেল, যে ব্যক্তি কাউকে কোন রকম কষ্ট দেয়া থেকে বিরত থাকবে, আল্লাহ তাকে কবরের আযাব থেকে অব্যাহতি দেবেন। হে আবু কাহেল, যে ব্যক্তি জীবিত বা মৃত উভয় অবস্থায় নিজের পিতামাতার সাথে ভালো ব্যবহার করে, কিয়ামতের দিন তাকে খুশী করা আল্লাহর দায়িত্ব হয়ে দাঁড়াবে। আমি বললাম, মৃত পিতামাতার সাথে কিভাবে ভালো ব্যবহার করবো? রাসূল (সা) বললেন ঃ তাদের উভয়ের জন্য ক্ষমা

চাওয়াই তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করা। তাছাড়া তাদের কোন নিন্দা না করা এবং অন্যের মাবাবাকেও নিন্দা না করা, যাতে সে তোমার মা বাবাকে নিন্দা না করতে পারে। হে আবু কাহেল, জেনে রাখ, যে ব্যক্তি যাকাত ফরয হওয়া মাত্রই যাকাত দেয়, তাকে নবীদের সাথীদের অন্তর্ভুক্ত করা আল্লাহর দায়িত্ব হয়ে দাঁড়ায়। হে আবু কাহেল, জেনে রাখ, যে ব্যক্তি নিজের সৎকাজকে অল্প ও খারাপ কাজকে বেশী মনে করে, কিয়ামতের দিন তার দাড়িপাল্লাকে ভারী করে দেয়া আল্লাহর দায়িত্ব হয়ে দাঁড়ায়। হে আবু কাহেল, যে ব্যক্তি নিজের স্ত্রী, সন্তান ও চাকরের লালন পালনের জন্য অর্থোপার্জন করে, তাদের ওপরে আল্লাহর বিধান বাস্তবায়িত করে এবং তাদেরকে হালাল উপার্জন থেকে আহার করায়, তাকে শহীদদের মর্যাদা দিয়ে তাদের দলভুক্ত করা আল্লাহর দায়িত্ব হয়ে দাঁড়ায়। হে আবু কাহেল, যে ব্যক্তি আমার ওপর প্রতিদিন তিনবার দরূদ শরীফ পড়বে আমার প্রতি ভালোবাসা ও আগ্রহের তাগিদে, তার প্রতিবার দরূদের বদলায় তার এক বছরের গুনাহ মাফ করা হবে। (তাবরানী)

١٧٣٠- وَعَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «لَوْ تَعْلَمُوْنَ مَا أعلم لَبَكَيْتُمْ كَثِيْرًا، وَلضَحِكْتُمْ قَلِيْلًا، وَلخَرَجْتُمْ إِلَى الصَّعُدَاتِ تَجَارُوْنَ إِلَى اللّٰهِ لا تَدْرُوْنَ تَنْجُوْنَ أَوْ لا تَنْجُوْنَ» رواه الحاكم وقال : صحيح الإسناد.

১৭৩০। হযরত আবুদ দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ আমি যা জানি (অর্থাৎ আখিরাতের আযাব সম্পর্কে) তা যদি তোমরা জানতে, তাহলে তোমরা বেশী করে কাঁদতে, কম হাসতে এবং রাস্তায় বেরিয়ে আল্লাহর কাছে মুক্তি চাইতে। কেননা তোমরা মুক্তি পাবে, কি পাবে না, তা জাননা।

١٧٣١- وَرُوِىَ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدُ الْمُطَّلِبْ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «إِذَا اقْشَعَرَّ جِلْدُ الْعَبْدِ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ تَحَاتَّتْ عنه ذُنُوْبُهُ كَمَا يَتَحَاتُّ عَنِ الشَّجَرَةِ الْيَابِسَةِ وَرَقُهَا» رواه أبو الشيخ فى كتاب الثواب، والبيهقى.

১৭৩১। হযরত আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ যখন কোন বান্দার শরীরের চামড়া আল্লাহর ভয়ে শিউরে ওঠে, তখন গাছের শুকনো পাতা যেমন ঝরে পড়ে, তেমনি তার গুনাহগুলো ঝরে পড়ে। (কিতাবুছ ছওয়াব ও বায়হাকী)

বায়হাকীর অন্য বর্ণনায় রয়েছে ঃ আমরা রাসূল (সা)-এর কাছে একটা গাছের নীচে বসেছিলাম। সহসা এক দমকা বাতাস এলো। এতে সবকটা শুকনো পাতা পড়ে গেল এবং সবুজ পাতাগুলো অবশিষ্ট রইল। রাসূল (সা) বললেন ঃ এই গাছটা কিসের উদাহরণ তোমরা বল তো। সবাই বললো ঃ আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল জানেন। রাসূল (সা) বললেন ঃ এটা হচ্ছে মুমিনের উদাহরণ। যখন সে আল্লাহর ভয়ে কেঁপে ওঠে, তখন তার সমস্ত গুনাহ ঝরে পড়ে এবং শুধু তার সৎকর্মগুলো টিকে থাকে।

١٧٣٢- وَرُوِىَ عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الأَسْقَعِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ خَافَ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ خَوَّفَ اللّٰهُ مِنْهُ كُلَّ شَيْءٍ، وَمَنْ لَمْ يَخَفِ اللّٰهَ خَوَّفَهُ اللّٰهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ» رواه أبو الشيخ فى كتاب الثواب، ورفعه منكر.

১৭৩২। হযরত ওয়াসেলা ইবনুল আসকা' (রা) বর্ণনা করেন, রাসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্য সকল সৃষ্টিকে তার ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত করে দেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে না, আল্লাহ তায়ালা তাকে তার প্রতিটি সৃষ্টির ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত করে দেন। (কিতাবুস্ সওয়াব)

الترغيب فى الرجاء، وحسن الظن بالله عز وجل

আল্লাহর প্রতি আশান্বিত থাকা ও সুধারণা পোষণ

١٧٣٣- عَنْ أَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : «قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى : يَا ابْنَ آدَمَ، إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِى وَرَجَوْتَنِى غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ مِنْكَ، وَلَا أُبَالِى يَا ابْنَ آدَمَ، لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوْبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ، ثُمَّ اسْتَغْفَرْ

تَنِىْ غَفَرْتُ لَكَ. يَا ابْنَ آدَمَ، لَوْ أَتَيْتَنِىْ بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطَايَا » ثُمَّ لَقِيْتَنِىْ لا تُشْرِكُ بِىْ شَيْئًا لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً » رواه الترمذى، وقال : حديث حسن.

১৭৩৩। হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ হে আদম সন্তান, তুমি যতক্ষণ আমাকে ডাকতে থাকবে, ও আমার প্রতি আশান্বিত থাকবে, ততক্ষণ আমি তোমার যত গুনাহ্ থাকুক, ক্ষমা করবো। হে আদম সন্তান, তোমার গুনাহ্ যদি আকাশ পর্যন্ত পৌঁছে যায়, তারপর তুমি আমার কাছে ক্ষমা চাও, আমি তোমাকে ক্ষমা করবো। হে আদম সন্তান, তুমি যদি সারা পৃথিবী প্রায় পূর্ণ হয়ে যায় এত গুনাহ্ও করে থাকো, তারপর আমার কাছে আসো, এবং আমার সাথে আর কাউকে শরীক না কর, তাহলে আমি সারা পৃথিবী প্রায় পূর্ণ হয়ে যায় এত ক্ষমা নিয়ে তোমার কাছে আসবো। (তিরমিযী)

١٧٣٤- وَعَنْ أَنَسٍ أَيْضًا رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلٰى شَابٍّ وَهُوَ فِى الْمَوْتِ، فَقَالَ : « كَيْفَ تَجِدُكَ ؟ » قَالَ : أَرْجُو اللّٰهَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، وَإِنِّىْ أَخَافُ ذُنُوْبِىْ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَا يَجْتَمِعَانِ فِىْ قَلْبِ عَبْدٍ فِىْ مِثْلِ هٰذَا الْمَوْطِنِ إِلا أَعْطَاهُ اللّٰهُ مَا يَرْجُوْ، وَأَمَّنَهُ مِمَّا يَخَافُ » رواه الترمذى.

১৭৩৪। হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) জনৈক মুমূর্ষু যুবকের কাছে গেলেন ও তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি কেমন অনুভব করছ? সে বললো ঃ হে রাসূল, আমি আল্লাহর সম্পর্কে আশাবাদী, তবে আমার গুনাহগুলোর জন্য আমার ভয়ও লাগছে। রাসূল (সা) বললেন ঃ এরকম সময়ে কোন বান্দার মনে ভয় ও আশা একত্রিত হলে আল্লাহ সে যা আশা করে, সেটাই তাকে দেন এবং সে যার ভয় করে তা থেকে তাকে নিরাপত্তা দান করেন। (তিরমিযী)

١٧٣٥- وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِنْ شِئْتُمْ أَنْبَأْتُكُمْ مَا أَوَّلُ مَا

يَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ لِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَا أَوَّلُ مَا يَقُوْلُوْنَ لَهُ؟» قُلْنَا : نَعَمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، قَالَ : «إِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُوْلُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ : هَلْ أَحْبَبْتُمْ لِقَائِىْ؟ فَيَقُوْلُوْنَ : نَعَمْ يَا رَبَّنَا، فَيَقُوْلُ : لِمَ ؟ فَيَقُوْلُوْنَ : رَجَوْنَا عَفْوَكَ وَمَغْفِرَتَكَ، فَيَقُوْلُ : قَدْ وَجَبَتْ لَكُمْ مَغْفِرَتِىْ» رواه أحمد من رواية عبيد الله بن زحر.

১৭৩৫। হযরত মুয়ায বিন জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেন ঃ তোমরা ইচ্ছা করলে আমি তোমাদেরকে জানাতে পারি কিয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা মুমিনদেরকে সর্বপ্রথম কি বলবেন এবং মুমিনরাই বা আল্লাহ তায়ালাকে কি বলবেন। আমরা বললাম ঃ হে রাসূল, আমরা জানতে চাই। তিনি বললেন ঃ আল্লাহ তায়ালা মুমিনদেরকে বলবেন ঃ তোমরা কি আমার সাক্ষাৎ পছন্দ কর? মুমিনরা বলবে ঃ হে আমাদের প্রভু, পছন্দ করি, আল্লাহ বলবেন ঃ কেন? তারা বলবেন ঃ আমরা আপনার ক্ষমা আশা করি। আল্লাহ বলবেন ঃ তোমাদেরকে ক্ষমা করা আমার ওপর ওয়াজিব হয়ে গেছে। (আহমাদ)

١٧٣٦- وَعَنْ حَيَّانَ أَبِى ٱلنَّضْرِ قَالَ : خَرَجْتُ عَائِدًا لِيَزِيْدَ بْنِ ٱلأَسْوَدِ فَلَقِيْتُ وَاثِلَةَ بْنَ ٱلأَسْقَعِ وَهُوَ يُرِيْدُ عِيَادَتَهُ، فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ، فَلَمَّا رَأَى وَاثِلَةَ بَسَطَ يَدَهُ وَجَعَلَ يُشِيْرُ إِلَيْهِ، فَأَقْبَلَ وَاثِلَةُ حَتّٰى جَلَسَ، فَأَخَذَ يَزِيْدُ بِكَفَّىْ وَاثِلَةَ فَجَعَلَهُمَا عَلٰى وَجْهِهِ، فَقَالَ لَهُ وَاثِلَةُ : كَيْفَ ظَنُّكَ بِاللّٰهِ؟ قَالَ : ظَنِّى بِاللّٰهِ وَاللّٰهِ حَسَنٌ، قَالَ : فَأَبْشِرْ؛ فَإِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : «قَالَ اللّٰهُ جَلَّ وَعَلَا : أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِىْ بِىْ، إِنْ ظَنَّ خَيْرًا فَلَهُ، وَإِنْ ظَنَّ شَرًّا فَلَهُ» رواه أحمد، وابن حبان فى صحيحه، والبيهقى.

১৭৩৬। হযরত হাইয়ান আবুল নাসর বলেন ঃ রোগাক্রান্ত ইয়াযীদ ইবনুল আসওয়াদ কে দেখার জন্য আমি বেরিয়েছিলাম। পথে ওয়াছেলা ইবনুল আসকা'র সাথে সাক্ষাতও হলো। তিনিও ইয়াযীদকে দেখতে যাচ্ছিলেন। আমরা দু'জনে যখন ইয়াযীদের কাছে গেলাম তখন ইয়াযীদ ওয়াছেলাকে দেখেই তার দিকে হাত বাড়ালেন এবং তাকে ইংগীত করতে লাগলেন। ওয়াছেলা এগিয়ে গেলেন এবং বসলেন। ইয়াযীদ ওয়াছেলার হাত দু'খানা ধরে নিজের মুখের ওপর রাখলেন। ওয়াছেলা তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ আল্লাহ সম্পর্কে তোমার ধারণা কী? ইয়াযীদ বললেন ঃ আল্লাহর কসম, আল্লাহর সম্পর্কে আমার ধারণা ভালো। ওয়াছেলা বললেন ঃ তাহলে সুসংবাদ নাও। আমি রাসূল (সা) কে বলতে শুনেছি ঃ আল্লাহ বলেছেন ঃ আমার সম্পর্কে আমার বান্দা যেমন ধারণা পোষণ করে, আমি ঠিক তেমনি। যদি ভালো ধারণা করে, তবে তেমনি। আর যদি খারাপ ধারণা করে, তবে তেমনি। (আহমাদ)

ব্যাখ্যা ঃ আল্লাহর সম্পর্কে ভালো ধারণা পোষণ করলে তা বান্দাকে সৎকাজ করতে ও অসৎকাজ বর্জনে উদ্বুদ্ধ করে। তাছাড়া আল্লাহ সম্পর্কে ভালো ধারণা পোষণ থেকে প্রমাণিত হয় যে, বান্দা বিশ্বাস করে, আল্লাহ অতিশয় দয়াশীল ও করুণাময় এবং সে নিছক নিজের কৃতকর্মের জোরে বেহেশতে যেতে পারবে না, বরং আল্লাহর মেহেরবানীতেই বেহেশতে যেতে পারবে। বস্তুত এটাই নিষ্ঠাবান ও প্রকৃত ঈমানদার লোকদের বিশ্বাস। গ্রন্থকার

١٧٣٧- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «أَمَرَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ بِعَبْدٍ إِلَى النَّارِ، فَلَمَّا وَقَفَ عَلَى شَفَتِهَا الْتَفَتَ فَقَالَ : أَمَا وَاللّٰهِ يَارَبِّ إِنْ كَانَ ظَنِّيْ بِكَ لَحَسَنٌ، فَقَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ : رُدُّوْهُ، أَنَا عِنْدَ حُسْنِ ظَنِّ عَبْدِيْ بِيْ» رواه البيهقي.

১৭৩৭। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহ তায়ালা তার এক বান্দাকে দোযখে পাঠানোর আদেশ দেবেন। সে যখন দোযখের কিনারে পৌঁছে যাবে, তখন পেছন ফিরে তাকাবে এবং বলবে ঃ হে আমার প্রভু আপনার সম্পর্কে আমার ধারণা ভালো ছিল। তখন আল্লাহ বলবেন ঃ ওকে ফিরিয়ে আন, আমি আমার বান্দার ভালো ধারণার পক্ষে থাকি। (বায়হাকী)

كتاب الجنائز وما يتقدمها

الترغيب فى سؤال العفو والعافية

শান্তি, নিরাপত্তা, সুস্থতা ও ক্ষমা প্রার্থনা

١٧٣٨-عَنْ أَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَجلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صلَّى الله عليه وسلم فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، أَىّ الدُّعَاءِ أَفْضَلُ؟ قَالَ : «سَلْ رَبَّكَ الْعَافِيَةَ وَالْمُعَافَاةَ فِى الدُّنْيَا وَالْآخِرَة» ثُمَّ أَتَاهُ فِى الْيَوْمِ الثَّانِىْ فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، أَىّ الدُّعَاءِ أَفْضَلُ؟ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذٰلِكَ، ثُمّ أَتَاهُ فِى الْيَوْمِ الثَّالِثِ فَقَالَهُ مِثْلَ ذٰلِكَ، قَالَ : «فَإِذَا أُعْطِيْتَ الْعَافِيَةَ فِى الدُّنْيَا وَأُعْطِيْتَهَا فِى الْآخِرَة فَقَدْ أَفْلَحْتَ» رواه الترمذى واللفظ له، وابن أبى الدنيا، كلاهما من حديث سلمة بن وردان عن أنس، وقال الترمذى : حديث حسن.

১৭৩৮। হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূল (সা)-এর কাছে এসে বললো ঃ হে রাসূল , কোন্ দোয়া সবচেয়ে ভালো? তিনি বললেন! তোমার প্রভুর কাছে দুনিয়া ও আখিরাতের সুখ, শান্তি, নিরাপত্তা সুস্থতা ও ক্ষমা প্রার্থনা কর। দ্বিতীয় দিনও সেই লোকটি এলো এবং বললো ঃ হে রাসূল কোন্ দোয়া সবচেয়ে ভালো? রাসূল (সা) আগের দিনের মত জবাব দিলেন। অতঃপর সেই ব্যক্তি তৃতীয় দিনেও এলো। তিনি সেদিনও তাকে একই জবাব দিলেন। তারপর বললেন ঃ তুমি যখন দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জায়গায় শান্তি ও নিরাপত্তা পাবে, তখন তুমি সফল কাম হবে। (তিরমিযী)

١٧٣٩- وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «مَا مِنْ دَعْوَة يَدْعُوْ بِهَا الْعَبْدُ أَفْضَلَ مِنَ اللّٰهُمَّ إِنِّىْ أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ»

وفى رواية : «اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الْمُعَافَاةَ فِى الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ» رواه ابن ماجه بأنساد جيد.

১৭৩৯। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহর কাছে বান্দার সর্বোত্তম দোয়া হলো ঃ "আল্লাহুম্মা ইন্নী আসয়ালুকাল আফওয়া ওয়াল আফিয়াতা" (হে আল্লাহ, আমি তোমার কাছে ক্ষমা, সুস্থতা ও শান্তি চাই।)

অপর বর্ণনা মতে ঃ "আল্লাহুম্মা ইন্নী আসয়ালুকাল মুয়াফাতা ফিদ্ দুনিয়া ওয়াল আখিরাহ" (হে আল্লাহ আমি দুনিয়া ও আখিরাতে তোমার কাছে সুস্থতা ও নিরাপত্তা চাই। (ইবনে মাজাহ)

١٧٤٠- وَعَنْ أَبِيْ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيْ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، كَيْفَ أَقُوْلُ حِيْنَ أَسْأَلُ رَبِّيْ؟ قَالَ : «قُلْ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ وَارْحَمْنِيْ وَعَافِنِيْ وَارْزُقْنِيْ، وَيَجْمَعُ أَصَابِعَهُ إِلَّا الْإِبْهَامَ؛ فَإِنَّ هٰؤُلَاءِ تَجْمَعُ لَكَ دُنْيَاكَ وَآخِرَتَكَ» رواه مسلم.

১৭৪০। হযরত আবু মালেক আল-আশজায়ী তার বাবার কাছ থেকে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি রাসূল (সা)-এর কাছে এলো এবং বললো ঃ হে রাসূল, আমি আমার প্রভুর কাছে কিভাবে প্রার্থনা করবো? তিনি বললেন ঃ তিনি বুড়ো আঙ্গুল ছাড়া অন্য আঙ্গুলগুলোকে একত্রিত করে বললেন ঃ তুমি বলবে ঃ "আল্লাহুম্মাগফিরলী ওয়ারহামনী ওয়া আফিনী ওয়ারযুকনী" অর্থাৎ হে আল্লাহ, আমাকে ক্ষমা কর, দয়া কর, সুস্থতা ও নিরাপত্তা দাও এবং জীবিকা দাও।" এতে দুনিয়া ও আখিরাত এক সাথেই পাবে। (মুসলিম)

١٧٤١- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «اَلدُّعَاءُ لَا يُرَدُّ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ» قَالُوْا : فَمَاذَا يَقُوْلُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ : «سَلُوا اللّٰهَ الْعَافِيَةَ فِى الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ». رواه الترمذى، وقال حديث حسن.

১৭৪১। হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ আযান ও ইকামাতের মধ্যবর্তী সময়ে দোয়া ফেরৎ দেয়া হয় না। লোকেরা বললো ঃ হে রাসূল আমরা কী দোয়া করবো? তিনি বললেন ঃ "আল্লাহর কাছে দুনিয়া ও আখিরাতের সঠিক নিরাপত্তা ও সুস্থতা চাও।" (তিরমিযী)

١٧٤٢- عَنْ عُمَرَ وَأَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «مَنْ رَأَى صَاحِبَ بَلَاءٍ فَقَالَ : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ عَافَانِىْ مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهِ، وَفَضَّلَنِىْ عَلَى كَثِيْرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيْلًا، لَمْ يُصِبْهُ ذٰلِكَ الْبَلَاءُ» رواه الترمذى وقال : حديث حسن غريب.

১৭৪২। হযরত ওমর ও হযরত আবু হুরায়রা বর্ণনা করেন। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কোন বিপদ-মুসিবত বা রোগব্যাধিতে আক্রান্ত ব্যক্তিকে দেখে পড়বে ঃ "আল হামদুলিল্লাহিল্লাজী আফানী মিম্মাবতালাকা বিহী ওয়া ফায্যালানী আল কাছীরিম মিম্মান খালাকা তাফযীলা" অর্থাৎ সেই আল্লাহর জন্য প্রশংসা যিনি তোমাকে যে বিপদে ফেলেছেন আমাকে তা থেকে নিরাপদে রেখেছেন এবং আমাকে তার সৃষ্টির অনেকের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। সে ঐ বিপদে বা রোগে আক্রান্ত হবে না। তিরমিযী)

الترغيب فى الصبر

ধৈর্য সংক্রান্ত উপদেশ মালা

١٧٤٣- وَعَنْ صُهَيْبٍ الرُّوْمِىْ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ؛ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ لَهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذٰلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ» رواه مسلم.

১৭৪৩। হযরত সুহায়েব রুমী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ মুমিনের অবস্থা বড়ই বিস্ময়কর। তার সবকিছুই তার জন্য কল্যাণকর। মুমিনের ছাড়া আর কারো অবস্থা এমন নয়। সে যদি কোন আনন্দ বা সুখ লাভ করে তাহলে আল্লাহর শোকর করে। আর এটা তার জন্য কল্যাণকর হয়। পক্ষান্তরে সে যদি কোন বিপদ-মুসিবতে পড়ে, তবে ধৈর্যধারণ করে এবং সেটাও তার জন্য কল্যাণকর হয়। (মুসলিম)

١٧٤٤- وَعَنْ أَبِيْ الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : «إِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ : يَا عِيْسَى، إِنِّيْ بَاعِثٌ مِنْ بَعْدِكَ أُمَّةً إِنْ أَصَابَهُمْ مَا يُحِبُّوْنَ حَمِدُوْا اللّٰهَ، وَإِنْ أَصَابَهُمْ مَا يَكْرَهُوْنَ احْتَسَبُوْا وَصَبَرُوْا، وَلاَ حِلْمَ وَلاَ عِلْمَ، فَقَالَ : يَا رَبِّ، كَيْفَ يَكُوْنُ هٰذَا؟ قَالَ : أُعْطِيْهِمْ مِنْ حِلْمِيْ وَعِلْمِيْ» رووه الحاكم، وقال : صحيح على شرط البخاري.

১৭৪৪। হযরত আবুদ দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেন ঃ আল্লাহ তায়ালা হযরত ঈসা (আ) কে বলেছিলেন ঃ হে ঈসা, আমি তোমার পরে এমন একটা জাতি পাঠাবো, যারা মনের মত জিনিস পেলে আল্লাহর শোকর করে, আর অপ্রীতিকর কিছু ঘটলে ধৈর্যধারণ করে, অথচ মূলত তাদের কোন ধৈর্য ও জ্ঞান নেই। হযরত ঈসা (আ) বললেন ঃ হে আমার প্রভু, তাহলে এটা কীভাবে সম্ভব হবে? আল্লাহ বললেন ঃ তাদের কে আমি আমার ধৈর্য ও জ্ঞান থেকে কিছুটা দান করে থাকি। (হাকেম)

١٧٤٥- وروى عن سخبرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «من أعطى فشكر، وابتلى فصبر، وظلم فاستغفر، وظلم فغفر» ثم سكت، فقالوا : يا رسول الله، ماله؟ قال (أولئك لهم الأمن وهم مهتدون) رواه الطبراني.

১৭৪৫। হযরত সাখবারা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ যাকে কিছু দেয়া হলে আল্লাহর শোকর করে, বিপদে পতিত হলে ধৈর্যধারণ করে, অপরাধ করলে তৎক্ষণাত ক্ষমা চায় এবং যুলুমের শিকার হলে যুলুমকারীকে ক্ষমা করে দেয়, এ পর্যন্ত বলেই রাসূল (সা) চুপ করলেন। লোকেরা জিজ্ঞেস করলো ঃ হে রাসূল, এই ব্যক্তি কী পুরস্কার পাবে? রাসূল (সা) সূরা আনয়ামের ৮২ নং আয়াতের শেষাংশ পড়ে শোনালেন ঃ যার অর্থ হলো "তারাই নিরাপত্তার অধিকারী এবং তারাই সঠিক পথপ্রাপ্ত।" (তাবরানী)

١٧٤٦- وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : «مَا ابْتَلَى اللّٰهُ عَبْدًا بِبَلَاءٍ وَهُوَ عَلَى طَرِيْقَةٍ يَكْرَهُهَا ـ إِلَّا جَعَلَ اللّٰهُ ذٰلِكَ الْبَلَاءَ كَفَّارَةً وَطَهُوْرًا مَا لَمْ يُنْزِلْ مَا أَصَابَهُ مِنَ الْبَلَاءِ بِغَيْرِهِ اللّٰهِ عَزَّ وَجل، أَوْ يَدْعُوْ غَيْرَ اللّٰهِ فِيْ كَشْفِهِ» رواه ابن أبى الدنيا فى كتاب المرض والكفارات، وأم عبد الله ابنة أبى ذئب لا أعرفها.

১৭৪৬। হযরত উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ যখনই আল্লাহ্ কোন বান্দার ওপর কোন মুসিবত খুব অপ্রীতিকর পন্থায় নাযিল করেন এবং সেই বান্দা ঐ মুসিবতের জন্য আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে দায়ী করে না কিংবা আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে বিপদ থেকে উদ্ধারের জন্য ডাকেও না, তখন ঐ মুসিবতকে ঐ বান্দার পাপের প্রায়শ্চিত্ত ও তার সংশোধনকারী বানিয়ে দেন। (ইবনে আবিদ দুনিয়া)

١٧٤٧- وَعَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيْهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ أَيُّ النَّاسِ أَشَدُّ بَلَاءً ؟ قَالَ «الْأَنْبِيَاءُ، ثُمَّ الْأَمْثَلُ فَالْأَمْثَلُ، يُبْتَلَى الرَّجُلُ عَلَى حَسْبِ دِيْنِهِ، فَإِنْ كَانَ دِيْنُهُ صُلْبًا اِشْتَدَّ بَلَاؤُهُ، وَإِنْ كَانَ فِيْ دِيْنِهِ رِقَّةٌ ابْتَلَاهُ اللّٰهُ عَلَى حَسْبِ دِيْنِهِ؛ فَمَا يَبْرَحُ الْبَلَاءُ بِالْعَبْدِ حَتَّى يَمْشِيْ عَلَى الْاَرْضِ وَمَا عَلَيْهِ خَطِيْئَةٌ» رواه ابن ماجه، وابن أبى الدنيا،

والترمذى، وقال : حديث حسن صحيح.

১৭৪৭। হযরত মুসয়াব বিন সা'দ তার বাবার কাছ থেকে বর্ণনা করেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে রাসূল, মানুষের মধ্যে কারা সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষার কবলে পড়েছেন? তিনি বললেন ঃ নবীগণ, তারপর যারা তাদের কাছাকাছি মর্যাদার অধিকারী, তারপর যারা তাদের কাছাকাছি মর্যাদার অধিকারী। কোন ব্যক্তিকে কেমন পরীক্ষায় নিক্ষেপ করা হবে, তা স্থির করা হয় ইসলামের প্রতি তার আনুগত্য অনুপাতে। তার এই আনুগত্য যদি মজবুত ও শক্ত হয়, তবে তার পরীক্ষা হবে কঠিন ও কষ্টকর। আর যদি তা হয় শিথীল ধরণের, তাহলে আল্লাহ তার দীনদারী অনুপাতেই তাকে পরীক্ষা করবেন। এভাবে বান্দার ওপর পরীক্ষার পর পরীক্ষা আসতে থাকবে। ফলে এক সময় সে পৃথিবীতে সম্পূর্ণ নিষ্পাপ অবস্থায় চলাফেরা করতে থাকবে। (ইবনে মাজা, ইবনে আবিদ দুনিয়া ও তিরমিযী)

١٧٤٨- وَعَنْ أَبِىْ سَعِيْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ دَخَلَ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مَوْعُوْكٌ، عَلَيْهِ قَطِيْفَةٌ، فَوَضَعَ يَدَهُ فَوْقَ الْقَطِيْفَةِ فَقَالَ : مَا أَشَدَّ حَمَّاكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ : «إِنَّا كَذٰلِكَ يُشَدَّدُ عَلَيْنَا الْبَلَاءُ، وَيُضَاعَفُ لَنَا الْأَجْرُ» ثُمَّ قَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، مَنْ أَشَدُّ النَّاسِ بَلَاءً؟ قَالَ : «اَلْأَنْبِيَاءُ» قَالَ ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ : «اَلْعُلَمَاءُ» قَالَ : ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ : «اَلصَّالِحُوْنَ، كَانَ أَحَدُهُمْ يُبْتَلٰى بِالْقَمَّلِ حَتّٰى يَقْتُلَهُ، وَيُبْتَلٰى أَحَدُهُمْ بِالْفَقْرِ حَتّٰى مَا يَجِدُ إِلَّا الْعَبَاءَةَ يَلْبَسُهَا، وَلَا حَدُهُمْ كَانَ أَشَدَّ فَرَحًا بِالْبَلَاءِ مِنْ أَحَدِكُمْ بِالْعَطَاءِ» رواه ابن ماجه، وابن أبى الدنيا فى كتاب المرض والكفارات، والحاكم، واللفظ، وقال : صحيح على شرط مسلم. وله شواهد كثيرة.

১৭৪৮। হযরত আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূল (সা) এর কাছে গেলেন। তখন তিনি জ্বরে আক্রান্ত ছিলেন এবং তাঁর গায়ে একটা চাদর ছিল। আবু

সাঈদ চাদরের উপর দিয়ে তাঁর গায়ে হাত রাখলেন। তারপর বললেন ঃ হে রাসূল, আপনার এমন প্রবল জ্বর কেন হলো? রাসূল (সা) বললেন ঃ আমরা (অর্থাৎ নবীগণ) এরকমই। আমাদের পরীক্ষাও কঠোর হয়, আবার আমাদের পুরস্কারও বহুগুণ বেড়ে যায়। তারপর আবু সাঈদ আবারো জিজ্ঞেস করলেন ঃ হে রাসূল, সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষা কাদের হয়? তিনি বললেন ঃ নবীদের। জিজ্ঞেস করা হলো ঃ তারপর? তিনি বললেন ঃ তারপর আলেমদের। জিজ্ঞেস করা হলো ঃ তারপর? তিনি বললেন ঃ সৎকর্মশীলদের। তাদের এক একজনকে উকুন দিয়ে এমন নির্যাতন করা হতো যে, তা তাকে মেরেই ফেলতো। অন্য একজনকে দারিদ্র দিয়ে এমন কষ্ট দেয়া হতো যে, একটা চাদর ছাড়া আর কিছু পরিধেয় থাকতো না। অথচ তোমরা প্রাচূর্যের মধ্যে থেকে যতটা আনন্দে মেতে আছ, তারা ঐ সব বিপদ মুসিবতের ভেতরে তার চেয়েও বেশী আনন্দে বিভোর থাকতো। (ইবনে মাজা, ইবনে আবিদ দুনিয়া ও হাকেম)

١٧٤٩- وَرُوِىَ عَنْ أَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «إِذَا أَحَبَّ اللّٰهُ عَبْدًا، أَوْ أَرَادَ أَنْ يُصَافِيَهُ، صَبَّ عَلَيْهِ الْبَلَاءَ صَبًّا، وَثَجَّهُ عَلَيْهِ ثَجًّا، فَإِذَا دَعَا الْعَبْدُ قَالَ : يَا رَبَّاهُ، قَالَ اللّٰهُ : لَبَّيْكَ يَا عَبْدِىْ، لَا تَسْأَلُنِىْ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَيْتُكَ : إِمَّا أَنْ أُعَجِّلَهُ لَكَ، وَإِمَّا أَنْ أَدَّخِرَهُ لَكَ» رواه ابن أبى الدنيا.

১৭৪৯। হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ যখন আল্লাহ কোন বান্দাকে ভালোবাসেন অথবা তাকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করতে চান, তখন তার ওপর প্রচূর বিপদ-মুসিবত নাযিল করেন। তারপর যখন বান্দা বলে ঃ "হে আমার প্রতিপালক, আমি বিপন্ন।" তখন আল্লাহ বলেন ঃ হে আমার বান্দা, আমি উপস্থিত। তুমি যা চাইবে, তা-ই আমি তোমাকে দেবো, চাই ত্বরিত দেই, অথবা পরবর্তী সময়ের জন্য সঞ্চিত রাখি। (ইবনে আবিদ দুনিয়া)

١٧٥٠- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «إِنَّ عِظَمَ الْجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ الْبَلَاءِ، وَإِنَّ اللّٰهَ تَعَالَى إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ، فَمَنْ رَضِىَ فَلَهُ الرِّضَا، وَمَنْ سَخِطَ

فَلَهُ السُّخْطُ». رواه ابن ماجه، والترمذى وقال : حديث حسن غريب.

১৭৫০। হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ বিপদ-মুসিবত যত বড় ও কঠিন হবে, প্রতিদানও ততই বড় হবে। আল্লাহ যখন কোন জনগোষ্ঠীকে ভালোবাসেন, তখন তাদেরকে বিপদ মুসিবত দিয়ে পরীক্ষা করেন। এতে যে ব্যক্তি সন্তুষ্ট তার ওপর আল্লাহ সন্তুষ্ট। আর এতে যে ব্যক্তি অসন্তুষ্ট, তার ওপর আল্লাহ অসন্তুষ্ট। (ইবনে মাজা, তিরমিযী)

١٧٥١- وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ - وَكَانَتْ لَهُ صَحِبَةٌ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : «إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا سَبَقَتْ لَهُ مِنَ اللّٰهِ مَنْزِلَةٌ فَلَمْ يَبْلُغْهَا بِعَمَلٍ ابْتَلَاهُ اللّٰهُ فِىْ جَسَدِهِ، أَوْ مَالِهِ، أَوْ فِىْ وَلَدِهِ، ثُمَّ صَبَرَ عَلَى ذٰلِكَ حَتَّى يُبَلِّغَهَا الْمَنْزِلَةَ الَّتِىْ سَبَقَتْ لَهُ مِنَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ» رواه أحمد، أبو داود، وأبو يعلى، والطبرانى.

১৭৫১। হযরত মুহাম্মাদ বিন খালিদ তার পিতার কাছ থেকে এবং তার পিতা তার দাদার কাছ থেকে যিনি সাহাবী ছিলেন বর্ণনা করেন, রাসূল (সা) বলেছেন ঃ যখন আল্লাহ তায়ালা পক্ষ থেকে কোন বান্দার জন্য কোন উচ্চ মর্যাদা আগাম বরাদ্দ হয়, কিন্তু সেই বান্দা নিজের সৎকাজ দ্বারা ঐ মর্যাদায় উপনীত হতে সক্ষম হয় না, তখন আল্লাহ তার দেহে, সম্পত্তিতে অথবা সন্তানাদির ওপর বিপদ-আপদ নাযিল করেন। এতে সে সবর করলে আল্লাহ তাকে তার পূর্বাহ্নে বরাদ্দকৃত উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেন : (আহমাদ, আবু দাউদ, আবু ইয়ালা, তাবরানী)

١٧٥٢- وَرُوِىَ فِيْهِ أَيْضًا عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «إِنَّ اللّٰهَ لَيُجَرِّبُ أَحَدَكُمْ بِالْبَلَاءِ كَمَا يُجَرِّبُ أَحَدُكُمْ ذَهَبَهُ بِالنَّارِ، فَمِنْهُ مَا يَخْرُجُ كَالذَّهَبِ الْإِبْرِيزِ، فَذٰلِكَ الَّذِىْ حَمَاهُ اللّٰهُ مِنَ الشُّبُهَاتِ، وَمِنْهُ مَا يَخْرُجُ دُوْنَ ذٰلِكَ،

فَذٰلِكَ الَّذِىْ يَشُكُّ بَعْضَ الشَّكِّ، وَمِنْهُ مَا يَخْرُجُ كَالذَّهَبِ الْاَسْوَدِ، فَذَاكَ الَّذِىْ افْتُتِنَ».

১৭৫২। হযরত আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেন ঃ তোমরা যেমন আগুন দিয়ে সোনাকে পরীক্ষা করে থাকো, এর ফলে কখনো নিখাদ সোনা বেরিয়ে আসে, কখনো সামান্য খাদযুক্ত সোনা বের হয়, আবার কখনো কালো সোনাও বের হয়, তেমনি আল্লাহ তোমাদের কে বিপদ-মুসিবত দিয়ে পরীক্ষা করে থাকেন। যে ব্যক্তি পরীক্ষায় ধৈর্যধারণ করে, তাকে আল্লাহ নিখাদ সোনার মত সকল সন্দেহ থেকে মুক্ত ও রক্ষা করেন। আর যে ব্যাক্তি কিছু কিছু বিপদে ধৈর্যধারণ করে ও কিছু কিছু বিপদে ধৈর্য হারায়, সে স্বল্প খাদযুক্ত সোনার মত। তার ভেতরে কিছু কিছু সন্দেহ সংশয় বিদ্যামান। আর যে ব্যক্তি মোটেই ধৈর্যধারণ করতে পারে না, সে কালো সোনার মত খাদে ভরা। সে পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়। (তাবরানী)

١٧٥٣- وَعَنْ أَبِىْ سَعِيْدٍ وَأَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :«مَا يُصِيْبُ الْمُؤْمِنَ مِنْ نَصَبٍ، وَلَا وَصَبٍ، وَلَاهَمٍّ، وَلَا حُزْنٍ، وَلَا أَذًى، وَلَا غَمٍّ، حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا إِلَّا كَفَّرَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ». رواه الخارى، ومسلم .

১৭৫৩। হযরত আবু সাঈদ ও আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ কোন মুমিন যে কোন বিপদ, মুসিবত, ক্লান্তি, রোগ, দুঃখ শোক, বা দুশ্চিন্তায় আক্রান্ত হউক, এমনকি একটা কাঁটাও যদি তার পায়ে ফুঁটে, তবে তা দ্বারা আল্লাহ তার কিছু না কিছু গুনাহ মাফ করিয়ে নেন। (বুখারী ও মুসলিম)

١٧٥٤- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا كَثُرَتْ ذُنُوْبُ الْعَبْدِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَا يُكَفِّرُهَا ابْتَلَاهُ اللّٰهُ بِالْحُزْنِ لِيُكَفِّرَهَا عَنْهُ» رواه أحمد، ورواته ثقات إلا ليث بن أبى سليم.

১৭৫৪। হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ যখন বান্দার গুনাহর সংখ্যা বেড়ে যায়, এবং তার কাফফারা দেয়ার মত তার কাছে কিছুই থাকে

না, তখন আল্লাহ তাকে নানা রকমের দুশ্চিন্তায় আক্রান্ত করেন, যাতে তার গুনাহর কাফফারা হয়ে যায়। (আহমাদ)

١٧٥٥- وَعَنْ عَائِشَةَ أَيْضًا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا اشْتَكَى [الْعَبْدُ] الْمُؤْمِنُ أَخْلَصَهُ اللّٰهُ مِنَ الذُّنُوْبِ كَمَا يُخْلِصُ الْكِيْرُ خَبَثَ الْحَدِيْدِ» رواه ابن أبى الدنيا، والطبرانى، واللفظ له، وابن حبان فى صحيحه.

১৭৫৫। হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ যখন বান্দা রোগাক্রান্ত হয়, তখন আল্লাহ্ তায়ালা তাকে গুনাহ থেকে এমনভাবে পরিশুদ্ধ করেন, যেমন কামারের চুল্লীর আগুন লোহার মরিচা পুড়িয়ে পরিশুদ্ধ করে। (ইবনে আবিদ দুনিয়া, তাবরানী ইবনে হাব্বান)

١٧٥٦- وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا ابْتَلَى اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ الْعَبْدَ الْمُسْلِمَ بِبَلَاءٍ فِيْ جَسَدِهِ، قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ لِلْمَلَكِ: اُكْتُبْ لَهُ صَالِحَ عَمَلِهِ الَّذِيْ كَانَ يَعْمَلُ، وَإِنْ شَفَاهُ غَسَلَهُ وَطَهَّرَهُ، وَإِنْ قَبَضَهُ غَفَرَ لَهُ وَرَحِمَهُ» رواه أحمد، ورواته ثقات.

১৭৫৬। হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ যখন আল্লাহ কোন মুসলমান বান্দাকে তার শরীরে কোন আঘাত বা পীড়া দিয়ে পরীক্ষা করেন, তখন তিনি ফেরেশতাকে বলেন ঃ সে ইতিপূর্বে যে সৎকাজ করতো, তা তার নামে লিখ। (অর্থাৎ অসুস্থতার কারণে তার কাজ বন্ধ থাকলেও ঐ সৎকাজ চালু আছে লিখতে বলেন) আর যদি তাকে রোগমুক্ত করেন, তাহলে বুঝতে হবে তাকে ধুয়ে মুছে পবিত্র করে দিলেন, আর যদি তাকে মৃত্যু দেন, তাহলে তাকে মাফ করে দেন ও তার ওপর রহমত করেন। (আহমাদ)

١٧٥٧- وَرُوِيَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْ عَبْدٍ يَمْرَضُ مَرَضًا

إِلَّا أَمَرَ اللَّهُ حَافِظَهُ أَنَّ مَا عَمِلَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَلَا يَكْتُبْهَا، وَمَا عَمِلَ مِنْ حَسَنَةٍ أَنْ يُكْتُبَهَا عَشْرَ حَسَنَاتٍ ، وَأَنْ يَكْتُبَ لَهُ مِنَ الْعَمَلِ الصَّالِحِ كَمَا كَانَ يَعْمَلُ وَهُوَ صَحِيْحٌ وَإِنْ لَمْ يَعْمَلْ»

رواه أبو يعلى، وابن أبى الدنيا.

১৭৫৭। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ কোন বান্দা রোগাক্রান্ত হলে আল্লাহ তার রক্ষক ফেরেশতাকে হুকুম দেন যেন তার ইতিপূর্বে কৃত কোন গুনাহ সে না লিখে, আর তার কৃত প্রত্যেকটা সৎকাজের জন্য যেন দশগুণ ছাওয়াব লিখে, আর সে ইতিপূর্বে সুস্থ থাকাকালে যেসব সৎকাজ করতো তা যেন তার নামে লিখতে থাকে যদিও তা এখন সে করতে পারছে না। (আবু ইয়ালা ও ইবনে আবিদ দুনিয়া)

١٧٥٨- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «إِنَّ الرَّبَّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَقُوْلُ : وَعِزَّتِيْ وَجَلَالِيْ لَا أُخْرِجُ أَحَدًا مِنَ الدُّنْيَا أُرِيْدُ أَنْ أَغْفِرَ لَهُ حَتَّى أَسْتَوْفِيَ كُلَّ خَطِيْئَةٍ فِيْ عُنُقِهِ بِسَقَمٍ فِيْ بَدَنِهِ، وَإِقْتَارٍ فِيْ رِزْقِهِ» ذكره رزين، ولم أره.

১৭৫৮। হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ আমার সম্মান ও প্রতাপের শপথ, যাকে আমি ক্ষমা করতে চাই, তার দেহে কোন রোগব্যাধি দিয়ে এবং অভাব অনটন দিয়ে তার সমস্ত গুনাহ মাফ না করিয়ে মৃত্যুবরণ করাই না। (রুযাইন)

١٧٥٩- وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى أُمِّ السَّائِبِ - أَوْ أُمِّ الْمُسَيَّبِ فَقَالَ : «مَالَكِ تُزَفْزِفِيْنَ؟ » قَالَتْ : اَلْحُمَّى، لَا بَارَكَ اللَّهُ فِيْهَا، فَقَالَ : «لَا تَسُبِّيْ الْحُمَّى، فَإِنَّهَا تُذْهِبُ خَطَايَا بَنِيْ آدَمَ كَمَا يُذْهِبُ

الْكِيْرُ خَبَثَ الْحَدِيْدِ». رواه مسلم.

১৭৫৯। হযরত জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) উম্মুস সায়েব বা উম্মুল মুসাইয়াব (জনৈকা মহিলা সাহাবী) কে দেখতে গেলেন। তিনি বললেন ঃ তোমার কী হয়েছে যে, এভাবে কাঁপছ? উম্মুল মুসাইয়াব বললেন ঃ জ্বর। আল্লাহ জ্বরের যেন মংগল না করেন।" রাসূল (সা) বললেন ঃ তুমি জ্বরকে ভর্ৎসনা কর না। কেননা কামারের চুলো যেমন লোহার মরিচা পরিস্কার করে, জ্বর তেমনি আদম সন্তানদের গুনাহ নষ্ট করে দেয়। (মুসলিম)

١٧٦٠-عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : «إِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ : إِذَا ابْتَلَيْتُ عَبْدِيْ بِحَبِيْبَتَيْهِ فَصَبَرَ عَوَّضْتُهُ مِنْهُمَا الْجَنَّةَ» يريد عينيه -رواه البخارى، والترمذى.

১৭৬০। হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ যখন আমি আমার বান্দাকে তার চোখ দুটো কেঁড়ে নিয়ে পরীক্ষা করি এবং সে ধৈর্য ধারণ করে, তাকে তার বিনিময়ে জান্নাত দেবো। (বুখারী ও তিরমিযী)

الترغيب فى كلمات يقولهن

শরীরের কোথাও ব্যথা অনুভব করলে যে দোয়া পড়তে হয়

١٧٦١- عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِى الْعَاصِى رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ شَكَا إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَعًا يَجِدُهُ فِىْ جَسَدِهِ مُنْذُ أَسْلَمَ، فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ضَعْ يَدَكَ عَلَى الَّذِىْ يَأْلَمُ مِنْ جَسَدِكَ وَقُلْ : بِسْمِ اللّٰهِ، ثَلَاثًا، وَقُلْ سَبْعَ مَرَّاتٍ : أَعُوْذُ بِاللّٰهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ»

رواه مالك، والبخارى، ومسلم، وأبو داود، والترمذى،

والنسائى، وعند مالك : « أَعُوْذُ بِعِزَّةِ اللّٰهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّمَا أَجِدُ » قَالَ فَفَعَلْتُ ذٰلِكَ فَأَذْهَبَ اللّٰهُ مَا دَكَانَ بِىْ فَلَمْ أَزَلْ آمُرَبِهَا أَهْلِىْ وَغَيْرَهُمْ. وعند الترمذى وأبى داود مثل ذلك، وقالا فى أول حديثهما : أَتَانِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَبِىْ وَجَعٌ قَدْ كَانَ يُهْلِكُنِىْ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « اِمْسَحْ بِيَمِيْنِكَ سَبْعَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ قُلْ : أَعُوْذُ بِعِزَّةِ اللّٰهِ وَقُدْرَتِهِ الحديث».

১৭৬১। হযরত উসমান বিন আবিল আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূল (সা) কে জানালেন যে, ইসলাম গ্রহণের পর থেকেই তিনি তার শরীরে একটা ব্যথা অনুভব করে আসছেন। রাসূল (সা) তাকে বললেন ঃ তোমার শরীরের যে অংশে ব্যথা, তার ওপর হাত রেখে প্রথমে তিনবার বিসমিল্লাহ অতঃপর সাতবার "আউযুবিল্লাহি ওয়া কুদরাতিহী মিন শাররি মা আজিদু ওয়া উহাযিরু" পড়। আমি পড়লাম। এতে আল্লাহ আমার ব্যথা দূর করে দিলেন। অথচ এই ব্যথ্যা আমাকে মেরে ফেলার উপক্রম করেছিল। এরপর এই দোয়া আমি নিজের পরিবার-পরিজন ও অন্যান্যদেরকে শিখিয়ে দিয়েছি। (মালেক, বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী) তিরমিযী ও আবু দাউদের বর্ণনায় ব্যথার স্থানে হাত রাখার পরিবর্তে সাতবার ডান হাত দিয়ে মালিশ কর' বলা হয়েছে এবং দোয়াটার আউযু বিল্লার স্থলে "আউযু বি ইয্যাতিল্লাহি" -- উল্লেখ করা হয়েছে।

١٧٦٢- وَعَنْ أَبِىْ الدَّرْدَاءِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : « مَنِ اشْتَكَى مِنْكُمْ شَيْئًا، أَوِ اشْتَكَاهُ أَخٌ لَهُ؛ فَلْيَقُلْ : رَبَّنَا اللّٰهُ الَّذِىْ فِى السَّمَاءِ، تَقَدَّسَ اِسْمُكَ، وَأَمْرُكَ فِى السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، كَمَا رَحْمَتُكَ فِى السَّمَاءِ فَاجْعَلْ رَحْمَتَكَ فِى الأَرْضِ اِغْفِرْ لَنَا حُوْبَنَا وَخَطَايَانَا، أَنْتَ رَبُّ الطَّيِّبِيْنَ، أَنْزِلْ رَحْمَةً مِنْ رَحْمَتِكَ وَشِفَاءً مِنْ شِفَائِكَ

عَلَىٰ هٰذَا الْوَجْعِ فَيَبْرَأُ» رواه أبو داود.

১৭৬২। হযরত আবুদ্ দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ "তোমাদের কারো কোন অসুখ হলে অথবা অন্য কারো কোন অসুখ হওয়ার খবর শুনলে পড়বে ঃ "রব্বানা ল্লাহুল্লাযী ফিস্ সামায়ি, তাকাদ্দাসা ইসমুকা, ওয়া আমরুকা ফিস সামায়ি ওয়াল আরযি, কামা রহমাতুকা ফিস সামায়ি, ফাজয়াল রহমাতাকা ফিল আরযি, ইগফির লানা হুবানা ওয়া খাতায়ানা, আন্তা রব্বুত তাইয়িবীনা, আনযিল রহমাতাম মিন রাহমাতিকা, ওয়া শিফায়াম মিন শিফায়িকা আলা হাযাল ওয়াজয়ি।" তাহলে অসুখ সেরে যাবে।" (আবু দাউদ)

١٧٦٣- وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمْ قَالَ : قَالَ لِيْ ثَابِتُ الْبُنَانِيْ : يَا مُحَمَّدُ، إِذَا اشْتَكَيْتَ فَضَعْ يَدَكَ حَيْثُ تَشْتَكِيْ، ثُمَّ قُلْ : بِسْمِ اللّٰهِ، أَعُوْذُ بِعِزَّةِ اللّٰهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ مِنْ وَجْعِيْ هٰذَا، ثُمَّ ارْفَعْ يَدَكَ ثُمَّ أَعِدْ ذٰلِكَ وَتْرًا» فَإِنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَنِيْ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَهُ بِذٰلِكَ رواه الترمذى.

১৬৬৩। হযরত মুহাম্মাদ বিন সালিম বর্ণনা করেন যে, ছাবিত আল-বুনানী আমাকে বললেন ঃ হে মুহাম্মাদ, যখন তোমার শরীরের কোথাও ব্যথা বা জ্বালা অনুভব কর, তখন সেই জায়গার ওপর হাত রেখে পড় ঃ বিসমিল্লাহ, আউযু বিইযযাতিল্লাহি ওয়া কুদরাতিহী মিন শাররি মা আজিদু মিন ওয়াজয়ী হাযা" তারপর হাত উঠাও, অতঃপর এই দোয়া পুনরায় বেজোড় সংখ্যকবার পড়। কেননা আনাস ইবনে মালেক আমাকে বলেছেন যে, রাসূল (সা) তাকে এই দোয়াটা শিখিয়েছেন। (তিরমিযী)

উল্লিখিত তিনটি দোয়ার অনুবাদ ঃ

হাদীস নং ১৭৬১ আমি যে অসুস্থতা অনুভব করছি তা থেকে আল্লাহর প্রতাপ ও ক্ষমতার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি।" হাদীস নং ১৭৬২ "হে আমাদের রব, আপনার নাম পবিত্র, আপনার আদেশ আকাশ ও পৃথিবীতে কার্যকর, যেমন আকাশে আপনার দয়া কার্যকর, অতএব, আপনি পৃথিবীতে আপনার রহমত বর্ষণ করুন, আমাদের গুনাহ মাফ করুন, আপনি পবিত্র লোকেদের প্রভু, আপনার রহমত থেকে কিছু রহমত এবং আপনার নিরাময় থেকে কিছু নিরাময় এই বেদনার ওপর রাখুন।"

হাদীস নং ১৭৬৩ "বিসমিল্লাহ, আল্লাহর প্রতাপ ও ক্ষমতার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি আমার এই ব্যথা থেকে।"

الترهيب من تعليق التمائم والحروز

তাবীজ ব্যবহার করার বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী

١٧٦٤- وَعَنْ عُقْبَةَ أَيْضًا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ جَاءَ فِيْ رَكْبٍ عَشَرَةٍ إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبَايَعَ تِسْعَةً وَأَمْسَكَ عَنْ رَجُلٍ مِنْهُمْ، فَقَالُوْا : مَا شَأْنُهُ؟ فَقَالَ : إِنَّ فِيْ عَضُدِهِ تَمِيْمَةً، فَقَطَعَ الرَّجُلُ التَّمِيْمَةَ، فَبَايَعَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ : «مَنْ عَلَّقَ فَقَدْ أَشْرَكَ» رواه أحمد، والحاكم، واللفظ له، ورواه أحمد ثقات.

«التميمة» يقال : إنها خرزة كانوا يعلقونها يرون أنها تدفع عنهم الافات، واعتفاد هذا الرأى جهل وضلالة، إذ لا مانع إلا الله، ولا دافع غيره. ذكره الخطابى.

১৭৬৪। হযরত উকবা ইবনে আমের (রা) থেকে বর্ণিত। দশজনের একটা কাফেলা রাসূল (সা)-এর কাছে বায়য়াত (ইসলাম গ্রহণ ও ইসলামী বিধানের আনুগত্য করার আনুষ্ঠানিক অংগীকার) করতে এলো। রাসূল (সা) নয়জনকে বায়য়াত করালেন ও একজন কে বাদ দিলেন। তারা জিজ্ঞেস করলো ঃ ওর কি হয়েছে? রাসূল (সা) বললেন ঃ ওর বাহুতে একটা তাবীজ রয়েছে। তখন লোকটি তাবীজ কেঁটে ফেললো। এরপর রাসূল (সা) তাকেও বায়য়াত করালেন। তারপর বললেন ঃ যে ব্যক্তি তাবীজ ঝুলায়, সে শির্ক করে। (আহমাদ, হাকেম)

ইমাম খাতাবী বলেন ঃ লোকেরা শরীরে তাবীজ ঝুলাতো এবং মনে করতো, এ দ্বারা বিপদ-আপদ দূর হয়। এ ধরণের বিশ্বাস অজ্ঞতা ও গোমরাহী, কেননা বিপদাপদ প্রতিহত করার ক্ষমতা আল্লাহ ছাড়া আর কারো নেই।

প্রসংগত উল্লেখ্য যে, এ হাদীসের তাবীজ ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা থাকলেও বিভিন্ন সূরা, আয়াত বা দোয়া পড়ে রোগব্যাধি, ব্যথা-বেদনা বা বিপদাপদের প্রতিরোধ ও চিকিৎসা অন্যান্য হাদীস থেকে বৈধ প্রমাণিত হয়েছে। অনুবাদক

١٧٦٥- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : «لَيْسَ التَّمِيْمَةُ مَا تَعَلَّقَ بِهِ بَعْدَ الْبَلَاءِ، إِنَّمَا التَّمِيْمَةُ مَا تَعَلَّقَ بِهِ قَبْلَ الْبَلَاءِ» رواه الحاكم، وقال : صحيح الإسناد.

১৭৬৫। হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ রোগব্যাধি বা বিপদাপদ আসার পরে যা ব্যবহার করা হয় তা তাবীজ নয় (অর্থাৎ নিষিদ্ধ তাবীজ নয়) তাবীজ হলো, যা বিপদাপদ আসার আগে ব্যবহার করা হয়। (হাকেম)

الترغيب فى الحجامة، ومتى يحتجم

শিংগা লাগানো প্রসংগে

١٧٦٦- وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «أَنَّ جِبْرِيْلَ أَخْبَرَهُ : أَنَّ الْحَجْمَ أَنْفَعُ مَا تَدَاوَى بِهِ النَّاسُ» رواه الحاكم. وقال صحيح على شرطهما.

১৭৬৬। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ জিবরীল আমাকে জানিয়েছে মানুষ রোগব্যাধির চিকিৎসায় যত রকমের পদ্ধতি প্রয়োগ করে থাকে, তার মধ্যে শিংগা লাগানো সবচেয়ে উপকারী পদ্ধতি। (হাকেম)

١٧٦٧- وَعَنْ مَعْمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيْ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «مَنِ احْتَجَمَ يَوْمَ الْأَرْبَعَاءِ أَوْ يَوْمَ السَّبْتِ، فَأَصَابَهُ وَضَحٌ فَلَا يَلُوْمَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ» رواه أبو داود هكذا، وقال : قد أسند، ولا يصح.

১৭৬৭। হযরত মা'মার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি রবিবারে বা বুধবারে শিংগা লাগাবে, সে যদি কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত হয়, তবে সে জন্য সে যেন কাউকে তিরস্কার না করে (আবু দাউদ)

الترغيب فى عيادة المرضى، وتأكيدها

রোগীকে দেখতে যাওয়ার প্রতি উৎসাহ প্রদান

١٧٦٨- وَعَنْ أَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىْ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عُوْدُوْ الامَرْضٰى، وَاتَّبِعُوْا الْجَنَائِزَ تُذَكِّرْكُمُ الْآخِرَةَ» رواه أحمد، والبزار، وان حبان فى صحيحه.

১৭৬৮। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ তোমরা রোগীদেরকে দেখতে যাও এবং মৃত ব্যক্তির কাফন-দাফনে শরীক হও। এটা তোমাদেরকে আখিরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেবে। (আহমাদ, বাযযার ও ইবনে হাব্বান)

١٧٦٩- وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ صَائِمًا؟» فَقَالَ أَبُوْبَكْرٍ : أَنَا، فَقَالَ : «مَنْ أَطْعَمَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مِسْكِيْنًا؟» فَقَالَ أَبُوْ بَكْرٍ : أَنَا، فَقَالَ : «مَنْ تَبِعَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ جَنَازَةً؟» فَقَالَ أَبُوْ بَكْرٍ : أَنَا، قَالَ : «مَنْ عَادَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مَرِيْضًا؟» قَالَ أَبُوْبَكْرٍ : أَنَا، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا اجْتَمَعَتْ هٰذِهِ الْخِصَالُ قَطُّ فِىْ رَجُلٍ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ» رواه ابن خزيمة فى صحيحه.

১৭৬৯। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্যে কে আজ রোযা রেখেছে? হযরত আবু বকর (রা) বললেন ঃ আমি। রাসূল (সা) বললেন ঃ আজকে একজন দরিদ্রকে কে আহার করিয়েছে? হযরত আবু বকর (রা) বললেন ঃ আমি। রাসূল (সা) বললেন ঃ তোমাদের মধ্য হতে কে আজ মৃত ব্যক্তির কাফন দাফনে শরীক হয়েছে? হযরত আবু বকর (রা) বললেন ঃ আমি। রাসূল (সা)

বললেন ঃ তোমাদের মধ্যে কে আজ কোন রোগীকে দেখতে গেছে? হযরত আবু বরক (রা) বললেন ঃ আমি। রাসূল (সা) বললেন ঃ যে ব্যক্তির মধ্যে এসব গুণের সমাবেশ ঘটেছে, সে অবশ্যই বেহেশতে যাবে। (ইবনে খুযায়মা)

١٧٧٠- وَرُوِىَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلَ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ عَادَ مَرِيْضًا وَجَلَسَ عِنْدَهُ سَاعَةً أَجْرَى اللّٰه لَهُ عَمَلَ أَلْفِ سَنَةٍ لا يَعْصِى اللّٰهَ فِيْهَا طَرْفَةَ عَيْنٍ ». رواه ابن أبى الدنيا فى كتاب المرض والكفارات.

১৭৭০। হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কোন রোগীকে দেখতে যায় এবং তার কাছে কিছু সময় কাটায়, আল্লাহ তায়ালা তার নামে এমন এক হাজার বছরের সৎকাজ লিখে দেবেন, যার মধ্যে সে এক মুহূর্তের জন্যও আল্লাহর নাফরমানী করেনি। (ইবনে আবিদ দুনিয়া)

١٧٧١- وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « إِذَا دَخَلْتَ عَلَى مَرِيْضٍ فَمُرْهُ يَدْعُوْ لَكَ؛ فَإِنَّ دُعَاءَهُ كَدُعَاءِ الْمَلَائِكَةِ » رواه ابن ماجه، ورواته ثقات مشهورون، إلا أن ميمون بن مهران لم يسمع عن عمر.

১৭৭১। হযরত উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ যখন তুমি কোন রোগীকে দেখতে যাবে, তখন তাকে তোমার জন্য দোয়া করতে অনুরোধ কর। কেননা তার দোয়া ফেরেশতাদের দোয়ার মত। (ইবনে মাজাহ)

١٧٧٢- وَرُوِىَ عَنْ أَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰه صَلَّى اللّٰه عَلَيْهِ وَسَلَّم : « عُوْدُوْا الْمَرْضَى، وَمُرُوْهُمْ فَلْيَدْعُوْا لَكُمْ؛ فَإِنَّ دَعْوَةَ الْمَرِيْضِ مُسْتَجَابَةٌ، وَذَنْبَهُ مَغْفُوْرٌ ». رواه

الطبرانى فى الأوسط.

১৭৭২। হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ তোমরা রোগীদেরকে দেখতে যেয়ো এবং রোগীকে তোমার জন্য দোয়া করতে বল। কেননা রোগীর দোয়া কবুল হয় এবং তার গুনাহ মাফ করা হয়। (তাবরানী)

١٧٧٣- وَرُوِىَ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «لَاتَرُدُّ دَعْوَةُ الْمَرِيْضِ حَتّٰى يَبْرَأَ». رواه ابن أبى الدنيا فى كتاب المرض والكفارات.

১৭৭৩। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ রোগী যতক্ষণ সুস্থ না হয়, ততক্ষণ তার দোয়া কুবল হয়। (ইবনে আবিদ দুনিয়া)

الترغيب فى كلمات يدعى بهن اللمريض

রোগীর জন্য দোয়া করতে যেসব বাক্য শিখানো হয়েছে

١٧٧٤- عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «مَنْ عاد مَرِ يْضَالَمْ يَحْضُرْ أَجَلُه فَقَالَ عِنْدَهُ سَبْعَ مَرَّات : أَسْأَلُ اللّٰهَ الْعَظِيْمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ أَنْ يَشْفِيَكَ، إِلَّا عَافَاهُ اللّٰهُ مِنْ ذٰلِكَ الْمَرَضِ» رواه أبوداود، والترمذى وحسنه، والنسائى، وابن حبان فى صحيحه، والحاكم وقال : صحيح على شرط البخارى.

১৭৭৪। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ এখনো মুমূর্ষূ অবস্থায় পৌছেনি, এমন কোন রোগীকে দেখতে গিয়ে এই দোয়া সাতবার পড়লে আল্লাহ ঐ ব্যক্তিকে রোগমুক্ত করবেন ঃ "আসয়ালূল্লাহাল আযীম, রব্বাল আরশিল আযীম আই ইয়াশফিকা"। (আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে হাব্বান ও হাকেম)
অনুবাদ ঃ "মহান আল্লাহ, মহান আরশের অধিপতি কাছে প্রার্থনা করি, যেন তোমাকে রোগমুক্ত করেন।"

١٧٧٥- وَعَنْ سَعِيْدِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «فِيْ قَوْلِهِ : «لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ) :« أَيُّمَا مُسْلِمٍ دَعَا بِهَا فِيْ مَرَضِهِ أَرْبَعِيْنَ مَرَّةً فَمَاتَ فِيْ مَرَضِهِ ذٰلِكَ أُعْطِيَ أَجْرَ شَهِيْدٍ، وَإِنْ بَرَأَ بَرَأَ وَقَدْ غُفِرَ لَهُ جَمِيْعُ ذُنُوْبِهِ» رواه الحاكم وقال : رواه أحمد بن عمرو بن أبى بكر السكسكى عن أبيه عن محمد بن زيد عن ابن المسيب عنه.

১৭৭৫। হযরত সাদ ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ কোন মুসলমান রুগ্ন অবস্থায় ৪০ বার "লা ইলাহা ইল্লা আন্তা সুবহানাকা ইন্নী কুন্তু মিনায যোয়ালেমীন" (তুমি ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই, তোমার পবিত্রতা ঘোষণা করি। আমি নিজের ওপর অত্যাচার করে ফেলেছি। পড়লে সে যদি ঐ রোগে মারা যায়, তাহলে শহীদের সওয়াব পাবে, আর আরোগ্য লাভ করলে তার সকল গুনাহ মাফ করা হবে। (হাকেম)

١٧٧٦- وَرُوِيَ عَنْ حَجَّاجِ بْنِ فَرَافِصَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «مَا مِنْ مَرِيْضٍ يَقُوْلُ : سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ الرَّحْمٰنِ الْمَلِكِ الدَّيَّانِ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ مُسَكِّنَ الْعُرُوْقِ الضَّارِبَةِ، وَمُنَيِّمَ الْعُيُوْنِ السَّاهِرَةِ، إِلَّا شَفَاهُ اللّٰهُ تَعَالٰى» رواه ابن أبى الدنيا فى اخر كتاب المرض والكفارات هكذا معضلا.

১৭৭৬। হযরত হাজ্জাজ বিন ফারাফিসা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ কোন রুগ্ন ব্যক্তি নিম্নের দোয়াটা পড়লে আল্লাহ তাকে রোগমুক্ত করবেন। "সুবহানাল মালিকিল কুদ্দসির রহমানিল মালিকিদ দাইয়ান লা ইলাহা ইল্লা আন্তা মুসাককিনুল উরুকিয্ যারিবা ওয়া মুনীমুল উয়ুনিস্ সাহিরা" (মহাপবিত্র পরম দয়ালু সম্রাট, কর্মফল দাতা সম্রাটের পবিত্রতা ঘোষণা করছি। অস্থির শীরাগুলোকে প্রশান্তকারী ও নিদ্রাহীন চোখগুলোকে নিদ্রা দানকারী আপনি ব্যতীত আর কোন মাবুদ নেই) (ইবনে আবিদ দুনিয়া)

الترغيب فى الوصية، والعدل فيها

ন্যায় সংগতভাবে ওসিয়ত করতে উৎসাহ প্রদান

١٧٧٧- وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ - أَوِ الْمَرْأَةُ - بِطَاعَةِ اللّٰهِ سِتِّيْنَ سَنَةً، ثُمَّ يَحْضُرُهُمَا الْمَوْتُ فَيُضَارَّانِ بِالْوَصِيَّةِ فَتَجِبُ لَهُمَا النَّارُ، ثُمَّ قَرَأَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ : (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصٰى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ) حَتّٰى بَلَغَ : (وَذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ) رواه أبو داود، والترمذى وقال : حديث حسن غريب، وابن ماجه، ولفظه : قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْخَيْرِ سَبْعِيْنَ سَنَةً، فَإِذَا أَوْصٰى حَافَ فِىْ وَصِيَّتِهِ فَيُخْتَمُ لَهُ بِشَرِّ عَمَلِهِ فَيَدْخُلُ النَّارَ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الشَّرِّ سَبْعِيْنَ سَنَةً فَيَعْدِلُ فِىْ وَصِيَّتِهِ، فَيُخْتَمُ لَهُ بِخَيْرِ عَمَلِهِ فَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ».

১৭৭৭। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি যদি ষাট বছর আল্লাহর হুকুম যথাযথভাবে মেনে চলে তারপর তার মৃত্যু ঘনিয়ে এলে ওছিয়তের মাধ্যমে কারো ক্ষতি সাধান করে, তবে তার দোযখে যাওয়া অবধারিত হয়ে যায়। এরপর আবু হুরায়রা (রা) সূরা নিসার ১২ ও ১৩ নং আয়াত পড়ে শোনান। (আবু দাউদ ও তিরমিযী) ইবনে মাজার রেওয়ায়াত এরূপ ঃ কোন ব্যক্তি সত্তর বছর যাবত সৎকর্মশীলদের মত কাজ করলেও মৃত্যুর প্রাক্কালে ওসিয়ত করার সময় সে যদি কারো ওপর যুলুম করে, তাহলে জীবনের শেষ সময়টা খারাপ কাজে ব্যয়িত হওয়ার কারণে সে জাহান্নামবাসী হবে। পক্ষান্তরে কোন ব্যক্তি সত্তর বছর

যাবত খারাপ কাজ করলেও সে যদি ওসিয়তের মাধ্যমে সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে, তাহলে তার জীবনের শেষ সময়টা অন্যায় কাজে ব্যয়িত হওয়ার কারণে সে বেহেশতে যাবে।

١٧٨٨- وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اَلْإِضْرَارُ فِى الْوَصِيَّةِ مِنَ الْكَبَائِرِ، ثُمَّ تَلَا : (تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ) رواه النسائى.

১৭৭৮। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন। ওসিয়তের মাধ্যমে কারো ক্ষতি করা কবীরা গুনাহ। এরপর রাসূল (সা) সূরা নিসার ১৩ নং আয়াত পড়ে শুনান। (নাসায়ী)

ব্যাখ্যা ঃ ওয়ারিশদের মধ্যে পরিত্যক্ত সম্পত্তি বিতরণের জন্য পবিত্র কুরআনে প্রত্যেক ওয়ারিশের প্রাপ্য অংশ নির্ধারিত রয়েছে। কোন ওয়ারিশকে ওসিয়তের মাধ্যমে তা থেকে বঞ্চিত করা বা কম বেশী করা কবীরা গুনাহ। অনুরূপভাবে, প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের জীবদ্দশায় সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ ওসিয়তের মাধ্যমে কাউকে দান করতে পার। এর বেশী দান করতে পারে না। এর বেশী দান করলেই তা উত্তরাধিকারীর ক্ষতি সাধন ও তার ওপর যুলুম করা হবে। অনুবাদক

١٧٧٩- وَعَنْ أَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىْ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «لَأَنْ يَتَصَدَّقَ الْمَرْءُ فِىْ حَيَاتِهِ وَصِحَّتِهِ بِدِرْهَمٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَتَصَدَّقَ عِنْدَ مَوْتِهِ بِمِائَةٍ» رواه أبو داود، وابن حبان فى صحيحه، كلاهما عن شرحبيل بن سعد عن أبى سعيد.

১৭৭৯। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তিকে স্বীয় জীবদ্দশায় সুস্থ সবল অবস্থায় এক দিরহাম দান করা মৃত্যুর সময় একশো দিরহাম দান করার চেয়েও উত্তম। (আবু দাউদ, ইবনে হাব্বান)

الترهيب من كراهية الإنسان الموت

মৃত্যুকে অপছন্দ করার বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী

١٧٨٠- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللّٰهِ أَحَبَّ اللّٰهُ لِقَاءَهُ، وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللّٰهِ كَرِهَ اللّٰهُ لِقَاءَهُ» قُلْنَا : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، كُلُّنَا يَكْرَهُ الْمَوْتَ؟ قَالَ : «لَيْسَ ذٰلِكَ كَرَاهِيَةَ الْمَوْتِ، وَلٰكِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا حَضَرَ جَاءَهُ الْبُشْرٰى مِنَ اللّٰهِ فَلَيْسَ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَكُوْنَ قَدْ لَقِيَ اللّٰهَ فَأَحَبَّ اللّٰهُ لِقَاءَهُ، وَأَنَّ الْفَاجِرَ أَوِ الْكَافِرَ إِذَا حَضَرَ جَاءَهُ مَا هُوَ صَائِرٌ إِلَيْهِ مِنَ الشَّرِّ أَوْ مَا يَلْقٰى مِنَ الشَّرِّ فَكَرِهَ لِقَاءَ اللّٰهِ؛ فَكَرِهَ اللّٰهُ لِقَاءَهُ» رواه أحمد، ورواته رواة الصحيح، والنسائى بإسناد جيد.

১৭৮০। হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ পছন্দ করে, আল্লাহও তার সাথে সাক্ষাৎ পছন্দ করেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ অপছন্দ করে, আল্লাহও তার সাথে সাক্ষাৎ অপছন্দ করেন। আমরা বললাম ঃ হে রাসূলুল্লাহ, মৃত্যুকে তো আমরা সবাই অপছন্দ করি। রাসূল (সা) বললেন ঃ ওটা প্রকৃত পক্ষে মৃত্যুকে অপছন্দ করা নয়। বরং মুমিনের যখন মৃত্যুর সময় এসে যায়, তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে তার কাছে সুসংবাদদাতা আসে, তখন আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করা তার কাছে সবচেয়ে প্রিয় জিনিস হয়ে দাঁড়ায়। আর কাফির বা গুনাহগার ব্যক্তির যখন মৃত্যুর সময় আসে, তখন যে খারাপ পরিণতির দিকে সে যাচ্ছে, সেটা সে দেখতে পায়। ফলে সে আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করা (মৃত্যু) কে অপছন্দ করে। এ জন্য আল্লাহরও তার সাথে সাক্ষাত অপছন্দ করেন। (আহমাদ, নাসায়ী)

١٧٨١- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «تُحْفَةُ الْمُؤْمِنِ الْمَوْتُ» رواه الطبرانى بإسناد جيد.

১৭৮১। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সা) বলেছেন ঃ মৃত্যু হচ্ছে মুমিনের উপহার। (তাবরানী)

الترغيب فى كلمات يقولهن من مات له ميت

কোন আপনজন মারা গেলে কী পড়া উচিত

١٧٨٢- وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : مَا مِنْ عَبْدٍ تُصِيْبُهُ مُصِيْبَةٌ فَيَقُوْلُ : إِنَّا لِلّٰهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ، اَللّٰهُمَّ اجِرْنِىْ فِىْ مُصِيْبَتِىْ، وَاخْلُفْ لِىْ خَيْرًا مِنْهَا ؛ إِلَّا آجَرَهُ اللّٰهُ تَعَالَىٰ فِى مُصِيْبَتِهِ، وَأَخْلَفَ لَهُ خَيْرًا مِنْهَا » قَالَتْ : فَلَمَّا مَاتَ أَبُوْ سَلَمَةَ قُلْتُ : أَىُّ الْمُسْلِمِيْنَ خَيْرٌ مِنْ أَبِىْ سَلَمَةَ؟ أَوَّلُ بَيْتٍ هَاجَرَ إِلَىٰ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ إِنِّى قُلْتُهَا فَأَخْلَفَ اللّٰهُ لِىْ خَيْرًا مِنْهُ : رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

رواه مسلم، وأبو داود، والنسائى، والترمذى.

১৭৮২। হযরত উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ কোন বান্দার ওপর কোন বিপদাপদ এলে তার পড়া উচিত ঃ "ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন, আল্লাহুম্মা আজিরনী ফী মুছীবাতী, ওয়াখলুফ লী খাইরান মিনহা," তাহলে আল্লাহ তায়ালা তাকে তার বিপদের জন্য ছাওয়াব দেবেন এবং যা হারিয়েছে তার চেয়ে উত্তম ক্ষতিপূরণ প্রদান করবেন। উম্মে সালামা বলেন ঃ (আমার স্বামী) আবু সালামা যখন মারা গেল, তখন আমি (মনে মনে) বললাম ঃ আবু সালামার চেয়ে উত্তম কে? সে রাসূল (সা)-এর কাছে হিজরতকারী প্রথম পরিবারের প্রধান। তার মৃত্যুর পর আমি উল্লিখিত দোয়া পড়লাম ফলে আল্লাহ আমাকে তার চেয়েও উত্তম স্বামী অর্থাৎ রাসূল (সা) কে দান করলেন। (মুসলিম, আবু দাউদ, নাসায়ী, তিরমিযী)

١٧٨٣- وَعَنْ أَبِىْ مُوْسَىٰ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا مَاتَ وَلَدُ الْعَبْدِ قَالَ اللّٰهُ تَعَالَىٰ

لِمَلَائِكَتِهِ : قَبَضْتُمْ وَلَدَ عَبْدِىْ؟ فَيَقُوْلُوْنَ : نَعَمْ، فَيَقُوْلُ : قَبَضْتُمْ ثَمَرَةَ فُؤَادِهِ؟ فَيَقُوْلُوْنَ : نَعَمْ، فَيَقُوْلُ : مَاذَا قَالَ عَبْدِىْ؟ فَيَقُوْلُوْنَ : حَمِدَكَ وَاسْتَرْجَعَ. فَيَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى : اِبْنُوْا لِعَبْدِىْ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ، وَسَمُّوْهُ بَيْتَ الْحَمْدِ» رواه الترمذى، وحسنه، وابن حبان فى صحيحه.

১৭৮৩। হযরত আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ কোন বান্দার সন্তান যখন মারা যায়, তখন আল্লাহ তাঁর ফেরেশতাদেরকে বললেন ঃ তোমরা কি আমার বান্দার সন্তানকে নিয়েছ? তারা বলেন ঃ হ্যাঁ। আল্লাহ বলেন ঃ "তার কলিজার টুকরোকে নিয়ে গেছ?" তারা বলেন ঃ হ্যাঁ। আল্লাহ বলেন ঃ আমার বান্দা কী বলেছে ? তারা বলেন ঃ আপনার প্রশংসা করেছে ও "ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন" (আমরা আল্লাহর জন্য এবং আল্লাহর কাছেই ফিরে যাবো) পড়েছে। তখন আল্লাহ বলেন ঃ আমার বান্দার জন্য বেহেশতে একটা বাড়ী নির্মাণ কর এবং তার নাম রাখ "প্রশংসার ভবন"। (তিরমিযী ও ইবনে হাব্বান)

الترغيب فى حفر القبور

وتغسيل الموتى، وتكفينهم

মৃত ব্যক্তির কাফন-দাফনের ফযীলত

١٧٨٤- عَنْ أَبِىْ رَافِعٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «مَنْ غَسَلَ مَيِّتًا فَكَتَمَ عَلَيْهِ غَفَرَ اللّٰهُ لَهُ أَرْبَعِيْنَ كَبِيْرَةً وَمَنْ حَفَرَ لِأَخِيْهِ قَبْرًا حَتّٰى يُجِنَّهُ، فَكَأَنَّمَا أَسْكَنَهُ مَسْكَنًا حَتّٰى يُبْعَثَ» رواه الطبرانى فى الكبير، ورواته محتج بهم فى الصحيح، والحاكم.

১৭৮৪। হযরত আবু রা'ফে (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কোন মৃত ব্যক্তিকে গোছল করায়, অতঃপর কাফন পরায়, আল্লাহ তার চল্লিশটা কবীরা গুনাহ মাফ করে দেন। আর যে ব্যক্তি তার ভাই এর জন্য কবর খোঁড়ে ও তাকে সমাহিত করে, সে যেন তাকে কিয়ামত পর্যন্ত সময়ের জন্য বাসভবন বানিয়ে দেয়। (তাবরানী, হাকেম)

١٧٨٥- وَرُوِىَ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «إِنَّ أَوَّلَ مَا يُجَازَى بِهِ الْعَبْدُ بَعْدَ مَوْتِهِ أَنْ يُغْفَرَ لِجَمِيْعِ مَنِ اتَّبَعَ جَنَازَتَهُ» رواه البزار.

১৭৮৫। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ কোন বান্দার মৃত্যুর পর আল্লাহ তায়ালা তাকে সর্বপ্রথম যে পুরস্কার দান করেন তা হচ্ছে, তার কাফন-দাফনকারীদের সবাইকে ক্ষমা করে দেন। (বাযযার)

الترغيب فى كثرة المصلين على الجنازة

জানাযার নামাযে অধিক সংখ্যক মুসল্লীর সমাবেশের ফযীলত

١٧٨٦- وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «مَا مِنْ رَجُلٍ يُصَلِّىْ عَلَيْهِ مِائَةٌ إِلاَّ غَفَرَ اللّٰهُ لَهُ» رواه الطبرانى فى الكبير، وفى مبشر بن أبى المليح، لا يحضرنى حاله.

১৭৮৬। হযরত ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ যার জন্য একশো ব্যক্তি জানাযার নামায পড়ে, তার সমস্ত গুনাহ আল্লাহ মাফ করে দেন। (তাবরানী)

١٧٨٧- وَرُوِىَ اِبْنِ مَاجَهَ عَنْ عُمَرِو بْنِ حَزْمٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يُعَزِّىْ أَخَاهُ بِمُصِيْبَةٍ إِلاَّ كَسَاهُ اللّٰهُ مِنْ حُلَلِ الْكَرَامَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

১৭৮৭। হযরত আমর ইবনে হাযম থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ যে মুমিন অপর মুমিনের বিপদ-মুসিবতে সমবেদনা জানায় ও সান্ত্বনা দেয়, আল্লাহ তায়ালা তাকে কিয়ামতের দিন সম্মানজনক পোশাক পরাবেন। (ইবনে মাজা)

الترغيب فى الإسراع بالجنازة

জানাযা ও কাফন দাফনে দ্রুততা অবলম্বনের উপদেশ

١٧٨٨- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «أَسْرِعُوْا بِالْجَنَازَةِ، فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُوْنَهَا إِلَيْهِ، وَإِنْ تَكُ سِوٰى ذٰلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُوْنَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ» رواه البخارى، مسلم، وأبو داود، والترمذى، والنسائى، وابن ماجه.

১৭৮৮। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ তোমরা জানাযা ও কাফন-দাফন তাড়াতাড়ি কর। মৃত ব্যক্তি যদি সৎ হয়, তাহলে তাকে যত দ্রুত উত্তম জিনিস উপহার দেয়া যায়, ততই ভালো। আর সে যদি খারাপ হয়, তাহলে যত দ্রুত একটা খারাপ জিনিস তোমাদের ঘাড় থেকে নামাতে পার, ততই ভাল। (বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজা)

الترغيب فى الدعاء للميت، وإحسان الثناء عليه

মৃত ব্যক্তির জন্য দোয়া করা ও প্রশংসা করার উপদেশ

١٧٨٩- عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا فَرَغَ مِنْ دَفْنِ الْمَيِّتِ وَقَفَ عَلَيْهِ فَقَالَ : «اِسْتَغْفِرُوْا لأَخِيْكُمْ، وَاسْأَلُوْا لَهُ بِالتَّثْبِيْتِ؛ فَإِنَّهُ الآنَ يُسْأَلُ» رواه أبو داود.

১৭৮৯। হযরত উসমান ইবনে আফফান (রা) থেকে বর্ণিত। যখন রাসূল (সা) কোন মৃত ব্যক্তির দাফন সম্পন্ন করতেন, তখন সেখানে দাঁড়াতেন এবং বলতেন ঃ “তোমরা তোমাদের ভাই-এর গুনাহ মাফের জন্য দোয়া কর এবং তাকে ঈমানের ওপর অবিচল রাখার জন্য দোয়া কর। কেননা এখন তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। (আবু দাউদ)

١٧٩٠- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : مُرَّ بِجَنَازَةٍ فَأُثْنِىَ عَلَيْهَا خَيْرٌ، فَقَالَ نَبِىُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَجَبَتْ، وَجَبَتْ، وَجَبَتْ» وَمُرَّ بِجَنَازَةٍ فَأُثْنِىَ عَلَيْهَا شَرٌّ، فَقَالَ نَبِىُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «وَجَبَتْ، وَجَبَتْ، وَجَبَتْ» فَقَالَ عُمَرُ : فِدَاكَ أَبِىْ وَأُمِّىْ، مُرَّ بِجَنَازَةٍ فَأُثْنِىَ عَلَيْهَا خَيْرٌ فَقُلْتَ : وَجَبَتْ وَجَبَتْ وَجَبَتْ، وَمُرَّ بِجَنَازَةٍ فَأُثْنِىَ عَلَيْهَا شَرٌّ فَقُلْتَ : وَجَبَتْ وَجَبَتْ وَجَبَتْ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم : «مَنْ أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ خَيْرًا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ، وَمَنْ أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ شَرًّا وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ، أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللّٰهِ فِىْ الْأَرْضِ» رواه البخارى، ومسلم، واللفظ له، والترمذى، والنسائى.

১৭৯০। হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। একটা লাশ নিয়ে যাওয়া হলো। লোকেরা তার প্রশংসা করলো। রাসূল (সা) বললেন ঃ অবধারিত, অবধারিত, অবধারিত। কিছুক্ষণ পর আর একটা লাশ নিয়ে যাওয়া হলো। লোকেরা তার নিন্দা করলো। রাসূল (সা) বললেন ঃ অবধারিত, অবধারিত অবধারিত। হযরত উমার (রা) বললেন ঃ আপনার ওপর আমার পিতামাতা উৎসর্গ হউক। প্রথমে একটা লাশ গেল। লোকেরা তার প্রশংসা করলো। আপনি বললেন ঃ অবধারিত, অবধারিত, অবধারিত। আর একটা লাশ গেল। লোকে তার নিন্দা করলো আপনি বললেন ঃ অবধারিত, অবধারিত, অবধারিত। রাসূল (সা) বললেন ঃ তোমরা যার প্রশংসা করেছ, তার জন্য জান্নাত অবধারিত হয়ে গেছে। আর তোমরা যার নিন্দা করেছ, তার জন্য জাহান্নাম অবধারিত হয়ে গেছে। তোমরা পৃথিবীতে আল্লাহর সাক্ষী।" (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসায়ী ও ইবনে মাজা)

١٧٩١- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوْتُ فَيَشْهَدُ لَهُ أَرْبَعَةُ أَهْلِ أَبْيَاتٍ

مِنْ جِيْرَانِهِ الْأَدْنَيْنَ إِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ إِلَّا خَيْرًا إِلَّا قَالَ اللّٰهُ : قَدْ قَبِلْتُ عِلْمَكُمْ فِيْهِ، وَغَفَرْتُ لَهُ مَالَا تَعْلَمُوْنَ » رواه أبو على، وابن حبان فى صحيحه.

১৭৯১। হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ কোন মুসলমান মারা যাওয়ার পর তার নিকটতম প্রতিবেশীদের মধ্য থেকে চারটি বাড়ীর অধিবাসীরা যদি সাক্ষ্য দেয় যে, তারা ঐ মৃত ব্যক্তি সম্পর্কে ভালো ছাড়া কিছু জানেনা, তাহলে আল্লাহ বলেন ঃ তোমরা যা জান, আমি সেটাই গ্রহণ করলাম এবং তোমরা যা জাননা, তা আমি তার জন্য ক্ষমা করে দিলাম। (আবু ইয়ালা ও ইবনে হাব্বান)

١٧٩٢- وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أُذْكُرُوْا مَحَاسِنَ مَوْتَاكُمْ، وَكُفُّوْا عَنْ مَسَاوِيْهِمْ » رواه أبو داود والترمذى، وابن حبان.

১৭৯২। হযরত ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ তোমরা তোমাদের মৃতদের সৎগুণাবলী ও সৎকর্মসমূহের উল্লেখ কর এবং তাদের অসৎকর্ম ও অসৎগুণাবলীর বর্ণনা দেয়া থেকে বিরত থাকো। (আবু দাউদ, তিরমিযী ইবনে হাব্বান)

١٧٩٣- وَعَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا : مَا فَعَلَ يَزِيْدُ بْنُ قَيْسٍ لَعَنَهُ اللّٰهُ؟ قَالُوْا : قَدْمَاتَ، قَالَتْ : فَأَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ، فَقَالُوْا لَهَا : مَالَكِ لَعَنْتِهِ ثُمَّ قُلْتِ فَأَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ؟ قَالَتْ : إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لَا تَسُبُّوْا الْأَمْوَاتَ فَإِنَّهُمْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوْا » رواه ابن حبان فى صحيحه، وهو عند البخارى دون ذكر القصة.

১৭৯৩। একবার হযরত আয়েশা (রা) এক ব্যক্তিকে অভিসম্পাত করলেন। তা শুনে একজন বললো ঃ সে তো মারা গেছে। হযরত আয়েশা তৎক্ষনাত বললেন ঃ

"আসতাগফিরুল্লাহ", (আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাই।) লোকটি বললো ঃ ব্যাপার কি? আপনি প্রথমে তাকে অভিসম্পাত করলেন, তাপর সে মারা গেছে শুনে "আসতাগফিরুল্লাহ" বললেন? হযরত আয়েশা (রা) বললেন রাসূল (সা) বলেছেন ঃ তোমরা মৃতদেরকে গাল দিও না। কারণ তারা যা করেছে, তার ফল ভোগ করার জায়গায় পৌঁছে গেছে। (ইবনে হাব্বান, বুখারী)

الترهيب من النياحة على الميت

মৃত ব্যক্তির ওপর শোক প্রকাশে বাড়াবাড়ির বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী

١٧٩٤- وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «اِثْنَانِ فِى النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ : اَلطَّعْنُ فِى النَّسَبِ، وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ» رواه مسلم.

১৭৯৪। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ মানুষের দুটো কাজ কুফরীর পর্যায় ভুক্ত। কাউকে তার বংশ মর্যাদা নিয়ে আক্রমনাত্মক কথা বলা, (যেমন তার বংশ খারাপ অথবা তার বাপের ঠিক নেই ইত্যাদি) এবং মৃত ব্যক্তির শোকে উচ্চস্বরে কাঁদা। (মুসলিম)

١٧٩٥- وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «ثَلاَثَةٌ مِنَ الْكُفْرِ بِاللّٰهِ : شَقُّ الْجَيْبِ، وَالنِّيَاحَةُ، وَالطَّعْنُ فِى النَّسَبِ» رواه ابن حبان فى صحيحه، والحاكم، وقال : صحيح الإسناد.

১৭৯৫। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ তিনটি জিনিস আল্লাহর সাথে কুফরি করার শামিল ঃ শোক প্রকাশের জন্য পরিধেয় কাপড় ছেড়া, উচ্চস্বরে কাঁদা এবং কারো বংশ নিয়ে নিন্দা করা। (ইবনে হাব্বান, হাকেম)

١٧٩٦- وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «صَوْتَانِ مَلْعُوْنَانِ فِى الدُّنْيَا

وَالآخِرَةِ : مِزْمَارٌ عِنْدَ نِعْمَةٍ، وَرَنَّةٌ عِنْدَ مُصِيْبَةٍ» رواه البزار، ورواته ثقات.

১৭৯৬। হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ দুটো শব্দ দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জায়গায় অভিশপ্ত ঃ আনন্দো উৎসবে বাদ্য বাজানোর শব্দ এবং বিপদে উচ্চস্বরে কাঁন্নার শব্দ।

١٧٩٧- وَعَنْ أَبِيْ مَالِكٍ الأَشْعَرِيْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « أَرْبَعٌ فِيْ أُمَّتِيْ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ لاَيَتْرُكُوْنَهُنَّ : اَلْفَخْرُ فِي الاَحْسَابِ، وَالطَّعْنُ فِى الأَنْسَابِ، وَالاِسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُوْمِ، وَالنِّيَاحَةُ » وَقَالَ : «اَلنَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا تُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانٍ، وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ» رواه مسلم ، وابن ماجه، ولفظه : قَالَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اَلنِّيَاحَةُ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ، وَإِنَّ النَّائِحَةَ إِذَا مَاتَتْ وَلَمْ تَتُبْ قَطَعَ اللّٰهُ لَهَا ثِيَابًا مِنْ قَطِرَانٍ، وَدِرْعًا مِنْ لَهَبِ النَّارِ ».

১৭৯৭। হযরত আবু মালেক আশয়ারী বর্ণনা করেন, রাসূল (সা) বলেছেন ঃ আমার উম্মাতের মধ্যে জাহেলিয়াতের ৪টি প্রথা এখনো চালু রয়েছে, তারা এগুলো বর্জন করছে না ঃ নিজের বংশ নিয়ে গর্ব করা, অন্যের বংশ সম্পর্কে খারাপ মন্তব্য করা, গ্রহ নক্ষত্রের ওছিলা দিয়ে বৃষ্টি প্রার্থনা করা এবং মৃতের শোকে উচ্চস্বরে কাঁদা তিনি আরো বলেন ঃ (পেশাগত) ক্রন্দসী মহিলা যদি মৃত্যুর আগে তওবা না করে, তবে তাকে দোযখের আগুনে গলানো তামা দিয়ে তৈরী পাজামা ও আগুনের তৈরী বর্ম পরিয়ে কিয়ামতের মাঠে ওঠানো হবে। (মুসলিম, ইবনে মাজা)

الترهيب من إحداد المرأة

স্বামী ছাড়া আর কারো জন্য তিন দিনের বেশী শোক করা বৈধ নয়

١٧٩٨- عَنْ زَيْنَبْ بِنْتِ أَبِىْ سَلْمَــةَ قَــالَتْ : دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيْبَــةَ زَوْجِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ تُوُفِّىَ أَبُوْهَا أَبُوْ سُفْيَـانَ بْنَ حَرْبٍ، فَدَعَتْ بِطِيْبٍ فِيْـهِ صُفْرَةُ خَلُوْق- أَوْ غَيْـرِه فَدَهَنَتْ مِنْـهُ جَارِيَةً، ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضَيْـهَا، ثُمَّ قَـالَتْ : وَاللّٰهِ مَالِىْ بِالطِّيْبِ مِنْ حَاجَةٍ، غَيْرَ أَنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ عَلَى الْمِنْبَـرِ : «لاَ يَحِلُّ لاِمْـرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الاٰخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ، إِلاَّ عَلٰى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» قَالَتْ زَيْنَبُ : ثُمَّ دَخَلْتُ عَلٰى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا حِيْنَ تُوُفِّىَ أَخُوْهَا، فَدَعَتْ بِطِيْبٍ فَمَسَّتْ مِنْـهُ، ثُمَّ قَالَتْ : أَمَا وَاللّٰهِ مَالِىْ بِالطِّيْبِ مِنْ حَـاجَـةٍ، غَيْـرَ أَنِّىْ سَـمِـعْتُ رَسُـوْلَ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ يَقُـوْلُ عَلَى الْمِنْبَـرِ : » لاَيَحِلُّ لاِمْـرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَـوْمِ الاٰخِـرِ أن تُحِـدَّ عَلٰى مَـيِّتٍ فَـوْقَ ثَلاَثٍ، إِلاَّ عَلٰى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا » رواه البخارى، ومسلم، وغيرهما.

১৭৯৮। হযরত যয়নব বিনতে আবি সালাম (রা) বলেন ঃ আমি রাসূল (সা)-এর স্ত্রী উম্মে হাবিবার কাছে তাঁর বাবা আবু সুফিয়ান মারা যাওয়ার পর গেলাম। তিনি একটা সুগন্ধী দ্রব্য আনতে বললেন। জনৈকা দাসী সেই সুগন্ধী ব্যবহার করলো। তারপর তিনি বললেন ঃ আমার সুগন্ধীর কোন প্রয়োজন নেই। তবে রাসূল (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাসী কোন নারীর পক্ষে স্বামী ছাড়া আর কারো জন্য তিন

দিনের বেশী শোক করা জায়েয নেই। স্বামীর জন্য চার মাস দশদিন শোক পালন করতে হবে। যয়নব বলেন ঃ এরপর আমি রাসূল (সা) এর অপর স্ত্রী যয়নব বিনতে জাহাশ (রা)-এর কাছে গেলাম। তখন তার ভাই মারা গেছে। তিনিও একটা সুগন্ধী দ্রব্য আনালেন ও তা ব্যবহার করলেন। তারপর বললেন ঃ আল্লাহর কসম, আমার কোন সুগন্ধীর প্রয়োজন নেই। তবে আমি রাসূল (সা) কে বলতে শুনেছি ঃ আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাসী কোন নারীর পক্ষে স্বামী ছাড়া আর কারো ওপর তিন দিনের বেশী শোক প্রকাশ করা জায়েয নেই। স্বামীর জন্য চার মাস দশদিন শোক করা যায়। (বুখারী, মুসলিম)

الترهيب من أكل مال اليتيم بغير حق

এতিমের সম্পত্তি অন্যায়ভাবে ভোগ করার বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী

١٧٩٩- وَعَنْ أَبِىْ بَرْزَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَوْمٌ مِنْ قُبُوْرِهِمْ تَأَجَّجُ أَفْوَاهُهُمْ نَارًا» فَقِيْلَ : مَنْ هُمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ؟ قَالَ : «أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُوْلُ : (إِنَّ الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ أَمْوَالَ الْيَتَامٰى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُوْنَ فِىْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا) رواه أبو يعلى، ومن طريقه ابن حبان فى صحيحه من طريق زياد بن المنذر أبى الجارود عن نافع بن الحارث وهما واهيان متهمان عن أبى برزة.

১৭৯৯। হযরত আবু বরযা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন এক শ্রেণীর মানুষ তাদের কবর থেকে এমন অবস্থায় উঠবে যে, তাদের মুখ থেকে আগুন বেরুতে থাকবে। জিজ্ঞেস করা হলো ঃ হে রাসূল, ওরা কারা? রাসূল (সা) বললেন ঃ তুমি জান না, আল্লাহ বলেছেন ঃ "যারা এতিমদের সম্পত্তি অন্যায়ভাবে খায়, তারা তাদের পেট কেবল আগুন দিয়ে ভর্তি করে?" (সূরা নিসা আয়াত-১০) (আবু ইয়ালা ও ইবনে হাব্বান)

الترغيب فى زيارة الرجال القبور

والترهيب من زيارة النساء لها، واتباعهن الجنائز

পুরুষদেরকে কবর যিয়ারতের উদ্বুদ্ধকরণ ও নারীদের প্রতি নিষেধাজ্ঞা

١٨٠٠- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ زَارَ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْرَ أُمِّهِ، فَبَكَى وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَهُ، فَقَالَ : « اِسْتَأْذَنْتُ رَبِّىْ فِىْ أَنْ اَسْتَغْفِرَ لَهَا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِىْ، وَاسْتَأْذَنْتُهُ فِىْ أَنْ أَزُوْرَ قَبْرَهَا فَأَذِنَ لِىْ، فَزُوْرُوا الْقُبُوْرَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتَ » رواه مسلم، وغيره.

১৮০০। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। একবার রাসূল (সা) নিজের মায়ের কবর যিয়ারত করলেন। তখন নিজেও কাঁদলেন, এবং আশপাশের লোকদেরকে কাঁদালেন। তারপর বললেন ঃ আমি আমার মায়ের মাগফিরাত কামনা (গুনাহ মাফ চাওয়া) অনুমতি চেয়েছিলাম, কিন্তু আমাকে অনুমতি দেয়া হয়নি। পরে তার কবর যিয়ারত করার অনুমতি চেয়েছি, অনুমতি দেয়া হয়েছে। অতএব তোমরা কবর যিয়ারত কর। এটা মৃত্যুর কথা মনে করিয়ে দেয়। (মুসলিম)

١٨٠١- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ زَائِرَاتِ الْقُبُوْرِ، وَالْمُتَّخِذِيْنَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالسُّرُجَ، رواه أبوداود، والترمذى وحسنه، والنسائى. وابن ماجه، وابن حبان، فصحيحه.

১৮০১। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। যে সকল মহিলা কবর যিয়ারত করে এবং যে সকল পুরুষ বা মহিলা কবরের ওপরে বা পার্শ্বে মসজিদ বানায় বা কবরের ওপর প্রদ্বীপ জ্বালায়, রাসূল (সা) তাদেরকে অভিসম্পাত করেছেন। (আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজা, ইবনে হাব্বান)

الترهيب من المرور بقبور الظالمين، وديارهم، ومصارعهم

অত্যাচারী ও খোদদ্রোহীদের কবরের পাশ দিয়ে চলাচলের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী এবং কবরের আযাব

١٨٠٢- عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لِأَصْحَابِه - يَعْنِي لَمَّا وَصَلُوْا الْحِجْرَ دِيَارِ ثَمُوْدَ - «لَا تَدْخُلُوا عَلٰى هٰؤُلَاءِ الْمُعَذَّبِيْنَ، إِلَّا أَنْ تَكُوْنُوْا بَاكِيْنَ، فَإِنْ لَمْ تَكُوْنُوْا بَاكِيْنَ فَلَا تَدْخُلُوْا عَلَيْهِمْ لَا يُصِيْبُكُمْ مَا أَصَابَهُمْ». رواه البخاري، ومسلم.

১৮০২। হযরত ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা)-এর সাহাবীগণ যখন আল্লাহর আযাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত সামুদ জাতির নিবাস হিজরে পৌঁছেন, তখন তাদেরকে বললেন ঃ এই শাস্তিপ্রাপ্তদের এলাকায় প্রবেশ করো না। যদি কর, তবে কাঁদতে কাঁদতে প্রবেশ কর। যদি কাঁদতে না পার, তাহলে প্রবেশ করো না। যাতে তাদের ওপর যে আযাব এসেছিল, তা তোমাদের ওপরও না আসে। (বুখারী ও মুসলিম)

١٨٠٣- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ يَهُوْدِيَّةً دَخَلَتْ عَلَيْهَا فَذَكَرَتْ عَذَابَ الْقَبْرِ، فَقَالَتْ لَهَا : أَعَاذَكِ اللّٰهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، قَالَتْ عَائِشَةُ : فَسَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَذَابِ الْقَبْرِ؟ فَقَالَ : نَعَمْ عَذَابُ الْقَبْرِ حَقٌّ». قَالَتْ : فَمَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدُ صَلّٰى صَلَاةً إِلَّا تَعَوَّذَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ» رواه البخاري، ومسلم.

১৮০৩। হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। জনৈক ইহুদী মহিলা তার কাছে এসে কবরের আযাব সম্পর্কে আলোচনা করে এবং তাঁকে বলে ঃ "আল্লাহ তোমাকে কবরের আযাব থেকে রক্ষা করুক।" হযরত আয়েশা (রা) বলেন ঃ এর অব্যবহিত

পর আমি রাসূল (সা) কে কবরের আযাবের কথা জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন ঃ "হ্যাঁ, কবরের আযাব সত্য।" এরপর আমি তাকে যখনই নামায পড়তে দেখেছি, কবরের আযাব থেকে আশ্রয় চাইতে দেখেছি।

١٨٠٤- وَعَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «إِنَّ الْمَوْتَى لَيُعَذَّبُوْنَ فِيْ قُبُوْرِهِمْ، حَتَّى إِنَّ الْبَهَائِمَ لَتَسْمَعُ أَصْوَاتَهُمْ» رواه الطبرانى فى الكبير بإسناد حسن.

১৮০৪। হযরত ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ মৃত ব্যক্তিরা অবশ্যই কবরে আযাব ভোগ করে। এমনকি চুতষ্পদ প্রাণীরা তাদের আযাবের শব্দ শুনতে পায়। (তাবরানী)

١٨٠٥- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «لَوْ لَا أَنْ لَا تَدَافَنُوْا لَدَعَوْتُ اللّٰهَ أَنْ يُسْمِعَكُمْ عَذَابَ الْقَبْرِ» رواه مسلم.

১৮০৫। হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেন ঃ এমন আশংকা যদি না থাকতো যে, তোমরা মৃতদের কাফন-দাফন করাই ছেড়ে দেবে। তাহলে আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করতাম যেন কবরের আযাবের শব্দ তোমাদেরকে শুনান। (মুসলিম)

١٨٠٦- وَعَنْ هَانِئٍ مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانٍ، قَالَ : كَانَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ إِذَا وَقَفَ عَلَى قَبْرٍ يَبْكِيْ حَتَّى يَبُلَّ لِحْيَتَهُ، فَقِيْلَ لَه : تَذْكُرُ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ فَلَا تَبْكِيْ، وَتَذْكُرُ الْقَبْرَ فَتَبْكِيْ؟ فَقَالَ : إِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْه وسلم يقول : «اَلْقَبْرُ أَوَّلُ مَنْزِلٍ مِنْ مَنَازِلِ الْآخِرَةِ، فَإِنْ نَجَا مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ [منه]، وَإِنْ لَمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ»

قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : « مَا رَأَيْتُ مَنْظَرًا قَطُّ إِلاَّ وَالْقَبْرُ أَفْظَعُ مِنْهُ » رواه الترمذي، وقال : حديث حسن غريب، وزاد رزين فيه مما لم أره في شيء من نسخ الترمذي، قَالَ هَانِيءٌ : وَسَمِعْتُ عُثْمَانَ يَنْشُدُ عَلَى قَبْرٍ : فَإِنْ تَنْجُ مِنْهَا تَنْجُ مِنْ ذِيْ عَظِيْمَةٍ ـ وَإِلاَّ فَإِنِّيْ لاَ إِخَالُكَ نَاجِيًا

১৮০৬। হযরত উসমান ইবনে আফফানের মুক্ত দাস হানী বলেন ঃ হযরত উসমান (রা) যখনই কোন কবরের ওপর দাঁড়াতেন, তখন কাঁদতে কাঁদতে তাঁর দাঁড়ি ভিজে যেত। তাকে জিজ্ঞেস করা হতো ঃ আপনি বেহেশত ও দোযখের কথা যখন মনে করেন, তখন তো কাঁদেন না। অথচ কবরের কথা মনে করে কাঁদেন। কারণ কী? তিনি বলেন ঃ রাসূল (সা) বলেছেন ঃ কবর হচ্ছে আখিরাতের মনঞ্জিলগুলোর প্রথম মঞ্জিল। এখানে কেউ আযাব থেকে অব্যাহতি পেলে পরবর্তী মঞ্জিলগুলো তার চেয়ে সহজ। আর এই মনঞ্জিলের আযাব থেকে অব্যাহতি না পেলে পরবর্তী মনঞ্জিলগুলো অধিকতর কঠিন। আমি রাসূল (সা) কে বলতে শুনেছি ঃ আমি আখিরাতের যত দৃশ্যই দেখেছি, কবরের দৃশ্য তার সবগুলোর চেয়ে ভয়াবহ।" হানী বলেন ঃ উসমান (রা) কবরে দাঁড়িয়ে এই কবিতাটা পড়তেন ঃ "কবরের আযাব থেকে যদি তুমি মুক্ত পাও, তবে, একটা ভয়াবহ আযাব থেকে মুক্তি পেলে, নচেৎ তুমি মুক্তি পাবে বলে আমি মনে করি না।"(তিরমিযী)

١٨٠٧- وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا مَاتَ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ: إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ؛ فَيُقَالُ : هٰذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى يَبْعَثَكَ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » رواه البخاري، ومسلم، والترمذي، والنسائي، وأبوداود دون قوله «فيقال ـ إلى آخره»

১৮০৭। হযরত ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত রাসূল (সা) বলেন ঃ তোমাদের কেউ মারা গেলে সকালে ও বিকালে তার আবাসস্থল তাকে দেখানো হয়। সে বেহেশতবাসী হলে বেহেশতবাসী, দোযখবাসী হলে দোযখবাসী। তাকে বলা হয়, কিয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত এটাই তোমার আবাসস্থল।

١٨٠٨- وعن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «يسلط على الكافر فى قبره تسعة وتسعون تنينا تنهشه وتلدغه حتى تقوم الساعة، فلو أن تنينا منها نفخت فى الأرض ما أنبتت خضراء» رواه أحمد، وأبويعلى، ومن طريقه ابن حبان فى صحيحه، كلهم من طريق دراج عن أبى الهيثم.

১৮০৮। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ কবরে কাফিরের ওপর ৯৯টি অজগর সাপ ছেড়ে দেয়া হয়, যারা তাকে কিয়ামত পর্যন্ত দংশন করতে থাকবে। এর একটা অজগর যদি পৃথিবীতে নিঃশ্বাস ছাড়তো তবে পৃথিবীতে উদ্ভিদ জন্মাতো না। (আহমাদ, আবু ইয়ালা, ইবনে হাব্বান)

١٨٠٩- وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «إِنَّ الْمُؤْمِنَ فِىْ قَبْرِه لَفِىْ رَوْضَةٍ خَضْرَاءَ فَيُرَحَّبُ لَهٗ قَبْرُهٗ سَبْعُوْنَ ذِرَاعًا، وَيُنَوَّرُ لَهٗ كَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، أَتَدْرُوْنَ فِيْمَا أُنْزِلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ: (فَإِنَّ لَهٗ مَعِيْشَةً ضَنْكًا، وَنَحْشُرُهٗ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمٰى قَالَ : أَتَدْرُوْنَ مَا الْمَعِيْشَةُ الضَّنْكُ ؟ قَالُوْا : اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ أَعْلَمُ، قَالَ : عَذَابُ الْكَافِرِ فِىْ قَبْرِه، وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِه إِنَّهٗ يُسَلَّطُ عَلَيْهِ تِسْعَةٌ وَتِسْعُوْنَ تِنِّيْنًا، أَتَدْرُوْنَ مَا التِّنِّيْنُ؟ سَبْعُوْنَ حَيَّةً، لِكُلِّ حَيَّةٍ

سَبْعُ رُءُوْسٍ يَلْسَعُوْنَهُ وَيَخْدِشُوْنَهُ إِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» رواه أبو يعلى، وابن حبان فى صحيحه واللفظ له، كلاهما من طريق دراج عن ابن حجيرة عنه.

১৮০৯। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ মুমিন তার কবরে একটা সবুজ বাগানের ভেতরে থাকে। তার কবরকে সত্তর হাত প্রশস্ত করা হয় এবং পূর্ণিমার রাতের চাঁদের মত তাকে আলোকিত করা হয়। তোমরা কি জান, কার জন্য এ আয়াত নাযিল হয়েছে ঃ "যে ব্যক্তি আমার বিধানকে অগ্রাহ্য করে তার জন্য সংকীর্ণ জীবন রয়েছে এবং তাকে আমি কিয়ামতের দিন অন্ধ করে উঠাবো।" (তোয়াহা -১২৪ ও ১২৫) তোমরা কি জান, কি সেই সংকীর্ণ জীবন? সবাই বললো ঃ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সবচেয়ে ভালো জানেন। তিনি বললেন ঃ কাফিরের কবরের আযাব। আল্লাহর কসম, তার ওপর ৯৯টি অজগর সাপ ছেড়ে দেয়া হবে। প্রত্যেকটা অজগরের সাতটা করে মাথা। কিয়ামত পর্যন্ত তারা তাকে দংশন করবে।" (আবু ইয়ালা ও ইবনে হাব্বান)

١٨١٠- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا وُضِعَ فِىْ قَبْرِهِ وَتَوَلّٰى عَنْهُ أَصْحَابُهُ، وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ، إِذَا انْصَرَفُوْا أَتَاهُ مَلَكَانِ فَيُقْعِدَانِهِ، فَيَقُوْلَانِ لَهُ: مَا كُنْتَ تَقُوْلُ فِىْ هٰذَا النَّبِىِّ مُحَمَّدٍ؟ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيَقُوْلُ: أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللّٰهِ وَرَسُوْلُهُ؛ فَيُقَالُ لَهُ: أُنْظُرْ إِلٰى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ أَبْدَلَكَ اللّٰهُ بِهِ مَقْعَدًا مِنَ الْجَنَّةِ، قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَيَرَاهُمَا جَمِيْعًا، وَأَمَّا الْكَافِرُ- أَوِ الْمُنَافِقُ - فَيَقُوْلُ: لَا أَدْرِىْ. كُنْتُ أَقُوْلُ مَا يَقُوْلُ النَّاسُ فِيْهِ، فَيُقَالُ: لَا دَرَيْتَ وَلَا تَلَيْتَ، ثُمَّ يُضْرَبُ بِمِطْرَقَةٍ مِنْ حَدِيْدٍ ضَرْبَةً بَيْنَ أُذُنَيْهِ، فَيَصِيْحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا

مَنْ يَلِيْهِ إِلَّا الثَّقَلَيْنِ» رواه البخاري، واللفظ له، ومسلم.

১৮১০। হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ মৃত ব্যক্তিকে যখন কবরে রেখে আসা হয়, তার স্বজনরা তার কাছ থেকে সরে যায় এবং সে তাদের জুতোর শব্দ শুনতে পায় এতটা কাছে থাকতেই তার কাছে দু'জন ফেরেশতা আসে। তারা তাকে উঠিয়ে বসায় এবং তাকে বলে এই নবী মুহাম্মাদ (সা) সম্পর্কে তোমার বক্তব্য কী ছিল? লোকটি মুমিন হলে বলবে ঃ আমি সাক্ষ্য দেই যে, তিনি আল্লাহর বান্দা ও তার রাসূল। তখন তাকে বলা হবে ঃ তাকিয়ে দেখ, তোমার বাসস্থান ছিল দোযখে। আল্লাহ তা পাল্টিয়ে তোমার বাসস্থান বেহেশতে স্থাপন করেছেন। সে তার এই দুটো বাসস্থানকেই দেখবে। পক্ষান্তরে কাফির অথবা মুনাফিক (মুমিনের বেশধারী বা নামধারী কাফির) জবাবে বলবে ঃ আমি জানিনে। জনগণ তার সম্পর্কে যা বলতো আমিও তাই বলতাম। তাকে বলা হবে ঃ তুমি জানও না তুমি শেখওনি। এরপর লোহার তৈরী একটা হাতুড়ি দিয়ে তার দুই কানের মাঝখানে প্রবল জোরে আঘাত করা হবে। এতে সে এমন জোরে চিৎকার করে ওঠবে যে, জিন ও মানুষ ছাড়া আর সবাই তা শুনতে পায়। (বুখারী ও মুসলিম)

١٨١١- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : جَاءَتْ يَهُوْدِيَّةٌ اِسْتَطْعَمَتْ عَلٰى بَابِيْ، فَقَالَتْ : أَطْعِمُوْنِيْ أَعَاذَكُمُ اللّٰهُ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ وَمِنْ فِتْنَةِ عَذَابِ الْقَبْرِ قَالَتْ : فَلَمْ أَزَلْ أَحْبِسُهَا حَتّٰى جَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا تَقُوْلُ هٰذِهِ الْيَهُوْدِيَّةُ؟ قَالَ : «وَمَا تَقُوْلُ؟» قُلْتُ تَقُوْلُ : أَعَاذَكُمُ اللّٰهُ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ وَمِنْ فِتْنَةِ عَذَابِ الْقَبْرِ، قَالَتْ عَائِشَةُ فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ مَدًّا يَسْتَعِيْذُ بِاللّٰهِ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ، وَمِنْ فِتْنَةِ عَذَابِ الْقَبْرِ، ثُمَّ قَالَ : «أَمَّا فِتْنَةُ الدَّجَّالِ فَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيٌّ إِلَّا حَذَّرَ أُمَّتَهُ، وَسَأُحَدِّثُكُمْ بِحَدِيْثٍ لَمْ يُحَذِّرْهُ نَبِيٌّ أُمَّتَهُ : إِنَّهُ أَعْوَرُ،

وَإِنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ، مَكْتُوْبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ يَقْرَؤُهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ، فَأَمَّا فِتْنَةُ الْقَبْرِ فَبِيْ يُفْتَنُوْنَ، وَعَنِّيْ يُسْأَلُوْنَ، فَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ الصَّالِحُ أُجْلِسَ فِيْ قَبْرِهِ غَيْرَ فَزِعٍ وَلَا مَشْعُوْفٍ، ثُمَّ يُقَالُ لَهُ : فَمَا كُنْتَ تَقُوْلُ فِي الْإِسْلَامِ؟ فَيَقُالُ : مَا هٰذَا الرَّجُلُ الَّذِيْ كَانَ فِيْكُمْ؟ فَيَقُوْلُ : مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ جَاءَ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ، فَصَدَّقْنَاهُ، فَيُفْرَجُ لَهُ فُرْجَةٌ قِبَلَ النَّارِ، فَيَنْظُرُ إِلَيْهَا يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا، فَيُقَالُ لَهُ : اُنْظُرْ إِلٰى مَا وَقَاكَ اللّٰهُ، ثُمَّ تُفْرَجُ إِلَى الْجَنَّةِ فَيَنْظُرُ إِلٰى زَهْرَتِهَا وَمَا فِيْهَا، فَيُقَالُ لَهُ : هٰذَا مَقْعَدُكَ مِنْهَا، وَيُقَالُ : عَلَى الْيَقِيْنِ كُنْتَ، وَعَلَيْهِ مِتَّ، وَعَلَيْهِ تُبْعَثُ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ، وَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ السُّوْءُ أُجْلِسَ فِيْ قَبْرِهِ فَزِعًا مَشْعُوْفًا فَيُقَالُ لَهُ : فَمَا كُنْتَ تَقُوْلُ ؟ فَيَقُوْلُ : سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُوْلُوْنَ قَوْلًا فَقُلْتُ كَمَا قَالُوْا، فَيُفْرَجُ لَهُ فُرْجَةٌ إِلَى الْجَنَّةِ، فَيَنْظُرُ إِلٰى زَهْرَتِهَا وَمَا فِيْهَا، فَيُقَالُ لَهُ : اُنْظُرْ إِلٰى مَا صَرَفَ اللّٰهُ عَنْكَ، ثُمَّ يُفْرَجُ لَهُ فُرْجَةٌ قِبَلَ النَّارِ، فَيَنْظُرُ إِلَيْهَا يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا، وَيُقَالُ : هٰذَا مَقْعَدُكَ مِنْهَا، عَلَى الشَّكِّ كُنْتَ، وَعَلَيْهِ مِتَّ، وَعَلَيْهِ تُبْعَثُ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ، ثُمَّ يُعَذَّبُ» رواه أحمد بإسناد صحيح.

১৮১১। হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন যে, জনৈকা ইহুদী মহিলা আমার দুয়ারে এসে বললো ঃ "আল্লাহ তোমাদেরকে দাজ্জাল ও কবরের আযাব থেকে রক্ষা করুন। আমাকে কিছু খাবার দাও।" আমি তাকে রাসূল (সা)-এর আগমন পর্যন্ত আটকিয়ে রাখলাম। তিনি এলে বললাম ঃ হে রাসূল, এই ইহুদী মহিলা কী বলে, শুনুন। তিনি

বলেন ঃ কী বলে? আমি বললাম ঃ “সে বলে, আল্লাহ তোমাদেরকে দাজ্জাল ও কবরের আযাব থেকে রক্ষা করুন।” সংগে সংগে রাসূল (সা) উঠে দাঁড়ালেন এবং দু'হাত মেলে আল্লাহর কাছে দাজ্জাল ও কবরের আযাব থেকে নিষ্কৃতি চাইলেন। তারপর বললেন ঃ দাজ্জাল সম্পর্কে প্রত্যেক নবীই তার উম্মাতকে সাবধান করেছেন। আমি তার সম্পর্কে তোমাদেরকে এমন কিছু তথ্য জানাবো, যা আর কোন নবী তার উম্মাতকে জানাননি। তার এক চোখ অন্ধ। অথচ আল্লাহর এক চোখ অন্ধ নয়। দাজ্জালের দু'চোখের মাঝখানে “কাফির” শব্দটা লেখা থাকবে, যা প্রত্যেক মুমিন পড়তে পারবে। আর কবরের পরীক্ষা সম্পর্কে শুনে রাখ, লোকদেরকে আমার ব্যাপারেই পরীক্ষা করো হবে এবং আমার সম্পর্কেই জিজ্ঞেস করা হবে। সৎ ব্যক্তিকে যখন কবরে বসানো হবে, তখন সে থাকবে সম্পূর্ণ নির্বাকার ও নিশ্চিন্ত। তারপর তাকে বলা হবে ঃ তুমি ইসলাম সম্পর্কে কী বলতে? তাকে আরো বলা হবে ঃ তোমাদের মধ্যে অবস্থানকারী এই ব্যক্তি কে? সে জবাব দেবে ঃ আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ উনি আল্লাহর কাছ থেকে অকাট্য প্রমাণাদি নিয়ে আমাদের কাছে এসেছিলেন। আমরা তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি। তৎক্ষণাত তার কবর থেকে দোযখের দিকে একটা জানালা হয়ে যাবে। সে সেদিকে তাকিয়ে দেখবে, আগুনের একাংশ অপরাংশকে ধ্বংস করেছে। তাকে বলা হবে ঃ দেখ আল্লাহ তোমাকে কোন্ জিনিস থেকে রক্ষা করেছেন। তারপর বেহেশতের দিকেও একটা জানালা হয়ে যাবে। সেই পথ দিয়ে সে বেহেশতের নয়নাভিরাম দৃশ্য দেখবে। তখন তাকে বলা হবে ঃ এখানেই রয়েছে তোমার বাসস্থান। তাকে বলা হবে ঃ তুমি দৃঢ় বিশ্বাসের ওপর স্থির ছিলে, তার ওপর অবিচল থাকা অবস্থায়ই মরেছ, এবং সেই অবস্থায়ই আল্লাহ চাহেতো তোমাকে পুনরুজ্জীবিত করা হবে। আর যখন অসৎলোককে কবরে উঠিয়ে বসানো হবে, তখন সে থাকবে উদ্বিগ্ন ও উৎকণ্ঠিত। তাকে বলা হবে ঃ তুমি ইসলাম সম্পর্কে কী বলতে? সে বলবে ঃ লোকেরা একটা কথা বলতো। আমিও তাদের মতই বলতাম। তখন তার কবরে বেহেশতের দিকে একটা জানালা তৈরী হয়ে যাবে। বেহেশতের মনমাতানো দৃশ্য ও নিয়ামতগুলোকে সে দেখবে। তখন তাকে বলা হবে ঃ দেখ, তোমাকে কোন্ জিনিস থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। এরপর আবার দোযখের দিকে একটা জানালা তৈরী হয়ে যাবে। সে সেদিকে তাকিয়ে দেখবে, তার একাংশ অপরাংশকে ধ্বংস করছে। তাকে বলা হবে! এই হচ্ছে তোমার বাসস্থান। তুমি সন্দেহে লিপ্ত ছিলে, সন্দেহ নিয়েই মরেছ, এবং সন্দেহের ওপরই পুনরুজ্জীবিত হবে। তারপর তাকে শাস্তি দেয়া হবে। (মুসনাদে আহমাদ)

١٨١٢- وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ جَنَازَةِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَانْتَهَيْنَا إِلَى الْقَبْرِ، وَلَمَّا يُلْحَدْ بَعْدُ، فَجَلَسَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ كَأَنَّمَا عَلَى رُءُوْسِنَا الطَّيْرُ، وَبِيَدِهِ عُوْدٌ يَنْكُتُ بِهِ فِى الْأَرْضِ فَرَفَعَ رَأْسَهُ، فَقَالَ : «تَعَوَّذُوْا بِاللّٰهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ - مَرَّتَيْنِ، أَوْ ثَلَاثًا».

زاد فى رواية وقال : «إِنَّ الْمَيِّتَ يَسْمَعُ خَفْقَ نِعَالِهِمْ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِيْنَ حِيْنَ يُقَالُ لَهُ : يَا هٰذَا، مَنْ رَبُّكَ؟ وَمَا دِيْنُكَ؟ وَمَنْ نَبِيُّكَ؟»

وفى رواية : «وَيَأْتِيْهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهِ، فَيَقُوْلَانِ لَهُ : مَنْ رَبُّكَ ؟ فَيَقُوْلُ : رَبِّىَ اللّٰهُ، فَيَقُوْلَانِ لَهُ : وَمَا دِيْنُكَ ؟ فَيَقُوْلُ : دِيْنِىَ الْإِسْلَامُ، فَيَقُوْلَانِ لَهُ : مَا هٰذَا الرَّجُلُ الَّذِىْ بُعِثَ فِيْكُمْ؟ فَيَقُوْلُ : هُوَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ، فَيَقُوْلَانِ لَهُ : وَمَا يُدْرِيْكَ ؟ فَيَقُوْلُ : قَرَأْتُ كِتَابَ اللّٰهِ، وَآمَنْتُ، وَصَدَّقْتُ».

زاد فى رواية : «فَذٰلِكَ قَوْلُهُ : (يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ آمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِى الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِى الْآخِرَةِ) فَيُنَادِىْ مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ : أَنْ صَدَقَ عَبْدِىْ فَأَفْرِشُوْهُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَأَلْبِسُوْهُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَافْتَحُوْا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ؛ فَيَأْتِيْهِ مِنْ رَوْحِهَا وَطِيْبِهَا، وَيُفْسَحُ لَهُ فِىْ قَبْرِهِ مَدَّ بَصَرِهِ، وَإِنَّ الْكَافِرَ، فَذَكَرَ

مَـوْتَـهُ قَـالَ : فَـتُـعَـادُ رُوْحُـهُ فِيْ جَسَـدِهِ، وَيَأْتِيْـهِ مَلَكَانِ فَـيُجْلِسَانِهِ، فَـيَـقُوْلَانِ : مَنْ رَبُّكَ فَـيَـقُوْلُ هَاهْ هَاهْ لَا أَدْرِيْ، فَيَقُوْلَانِ مَادِيْنُكَ ؟ فَيَقُوْلُ : هَاهْ هَاهْ لَاأَدْرِيْ، فَيَقُوْلَانِ لَهُ : مَا هٰذَا الرَّجُلُ الَّذِيْ بُعِثَ فِـيْكُمْ؟ فَـيَـقُـوْلُ : هَاهْ هَاهْ لَاأَدْرِيْ؛ فَـيُنَادِيْ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ : أَنْ قَدْ كَذَبَ فَأَفْرِشُوْهُ مِنَ النَّارِ، وَأَلْبِسُوْهُ مِنَ النَّارِ، وَافْتَحُوْا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ؛ فَيَأْتِيْهِ مِنْ حَرِّهَا وَسَمُوْمِهَا، وَيُضَيَّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتَّى تَخْتَلِفَ فِيْهِ أَضْلَاعُهُ»

زاد فى رواية : « ثُمَّ يُقَيَّضُ لَهُ أَعْمَى أَبْكَمُ مَعَهُ مِرْزَبَةٌ مِنْ حَدِيْدٍ لَوْ ضَرَبَ بِهَا جَبَلًا لَصَارَ تُرَابًا؛ فَيَضْرِبُهُ بِهَا ضَرْبَةً يَسْمَعُهَا مَنْ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ إِلَّا الثَّقَلَيْنِ؛ فَيَصِيْرُ تُرَابًا، ثُمَّ تُعَادُ فِيْهِ الرُّوْحُ » رواه أبو داود.

رواه أحمد بأسناد رواته محتج بهم فى الصحيح أطول من هذا ، ولفظه قال : خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَ مِثْلَهُ إِلَى أَنْ قَالَ : فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ : «اِسْتَعِيْذُوْا بِاللّٰهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ - مَرَّتَيْنِ، أَوْثَلَاثًا » ثُمَّ قَالَ : «إِنَّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ إِذَا كَانَ فِيْ انْقِطَاعٍ مِنَ الدُّنْيَا، وَإِقْبَالٍ مِنَ الْآخِرَةِ، نَزَلَ إِلَيْهِ مَلَائِكَةٌ مِنَ السَّمَاءِ بِيْضُ الْوُجُوْهِ، كَأَنَّ وُجُوْهَهُمُ الشَّمْسُ، مَعَهُمْ كَفَنٌ مِنْ أَكْفَانِ الْجَنَّةِ، وَحَنُوْطٌ مِنْ حَنُوْطِ الْجَنَّةِ، حَتَّى يَجْلِسُوْا مِنْهُ مَدَّ الْبَصَرِ، وَيَجِئُ مَلَكُ

الْمَوْتِ عليه السلام حَتّٰى يَجْلِسَ عِنْدَ رَأْسِهِ، فَيَقُوْلُ : أَيَّتُهَا النَّفْسُ الطَّيِّبَةُ اُخْرُجِيْ إِلٰى مَغْفِرَةٍ مِنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانٍ، قَالَ : فَتَخْرُجُ فَتَسِيْلُ كَمَا تَسِيْلُ الْقَطْرَةُ مِنْ فِى السِّقَاءِ، فَيَأْخُذُهَا فَإِذَا اَخَذَهَا لَمْ يَدَعُوْهَا فِىْ يَدِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ حَتّٰى يَأْخُذُوْهَا فَيَجْعَلُوْهَا فِى ذٰلِكَ الْكَفَنِ، وَفِىْ ذٰلِكَ الْحَنُوْطِ، وَيَخْرُجُ مِنْهُ كَاطْيَبِ نَفْحَةِ مِسْكٍ وُجِدَتْ عَلٰى وَجْهِ الْاَرْضِ، قَالَ : فَيَصْعَدُوْنَ بِهَا، فَلَا يَمُرُّوْنَ عَلٰى مَلَإٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِلَّا قَالُوْا : مَا هٰذَا الرُّوْحُ الطَّيِّبُ؟ فَيَقُوْلُوْنَ : فُلَانُ ابْنُ فُلَانٍ ـ بِأَحْسَنِ أَسْمَائِهِ الَّتِىْ كَانَ يُسَمّٰى بِهَا فِى الدُّنْيَا ـ حَتّٰى يَنْتَهُوْا بِهَا إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَسْتَفْتِحُوْنَ لَهُ فَيُفْتَحُ لَهُ فَيُشَيِّعُهُ مِنْ كُلِّ سَمَاءٍ مُقَرَّبُوْهَا إِلَى السَّمَاءِ الَّتِىْ تَلِيْهَا، حَتّٰى يَنْتَهِىْ بِهَا إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ، فَيَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ : أَكْتُبُوْا كِتَابَ عَبْدِىْ فِىْ عِلِّيِّيْنَ، وَأَعِيْدُوْهُ إِلَى الْأَرْضِ فِىْ جَسَدِهِ، فَيَأْتِيْهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهِ فَيَقُوْلَانِ : مَنْ رَبُّكَ؟ فَيَقُوْلُ : رَبِّىَ اللّٰهُ، فَيَقُوْلَانِ : مَادِيْنُكَ ؟ فَيَقُوْلُ : دِيْنِىَ الْإِسْلَامُ، فَيَقُوْلَانِ : مَاهٰذَا الرَّجُلُ الَّذِىْ بُعِثَ فِيْكُمْ ؟ فَيَقُوْلُ : هُوَ رَسُوْلُ اللّٰهِ، فَيَقُوْلَانِ : مَايُدْرِيْكَ ؟ فَيَقُوْلُ قَرَأْتُ كِتَابَ اللّٰهِ، وَآمَنْتُ بِهِ، وَصَدَّقْتُهُ؛ فَيُنَادِىْ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ : أَنْ قَدْ صَدَقَ عَبْدِىْ فَأَفْرِشُوْهُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَافْتَحُوْا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ قَالَ : فَيَأْتِيْهِ مِنْ رَوْحِهَا

وَطِيْبِهَا، وَيَفْسَحُ لَهُ فِيْ قَبْرِهِ مَدَّ بَصَرِهِ، قَالَ : وَيَأْتِيْهِ رَجُلٌ حَسَنُ الْوَجْهِ، حَسَنُ الثِّيَابِ، طَيِّبُ الرِّيْحِ ؛ فَيَقُوْلُ : أَبْشِرْ بِالَّذِيْ يَسُرُّكَ، هٰذَا يَوْمُكَ الَّذِيْ كُنْتَ تُوْعَدُ، فَيَقُوْلُ : مَنْ أَنْتَ فَوَجْهُكَ الْوَجْهُ الْحَسَنُ يَجِيْءُ بِالْخَيْرِ ؟ فَيَقُوْلُ : أَنَا عَمَلُكَ الصَّالِحُ؛ فَيَقُوْلُ : رَبِّ أَقِمِ السَّاعَةَ، رَبِّ أَقِمِ السَّاعَةَ، حَتّٰى أَرْجِعَ إِلٰى أَهْلِيْ وَمَالِيْ، وَأَنَّ الْعَبْدَ الْكَافِرَ إِذَا كَانَ فِيْ انْقِطَاعٍ مِنَ الدُّنْيَا وَإِقْبَالٍ مِنَ الْآخِرَةِ نَزَلَ إِلَيْهِ مَلَائِكَةٌ سُوْدُ الْوُجُوْهِ مَعَهُمُ الْمُسُوْحُ، فَيَجْلِسُوْنَ مِنْهُ مَدَّ الْبَصَرِ، ثُمَّ يَجِيْءُ، مَلَكُ الْمَوْتِ حَتّٰى يَجْلِسَ عِنْدَ رَأْسِهِ، فَيَقُوْلُ : أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْخَبِيْثَةُ اخْرُجِيْ إِلٰى سَخَطٍ مِّنَ اللّٰهِ وَغَضَبِهِ فَتَتَفَرَّقُ فِيْ جَسَدِهِ، فَيَنْتَزِعُهَا كَمَا يُنْتَزَعُ السَّفُّوْدُ مِنَ الصُّوْفِ الْمَبْلُوْلِ فَيَأْخُذُهَا؛ فَإِذَا أَخَذَهَا لَمْ يَدَعُوْهَا فِيْ يَدِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ حَتّٰى يَجْعَلُوْهَا فِيْ تِلْكَ الْمُسُوْحِ، وَيَخْرُجُ مِنْهَا كَأَنْتَنِ جِيْفَةٍ وُجِدَتْ عَلٰى وَجْهِ الْأَرْضِ، فَيَصْعَدُوْنَ بِهَا؛ فَلَا يَمُرُّوْنَ بِهَا عَلٰى مَلَإٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِلَّا قَالُوْا : مَاهٰذِهِ الرِّيْحُ الْخَبِيْثَةُ؟ فَيَقُوْلُوْنَ : فُلَانُ ابْنُ فُلَانٍ - بِأَقْبَحِ أَسْمَائِهِ الَّتِيْ كَانَ يُسَمّٰى بِهَا فِيْ الدُّنْيَا - حَتّٰى يَنْتَهِيَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَيُسْتَفْتَحُ لَهُ فَلَا يُفْتَحُ لَهُ » ثُمَّ قَرَأَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَلَا يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ حَتّٰى يَلِجَ الْجَمَلُ فِيْ سَمِّ الْخِيَاطِ) فَيَقُوْلُ اللّٰهُ

عَزَّ وَجَلَّ : اكْتُبُوا كِتَابَهُ فِيْ سِجِّيْنٍ فِي الأَرْضِ السُّفْلى، ثُمَّ تُطْرَحُ رُوْحُهُ طَرْحًا » ثُمَّ قَرَأَ : (وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِيْ بِهِ الرِّيْحُ فِيْ مَكَانٍ سَحِيْقٍ) فَتُعَادُ رُوْحُهُ فِيْ جَسَدِهِ، وَيَأْتِيْهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهِ فَيَقُوْلَانِ لَهُ : مَنْ رَبُّكَ ؟ فَيَقُوْلُ : هَاهْ هَاهْ لَا أَدْرِيْ، قَالَ : فَيَقُوْلَانِ لَهُ : مَا دِيْنُكَ ؟ فَيَقُوْلُ : هَاهْ هَاهْ لَا أَدْرِيْ، قَالَ فَيَقُوْلَانِ لَهُ : مَا هٰذَا الرَّجُلُ الَّذِيْ بُعِثَ فِيْكُمْ؟ فَيَقُوْلُ : هَاهْ هَاهْ لَاأَدْرِيْ، فَيُنَادِيْ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ : أَنْ كَذَبَ فَأَفْرِشُوْهُ مِنَ النَّارِ، وَافْتَحُوْا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ، فَيَأْتِيْهِ مِنْ حَرِّهَا وَسَمُوْمِهَا، وَيُضَيَّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتّٰى تَخْتَلِفَ فِيْهِ أَضْلَاعُهُ، وَيَأْتِيْهِ رَجُلٌ قَبِيْحُ الْوَجْهِ، قَبِيْحُ الثِّيَابِ، مُنْتِنُ الرِّيْحِ، فَيَقُوْلُ : أَبْشِرْ بِالَّذِيْ يَسُوْؤُكَ، هٰذَا يَوْمُكَ الَّذِيْ كُنْتَ تُوْعَدُ، فَيَقُوْلُ : مَنْ أَنْتَ فَوَجْهُكَ الْوَجْهُ الْقَبِيْحُ يَجِيْءُ بِالشَّرِّ! فَيَقُوْلُ : أَنَا عَمَلُكَ الْخَبِيْثُ، فَيَقُوْلُ : رَبِّ لَاتُقِمِ السَّاعَةَ».

১৮১২। হযরত বারা ইবনে আযিব (রা) বর্ণনা করেন ঃ আমরা জনৈক আনসারীর জানাযা পড়তে রাসূল (সা)-এর সাথে গিয়েছিলাম। আমরা কবরের কাছে গিয়ে পৌছলাম। তখনো তাকে দাফন করা হয়নি। এরপর রাসূল (সা) বসলেন, আমরাও তার পাশে বসলাম। যেন আমাদের মাথায় পাখি রয়েছে। (অর্থাৎ আমরা নিরবে ও নিস্তব্ধভাবে বসেছিলাম) রাসূল (সা) এর হাতে একটা গাছের ডাল ছিল, যা তিনি মাটিতে পুতে দিচ্ছিলেন, কিছুক্ষণ পর তিনি মাথা তুলে আমাদেরকে বললেন ঃ "তোমরা কবরের আযাব থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা কর।" দু'বার অথবা তিনবার বললেন।

অপর বর্ণনায় সংযোজিত হয়েছে ঃ কবরে যখন তাকে বলা হবে ওহে অমুক, তোমার প্রভু কে? তোমার ধর্ম কী? এবং তোমার নবী কে? তখনো সে প্রত্যাবর্তনরত স্বজনদের জুতোর শব্দ শুনতে পাবে।

অন্য বর্ণনায় বলা হচ্ছে ঃ তার কাছে দু'জন ফেরেশতা আসবে, তারা তাকে বসাবে। তারপর তাকে বলবে ঃ তোমার রক কে? সে (মুমিন হলে) বলবে ঃ আমার রব আল্লাহ। তারা বলবে ঃ তোমার ধর্ম কী? সে বলবে ঃ আমার ধর্ম ইসলাম। তারা বলবে ঃ তোমাদের কাছে প্রেরিত এই ব্যক্তি কে? (রাসূল (সা) কে দেখিয়ে) সে বলবে ঃ উনি আল্লাহর রাসূল। তারা বলবে ঃ তুমি কিভাবে জানলে ? সে বলবে ঃ আমি আল্লাহর কিতাব পড়েছি। তারপর ঈমান এনেছি ও বিশ্বাস করেছি।

অপর বর্ণনায় আরো বলা হয়েছে ঃ "এ কথাই আল্লাহ বলেছেন ঃ "আল্লাহ মুমিনদের ঈমানকে প্রমাণ্য কথা দ্বারা মুজবুত করেন দুনিয়ার জীবনে ও আখিরাতে" (সূরা ইবরাহীম ২৮) এই পর্যায়ে আকাশ থেকে জনৈক ঘোষক ঘোষণা করবে ঃ আমার বান্দা সত্য বলেছে, অতএব, তাকে বেহেশতের বিছানা বিছিয়ে দাও, বেহেশতের পোশাক পড়াও, এবং তার জন্য বেহেশতের দিকে একটা দরজা খুলে দাও। তখন বেহেশতের আরামদায়ক বাতাস ও সুগন্ধী তার কবরে চলে আসবে। আর তার কবর এত প্রশস্ত করা হবে যে, যতদূর দৃষ্টি যায়, ততখানি জায়গা জুড়ে থাকবে। আর কাফিরের কথা উল্লেখ করে রাসূল (সা) বললেন ঃ তার দেহে প্রাণ সঞ্চার করা হবে, এবং তার কাছে দু'জন ফেরেশতা আসবে, তারা তাকে বসাবে, তারপর তাকে বলবে ঃ তোমার প্রভু কে? সে বলবে ঃ হায়, হায়, আমি জানিনা। তারা বলবে ঃ তোমার ধর্ম কী ? সে বলবে হায়, হায়, আমি জানিনা। তারা বলবে ঃ তোমাদের কাছে প্রেরিত এই ব্যক্তি কে? সে বলবো ঃ হায়, হায়, আমি জানিনা। অতঃপর আকাশ থেকে এক ঘোষক বলবে ঃ সে মিথ্যা বলেছে। (কেননা আসলে সে জানে, কিন্তু অস্বীকার করেছে।) কাজেই তাকে দোযখের বিছানা বিছিয়ে দাও, তাকে দোযখের পোশাক পরাও, এবং তার জন্য দোযখের দিকে একটা দরজা খুলে দাও। তখন দোযখের প্রচণ্ড তাপ ও গরম বাতাস তার কাছে চলে আসবে। তারপর তার কবরকে এত সংকীর্ণ করা হবে যে, দু'পাশের চাপে তার হাড়গোড় ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাবে। তারপর তার কাছে একজন অন্ধ ও বোবা ফেরেশতাকে একটা লোহার হাতুড়ি দিয়ে পাঠানো হবে। সেই হাতুড়ি এত বড় যে, তা দিয়ে পাহাড়কে আঘাত করলে তা ধুলোয় পরিণত হয়। সেই হাতুড়ি দিয়ে তাকে এমন আঘাত করা হবে যে, তার শব্দ মানুষ ও জ্বিন ছাড়া পৃথিবীর সকল সৃষ্টি শুনতে পাবে। সেই আঘাত সে ধুলো হয়ে যাবে। তারপর পুণরায় তার মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করা হবে। (আবু দাউদ)

মুসনাদে আহমাদের বর্ণনা আরো দীর্ঘ। এখানে হযরত বারা ইবনে আযিব বলেন ঃ রাসূল (সা) তিনবার বললেন ঃ তোমরা কবরের আযাব থেকে নিষ্কৃতি চাও। তারপর তিনি বললেন ঃ মুমিন বান্দা দুনিয়ার জীবন যখন শেষ হয় এবং সে আখিরাত অভিমুখে ধাবিত হয় তখন তার কাছে আকাশ থেকে একদল ফেরেশতা আসে। তাদের মুখ সূর্যের মত উজ্জ্বল। তারা বেহেশ থেকে কাফনের কাপড় নিয়ে আসে এবং বেহেশত থেকে সুগন্ধী দ্রব্য নিয়ে আসে। তারপর তারা দৃষ্টি সীমার ভেতরে এসে বসে। তারপর মৃত্যুর ফেরেশতা তার মাথার কাছে এসে বসেন। তিনি বলেন ঃ ওহে পবিত্র আত্মা মহান আল্লাহর ক্ষমা ও সন্তোষের দিকে বেরিয়ে এসো। তখন তা বেরিয়ে আসে। বোতলের মুখ দিয়ে তরল পদার্থ যেভাবে গড়িয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় বের হয়, সেই ভাবে তা বের হয়। বের হওয়ার পর ঐ ফেরেশতারা মৃত্যুর ফেরেশতার কাছে এক পলকের জন্যও তা রাখে না। তারা বেহেশত থেকে আনা কাফনে ও সুগন্ধী দ্রব্যে জড়িয়ে তা রেখে দেয়। পৃথিবীতে যত সুগন্ধী দ্রব্য আছে, তার মধ্যে তা সর্বোত্তম সুগন্ধী। তারপর তার আত্মাকে নিয়ে ফেশেতারা আকাশের দিকে উঠে যায়। যখনই কোন ফেরেশতা দলের কাছ দিয়ে তারা যায়, তারা জিজ্ঞেস করে। এই পবিত্র আত্মাটা কার? তারা তার পৃথিবীতে পরিচিত সর্বোত্তম নাম ধরে বলবে, অমুকের ছেলে অমুক। এভাবে যখন তারা প্রথম আকাশের কাছে পৌছে, তখন তার জন্য দরজা খোলার অনুরোধ জানায়। দরজা খুলে দেয়া হয়। অতঃপর সেই আকাশের সর্বাধিক মর্যাদাবান ফেরেশতারা তার পেছনে শোভাযাত্রা সহকারে গিয়ে দ্বিতীয় আকাশের দরজা পর্যন্ত পৌছে দিয়ে আসে। এভাবে প্রত্যেক আকাশের ফেরেশতারা তাকে পরবর্তী আকাশের দরজায় পৌছে দিয়ে আসে। এভাবে পর্যায়ক্রমের সপ্তম আকাশ পর্যন্ত পৌছে যায়। তখন আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ আমার বান্দার রেজিষ্টার "ইল্লিয়ীনে" খোল এবং তার আত্মাকে পৃথিবীতে নিয়ে গিয়ে তার দেহের ভেতরে পুনস্থাপন কর। এরপর তার কাছে দু'জন ফেরেশতা এসে তাকে বসায়। অতঃপর তাকে জিজ্ঞেস করে, তোমার রব কে? সে বলে ঃ আমার রব আল্লাহ। তারা আবার বলে তোমার ধর্ম কী? সে বলে আমার ধর্ম ইসলাম। তারা আবার বলে তোমাদের কাছ প্রেরিত এই ব্যক্তি কে? সে বলে উনি আল্লাহর রাসূল। তারা বলে ঃ তুমি কিভাবে জানলে? সে বলে ঃ আল্লাহর কিতাব পড়েছি এবং তার প্রতি ঈমান এনেছি। এরপর আকাশ থেকে একজন ঘোষক ঘোষণা করে ঃ আমার বান্দা সত্য বলেছে ঃ তাকে বেহেশতের বিছানা বিছিয়ে দাও এবং বেহেশতের দিকে তার জন্য একটা দরজা খুলে দাও। এর ফলে বেহেশতের আরামদায়ক বাতাস ও সুগন্ধী তার কাছে আসবে এবং তার কবল যতদূর দৃষ্টি যায় ততদূর প্রশস্ত করা হবে। এরপর তার কাছে অত্যন্ত সুদর্শন, সুন্দর পোশাকধারী ও সুগন্ধী যুক্ত এক ব্যক্তি আসবে। সে বলবে ঃ তুমি

সুসংবাদ নাও ও পরমানন্দে থাক। এ হচ্ছে তোমার সেই প্রতিশ্রুত দিন। সে বলবে ঃ তুমি কে? তোমার সুদর্শন চেহারাই সুসংবাদ নিয়ে আসছে। সে বলবে ঃ আমি তোমার সৎকাজ। সে বলবে ঃ হে আমার প্রভু, কিয়ামত সংঘটিত কর, হে আমার প্রভু কিয়ামত সংঘটিত কর, যাতে আমি আমার পরিবার-পরিজনের কাছে ফিরে যেতে পারি।

পক্ষান্তরে কাফির বান্দার দুনিয়ার জীবন যখন সমাপ্তির দিকে আসে এবং সে আখিরাত অভিমুখে যাত্রা করে তখন তার কাছে কালো চেহারাধারী একদল ফেরেশতা আসে। তাদের কাছে থাকে মলীন মোটা কম্বল। তারা তার দৃষ্টি সীমার ভেতরে বসে। তারপর মৃত্যুর ফেরেশতা এসে তা মাথার কাছে বসেন। তারপর তিনি বলেন, ওহে নোংরা আত্মা, আল্লাহর গযব ও অসন্তোষের দিকে বেরিয়ে এসো। তারপর তা তার দেহের ভেতরে ছড়িয়ে পড়ে। তখন ভিজে পশমের ভেতর থেকে যেভাবে লোহার শলাকা দিয়ে পশম টেনে বের করে আনা হয়, ঠিক সেইভাবে তার আত্মাকে টেনে বের করা হয়। বের করে আনার পর কালো চেহারাধারী ফেরেশতার দল মুহূর্তের মধ্যে তার কাছ থেকে তার আত্মা নিয়ে নেয়, তা ঐ মলীন মোটা কম্বলের ভেতরে জড়ায় এবং তা থেকে এমন দুগন্ধ বের হয়, যেমন দুর্গন্ধ বের হয় পৃথিবীর সবচেয়ে পঁচা লাশ থেকে। তারা ঐ আত্মা নিয়ে আকাশের দিকে উঠে যায়। যখনই কোন ফেরেশতা দলের কাছ দিয়ে তারা যায়। তখন তারা জিজ্ঞেস করে, এই ঘৃণ্য আত্মাটা কার? তারা তার দুনিয়ায় পরিচিত নিকৃষ্টতম নামটা ধরে বলে অমুকের সন্তান অমুক। এভাবে প্রথম আকাশের দরজার কাছে গিয়ে দরজা খুলতে বলা হলে তা খোলা হয় না। এই পর্যায়ে রাসূল (সা) সূরা আরাফের ৪০ নং আয়াত "যারা আমার আয়াতগুলোকে অস্বীকার করছে এবং দম্ভ প্রকাশ করেছে তাদের জন্য আকাশের দরজা খোলা হবে না, এবং সূচের ছিদ্রের ভেতরে যতক্ষণ উট না ঢুকবে, ততক্ষণ তারা বেহেশতে যেতে পারবে না" পড়লেন। আল্লাহ বলেন, ওর রেজিষ্টার পৃথিবীর সর্বনিম্নে সিজ্জীনের লিপিবদ্ধ কর। তারপর তার আত্মাটাকে সেখানে নিক্ষেপ করা হয়। তারপর রাসূল (সা) সূরা হজ্জের ৩১ নং আয়াত পড়লেন। তারপর তার আত্মাকে তার দেহে পুনস্থাপন করা হয় এবং তার কাছে দু'জন ফেরেশতা আসে। তারা তাকে বসায় তারপর জিজ্ঞেস করে ঃ তোমার রব কে? সে বলে ঃ হায়, হায়, আমি জানিনা। তারা বলে ঃ তোমার ধর্ম কী? সে বলে ঃ হায়, হায়, আমি জানিনা, তারা বলে ঃ তোমাদের কাছে প্রেরিত এই ব্যক্তি কে? সে বলে ঃ হায়, হায়, জানিনা অতঃপর আকশ থেকে একজন ঘোষক ঘোষণা করে ঃ সে মিথ্যা বলেছে। ওকে দোযখের বিছানা বিছিয়ে দাও, তার জন্য দোযখের দিকে একটা দরজা খুলে দাও। দরজা খুলে দিলে দোযখের তাপ ও গরম বাতাস তার কাছে পৌঁছতে থাকে। তার

কবর এত সংকীর্ণ করা হয় যে, তার হাড়গোড় ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায়। এই সময় তার কাছে একজন কুৎসিত চেহারাধারী লোক আসে। তার পোশাক কদাকার ও দুর্গন্ধ যুক্ত। সে বলে ঃ তুমি দুসংবাদ নাও। এই সেই দিন, যার প্রতিশ্রুতি তোমাকে দেয়া হয়েছিল। সে বলে ঃ তুমি কে? তোমার কুৎসিত চেহারাই দুঃসংবাদ নিয়ে আসছে। লোকটি বলে ঃ আমি তোমার অসৎকর্ম। সে বলবে ঃ হে আল্লাহ, তুমি কিয়ামত সংঘটিত করো না।

অন্য রেওয়ায়েতে এই ফেরেশতা দ্বয়ের নাম মুনকার ও নকীর উল্লেখ করা হয়েছে।

١٨١٣- وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ أَيْضًا رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنَّ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «إِنَّ الْمَيِّتَ إِذَا وُضِعَ فِىْ قَبْرِه؛ إِنَّهُ يَسْمَعُ خَفْقَ نِعَالِهِمْ حِيْنَ يَوَلَّوْا مُدْبِرِيْنَ ؛ فَإِنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَانَتِ الصَّلَاةُ عِنْدَ رَأْسِه؛ وَكَانَ الصِّيَامُ عَنْ يَمِيْنِه وَكَانَتِ الزَّكَاةُ عَنْ شِمَالِه، وَكَانَ فِعْلُ الْخَيْرَاتِ مِنَ الصَّدَقَةِ وَالصَّلَاةِ وَالْمَعْرُوْفِ وَالْإِحْسَانِ إِلَى النَّاسِ عِنْدَ رِجْلَيْهِ، فَيُؤْتَى مِنْ قِبَلِ رَأْسِه فَتَقُوْلُ الصَّلَاةُ : مَا قِبَلِىْ مَدْخَلٌ، ثُمَّ يُؤْتَى عَنْ يَمِيْنِه فَيَقُوْلُ الصِّيَامُ : مَا قِبَلِىْ مَدْخَلٌ، ثُمَّ يُؤْتَى عَنْ يَسَارِه فَتَقُوْلُ الزَّكَاةُ : مَا قِبَلِىْ مَدْخَلٌ، ثُمَّ يُؤْتَى مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْهِ فَيَقُوْلُ فِعْلُ الْخَيْرَاتِ مِنَ الصَّدَقَةِ وَالْمَعْرُوْفِ وَالْإِحْسَانِ إِلَى النَّاسِ : مَا قِبَلِىْ مَدْخَلٌ، فَيُقَالُ لَهُ : اِجْلِسْ، فَيَجْلِسُ قَدْ مُثِّلَتْ لَهُ الشَّمْسُ، وَقَدْ دَنَتْ لِلْغُرُوْبِ، فَيُقَالُ لَهُ : أَرَأَيْتَكَ هٰذَا الَّذِىْ كَانَ قَبْلَكُمْ مَا تَقُوْلُ فِيْهِ؟ وَمَاذَا تَشْهَدُ عَلَيْهِ؟ فَيَقُوْلُ : دَعُوْنِىْ حَتّٰى أُصَلِّىَ، فَيَقُوْلُوْنَ : إِنَّكَ سَتَفْعَلُ، أَخْبِرْنَا عَمَّا نَسْأَلُكَ عَنْهُ، أَرَأَيْتَكَ هٰذَا الرَّجُلَ الَّذِىْ كَانَ قَبْلَكُمْ مَاذَا تَقُوْلُ

فِيْهِ؟ وَمَاذَا تَشْهَدُ عَلَيْهِ؟ قَالَ : فَيَقُوْلُ : مُحَمَّدٌ أَشْهَدُ أَنَّهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَنَّهُ جَاءَ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ، فَيُقَالُ لَهُ : عَلٰى ذٰلِكَ حَيِيْتَ، وَعَلٰى ذٰلِكَ مِتَّ، وَعَلٰى ذٰلِكَ تُبْعَثُ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ، ثُمَّ يُفْتَحُ لَهُ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ فَيُقَالُ لَهُ : هٰذَا مَقْعَدُكَ مِنْهَا وَمَا أَعَدَّ اللّٰهُ لَكَ فِيْهَا، فَيَزْدَادُ غِبْطَةً وَسُرُوْرًا، ثُمَّ يُفْتَحُ لَهُ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ النَّارِ، فَيُقَالُ لَهُ : هٰذَا مَقْعَدُكَ وَمَا أَعَدَّ اللّٰهُ لَكَ فِيْهَا لَوْ عَصَيْتَهُ، فَيَزْدَادُ غِبْطَةً وَسُرُوْرًا، ثُمَّ يُفْسَحُ لَهُ فِيْ قَبْرِهِ سَبْعُوْنَ ذِرَاعًا، وَيُنَوَّرُ لَهُ فِيْهِ، وَيُعَادُ الْجَسَدُ كَمَا بَدَأَ مِنْهُ فَتُجْعَلُ نَسَمَتُهُ فِي النَّسَمِ الطَّيِّبِ وَهِيَ طَيْرٌ تَعْلَقُ فِيْ شَجَرِ الْجَنَّةِ فَذٰلِكَ قَوْلُهُ : (يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْاٰخِرَةِ»، الأية، وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا أُتِيَ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ لَمْ يُوْجَدْ شَيْءٌ، ثُمَّ أُتِيَ عَنْ يَمِيْنِهِ فَلَا يُوْجَدُ شَيْءٌ، ثُمَّ أُتِيَ عَنْ شِمَالِهِ فَلَا يُوْجَدُ شَيْءٌ، ثُمَّ أُتِيَ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْهِ فَلَا يُوْجَدُ شَيْءٌ، فَيُقَالُ لَهُ : اِجْلِسْ، فَيَجْلِسُ مَرْعُوْبًا خَائِفًا، فَيُقَالُ : أَرَأَيْتَكَ هٰذَا الرَّجُلَ الَّذِيْ كَانَ فِيْكُمْ مَاذَا تَقُوْلُ فِيْهِ ؟ وَمَا ذَا تَشْهَدُ عَلَيْهِ؟ فَيَقُوْلُ : أَيُّ رَجُلٍ؟ وَلَا يَهْتَدِيْ لِاسْمِهِ، فَيُقَالُ لَهُ : مُحَمَّدٌ، فَيَقُوْلُ لَا أَدْرِيْ، سَمِعْتُ النَّاسَ قَالُوْا قَوْلًا فَقُلْتُ كَمَا قَالَ النَّاسُ، فَيُقَالُ لَهُ : عَلٰى ذٰلِكَ حَيِيْتَ، وَعَلَيْهِ مِتَّ، وَعَلَيْهِ تُبْعَثُ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ، ثُمَّ يُفْتَحُ لَهُ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ النَّارِ، فَيُقَالُ لَهُ : هٰذَا مَقْعَدُكَ مِنَ

النَّارِ، وَمَا أَعَدَّ اللّٰهُ لَكَ فِيهَا فَيَزْدَادُ حَسْرَةً وَثُبُورًا، ثُمَّ يُفْتَحُ لَهُ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ فَيُقَالُ لَهُ : هٰذَا مَقْعَدُكَ مِنْهَا وَمَا أَعَدَّ اللّٰهُ لَكَ فِيهَا لَوْ أَطَعْتَهُ، فَيَزْدَادُ حَسْرَةً وَثُبُورًا، ثُمَّ يُضَيَّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتّٰى تَخْتَلِفَ فِيهِ أَضْلَاعُهُ؛ فَتِلْكَ الْمَعِيشَةُ الضَّنْكَةُ الَّتِي قَالَ اللّٰهُ : (فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى» رواه الطبراني في الأوسط، وابن حبان في صحيحه واللفظ له.

১৮১৩। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ মৃত ব্যক্তিকে কবরে রাখার পর যখন লোকজন চলে যায় এবং তখনো তাদের জুতোর শব্দ শোনা যায়, তখন সে মুমিন হলে তার মাথার কাছে নামায, ডান পাশে রোযা, বাম পাশে যাকাত সদকা ও পরোপকার আর যাবতীয় নফল কাজ তার পায়ের কাছ থাকে। এরপর যখন তার মাথার দিক থেকে আযাব আসতে চায়, নামায বলে আমার দিকে থেকে প্রবেশের সুযোগ নেই, তারপর ডান দিক থেকে যখন আসতে চায়, তখন রোযা বলে প্রবেশ নিষেধ। তারপর বামদিক থেকে আসতে চাইলে যাকাত বলে, রাস্তা বন্ধ। তারপর পায়ের দিক থেকে আসতে চাইলে নফল কাজগুলো বলে, এদিক থেকে যাওয়ার পথ বন্ধ। এরপর তাকে বলা হবে উঠে বস। সে উঠে বসে। এ সময় সূর্য অস্ত যাওয়ার উপক্রম। তাকে বলা হয় ঃ তোমাদের কাছে প্রেরিত এই ব্যক্তি সম্পর্কে তোমার মতামত কী? সে বলে ঃ আমাকে আগে নামায পড়তে দাও। তারা বলে পরে নামায পড়বে। আগে আমরা যা জিজ্ঞেস করেছি তার জবাব দাও। সে বলে উনি তো মুহাম্মাদ (সা), আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, উনি আল্লাহর রাসূল, উনি আল্লাহর কাছ থেকে আমাদের কাছে সত্য বার্তা নিয়ে এসেছেন। তখন তাকে বলা হয় ঃ তুমি এই সত্যের ওপরই জীবন কাটিয়েছ, এর ওপরই মৃত্যুবরণ করেছ, এবং এর ওপরই তুমি কিয়ামতের দিন উঠবে ইনশায়াল্লাহ। তারপর তার জন্য বেহেশতের একটা দরজা খুলে দেয়া হয়। তাকে বলা হয় ঃ এই হচ্ছে তোমার বাসস্থান এবং এর ভেতরেই আল্লাহ তোমার জন্য যাবতীয় নিয়ামত তৈরী করে রেখেছেন। তখন সে ভীষণ আনন্দিত হয়। তারপর দোযখের একটা দরজা খুলে তাকে দেখানো হয় এবং বলা হয়। তুমি আল্লাহর নাফরমানী করলে এটাই হতো তোমার বাসস্থান। সে তখন

আরো খুশী হয়। তারপর তার কবরকে সত্তর হাত প্রশস্ত করা হয় এবং তার কবরকে আলোকিত করা হয়। এরপর তার শরীরকে আগের মত করে দেয়া হয় এবং তার আত্মাকে বেহেশতের গাছে ঝুলন্ত পাখিদের সাথে রাখা হয়। অতঃপর তিনি সূরা ইবরাহীমের ২৭ নং আয়াত "আল্লাহ মুমিনদের ঈমানকে দুনিয়ায় ও আখিরাতে মজবুত কথা দ্বারা মজবুত করেন।" আর কাফিরে মাথার দিক থেকে আযাব এলে বাঁধা থাকে না। বাম দিক এলেও বাঁধা থাকে না। পায়ের দিক থেকে এলেও বাঁধা থাকে না। এরপর তাকে বসতে বলা হয়। সে ভীতসন্ত্রস্ত অবস্থায় বসে। তাকে বলা হয় ঃ তোমাদের মধ্যে অবস্থানকারী এই ব্যক্তি সম্পর্কে তোমার মত কী? সে বলে? কোন্ ব্যক্তি? সে তার নাম মনে করতে পারে না। তাকে বলা হয় ঃ মুহাম্মাদ (সা) সে বলে ঃ আমি জানি না। লোক মুখে যা শুনতাম, আমিও তাই বলতাম। তাকে বলা হয় ঃ এই অবস্থায়ই তুমি জীবনধারণ করেছ, এই অবস্থায়ই তুমি মরেছ, এবং এই অবস্থায়ই তোমাকে কিয়ামতের দিন ওঠানো হবে ইনশায়াল্লাহ। তারপর তার জন্য দোযখের দরজা খুলে দেয়া হয় এবং বলা হয়, এটাই তোমার বাসস্থান। তখন সে ভীষণ আক্ষেপ করে। তারপর তাকে বেহেশতের দরজা খুলে দেখানো হয় এবং বলা হয়। তুমি আল্লাহর অনুগত হলে এটাই তোমার বাসস্থান হতো। এতে তার দুঃখ ও অনুশোচনা বেড়ে যায়। তারপর তার কবর এত সংকীর্ণ করা হয় যে, তার হাড়গোড় ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। এটাই হলো সেই সংকীর্ণ জীবন, যা সূরা তোয়াহার ১২৪ ও ১২৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে। (তাবরানী, ইবনে হাব্বান)

١٨١٤- وَقَدْ رُوِىَ عَنْ عن اِبْنِ عُمَرَ رَضِى عَنْهُمَا عَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوْتُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ ـ إِلَّا وَقَاهُ اللّٰهُ فِتْنَةَ الْقَبْرِ».

رواه الترمذى وغيره، وقال الترمذى : حديث غريب، وليس إسناده بمتصل.

১৮১৪। হযরত ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি শুক্রবার দিনে অথবা শুক্রবারের রাতে মারা যায়, আল্লাহ তায়ালা তাকে কবরের আযাব থেকে রক্ষা করেন। (তিরমিযী)

الترهيب من الجلوس على القبر

কবরের ওপর বসার বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী

١٨١٥- وَعَنْ عِمَارَةَ بْنِ حَزَمٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : رَآنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا عَلٰى قَبْرٍ فَقَالَ : «يَاصَاحِبَ الْقَبْرِ، اِنْزِلْ مِنْ عَلَى الْقَبْرِ، لَا تُؤْذِى صَاحِبَ الْقَبْرِ وَلَا يُؤْذِيْكَ». رواه الطبرانى فى الكبير من رواية ابن لهيعة.

১৮১৫। হযরত ইমারা ইবনে হাযম বলেন ঃ রাসূল (সা) আমাকে একটা কবরের ওপর বসা দেখে বললেন ঃ হে কবরের সাথী, কবরের ওপর থেকে নেমে আস। কবরবাসীকে কষ্ট দিও না, কবরও তোমাকে কষ্ট দিবে না। অর্থাৎ কবরের আযাবে ভুগবে না। (তাবরানী)

كتاب البعث واهوال يوم القامة

পুনরুত্থান ও কিয়ামতের দিনের ভয়াবহতা সংক্রান্ত অধ্যায়

فى النفخ فى الصور، وقيام الساعة

শিংগায় ফুঁক ও কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার বিবরণ

١٨١٦- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ عَائِشَةَ رضى الله عنها، وَعِنْدَهَا كَعْبُ الْأَحْبَارِ، فَذَكَرَ إِسْرَافِيْلَ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ يَا كَعْبُ أَخْبِرْنِىْ عَنْ إِسْرَافِيْلَ؟ فَقَالَ كَعْبٌ : عِنْدَكُمُ الْعِلْمُ، قَالَتْ : أَجَلْ، قَالَتْ : فَأَخْبِرْنِىْ، قَالَ : لَهُ أَرْبَعَةُ أَجْنِحَةٍ : جَنَاحَانِ فِى الْهَوَاءِ، وَجَنَاحٌ قَدْ تَسَرْبَلَ بِهِ، وَجَنَاحٌ عَلٰى كَاهِلِهِ، وَالْقَلَمُ عَلٰى أُذُنِهِ، فَإِذَا نَزَلَ الْوَحْىُ كَتَبَ الْقَلَمُ، ثُمَّ دَرَسَتِ الْمَلَائِكَةُ، وَمَلَكُ الصُّوْرِ جَاثٍ عَلٰى إِحْدٰى رُكْبَتَيْهِ، وَقَدْ نَصَبَ الْأُخْرٰى فَالْتَقَمَ الصُّوْرَ يَحْنِىْ ظَهْرَهُ، وَقَدْ أُمِرَ إِذَا رَأَى إِسْرَافِيْلَ قَدْ ضَمَّ جَنَاحَهُ أَنْ يَنْفَخَ فِى الصُّوْرِ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ : هٰكَذَا سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ

. رواه الطبرانى فى الأوسط بإسناد حسن.

১৮১৬। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনুল হারেস (রা) থেকে বর্ণিত। আমি একদিন হযরত আয়েশার কাছে ছিলাম। সেখানে কা'বুল আহবারও ছিলেন। প্রসঙ্গক্রমে হযরত ইসরাফীল সম্পর্কে কথা উঠলো। হযরত আয়েশা বললেন ঃ হে কা'ব, আমাকে ইসরাফীল সম্পর্কে জানাও। কা'ব বললেন ঃ আপনার কাছে জ্ঞান রয়েছে। তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, তবুও তুমি বল। কা'ব বললেন ঃ হযরত ইসরাফীলের ৪টা ডানা। দুটো ডানা থাকে শূন্যে, একটা ডানা দিয়ে তিনি নিজের শরীরকে ঢেকে, রাখেন, আর

একটা ডানা থাকে তার কাঁধের ওপর। আর তার কানে থাকে কলম। যখন ওহি নাযিল হয়, তখন ঐ কলম তা লিখে, এবং ফেরেশতারা তা অধ্যয়ন করে। আর শিংগার দায়িত্বশীল ফেরেশতা তার হাটু খাড়া করে অপর হাটুর ওপরে ঝুকে দাঁড়িয়ে থাকেন। তিনি পিঠ বাকা করে শিংগাকে মুখে পুরে অপেক্ষায় থাকেন। যখন তিনি দেখবেন, ইসরাফীল তার সমস্ত ডানা যুক্ত করেছেন, তখনই তাকে শিংগায় ফুঁক দেয়ার জন্য আদেশ দেয়া হবে। হযরত আয়েশা (রা) বলেন ঃ আমিও রাসূল (সা)-এর কাছে এরকমই শুনেছি।

١٨١٧- وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَطْلُعُ عَلَيْكُمْ قَبْلَ السَّاعَةِ سَحَابَةٌ سَوْدَاءُ مِنْ قِبَلِ الْمَغْرِبِ مِثْلُ التُّرْسِ؛ فَلَا تَزَالُ تَرْتَفِعُ فِى السَّمَاءِ وَتَنْتَشِرُ حَتَّى تَمْلَأَ السَّمَاءَ، ثُمَّ يُنَادِىْ مُنَادٍ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَتٰى أَمْرُ اللّٰهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوْهُ» قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَوَ الَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ إِنَّ الرَّجُلَيْنِ يَنْشُرَانِ الثَّوْبَ فَلَا يَطْوِيَانِهِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَمْدُرُ حَوْضَهُ فَلَا يَسْقِىْ مِنْهُ شَيْئًا أَبَدًا، وَالرَّجُلُ يَحْلُبُ نَاقَتَهُ فَلَا يَشْرَبُهُ أَبَدًا»

رواه الطبراني بإسناد جيد رواته ثقات مشهورون.

১৮১৭। হযরত উকবা ইবনে আমের (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ কিয়ামতের প্রাক্কালে তোমরা পশ্চিম দিকে ঢালের মত একটা কালো মেঘ দেখতে পাবে। সেই মেঘ ক্রমে আকাশের ওপরে উঠতে থাকবে এবং সম্প্রসারিত হতে হতে সমস্ত আকাশে ছড়িয়ে পড়বে। তারপর জনৈক ঘোষক ঘোষণা করবে ঃ "হে মানব জাতি, আল্লাহ হুকুম এসে গেছে। সুতরাং তোমরা তাড়াহুড়ো করো না। রাসূল (সা) বলেন ঃ আল্লাহর শপথ যার হাতে আমার প্রাণ, দু'জনে কাপড় মেলবে, তা ভাজ করতে পারবে না। অন্য একজন তার চৌবাচ্চায় পানি ভরবে, অথচ কাউকে পানি খাওয়াতে পাবে না, এবং একজন তার উটনী দোহাবে, অথচ তার দুধ পান করতে পারবে না। (অর্থাৎ এত আকস্মিকভাবে কিয়ামত সংঘটিত হবে যে, কাপড় মেলার পর তা ভাঁজ করা, চৌবাচ্চার পানি ভরার পর পানি খাওয়ার বা খাওয়ানোর এবং দুধ দোহানোর পর তা পান করার সময়ও পাবে না।)

في الحشر وغيره

কিয়ামতের ময়দান ও সেখানকার সমাবেশ

١٨١٨- وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : «يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عُرَاةً حُفَاةً» فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ : فَقُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، وَاسَوْأَتَاهُ يَنْظُرُ بَعْضُنَا إِلٰى بَعْضٍ، فَقَالَ : «شُغِلَ النَّاسُ» قُلْتُ : مَاشَغَلَهُمْ؟ قَالَ : «نَشْرُ الصَّحَائِفِ فِيْهَا مَثَاقِيْلُ الذَّرِّ، وَمَثَاقِيْلُ الْخَرْدَلِ» رواه الطرانى فى الأوسط بإسناد صحيح.

১৮১৮। হযরত উম্মে সালমা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন মানুষ নগ্ন পদে ও উলংগ হয়ে ময়দানে সমবেত হবে। হযরত উম্মে সালমা বলেন ঃ আমি বললাম ঃ হে রাসূলুল্লাহ, কী লজ্জার কথা! আমরা পরস্পরের দিকে তাকাবো কেমন করে? রাসূল (সা) বললেন ! মানুষ নিজেদের চিন্তায় এত বেশী মগ্ন থাকবে যে, পরস্পরের প্রতি তাকানোর অবকাশই পাবে না। আমি বললাম ঃ কি জন্য তারা এত চিন্তায় মগ্ন হবে? রাসূল (সা) বললেন ঃ প্রত্যেকের আমলনামা প্রকাশিত হয়ে পড়বে, যার ভেতরে কণা পরিমাণ ও সরিষা পরিমাণ কৃতকর্মেরও বিবরণ থাকবে। (তাবরানী)

١٨١٩- وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلٰى أَرْضٍ بَيْضَاءَ عَفْرَاءَ كَقُرْصَةِ النَّقِيِّ لَيْسَ فِيْهَا عَلَمٌ لِأَحَدٍ».

১৮১৯। হযরত সাহল ইবনে সা'দ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূল (সা) বলেছেন ঃ লোকেরা কিয়ামতের দিন এমন ভূমিতে সমবেত হবে, যেখানে ইতিপূর্বে কোন প্রাণীর পদার্পণ ঘটেছে বলে কোন চিহ্নই দেখা যাবে না।

١٨٢٠- وَرُوِيَ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «يَبْعَثُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَاسًا فِيْ صُوَرِ

الذَّرِّ يَطَؤُهُمُ النَّاسُ بِأَقْدَامِهِمْ، فَيُقَالُ : مَا بَالُ هٰؤُلَاءِ فِيْ صُوَرِ الذَّرِّ؟ فَيُقَالُ : هٰؤُلَاءِ الْمُتَكَبِّرُوْنَ فِي الدُّنْيَا» رواه البزار.

১৮২০। হযরত জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন আল্লাহ কিছু মানুষকে ক্ষুদ্র কণার আকারে সমবেত করবেন। ফলে অন্য লোকেরা তাদেরকে পায়ের তলে পিষ্ট করবে। জিজ্ঞেস করা হবে ঃ এই কণা সদৃশ লোকগুলো কারা? জবাবে বলা হবে ঃ যারা পৃথিবীতে অহংকার করতো তারা। (বায্যার)

١٨٢١- وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : «تَدْنُو الشَّمْسُ مِنَ الْأَرْضِ فَيَعْرَقُ النَّاسُ؛ فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَبْلُغُ عَرَقُهُ عَقِبَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَبْلُغُ نِصْفَ السَّاقِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَبْلُغُ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَبْلُغُ إِلَى الْعَجُزِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَبْلُغُ الْخَاصِرَةَ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَبْلُغُ مَنْكِبَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَبْلُغُ عُنُقَهُ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَبْلُغُ وَسَطَهُ» وأشار بيده الجمها فاه، رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُشِيْرُ هٰكَذَا «وَمِنْهُمْ مَنْ يُغَطِّيْهِ عَرَقُهُ» وضرب بيده وأشار وأمر يده فوق رأسه من غير أن يصيب الرأس دور راحتيه يمينا وشمالا - رواه أحمد، والطبرانى، وابن حبان فى صحيحه، والحاكم، وقال : صحيح الإسناد.

১৮২১। হযরত উকবা ইবনে আমের (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন সূর্য পৃথিবীর খুব কাছে চলে আসবে। ফলে লোকেরা (প্রচন্ড গরমে) এত ঘামবে যে, ঘাম কারো পায়ের গিরে পর্যন্ত, কারো হাটু পর্যন্ত, কারো উরু পর্যন্ত, কারো কোমর পর্যন্ত, কারো ঘাড় পর্যন্ত, এবং কারো মাথার ওপর পর্যন্ত চলে যাবে। (আহমাদ, তাবরানী ও ইবনে হাব্বান)

١٨٢٢- وعن عبد العزيز العطار عن أنس رضي الله عنه لا أعلمه إلا رفعه قال: «لَمْ يَلْقَ ابْنُ آدَمَ شَيْئًا مُنْذُ خَلَقَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَشَدَّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ، ثُمَّ إِنَّ الْمَوْتَ أَهْوَنُ مِمَّا بَعْدَهُ، وَإِنَّهُمْ لَيَلْقَوْنَ مِنْ هَوْلِ ذَلِكَ الْيَوْمِ شِدَّةً حَتَّى يُلْجِمَهُمُ الْعَرَقُ، حَتَّى إِنَّ السُّفُنَ لَوْ أُجْرِيَتْ فِيهِ لَجَرَتْ» رواه أحمد مرفوعا باختصار، والطبراني في الأوسط، على الشك هكذا، واللفظ له، وإسنادهما جيد.

১৮২২। হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। আল্লাহ তায়ালা আদম সন্তানকে সৃষ্টি করার পর থেকে তার জন্য মৃত্যুর মত কষ্টকর আর কিছু সৃষ্টি করেননি। আর মৃত্যু তার পরবর্তী ঘটনাবলীর চেয়ে সহজ ও হালকা। কিয়ামতের দিনের ভয়াবহতার একটা অংশ হলো, ঘামে মানুষ প্রায় ডুবে যাবে এবং সেখানে যদি জাহাজ চালানোর উদ্যোগ নেয়া হতো, তবে তা চালানো যেত। (আহমাদ ও তাবরানী)

١٨٢٣- وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ الرَّجُلَ لَيُلْجِمُهُ الْعَرَقُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ أَرِحْنِي وَلَوْ إِلَى النَّارِ» رواه الطبراني في الكبير بإسناد جيد، وأبو يعلى، ومن طريقه ابن حبان، إلا أنهما قالا: «إن الكافر».

১৮২৩। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন মানুষকে ঘামে এত নাজেহাল করবে যে, সে বলে বসবে ঃ হে আমার প্রতিপালক, আমাকে এখান থেকে উদ্ধার কর, এমনকি যদি দোযখে নিয়ে যাও, তাতেও আপত্তি নেই। (তাবরানী, আবু ইয়ালা ও ইবনে হাব্বান) আবু ইয়ালা ও ইবনে হাব্বানের বর্ণনায় এই ব্যক্তিকে "কাফির" বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

١٨٢٤- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «تَجْتَمِعُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؛ فَيُقَالُ : أَيْنَ فُقَرَاءُ هٰذِهِ الْأُمَّةِ وَمَسَاكِيْنُهَا؟ فَيَقُوْمُوْنَ، فَيُقَالُ لَهُمْ : مَاذَا عَمِلْتُمْ؟ فَيَقُوْلُوْنَ : رَبَّنَا ابْتَلَيْتَنَا فَصَبَرْنَا، وَوَلَّيْتَ الْأَمْوَالَ وَالسُّلْطَانَ غَيْرَنَا، فَيَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ : صَدَقْتُمْ، قَالَ : فَيَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ قَبْلَ النَّاسِ، وَتَبْقَى شِدَّةُ الْحِسَابِ عَلَى ذَوِى الْأَمْوَالِ وَالسُّلْطَانِ» قَالُوْا : فَأَيْنَ الْمُؤْمِنُوْنَ يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ : «تُوْضَعُ لَهُمْ كَرَاسِىُّ مِنْ نُوْرٍ، وَيُظَلَّلُ عَلَيْهِمُ الْغَمَامُ، يَكُوْنُ ذٰلِكَ الْيَوْمُ أَقْصَرَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ سَاعَةٍ مِنْ نَهَارٍ» رواه الطبرانى، وابن حبان فى صحيحه.

১৮২৪। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ তোমরা যখন কিয়ামতের মাঠে সমবেত হবে, তখন বলা হবে ঃ এই উম্মাতের দরিদ্র ও নিস্ব লোকেরা কোথায়? দরিদ্র ও নিস্ব লোকেরা উঠে দাঁড়াবে। তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে ঃ তোমরা কি কি সৎকাজ করেছ? তারা বলবে ঃ হে আমাদের প্রভু, আপনি আমাদেরকে দুঃখ-কষ্ট দিয়ে পরীক্ষা করেছেন। আমরা তাতে ধৈর্যধারণ করেছি। আর অন্যদেরকে আপনি ক্ষমতা ও ধন-সম্পদ দান করেছেন। আল্লাহ বলবেন ঃ তোমরা সত্য বলেছ। এরপর এই দরিদ্র ও নিস্ব লোকেরা অন্য সবার আগে বেহেশতে যাবে। আর কঠিন হিসেবের দায়-দায়িত্ব ক্ষমতাধর ও বিত্তশালীদের ঘাড়ে থাকবে। লোকেরা জিজ্ঞেস করলো ঃ সেদিন মুমিনদের কী অবস্থা হবে? রাসূল (সা) বললেন ঃ তাদের জন্য জ্যেতির্ময় সিংহাসন স্থাপন করা হবে এবং তাদেরকে মেঘের ছায়া দিয়ে ঢেকে রাখা হবে। আর সেদিনটা মুমিনদের কাছে দিনের এক ঘণ্টার চেয়েও ক্ষুদ্র মনে হবে। (তাবরানী ও ইবনে হাব্বান)

في ذكر الحساب وغيره

হিসাব-নিকাশ প্রসঙ্গে

١٨٢٥- عَنْ أَبِىْ بَرْزَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لَا تَزُوْلُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ أَرْبَعٍ : عَنْ عُمُرِهِ فِيْمَا أَفْنَاهُ؟ وَعَنْ عِلْمِهِ مَا [ذَا] عَمِلَ بِهِ؟ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيْمَا أَنْفَقَهُ؟ وَعَنْ جِسْمِهِ فِيْمَا أَبْلَاهُ؟ » رواه الترمذى وقال : حديث حسن صحيح.

১৮২৫। হযরত আবু বরযা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন চারটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত না হওয়া পর্যন্ত কেউ পা সরাতে পারবে না; তার আয়ুষ্কাল কিভাবে অতিবাহিত করেছে ? তার জ্ঞান অনুসারে সে কী কী কাজ করেছে? তার ধন-সম্পদ আয়ের উৎস কী ছিল এবং কোথায় কোথায় তা ব্যয় করেছে? তার দেহকে কোন্ কাজে খাটিয়েছে? (তিরমিযী) বাযযার ও তাবরানীর বর্ণনায় "দেহ" এর পরিবর্তে "যৌবন কাল" উল্লেখ করা হয়েছে।

١٨٢٦- وَرُوِىَ عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « يَبْعَثُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَبْدًا لَا ذَنْبَ لَهُ، فَيَقُوْلُ اللّٰهُ أَىُّ الْأَمْرَيْنِ أَحَبُّ إِلَيْكَ : أَنْ أَجْزِيَكَ بِعَمَلِكَ، أَوْ بِنِعْمَتِىْ عِنْدَكَ؟ قَالَ : يَارَبِّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنِّىْ لَمْ أَعْصِكَ، قَالَ : خُذُوْا عَبْدِىْ بِنِعْمَةٍ مِنْ نِعَمِىْ، فَمَا تَبْقَى لَهُ حَسَنَةٌ إِلَّا اسْتَغْرَقَتْهَا تِلْكَ النِّعْمَةُ، فَيَقُوْلُ : رَبِّ بِنِعْمَتِكَ وَرَحْمَتِكَ، فَيَقُوْلُ : بِنِعْمَتِىْ وَرَحْمَتِىْ » رواه الطبرانى.

১৮২৬। হযরত ওয়াসেলা ইবনুল আসকা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহ তায়ালা কিয়ামতের দিন এমন এক ব্যক্তিকে উঠাবেন যার আমলনামায় কোন

গুনাহ থাকবে না। আল্লাহ তায়ালা তাকে বলবেন ঃ তোমার কাছে কোন্টা বেশী প্রিয় ঃ আমি তোমার কৃত সৎকাজের প্রতিদান দেব, না আমার অনুগ্রহের ভিত্তিতে তোমার পরিণাম স্থির করবো? সে বলবে ঃ হে আমার প্রতিপালক, তুমি তো জান, আমি তোমার অবাধ্যতা করিনি। আল্লাহ ফেরেশতাদেরকে বলবেন ঃ আমার বান্দার কাজগুলোকে আমার দেয়া নিয়ামতগুলোর যে কোন একটা বিনিময়ে বিবেচনা কর। তখন দেখা যাবে, তার কৃত সৎকাজগুলোর সব কটাই ঐ একটা নিয়ামতের সমান। তারপর আর তার কোন সৎকাজ অবশিষ্ট থাকবে না। তখন ঐ ব্যক্তি বলবে ঃ হে আমার প্রভু, তোমার দয়া ও অনুগ্রহের ভিত্তিতেই আমার বিচার কর। (তাবরানী)

উল্লেখ্য যে, আল্লাহর নিয়ামতের বিনিময়ে বান্দার কাজের হিসাব নিলে তার সমস্ত সৎকাজের প্রতিদান দুনিয়াতেই চুকে যায়। আখিরাতে কিছুই পাওনা থাকে না। এ জন্য সৎকাজের বাহাদুরি নয়, একমাত্র আল্লাহর মেহেরবানীই আখিরাতের মুক্তির চাবিকাঠি বলে বিশ্বাস করতে হবে। অনুবাদক

١٨٢٧- وَعَنْ أَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ أَحَدٌ إِلاَّ بِرَحْمَةِ اللّٰهِ». قَالُوْا وَلاَ أَنْتَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ؟ قَالَ «وَلاَ أَنَا إِلاَّ أَنْ يَتَغَمَّدَنِىَ اللّٰهُ بِرَحْمَتِهِ» وَقَالَ بِيَدِهِ فَوْقَ رَأْسِهِ - رواه أحمد بإسناد حسن.

১৮২৭। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহর রহমত ছাড়া কেউ বেহেশতে যেতে পারবে না। লোকেরা জিজ্ঞেস করলো ঃ হে রাসূল, আপনিও নয়? তিনি বললেন ঃ আমিও নয়। কেবল আল্লাহ আমাকে তার করুণায় সিক্ত করলেই। (আমি বেহেশতে যেতে পারবো।) (আহমাদ)

١٨٢٨- وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوْقَ إِلٰى أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتّٰى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ». رواه مسلم، والترمذى.

১৮২৮। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন তোমরা অবশ্যই প্রত্যেক হকদারের হক (পাওনা) পরিশোধ করতে বাধ্য হবে। এমনকি যে শিংধার ছাগল কোন শিং বিহীন ছাগলকে আঘাত করেছিল, তার কাছ থেকেও প্রতিশোধ আদায় করা হবে। (মুসলিম, তিরমিযী)

١٨٢٩- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَسَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّ لِيْ مَمْلُوْكِيْنَ يُكَذِّبُوْنَنِيْ وَيَخُوْنُوْنَنِيْ وَيَعْصُوْنَنِيْ وَأَضْرِبُهُمْ وَأَشْتِمُهُمْ، فَكَيْفَ أَنَا مِنْهُمْ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يُحْسَبُ مَا خَانُوْكَ وَعَصَوْكَ وَكَذَّبُوْكَ وَعِقَابُكَ إِيَّاهُمْ فَإِنْ كَانَ عِقَابُكَ إِيَّاهُمْ دُوْنَ ذُنُوْبِهِمْ كَانَ فَضْلاً لَكَ، وَإِنْ كَانَ عِقَابُكَ إِيَّاهُمْ بِقَدْرِ ذُنُوْبِهِمْ كَانَ كَفَافًا لاَ لَكَ وَلاَ عَلَيْكَ، وَإِنْ كَانَ عِقَابُكَ إِيَّاهُمْ فَوْقَ ذُنُوْبِهِمْ اقْتُصَّ لَهُمْ مِنْكَ الْفَضْلُ الَّذِيْ يَبْقَى قَبْلَكَ» : فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَبْكِيْ بَيْنَ يَدَيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَيَهْتِفُ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَالَكَ ! مَاتَقْرَأُ كِتَابَ اللّٰهِ (وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلاَتُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفٰى بِنَا حَاسِبِيْنَ) » فَقَالَ الرَّجُلُ : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ، مَا أَجِدُ شَيْئًا خَيْرًا مِنْ فِرَاقِ هٰؤُلاَءِ يَعْنِيْ عَبِيْدَهُ، أُشْهِدُكَ أَنَّهُمْ كُلَّهُمْ أَحْرَارٌ، رواه أحمد، والترمذي، وقال الترمذي : حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن غزوان، وقد روى أحمد

بن حنبل هذا الحديث عن عبد الرحمن ابن غزوان، وانتهى.

১৮২৯। হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। জনৈক সাহাবী রাসূল (সা)-এর সামনে এসে বসলেন। তারপর তিনি বললেন ঃ হে রাসূল, আমার বেশ কিছু সংখ্যক দাস-দাসী রয়েছে। তারা কখনো আমার আদেশ অমান্য করে, কখনো আমানতের খেয়ানত করে। আর আমি তাদেরকে মারপিট করি ও তিরস্কার করি। তাদের সাথে আমি কেমন আচরণ করছি? রাসূল (সা) বললেন ঃ তাদের খেয়ানত ও অবাধ্যতাকে তোমার শাস্তির মোকাবিলায় বিচার করা হবে। যদি তাদের তুলনায় তুমি কম শাস্তি দিয়ে থাক, তাহলে তাদের ওপর তোমার কিছুটা অনুগ্রহ অবশিষ্ট রইল। আর যদি তোমার শাস্তি তাদের অপরাধের সমান হয়, তাহলে তোমার দেনা-পাওনা কিছুই রইল না। আর যদি তোমার শাস্তি তাদের অপরাধের চেয়ে বেশী হয়। তাহলে যেটুকু বেশী হলো, তাদের পক্ষে তোমার কাছ থেকে তার জন্য প্রতিশোধ নেয়া হবে। এ কথা শুনে সাহাবী রাসূল (সা)-এর সামনে কপাল চাপড়াতে ও কাঁদতে লাগলেন। রাসূল (সা) বললেন ঃ তোমার কী হলো? তুমি আল্লাহর কিতাবে এ আয়াতটা পড়নি? "আমি কিয়ামতের দিনে ন্যায় বিচারের দাঁড়িপাল্লা স্থাপন করবো। ফলে কেউ বিন্দুমাত্র অবিচারের শিকার হবে না। একটা সরিষা পরিমাণ জিনিস থাকলেও আমি তা খুঁজে বের করবো। হিসাব গ্রহণকারী হিসেবে আমিই যথেষ্ট।" (আম্বিয়া-৪৭)

সাহাবী বললেন ঃ হে রাসূল, আমি এই দাসদাসীগুলোকে বিদায় করে দেয়াই সর্বোত্তম পন্থা মনে করছি। আপনাকে সাক্ষী রেখে বলছি, ওরা সবাই স্বাধীন। (আহমাদ, তিরমিযী)

١٨٣٠- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَحِكَ، فَقَالَ: «هَلْ تَدْرُوْنَ مِمَّ أَضْحَكُ؟» قُلْنَا: اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «مِنْ مُخَاطَبَةِ الْعَبْدِ رَبَّهُ، فَيَقُوْلُ: يَارَبِّ أَلَمْ تُجِرْنِيْ مِنَ الظُّلْمِ؟ يَقُوْلُ: بَلٰى! فَيَقُوْلُ: إِنِّيْ لَا أُجِيْزُ الْيَوْمَ عَلٰى نَفْسِيْ شَاهِدًا إِلَّا مِنِّيْ، فَيَقُوْلُ: كَفٰى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيْبًا، وَالْكِرَامِ الْكَاتِبِيْنَ شُهُوْدًا، قَالَ: فَيُخْتَمُ عَلٰى فِيْهِ، وَيُقَوْلُ لِأَرْكَانِهِ: انْطِقِيْ،

فَتَنْطِقُ بِأَعْمَالِهِ، ثُمَّ يُخَلَّى بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَلَامِ، فَيَقُولُ بُعْدًا لَكُنَّ وَسُحْقًا، فَعَنْكُنَّ كُنْتُ أُنَاضِلُ» رواه مسلم.

১৮৩০। হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা রাসূল (সা)-এর কাছে বসেছিলাম। সহসা তিনি হেসে দিলেন। তারপর বললেন ঃ তোমরা কি জান, আমি কেন হাসলাম? আমরা বললাম ঃ আল্লাহ ও তার রাসূল ভালো জানেন। তিনি বললেন ঃ আল্লাহর সাথে তার এক বান্দার সংলাপ শুনে। সংলাপটা এরকম ঃ

বান্দা ঃ হে আমর প্রভু, তুমি কি আমাকে যুলুম থেকে রক্ষা করনি?

আল্লাহ ঃ হাঁ।

বান্দা ঃ তাহলে আজকের দিনে আমার ওপর আমি নিজেকে ছাড়া আর কাউকে সাক্ষী হিসাবে মানবো না।

আল্লাহ ঃ আজকে তোমার ও তোমার সম্মানিত লেখক ফেরেশতাদের সাক্ষ্যই যথেষ্ট।

রাসূল (সা) বলেন ঃ এরপর তার মুখে সিল মারা হবে।

আর তার অংগ প্রত্যংগকে বলা হবে ঃ "কথা বল।" সংগে সংগে তারা তার কৃতকর্মের বিবরণ দেবে। তারপর বান্দাকে কথা বলার সুযোগ দেয়া হবে। সে তার অংগ-প্রত্যংগকে বলবে ঃ তোমাদের ওপর অভিসম্পাত। তোমাদেরকে রক্ষা করার জন্য আমি কত পরিশ্রম করতাম। (মুসলিম)

١٨٣١- وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَرَأَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هٰذِهِ الْآيَةَ (يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا) قَالَ : أَتَدْرُوْنَ مَا أَخْبَارُهَا؟ » قَالُوا: اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ، قَالَ : «فَإِنَّ أَخْبَارَهَا أَنْ تَشْهَدَ عَلٰى كُلِّ عَبْدٍ وَأَمَةٍ بِمَا عَمِلَ عَلٰى ظَهْرِهَا، تَقُوْلُ : عَمِلَ كَذَا وَكَذَا ». رواه ابن حبان فى صحيحه.

১৮৩১। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) সূরা যিলযালের ৪নং আয়াত পড়লেন ঃ "সেদিন পৃথিবী নিজের খবর জানাবে।" তারপর বললেন ঃ পৃথিবীর খবর কি জান? উপস্থিত সকলে বললো ঃ আল্লাহ ও তার রাসূল (সা) ভালো জানেন। তিনি বললেন ঃ পৃথিবী প্রত্যেক নারী ও পুরুষের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে যে, আমার পিঠের ওপরে সে অমুক অমুক কাজ করেছে। (ইবনে হাব্বান)

١٨٣٢- وَعَنْهُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى قَوْلِهِ : (يَوْمَ نَدْعُوْ كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ)، قَالَ : «يُدْعٰى أَحَدُهُمْ فَيُعْطٰى كِتَابَهُ بِيَمِيْنِه، وَيُمَدُّ لَهُ فِىْ جِسْمِه سِتُّوْنَ ذِرَاعًا، وَيَبْيَضَّ وَجْهُه، وَيُجْعَلُ عَلٰى رَأْسِه تَاجٌ مِنْ لُؤْلُؤٍ يَتَلاَلاَ، قَالَ : فَيَنْطَلِقُ إِلٰى أَصْحَابِه فَيَرَوْنَهُ مِنْ بَعِيْدٍ فَيَقُوْلُوْنَ : اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِى هٰذَا حَتّٰى يَأْتِيَهُمْ، فَيَقُوْلُ : أَبْشِرُوْا فَإِنَّ لِكُلِّ رَجُلٍ مِنْكُمْ مِثْلَ هٰذَا، وَأَمَّا اَلْكَافِرُ فَيُعْطٰى كِتَابَهُ بِشِمَالِه مُسْوَدًّا وَجْهُهُ، وَيُمَدُّ لَهُ فِىْ جِسْمِه سِتُّوْنَ ذِرَاعًا عَلٰى صُوْرَةِ اٰدَمَ، وَيُجْعَلُ عَلٰى رَأْسِه تَاجٌ مِنْ نَارٍ، فَيَرَاهُ أَصْحَابُهُ فَيَقُوْلُوْنَ : اَللّٰهُمَّ أَخْزِه، فَيَقُوْلُ : أَبْعَدَكُمُ اللّٰهُ فَإِنَّ لِكُلِّ رَجُلٍ مِنْكُمْ مِثْلَ هٰذَا». رواه الترمذى، وابن حبان فى صحيحه، واللفظ له، والبيهقى، فى البعث.

১৮৩২। হযরত আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) সূরা বনী ইসরাইলের ৭১ নং আয়াত "যেদিন আমি প্রত্যেক মানবগোষ্ঠীকে তাদের নেতাসহ ডাকবো" এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বললেন ঃ প্রত্যেক মানুষকে ডেকে তার হাতে আমলনামা দেয়া হবে। মুমিন হলে তার ডান হাতে আমলনামা দেয়া হবে, তার শরীরকে ষাটগজ পরিমাণ লম্বা করা হবে, তার চেহারাকে উজ্জ্বল করা হবে এবং তার মাথায় একটা মুক্তার মুকুট পরানো হবে, যা ঝকমক করতে থাকবে। তারপর সে তার সাথীদের কাছে যাবে। তারা তাকে দূর থেকে দেখেই বলবে ঃ হে আল্লাহ, এই ব্যক্তিকে আমাদের জন্য কল্যাণজনক বানাও। সে বলবে ঃ তোমরা আশ্বস্থ হও। তোমাদের প্রত্যেকেই আমার মত পুরস্কৃত হবে। আর কাফিরকে আমলনামা দেয়া হবে বাম হাতে। সঙ্গে সঙ্গে তার মুখ কালো হয়ে যাবে। তাকে হযরত আদমের মত ষাট গজ লম্বা বানানো হবে এবং তার মাথায় আগুনের মুকুট পরানো হবে। তার সাথীরা তাকে দেখে বলবে ঃ হে আল্লাহ, ওকে লাঞ্ছিত কর। সেও বলবে ঃ আল্লাহ তোমাদের ওপর অভিসম্পাত করুন। তোমাদের প্রত্যেকে আমার মতই বদলা পাবে। (তিরমিযী, ইবনে হাব্বান, বায়হাকী)

في الحوض، والميزان، والصراط

হাউজ, দাঁড়িপাল্লা ও পুলসিরাতের বিবরণ

١٨٣٣- وَعَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «حَوْضِيْ كَمَا بَيْنَ عَدْنٍ وَعمَّانَ، أَبْرَدُ مِنَ الثَّلْجِ، وَأَحْلٰى مِنَ الْعَسَلِ، وَأَطْيَبُ رِيْحًا مِنَ الْمِسْكِ، أَكْوَابُهُ مِثْلُ نُجُوْمِ السَّمَاءِ، مَنْ شَرِبَ مِنْهُ لَمْ يَظْمَأْ بَعْدَهَا أَبَدًا. أَوَّلُ النَّاسِ عَلَيْهِ وُرُوْدًا صَعَالِيْكُ الْمُهَاجِرِيْنَ» قَالَ قَائِلٌ مَنْ هُمْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ: «الشَّعِثَةُ رُءُوْسُهُمْ، الشَّحِبَةُ وُجُوْهُهُمْ، الدَّنِسَةُ ثِيَابُهُمْ، لاَ تُفْتَحُ لَهُمُ السُّدَدُ، وَلاَ يَنْكِحُوْنَ الْمُتَنَعِّمَاتِ، الَّذِيْنَ يُعْطُوْنَ كُلَّ الَّذِيْ عَلَيْهِمْ، وَلاَ يَأْخُذُوْنَ كُلَّ الَّذِيْ لَهُمْ» رواه أحمد بإسناد حسن.

১৮৩৩। হযরত আবু উমামা বাহেলী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ আমার হাউজ (কাউসার) এডেন থেকে আম্মান পর্যন্ত প্রশস্ত। এর পানি বরফের চেয়ে ঠান্ডা, মধুর চেয়ে মিষ্টি, মিস্কের চেয়ে সুগন্ধীযুক্ত, এবং এর পেয়ালার সংখ্যা আকাশের নক্ষত্ররাজি সমান। যে ব্যক্তি এর পানি পান করবে, সে আর কখনো তৃষ্ণার্ত হবে না। দরিদ্র মুহাজিররাই সর্বপ্রথম এর পানি পান করতে আসবে। একজনে জিজ্ঞেস করলো ঃ হে রাসূল, তারা কারা? রাসূল (সা) বললেন ঃ উস্কো-খুস্কো চুল বিশিষ্ট, ক্ষুধার যন্ত্রণায় কাতর মলীন চেহারা বিশিষ্ট, এবং অপরিচ্ছন্ন পোশাকধারী, যাদের জন্য কেউ দরজা খুলে না, যারা ধনী পরিবারের মেয়েদেরকে বিয়ে করতে পারে না, যারা সকলের সমস্ত পাওনা পরিশোধ করে, কিন্তু নিজেদের সমস্ত পাওনা আদায় করতে পারে না। (আহমাদ)

١٨٣٤- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ: ذُكِرَتُ النَّارُ فَبَكَيْتُ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا

يُبْكِيكِ؟ » قُلْتُ : ذَكَرْتُ النَّارَ فَبَكَيْتُ، فَهَلْ تَذْكُرُونَ أَهْلِيكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ فَقَالَ : « أَمَّا فِيْ ثَلاثَةِ مَوَاطِنَ فَلا يَذْكُرُ أَحَدٌ أَحَدًا : عِنْدَ الْمِيزَانِ حَتَّى يَعْلَمَ أَيَخِفُّ مِيزَانُهُ أَمْ يَثْقُلُ؟ وَعِنْدَ تَطَايُرِ الصُّحُفِ حَتَّى يَعْلَمَ أَيْنَ يَقَعُ كِتَابُهُ فِيْ يَمِيْنِهِ أَمْ فِيْ شِمَالِهِ أَمْ وَرَاءَ ظَهْرِهِ؟ وَعِنْدَ الصِّرَاطِ إِذَا وُضِعَ بَيْنَ ظَهْرَيْ جَهَنَّمَ حَتَّى يَجُوزَ » رواه أبو داود من رواية الحسن عن عائشة، والحاكم إلا أنه قال : « وَعِنْدَ الصِّرَاطِ إِذَا وُضِعَ بَيْنَ ظَهْرَيْ جَهَنَّمَ حَافَتَاهُ كَلالِيبُ كَثِيرَةٌ، وَحَسَكٌ كَثِيرَةٌ، يَحْبِسُ اللَّهُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ خَلْقِهِ حَتَّى يَعْلَمَ أَيَنْجُو أَمْ لا؟ » الحديث.

১৮৩৪। হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি দোযখের কথা স্মরণ করে কেঁদে দিয়েছিলাম। রাসূল (সা) বললেন ঃ কাঁদছ কেন? আমি বললাম ঃ দোযখের কথা মনে করে। কিয়ামতের দিন আমরা কি আমাদের আপনজনদেরকে মনে করবো? রাসূল (সা) বললেন ঃ অন্তত: তিনটে জায়গায় কেউ অন্য কারো কথা মনে করবে না ঃ প্রথমত দাঁড়িপাল্লার কাছে, যতক্ষণ সে না দেখবে তার পাল্লা হালকা না ভারী। দ্বিতীয়তঃ আমলনামা বিতরণের সময়, যতক্ষণ সে দেখতে না পায়, তা তার ডান হাতে, না বাম হাতে, না পিঠের ওপর দেয়া হয়। তৃতীয়তঃ পুলসীরাতের কাছে, যতক্ষণ সে তার ওপর দিয়ে দোযখ পার হয়ে না যায়। (আবু দাউদ)

١٨٣٥- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَشْفَعَ لِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَقَالَ : « أَنَا فَاعِلٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى » قُلْتُ : فَأَيْنَ أَطْلُبُكَ؟ قَالَ : « أَوَّلَ مَا تَطْلُبُنِيْ عَلَى الصِّرَاطِ » قُلْتُ : فَإِنْ لَمْ أَلْقَكَ عَلَى الصِّرَاطِ، قَالَ : « فَاطْلُبْنِيْ عِنْدَ الْمِيزَانِ » قُلْتُ : فَإِنْ لَمْ أَلْقَكَ عِنْدَ

الْمِيزَانِ، قَالَ : «فَاطْلُبْنِي عِنْدَ الْحَوْضِ؛ فَإِنِّي لاَ أُخْطِئُ هٰذِهِ الثَّلاَثَةَ مَوَاطِنَ» رواه الترمذى، وقال : حديث حسن غريب، والبيهقى فى البعث وغيره.

১৮৩৫। হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূল (সা) কে অনুরোধ করলাম যে, কিয়ামতের দিন আমার জন্য সুপারিশ করবেন। তিনি বললেন ঃ ইনশায়াল্লাহ করবো। আমি বললাম ঃ আপনাকে কোথায় খুঁজবো? তিনি বললেন ঃ প্রথমে পুলসীরাতের কাছে খুঁজবে। আমি বললাম ঃ যদি সেখানে না পাই? তিনি বললেন ঃ তাহলে দাঁড়িপাল্লার কাছে খুঁজো। আমি বললাম ঃ সেখানে যদি না পাই? তিনি বললেন ঃ তাহলে আমাকে হাউজের কাছে খুঁজো। এই তিন জায়গার এক জায়গায় আমি অবশ্যই থাকবো। (তিরমিযী, বায়হাকী)

١٨٣٦- وَعَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «اَلصِّرَاطُ عَلٰى جَهَنَّمَ مِثْلُ حَرْفِ السَّيْفِ، بِجَنْبَتَيْهِ الْكَلاَلِيْبُ وَالْحَسَكُ، فَيَرْكَبُهُ النَّاسُ، فَيُخْتَطَفُوْنَ، وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ إِنَّهُ لَيُؤْخَذُ بِالْكَلُّوْبِ الْوَاحِدِ أَكْثَرُ مِنْ رَبِيْعَةَ وَمُضَرَ» رواه البيهقى مرسلا وموقوفا على عبيد بن عمير أيضا.

১৮৩৬। হযরত উবাইদ বিন উমাইর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ জাহান্নামের ওপর পুল তরবারীর কিনারের মত। এর দুপাশে অসংখ্য কাঁটা ও হুক রয়েছে। লোকেরা এই পুলে উঠবে। অনেককেই তুলে নেয়া হবে। যার হাতে আমার প্রাণ, তার শপথ ঃ একটা পুলের হুক দিয়ে রবীয়া ও মুযার গোত্রে লোক সংখ্যার চেয়ে অনেক বেশী লোককে তুলে নেয়া সম্ভব। (বায়হাকী)

فى الشفاعة وغيرها

শাফায়াত ও অন্যান্য বিষয়

١٨٣٧- وَعَنْ أَبِى ذَرٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَعْطِيْتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِىْ جُعِلَتْ لِىَ الْأَرْضُ طَهُوْرًا وَمَسْجِدًا، وَأُحِلَّتْ لِىَ الْغَنَائِمُ وَلَمْ تَحِلَّ لِنَبِىٍّ كَانَ قَبْلِىْ، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيْرَةَ شَهْرٍ عَلَىٰ عَدُوِّىْ، وَبُعِثْتُ إِلَىٰ كُلِّ أَحْمَرَ وَأَسْوَدَ، وَأُعْطِيْتُ الشَّفَاعَةَ، وَهِىَ نَائِلَةٌ مِنْ أُمَّتِىْ مَنْ لَا يُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا»

رواه البزار، وإسناد جيد، إلا أن فيه انقطاعا.

১৮৩৭। হযরত আবু যর (রা) বর্ণনা করেন, রাসূল (সা) বলেছেন ঃ আমাকে এমন পাঁচটা জিনিস দেয়া হয়েছে, যা আমার আগে আর কাউকে দেয়া হয়নি। আমার জন্য সমগ্র পৃথিবীকে পবিত্র ও মসজিদ বানানো হয়েছে, আমার জন্য যুদ্ধলব্ধ সম্পদ (গণীমত) হালাল করা হয়েছে, আর কোন নবীর জন্য তা করা হয়নি, এক মাসের দূরত্ব থেকে আমার শত্রুর মনে ভীতি সঞ্চারিত করে আমাকে বিজয়ী করা হয়েছে। আমাকে সাদা কালো নির্বিশেষে সমগ্র মানব জাতির কাছে পাঠানো হয়েছে, এবং আমাকে শাফায়াত (সুপারিশ) করার অধিকার দেয়া হয়েছে আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করে না এমন যে কোন ব্যক্তির পক্ষে। (বাযযার)

١٨٣٨- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « يَدْخُلُ مِنْ أَهْلِ هٰذِهِ الْقِبْلَةِ النَّارَ مَنْ لَا يُحْصِىْ عَدَدَهُمْ إِلَّا اللّٰهُ بِمَا عَصَوُا اللّٰهَ، وَاجْتَرَءُوْا عَلَىٰ مَعْصِيَتِهِ، وَخَالَفُوْا طَاعَتَهُ، فَيُؤْذَنُ لِىْ فِى الشَّفَاعَةِ، فَأُثْنِىْ عَلَى اللّٰهِ سَاجِدًا كَمَا أُثْنِىْ عَلَيْهِ قَائِمًا،

فَيُقَالُ لِيْ : اِرْفَعْ رَأْسَكَ، وَسَلْ تُعْطَهُ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ» رواه الطبراني في الكبير والصغير بإسناد حسن.

১৮৩৮। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ বর্তমান কিবলার (কাবা শরীফের) অনুসারীদের মধ্যে এত লোক দোযখে যাবে, যাদের সংখ্যা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না। কারণ তারা আল্লাহর নাফরমানী করেছে এবং ধৃষ্টতা সহকারে তার হুকুমের বিপরীত কাজ করেছে। এরপর আমাকে শাফায়াত করার অনুমতি দেয়া হবে। আমি সিজদায় গিয়ে এবং দাঁড়িয়ে আল্লাহর প্রশংসা করবো। আমাকে বলা হবে ঃ মাথা উঠাও, তুমি যা চাও তা তোমাকে দেয়া হবে, যা সুপারিশ করবে তা গ্রহণ করা হবে। (তাবরানী)

١٨٣٩- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَاذَا رَدَّ إِلَيْكَ رَبُّكَ فِي الشَّفَاعَةِ؟ قَالَ «وَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَقَدْ ظَنَنْتُ أَنَّكَ أَوَّلُ مَنْ يَسْأَلُنِيْ عَنْ ذٰلِكَ مِنْ أُمَّتِيْ لِمَا رَأَيْتُ مِنْ حِرْصِكَ عَلَى الْعِلْمِ، وَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَمَا يَهُمُّنِيْ مِنْ اِنْقِضَاضِهِمْ عَلٰى أَبْوَابِ الْجَنَّةِ أَهَمُّ عِنْدِيْ مِنْ تَمَامِ شَفَاعَتِيْ لَهُمْ، وَشَفَاعَتِيْ لِمَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ مُخْلِصًا وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ يُصَدِّقُ لِسَانَهُ قَلْبُهُ وَقَلْبُهُ لِسَانَهُ». رواه أحمد، وابن حبان في صحيحه.

১৮৩৯। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) কে আমি জিজ্ঞেস করলাম ঃ হে রাসূল, আপনার প্রভু আপনাকে শাফায়াতে কী জবাব দিয়েছেন? রাসূল (সা) বললেন ঃ যার হাতে আমার প্রাণ তার শপথ, আমার মনে হয় এই উম্মাতের মধ্যে তুমিই প্রথম ব্যক্তি যে, আমাকে এ কথা জিজ্ঞেস করলো, কেননা তোমার ভেতরে আমি প্রচুর জ্ঞানের পিপাসা লক্ষ্য করেছি। যার হাতে আমার প্রাণ তাঁর কসম, আমার উম্মাতের বেহেশতের দরজায় পৌঁছা আমার কাছে তাদের জন্য শাফায়াত

সম্পন্ন করার চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ। আমার শাফায়াত তাদের জন্য, যারা আন্তরিকতার সাথে আল্লাহ ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই এবং মুহাম্মাদ (সা) তাঁর রাসূল, বলে সাক্ষ্য দেয় এবং তাঁর মুখের সাথে মনের ও মনের সাথে মুখের মিল থাকে। (আহমাদ ও ইবনে হাব্বান)

١٨٤٠- وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ دَعْوَةٍ، فَرَفَعَ إِلَيْهِ الذِّرَاعَ ـ وَكَانَتْ تُعْجِبُهُ فَنَهَسَ مِنْهَا نَهْسَةً وَقَالَ : «أَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، هَلْ تَدْرُوْنَ مِمَّ ذَالِكَ؟ يَجْمَعُ اللّٰهُ الْأَوَّلِيْنَ وَالْآخِرِيْنَ فِىْ صَعِيْدٍ وَاحِدٍ، فَيُبْصِرُهُمُ النَّاظِرُ، وَيُسْمِعُهُمُ الدَّاعِىْ، وَتَدْنُوْ مِنْهُمُ الشَّمْسُ، فَيَبْلُغُ النَّاسَ مِنَ الْغَمِّ وَالْكَرْبِ مَالَا يُطِيْقُوْنَ وَلَا يَحْتَمِلُوْنَ، فَيَقُوْلُ النَّاسُ : أَلَاتَنْظُرُوْنَ إِلٰى مَا أَنْتُمْ فِيْهِ، وَإِلٰى مَا بَلَغَكُمْ، أَلَا تَنْظُرُوْنَ مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ إِلٰى رَبِّكُمْ؟ فَيَقُوْلُ بَعْضُ النَّاسِ لِبَعْضٍ : أَبُوْكُمْ آدَمُ، فَيَأْتُوْنَهُ فَيَقُوْلُوْنَ : يَآ آدَمُ أَنْتَ أَبُو الْبَشَرِ، خَلَقَكَ اللّٰهُ بِيَدِهِ، وَنَفَخَ فِيْكَ مِنْ رُوْحِهِ، وَأَمَرَ الْمَلَائِكَةَ فَسَجَدُوْا لَكَ، وَأَسْكَنَكَ الْجَنَّةَ، أَلَا تَشْفَعُ لَنَا إِلٰى رَبِّكَ، أَلَا تَرٰى مَا نَحْنُ فِيْهِ وَمَا بَلَغَنَا، فَقَالَ : إِنَّ رَبِّىْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَا يَغْضَبُ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنَّهُ نَهَانِىْ عَنِ الشَّجَرَةِ فَعَصَيْتُ، نَفْسِىْ نَفْسِىْ نَفْسِىْ، اِذْهَبُوْا إِلٰى غَيْرِىْ، اِذْهَبُوْا إِلٰى نُوْحٍ، فَيَأْتُوْنَ نُوْحًا، فَيَقُوْلُوْنَ : يَا نُوْحُ أَنْتَ أَوَّلُ الرُّسُلِ إِلٰى أَهْلِ الْأَرْضِ، وَقَدْ سَمَّاكَ اللّٰهُ عَبْدًا شَكُوْرًا، إِلَا تَرٰى إِلٰى مَا نَحْنُ فِيْهِ، أَلَا

تَرٰى إِلٰى مَا بَلَغْنَا، أَلَا تَشْفَعُ لَنَا إِلٰى رَبِّكَ؟ فَيَقُوْلُ : إِنَّ رَبِّىْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَأَنَّهُ قَدْ كَانَ لِىْ دَعْوَةٌ دَعَوْتُ بِهَا عَلٰى قَوْمِىْ، نَفْسِىْ نَفْسِىْ نَفْسِىْ، اِذْهَبُوْا إِلٰى غَيْرِىْ، اِذْهَبُوْا إِلٰى إِبْرَاهِيْمَ؛ فَيَأْتُوْنَ إِبْرَاهِيْمَ فَيَقُوْلُوْنَ : أَنْتَ نَبِىُّ اللّٰهِ وَخَلِيْلُهُ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ، اِشْفَعْ لَنَا إِلٰى رَبِّكَ، أَلَاتَرٰى إِلٰى مَا نَحْنُ فِيْهِ؟ فَيَقُوْلُ لَهُمْ : إِنَّ رَبِّىْ قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنِّىْ كُنْتُ كَذَبْتُ ثَلَاثَ كَذْبَاتٍ؛ فَذَكَرَهَا، نَفْسِىْ نَفْسِىْ نَفْسِىْ، اِذْهَبُوْا إِلٰى غَيْرِىْ، اِذْهَبُوْا إِلٰى مُوْسٰى فَيَأْتُوْنَ مُوْسٰى، فَيَقُوْلُوْنَ : يَا مُوْسٰى أَنْتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ، فَضَّلَكَ اللّٰهُ بِرِسَالَاتِهِ وَبِكَلَامِهِ عَلَى النَّاسِ، اِشْفَعْ لَنَا إِلٰى رَبِّكَ، أَمَا تَرٰى إِلٰى مَا نَحْنُ فِيْهِ؟ فَيَقُوْلُ : إِنَّ رَبِّىْ قَدْغَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنِّىْ قَدْ قَتَلْتُ نَفْسًا لَمْ أُوْمَرْ بِقَتْلِهَا، نَفْسِىْ نَفْسِىْ نَفْسِىْ، اِذْهَبُوْا إِلٰى غَيْرِىْ، اِذْهَبُوْا إِلٰى عِيْسٰى؛ فَيَأْتُوْنَ عِيْسٰى، فَيَقُوْلُوْنَ : يَا عِيْسٰى، أَنْتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلٰى مَرْيَمَ، وَرُوْحٌ مِنْهُ، وَكَلَّمْتَ النَّاسَ فِى الْمَهْدِ، اِشْفَعْ لَنَا إِلٰى رَبِّكَ، أَلَا تَرٰى إِلٰى مَا نَحْنُ فِيْهِ فَيَقُوْلُ عِيْسٰى : إِنَّ رَبِّىْ قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ

يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ ذَنْبًا، نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي، اِذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، اِذْهَبُوا إِلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ فَيَأْتُونِي، فَيَقُولُونَ: يَا مُحَمَّدُ، أَنْتَ رَسُولُ اللّٰهِ، وَخَاتَمُ الْأَنْبِيَاءِ، وَقَدْ غَفَرَ اللّٰهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اِشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، أَلَاتَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ فَأَنْطَلِقُ فَأَتِي تَحْتَ الْعَرْشِ، فَأَقَعُ سَاجِدًا لِرَبِّي ثُمَّ يَفْتَحُ اللّٰهُ عَلَيَّ مِنْ مَحَامِدِهِ وَحُسْنِ الثَّنَاءِ عَلَيْهِ شَيْئًا لَمْ يَفْتَحْهُ عَلَى أَحَدٍ قَبْلِي، ثُمَّ يُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ، اِرْفَعْ رَأْسَكَ، سَلْ تُعْطَهْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَأَرْفَعُ رَأْسِي، فَأَقُولُ: أُمَّتِي يَا رَبِّ، أُمَّتِي يَارَبِّ، أُمَّتِي يَارَبِّ؛ فَيُقَالُ: يَامُحَمَّدُ، أَدْخِلْ مِنْ أُمَّتِكَ مَنْ لَاحِسَابَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْبَابِ الْأَيْمَنِ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ وَهُمْ شُرَكَاءُ النَّاسِ فِيمَا سِوَى ذٰلِكَ مِنَ الْأَبْوَابِ» ثُمَّ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ. إِنَّ مَا بَيْنَ الْمِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيعِ الْجَنَّةِ كَمَابَيْنَ مَكَّةَ وَهَجَرَ، أَوْ كَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَبُصْرَى» رواه البخاري، ومسلم.

১৮৪০। হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন ঃ আমরা রাসূল (সা)-এর সাথে একটা দাওয়াতে গিয়েছিলাম। তাকে হাত উচুঁ করে স্বাগত জানানো হয়। এতে তিনি খুশী হন। তারপর বলেন ঃ আমি কিয়ামতের দিন সমগ্র মানবজাতির সরদার। কেন তা তোমরা জান? আল্লাহ পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল মানবমন্ডলীকে সেদিন একই প্রান্তরে সমবেত করবেন। প্রত্যেক দর্শক তাদেরকে দেখবে এবং প্রত্যেক আহবায়ক তাদের কথা শুনবে। সূর্য তাদের অতি নিকটে আসবে। ফলে মানুষ অসহনীয় দুঃখ-কষ্ট ভোগ করবে। লোকেরা একে অপরকে বলবে ঃ আমরা কী মুসিবতের আছি তা কি দেখতে পাচ্ছ না ? আমাদের এই অবস্থা থেকে উদ্ধারের জন্য কে আল্লাহর কাছে সুপারিশ করতে পারে, তোমরা দেখবে না? তখন কেউ কেউ বলবে? চল আমাদের বাবা

হযরত আদমের কাছে যাই। তার কাছে গিয়ে তারা বলবে ঃ হে আদম, আপনি মানব জাতির পিতা। আল্লাহ আপনাকে নিজ হাতে সৃষ্টি করেছেন, আপনার দেহে প্রাণ সঞ্চারিত করেছেন, ফেরেশতাদেরকে হুকুম দিয়েছেন আপনাকে সিজদা করতে এবং আপনাকে বেহেশতে বাস করিয়েছেন। আপনি কি আপনার প্রভুর কাছে আমাদের জন্য সুপারিশ করবেন না? আমরা কি দুর্দশায় আছি, তা কি আপনি দেখছেন না? আদম (আ) বলবেন ঃ আমার প্রভু আজ এত রেগে আছেন যে, অতীতে আর কখনো ততটা রাগান্বিত হননি এবং ভবিষ্যতেও হবেন না। তিনি আমাকে বেহেশতে একটা গাছের ফল খেতে নিষেধ করেছিলেন, আমি সে নিষেধ অমান্য করেছি, নাফসী! নাফসী! নাফসী! (আমি নিজেকে নিয়েই চিন্তিত!) তোমরা আমি ছাড়া অন্য কারো কাছে যাও। নূহের কাছে যাও। তখন সবাই হযরত নূহের কাছে যাবে। তাঁকে বলবে ঃ হে নূহ, আপনি বিশ্ববাসীর কাছে প্রেরিত প্রথম রাসূল। (বিশ্বনবী) আল্লাহ আপনাকে 'কৃতাত্ত বান্দা' বিশেষণে ভূষিত করেছেন। আমরা কী বিপদের আছি দেখছেন না? আমাদের জন্য কি আপনার প্রভুর কাছে সুপারিশ করবে না। তিনি বলবেন ঃ আমার প্রভু আজ এত রেগে আছেন যে, আগেও কখনো এত রাগান্বিত ছিলেন না। পরেও কখনো হবেন না। আমি আমার জাতির জন্য বদদোয়া করেছিলাম। এখন আমি নিজেকে নিয়েই উদ্বিগ্ন, নাফসী! নাফসী! নাফসী। আমাকে বাদ দিয়ে অন্য কারো কাছে যাও। ইবরাহীমের কাছে যাও। তারা হযরত ইবরাহীমের কাছে যাবে। তাকে বলবে ঃ আপনি আল্লাহর নবী, বিশ্ববাসীর মধ্যে আল্লাহর বন্ধু, আপনার প্রভুর কাছে আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। আমরা কী দুর্দশায় আছি দেখছেন না? তিনি বলবেন ঃ আমার প্রভু আজ এত রাগান্বিত, যা আগে কখনো ছিলেন না, এবং পরেও কখনো হবেন না। আমি তিনবার মিথ্যে কথা বলেছি। তারপর তা উল্লেখ করলেন। নাফসী, নাফসী, নাফসী, আমি নিজেকে নিয়েই উৎকণ্ঠিত। আমাকে বাদ দিয়ে অন্য কারো কাছে যাও। তোমরা মূসার কাছে যাও। তারা মূসা (আ)-এর কাছে যাবে। তারপর তাকে বলবে ঃ হে মূসা, আপনি আল্লাহর রাসূল, আল্লাহ আপনাকে তার রিসালাত ও সরাসরি তার সাথে কথা বলার সুযোগ দিয়ে অন্য সকল মানুষের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। আমাদের জন্য আপনার প্রভুর কাছে সুপারিশ করুন। আমরা কী অবস্থায় আছে তা কি আপনি দেখছেন না? তিনি বলবেন ঃ আমার প্রভু আজ এত রাগান্বিত, যতটা আগে কখনো ছিলেন না এবং পরেও কখনো হবেন না। আমি একটা মানুষকে খুন করেছিলাম। তাকে খুন করার কোন আদেশ আমাকে দেয়া হয়নি। নাফসী, নাফসী, নাফসী, (অর্থাৎ আমার কী হবে, তা নিয়েই আমি উদ্বিগ্ন) তোমরা আমাকে বাদ দিয়ে অন্য কারো কাছে যাও। তোমরা ঈসার কাছে যাও। তারা হযরত ঈসার কাছে যাবে। তাকে বলবে ঃ "হে ঈসা, আপনি আল্লাহর একজন রাসূল, হযরত

মরিয়মের কাছে প্রেরিত তার বাণী এবং তাঁর আত্মা। আপনি দোলনায় থেকেও মানুষের সাথে কথা বলেছেন। আপনার প্রভুর কাছে আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। আমরা কী অবস্থায় আছি, তা কি দেখছেন না? হযরত ঈসা বলবেন ঃ আমার প্রভু আজ ভীষণ রাগান্বিত। এত রাগান্বিত তিনি আগেও ছিলেন না। পরেও কখনো হবেন না। তবে তিনি নিজের কোন গুনাহর নাম উল্লেখ করেননি। নাফসী, নাফসী, নাফসী। অর্থাৎ আমি নিজের পরিণাম নিয়ে শংকিত। তোমরা আমাকে বাদ দিয়ে অন্য কারো কাছে যাও। তোমরা মুহাম্মাদ (সা) এর কাছে যাও। তারা আমার কাছে যাবে। তারপর আমাকে বলবে ঃ হে মুহাম্মাদ, আপনি আল্লাহর রাসূল, শেষ নবী। আপনার আগের ও পেছনের সকল গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়েছে। আপনার রবের কাছে আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। আমরা কী অবস্থায় আছি, দেখতে পাচ্ছেন না? এ অনুরোধের প্রেক্ষিতে আমি যাবো। আরশের নীচে আমার প্রভুর সামনে সিজদায় পড়ে যাবো। এরপর আল্লাহ আমাকে তার প্রশংসা করার এত সুযোগ দেবেন, যা আমার আগে আর কাউকে দেননি। তারপর বলবেন ঃ হে মুহাম্মাদ, তোমার মাথা ওঠাও, তুমি প্রার্থনা কর, যা প্রার্থনা করবে, তা তোমাকে দেয়া হবে, যা সুপারিশ করবে, তা মঞ্জুর করা হবে। তখন আমি মাথা তুলবো। আমি বলবো ঃ উম্মাতী ইয়া রব, উম্মাতী ইয়া রব, উম্মাতী ইয়া রব, (অর্থাৎ হে আমার প্রভু, আমার উম্মাতকে নিষ্কৃতি দিন, আমার উম্মাতকে নিষ্কৃতি দিন, আমার উম্মাতকে নিষ্কৃতি দিন আবার বলা হবে ঃ হে মুহাম্মাদ, তোমার উম্মাতের মধ্যে যাদের কোন হিসেবের দরকার নেই, তাদেরকে জান্নাতের ডান দিকের দরজা দিয়ে ঢুকিয়ে দাও। তারা অন্যান্য দরজা দিয়েও ঢুকতে পারবে। তারপর রাসূল (সা) বললেন ঃ মক্কা ও বুসরা শহরের মাঝে যত দূরত্ব, জান্নাতের দুই দরজার মাঝে ততখানি দূরত্ব। (বুখারী ও মুসলিম)

١٨٤١- وَرُوِىَ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «يُوْضَعُ لِلْأَنْبِيَاءِ مَنَا بِرُ مِنْ نُوْرٍ يَجْلِسُوْنَ عَلَيْهَا، وَيَبْقَى مِنْبَرِى لَا أَجْلِسُ عَلَيْهِ - أَوْ قَالَ : لَا أَقْعُدُ عَلَيْهِ- قَائِمًا بَيْنَ يَدَىْ رَبِّىْ مَخَافَةَ أَنْ يُبْعَثَ بِىْ إِلَى الْجَنَّةِ وَتَبْقَى أُمَّتِىْ بَعْدِىْ فَأَقُوْلُ : يَارَبِّ أُمَّتِىْ أُمَّتِىْ، فَيَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ : يَا مُحَمَّدُ، مَاتُرِيْدُ أَنْ أَصْنَعَ بِأُمَّتِكَ؟

فَأَقُوْلُ : يَارَبِّ عَجِّلْ حِسَابَهُمْ؛ فَيُدْعَى بِهِمْ فَيُحَاسَبُوْنَ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَتِي، فَمَا أَزَالُ أَشْفَعُ حَتَّى أُعْطَى صِكَاكًا بِرِجَالٍ قَدْ بُعِثَ بِهِمْ إِلَى النَّارِ، حَتَّى إِنَّ مَالِكًا خَازِنَ النَّارِ لَيَقُوْلُ : يَا مُحَمَّدُ، مَا تَرَكْتَ لِغَضَبِ رَبِّكَ فِي أُمَّتِكَ مِنْ نِقْمَةٍ» رواه الطبراني في الكبير، والأوسط، والبيهقي في البعث، وليس في إسنادهما من ترك.

১৮৪১। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ (কিয়ামতের ময়দানে) নবীগণের জন্য জ্যোতির্ময় মিম্বরসমূহ স্থাপন করা হবে। নবীগণ সেই সব মিম্বরে বসবেন। আমার মিম্বর শূন্য থাকবে। আমি তাতে বসবো না। বরং আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে থাকবো। পাছে আমাকে একাকী বেহেশতে পাঠানো হয়, আর আমার উম্মাত পেছনে পড়ে থাকে। আমি বলবো ঃ হে আমার রব, আমার উম্মাত, আমার উম্মাত! (অর্থাৎ আমার উম্মাতের দিকে সুদৃষ্টি দিন) আল্লাহ বলবেন ঃ "হে মুহাম্মাদ, তোমার উম্মাতের সাথে আমার কেমন আচরণ তুমি আশা কর। আমি বলবো ঃ হে আমার রব, ওদের হিসেবে নিকাশ তাড়াতাড়ি চুকিয়ে দিন" সঙ্গে সঙ্গে তাদেরকে ডাকা হবে এবং হিসাব নেয়া হবে। তারপর তাদের কেউবা আল্লাহর দয়ায় এবং কেউ বা আমার সুপারিশে বেহেশতে যাবে। এভাবে সুপারিশ করতে করতে শেষ পর্যন্ত দোযখে প্রেরিত হয়েছে এমন কিছু লোককেও মুক্তি দেয়ার নিশ্চয়তা আমাকে দেয়া হবে। ফলে দোযখের তত্ত্বাবধায়ক ফেরেশতা মালেক বলবেন, হে মুহাম্মাদ আপনি আপনার উম্মাতের কাউকেই আল্লাহর কোপানলে থাকতে দিলেন না। (তাবরানী ও বায়হাকী)

كتاب صفة الجنة والنار

বেহেশত ও দোযখের বিবরণ সংক্রান্ত অধ্যায়

الترغيب فى سؤال الجنة، والاستعاذة من النار

দোযখ থেকে নিষ্কৃতি ও বেহেশত প্রাপ্তির প্রার্থনা করার উপদেশ

١٨٤٢ - عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يعلِّمُهُمْ [هذا] الدُّعَاءَ كَمَا يُعَلِّمُهُمُ السُّوْرَةَ مِنَ الْقُرْآنِ «قُوْلُوْا : اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ، وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ» وراه مالك، ومسلم، وأبو داود، والترمذى، والنسائى.

১৮৪২। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) সাহাবীগণকে যত গুরুত্ব দিয়ে কুরআনের সূরা শিখাতেন, তত গুরুত্ব দিয়ে এই দোয়া শেখাতেন ঃ হে আল্লাহ, জাহান্নামের আযাব থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাই, কবরের আযাব থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাই, দাজ্জালের ফেতনা (অগ্নিপরীক্ষা) থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাই এবং জীবন ও মৃত্যুর ফেৎনা থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাই। (মালেক, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী)

١٨٤٣- وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «مَا اسْتَجَارَ عَبْدٌ مِّنَ النَّارِ سَبْعَ مَرَّاتٍ إِلَّا قَالَتِ النَّارُ : يَارَبِّ إِنَّ عَبْدَكَ فُلَانًا اِسْتَجَارَ مِنِّىْ فَأَجِرْهُ، وَلَا سَأَلَ عَبْدٌ الْجَنَّةَ سَبْعَ مَرَّاتٍ إِلَّا قَالَتِ الْجَنَّةُ : يَارَبِّ إِنَّ عَبْدَكَ فُلَانًا سَأَلَنِىْ، فَأَدْخِله الْجَنَّةَ» رواه أبو يعلى بإسناد

على شرط البخارى ومسلم.

১৮৪৩। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ কোন বান্দা দোযখ থেকে আল্লাহর কাছে সাতবার আশ্রয় চাইলে দোযখ বলে ঃ হে প্রভু, তোমার অমুক বান্দা আমার কাছ থেকে আশ্রয় চেয়েছে। তাকে আশ্রয় দাও। আর কোন বান্দা সাতবার বেহেশত চাইলে বেহেশত বলে ঃ হে প্রভু, তোমার অমুক বান্দা আমাকে চেয়েছে। কাজেই তাকে বেহেশতে প্রবেশ করাও। (আবু ইয়ালা) তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজা, ইবনে হাব্বান ও হাকেমের বর্ণনায় সাতবারের পরিবর্তে তিনবার উল্লেখ করা হয়েছে।

الترهيب من النار

দোযখ থেকে হুঁশিয়ারী

١٨٤٤- عَنْ أَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ أَكْثَرُ دعَاءِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «رَبَّنَا آتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِى الْأٰخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ» رواه البخارى.

১৮৪৪। হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূল (সা) সবচেয়ে বেশী যে দোয়া পড়তেন তা হচ্ছে ঃ "রব্বানা আতিনা ফিদ দুনিয়া হাসানাতান ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানাতান ওয়া কিনা আযাবান নার। (হে আমাদের প্রভু, আমাদেরকে দুনিয়ায় কল্যাণ দিন, আখিরাতেও কল্যাণ দিন এবং আমাদেরকে দোযখের আযাব থেকে নিষ্কৃতি দিন।) (বুখারী)

١٨٤٥- وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الْأٰيَةُ : (وَأَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْأَقْرَبِيْنَ) دَعَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُرَيْشًا، فَاجْتَمَعُوْا، فَعَمَّ وَخَصَّ، فَقَالَ : «يَا بَنِىْ كَعْبِ بْنِ لُؤَىٍّ أَنْقِذُوْا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يَا بَنِىْ مُرَّةَ بْنِ كَعْبٍ أَنْقِذُوْا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يَا بَنِىْ هَاشِمٍ أَنْقِذُوْا أَنْفُسَكُمْ مِنَ

النَّارِ، يَا بَنِىْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يَا فَاطِمَةُ أَنْقِذِىْ نَفْسَكِ مِنَ النَّارِ، فَإِنِّىْ لاَ أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا» رواه مسلم واللفظ له، والبخارى، والترمذى، والنسائى بنحوه.

১৮৪৫। হযরত আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন ঃ যখন সূরা শুয়ারার ২১৪ নং আয়াত "তোমার নিকটতম আত্মীয়দের কে সর্তক কর" নাযিল হলো, তখন রাসূল (সা) কুরাইশদেরকে ডাকলেন, তারপর এভাবে বলতে থাকে ঃ হে বনু কা'ব বিন লুয়াই, তোমরা নিজেদেরকে দোযখের আযাব থেকে রক্ষা কর, হে বনু মুররা বিন কাব, তোমরা নিজেদেরকে দোযখের আযাব থেকে রক্ষা কর, হে বনু হাশেম, তোমরা নিজেদেরকে দোযখের আযাব থেকে রক্ষা কর, হে বনু আবুদল মুত্তালিব, তোমরা নিজেরেকে দোযখের আযাব থেকে রক্ষা কর, হে ফাতেমা, তুমি নিজেকে দোযখের আযাব থেকে রক্ষা কর। কেননা আমি আল্লাহর কছে থেকে তোমাদের মুক্ত করতে পারবো না।

١٨٤٦- وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ نَارَكُمْ هٰذِهِ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِيْنَ جُزْءًا مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ، وَلَوْ لاَ أَنَّهَا أُطْفِئَتْ بِالْمَاءِ مَرَّتَيْنِ مَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا، وَإِنَّهَا لَتَدْعُو اللّٰهَ أَنْ لاَ يُعِيْدَهَا فِيْهَا» رواه ابن ماجه بإسناد واه، والحاكم عن جسر بن فرقد-وهو واه- عن الحسن عنه وقال: صحيح الإسناد.

১৮৪৬। হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ তোমাদের এই আগুন দোযখের আগুনের সত্তর ভাগের একভাগ। (অর্থাৎ উত্তাপের দিক দিয়ে) একে যদি দু'বার পানি দিয়ে নিভানো না হতো, তাহলে তোমরা একে ব্যবহার করতে পারতে না। এই আগুন আল্লাহর কাছে সর্বক্ষণ দোয়া করে যেন তাকে আর দোযখে নিক্ষেপ করা না হয়। (ইবনে মাজা ও হাকেম)

١٨٤٧- وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنَّ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «إِنَّ أَهْوَنَ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا أَبُوْ طَالِبٍ، وَهُوَ مُنْتَعِلٌ بِنَعْلَيْنِ يَغْلِىْ مِنْهُمَا دِمَاغُهُ» رواه مسلم.

১৮৪৭। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ দোযখে সবচেয়ে কম শাস্তি হবে আবু তালিবের। তাকে একজোড়া জুতো পরানো হবে এবং তার উত্তাপে তার মাথার ঘিলু টগবগ করে ফুটতে থাকবে। (মুসলিম)

الترغيب فى الجنة ونعيمها

জান্নাতের বিবরণ ও উৎসাহ প্রদান

١٨٤٨- وَرُوِىَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ أَدْنٰى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً لَمَنْ يَنْظُرُ إِلٰى جِنَانِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَنَعِيْمِهِ وَخَدَمِهِ وَسُرُرِهِ مَسِيْرَةَ أَلْفِ سَنَةٍ، وَأَكْرَمُهُمْ عَلَى اللّٰهِ مَنْ يَنْظُرُ إِلٰى وَجْهِهِ غُدْوَةً وَعَشِيًّا، ثُمَّ قَرَأَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم (وُجُوْهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ، إِلٰى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ) رواه الترمذى، وأبو يعلى، والطبرانى، والبهقى.

১৮৪৮। হযরত ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত রাসূল (সা) বলেছেন ঃ সবচেয়ে নিম্নস্তরের বেহেশতবাসী হবে সেই ব্যক্তি যে তার বাগবাগিচা সমূহ স্ত্রীগণ, নিয়ামত রাজি, চাকর-চাকরানী ও খাটগুলো এক হাজার বছর ধরে দেখবে। (অর্থাৎ সবগুলো দেখতে এক হাজার বছর লাগবে।) আর সবচেয়ে সম্মানিত বেহেশতবাসী হবে সেই ব্যক্তি, যে প্রতিদিন সকাল বিকাল আল্লাহর চেহারা দেখবার সৌভাগ্য লাভ করবে। এরপর রাসূল (সা) সূরা কিয়ামার ২২ ও ২৩ নং আয়াত পড়লেন ঃ "সেদিন বুহু মুখমন্ডল তরতাজা থাকবে, তাদের প্রভুর দিকে তাকিয়ে থাকবে।" (তিরমিযী, আবু সুইয়ালা, তাবরানী ও বায়হাকী)

١٨٤٩- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «مَنْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ يَنْعَمُ، وَلاَ يَبْأَسُ، وَلاَ تَبْلَى ثِيَابُهُ، وَلاَ يَفْنٰى شَبَابُهُ، فِى الْجَنَّةِ مَالاَ عَيْنٌ رَأَتْ، وَلاَ أُذُنٌ سَمِعَتْ، وَلاَ خَطَرَ عَلٰى قَلْبِ بَشَرٍ» رواه مسلم.

১৮৪৯। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে, সে আনন্দে মাতোয়ারা থাকবে, কোন দুঃখ ভোগ করবে না, তার পোশাক পুরানো হবে না এবং তার যৌবন কখনো বিগত হবে না। জান্নাতে যা আছে, তা কারো চোখ দেখেনি, কারো কান শোনেনি, কোন মানুষের মন কল্পনাও করতে পারেনি। (মুসলিম)

١٨٥٠- وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «إِذَا صَارَ أَهْلُ الْجَنَّةِ إِلَى الْجَنَّةِ، وَأَهْلُ النَّارِ إِلَى النَّارِ؛ جِىْءَ بِالْمَوْتِ حَتّٰى يُجْعَلَ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ فَيُذْبَحُ، ثُمَّ يُنَادِىْ مُنَادٍ : يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ لاَ مَوْتَ، يَاأَهْلَ النَّارِ لاَمَوْتَ، فَيَزْدَادُ أَهْلُ الْجَنَّةِ فَرَحًا إِلٰى فَرَحِهِمْ، وَأَهْلُ النَّارِ حُزْنًا إِلٰى حُزْنِهِمْ». رواه البخارى، ومسلم.

১৮৫০। হযরত ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ জান্নাতবাসী যখন জান্নাতে যাবে এবং দোযখবাসী যখন দোযখে যাবে, তখন মৃত্যুকে দোযখ ও বেহেশতের মাঝখানে এনে যবাই করা হবে তারপর একজন ঘোষক ঘোষণা করবে। হে জান্নাতবাসী, তোমাদের মৃত্যু নেই, হে দোযখবাসী, তোমার মৃত্যু নেই। তোমরা যেখানে আছ, চিরদিন থাকেবে। এ কথা শুনে জান্নাতবাসীর আনন্দ ও দোযখবাসীর দুঃখ বেড়ে যাবে। খুশীতে কেউ যদি মারা যেত, তবে এই ঘোষণা শুনে বেহেশতবাসী মারা যেত, আর দুঃখে যদি কেউ মারা যেত, তবে দোযখবাসী মারা যেত। (বুখারী, মুসলিম নাসায়ী, তিরমিযী)

॥ ৩য় খণ্ডে সমাপ্ত ॥